কুট্টনীমতম্

শ্রীকাশ্মীরমহামণ্ডলমহীমণ্ডনরাজজয়াপীড়মন্ত্রিপ্রবর

দামোদর গুপ্ত কবি বিরচিতং

[মূল বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনীসহ]

অধ্যাপক ত্রিদিব নাথ রায়
এম-এ, এল-এল-বি

প্রথম সংস্করণ
১৩৬০ ভাদ্র

বসুমতী - - সাহিত্য - - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মূল্য—চারি টাকা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক
শ্রীশশিভূষণ দত্ত
বসুমতী প্রেস, কলিকাতা

যাঁহার
অনুপ্রেরণায় অতি বাল্যকাল হইতে
সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রতি আমার
অনুরাগ জন্মিয়াছিল
সেই
বঙ্গবরেণ্য
পরমারাধ্য পিতৃদেব
স্বর্গত **নিখিলনাথ রায়ের** পবিত্র
স্মৃতির উদ্দেশ্যে সংস্কৃত-সাহিত্যসেবার
এই ক্ষুদ্র অবদান উৎসর্গ
করিলাম।

ভূমিকা

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার এত বিশাল যে বর্তমানে খুব অল্প সংখ্যক দেশের প্রচলিত সাহিত্য তাহার সমকক্ষ হইবার স্পর্ধা রাখিতে পারে। কত রত্ন যে আজও অনাবিষ্কৃত ও ভারতের কোন্ নিভৃত পল্লীর কোন্ গৃহস্থের শয়নকক্ষে বা দেবতার মন্দিরে পেটিকায় আবদ্ধ থাকিয়া বা গৃহকোণে স্তূপাকারে পড়িয়া থাকিয়া কীটদষ্ট হইয়া জীর্ণ হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদিগের এই আলোচ্য কাব্যটীই তাহার একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বহুকাল যাবৎ ইহা বিস্মৃতির অতল তলে নিমগ্ন ছিল। কিরূপে তাহার আবার পুনরুদ্ধার হইল আমরা তাহার বিবরণ দিতেছি।

কুট্টনীমত কাব্য ও তাহার পুনরুদ্ধারের ইতিহাস—এই কাব্যটী মধ্যযুগের অতি প্রাচীন কবিদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত ছিল। সুভাষিতাবলী, কাব্যপ্রকাশ, কবিকণ্ঠাভরণ, পঞ্চতন্ত্র, দুর্ঘটবৃত্তি, মঙ্খকোষটীকা, কবিবচন সমুচ্চয়, সূক্তিমুক্তাবলী, অলংকারসর্বস্ব, ক্ষীরস্বামীকৃত 'অমরকোষটীকা' প্রভৃতি বহু গ্রন্থে 'কুট্টনীমতের' শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থের কোনটীতে দামোদর দেব, ভট্ট দামোদরগুপ্ত, কপিল দামোদর ইত্যাদি নামে কবির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পদ্মশ্রী বা পদ্মশ্রীজ্ঞান নামক বৌদ্ধপণ্ডিত তাঁহার 'নাগরসর্বস্ব' নামক কামশাস্ত্রে (১০ম বা ১১শ শতক) 'কুট্টনীমতের' উল্লেখ করিয়াছেন।

খুব সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে দামোদরগুপ্ত রচিত এইকাব্য অপ্রচলিত হইয়া পড়ে এবং তাঁহার নামও তৎকালীন পণ্ডিতগণের নিকট অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ মম্মটভট্ট রচিত 'কাব্যপ্রকাশে' দামোদরগুপ্তের যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছিল মাণিক্যচন্দ্র প্রভৃতি টীকাকারগণ তাঁহাদিগের টীকায় কবির নাম বা কোন পরিচয় দিতে পারেন নাই। অনেক টীকাকার আবার ঐ শ্লোকগুলিকে অন্য কবির রচিত বলিয়া ভুল করিয়াছেন।

বহুকাল পরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ডাঃ পিটার্সন্ ক্যাম্বের শান্তিনাথ মন্দিরের পুঁথিশালায় আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত 'কুট্টনীমতের' একটী পুঁথি আবিষ্কার করেন। পুঁথিটী খণ্ডিত এবং তাহার নাম ছিল 'শম্ভলীমতম্'। তাহার পর জয়পুরের মহারাজের আশ্রিত পণ্ডিত (পরে মহামহোপাধ্যায়) দুর্গাপ্রসাদ শর্মা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আরো দুইখানি জীর্ণ পুঁথি সংগ্রহ করেন। এই তিনখানি পুঁথি অবলম্বন করিয়া পরবৎসর অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত 'কাব্যমালা' গ্রন্থাবলীর তৃতীয় গুচ্ছকে ইহা প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ ও পণ্ডিত কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব ইহার সম্পাদনা করেন। এই সংস্করণে অন্যূন ১৩২টী আর্যা প্রভ্রষ্ট হইয়াছিল।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে বেড়াইতে যান। সেইখানে তিনি বঙ্গীয় অক্ষরে লিখিত 'কুট্টনীমতের' একখানি সম্পূর্ণ

পুঁথি প্রাপ্ত হন। এই পুঁথির নকলের তারিখ ৮৯২ নেবার অব্দ অর্থাৎ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ। ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুঁথি অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। এই পুঁথিটী এখন এসিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষাবিদ্ পণ্ডিত Prof J. J. Meyer সম্ভবতঃ কাব্যমালার সংস্করণ হইতে দামোদর গুপ্তের 'কুট্টনীমতম্' ও ক্ষেমেন্দ্রের 'সময়মাতৃকা'র একটী অনুবাদ Mores et Amores Indorum নাম দিয়া প্রকাশিত করেন।

ইহার পর কাব্যমালার ভ্রমপূর্ণ খণ্ডিত সংস্করণ অবলম্বনে Louis de Langle নামক এক ফরাসী সংস্কৃত ভাষাবিদ্ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইহার ও ক্ষেমেন্দ্রের 'সময়-মাতৃকা'র একটী ফরাসী অনুবাদ করেন। এই দুইটী কাব্য Paris নগরীর Bibliotheque des Curieux নামক গ্রন্থ-প্রতিষ্ঠান হইতে ১৯২০ অব্দে বা তাহার কিছু পূর্বে Les Lecons de l' Entremetteuse ও Le Breviaire de la Courtisane এই নামে একত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। E. Powys Mathers নামক এক ইংরাজ M. Charles Tournier ও অপর একজন সংস্কৃত ভাষাবিদের সহায়তায় Louis de Langleর ফরাসী অনুবাদ হইতে কিছু সংশোধিত করিয়া একটী ইংরাজ অনুবাদ রচনা করেন। তাহা ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে *Eastern Love* নামক গ্রন্থমালার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে Lessons of a Bawd (কুট্টনীমতম্) ও Harlot's Breviary (সময় মাতৃকা) এই নামে John Radker নামক লণ্ডনের এক পুস্তক প্রকাশক প্রকাশিত করেন। এই সংস্করণে কেবলমাত্র ১০০০ খানি পুস্তক কেবলমাত্র যাঁহারা চাঁদা দিয়াছিলেন তাঁহাদিগের জন্য ছাপা হইয়াছিল। তাহা সাধারণে বিক্রয় করা হয় নাই। প্রত্যেক পুস্তকে নম্বর দেওয়া ছিল।

বোম্বাইয়ের তনসুখরাম মনঃসুখরাম ত্রিপাঠী নামক এক বিখ্যাত গুজরাতী পণ্ডিত এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সংস্করণের পুঁথি, আরো তিনখানি পুঁথি এবং কাব্যমালার খণ্ডিত সংস্করণ ও কাশ্মীর পণ্ডিত রত্নগোপাল ভট্ট রচিত 'রসদীপিকা' নামক একটী টীকা অবলম্বনে একটী সম্পূর্ণ সটীক সংস্করণ রচনা করেন। তাহা তাঁহার মৃত্যুর (২৫শে মার্চ ১৯২২) পর তাঁহার পুত্র ধর্মসুখরাম ত্রিপাঠী ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত করেন।

ইতিমধ্যে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অধীনে গবেষণা-কারী পণ্ডিত মধুসূদন কৌল নামক একটী কাশ্মীরী ছাত্র এসিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথি ও তাহার একটী নেবারী অনুলিপি অবলম্বনে একটী সটীক সংস্করণ রচনা করিয়া Bibliotheca Indica গ্রন্থমালায় প্রকাশিত করিবার জন্য এসিয়াটিক সোসাইটীর কর্তৃপক্ষকে পত্র লেখেন। বহু আলোচনার পর ১৯১৯ অব্দে তাহা মুদ্রণের জন্য প্রেসে দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ দীর্ঘকাল পর্যন্ত মুদ্রণের কার্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অবশেষে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে Prof. Meyer তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ করিলে এসিয়াটিক সোসাইটীর সংস্করণ

কেন প্রকাশিত হইতেছে না তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া ও যাহাতে তাহা শীঘ্র প্রকাশিত হয় তাহার জন্য অনুরোধ করিয়া Switzerland হইতে সোসাইটীর General Secratary Van Manenকে তাগাদা দিয়া পত্র দিলে তাঁহাকে পুস্তকের মূল অংশের একটা প্রুফ অথবা ছাপা ফাইল পাঠাইয়া দেওয়া হয়। অবশেষে শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সোসাইটীর সংস্করণটী সম্পূর্ণ করিয়া সম্পাদনা করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষ বহু পূর্বে মুদ্রিত মূল অংশটী ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন। তাহার ভূমিকায় তদানীন্তন জেনেরেল সেক্রেটারী ডাঃ কালিদাস নাগ পুস্তক প্রকাশের বিলম্বের কারণ দর্শাইয়া টীকা অংশটী ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশ্বাস দেন কিন্তু অদ্যাপি দীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যেও তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

আমাদের এই বর্ত্তমান সংস্করণটী কাব্যমালা সংস্করণ, তনসুখরামের সংস্করণ ও এসিয়াটিক সোসাইটীর সংস্করণ মিলাইয়া সম্পাদিত হইয়াছে। কোন একটী বিশেষ সংস্করণকে অনুসরণ করা হয় নাই। যেখানে যে সংস্করণের পাঠ হইতে অর্থ সহজে বোধগম্য মনে করা হইয়াছে সেখানে সেই সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে। পাদটীকায় পাঠান্তরগুলি এইভাবে দেওয়া হইয়াছে—কাব্যমালা (ক); তনসুখরাম (খ) এবং এসিয়াটিক সোসাইটী (গ)। অনুবাদ ও টীকা রচনায় 'রসদীপিকা' টীকা হইতে প্রভূত সাহায্য লওয়া হইয়াছে সেইজন্য অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করিতেছি।

কবি পরিচিতি—ভট্ট দামোদর গুপ্ত খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষার্দ্ধে জন্মগ্রহণ করেন। কর্কোট বংশীয় নৃপতি মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় বিনয়াদিত্য যখন কাশ্মীরের সিংহাসনে আসীন (খৃঃ ৭৭৯—৮১৩) তখন ইনি তাঁহার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কহ্লন তাঁহার রাজ-তরঙ্গিনীতে লিখিতেছেন—

"স দামোদরগুপ্তাখ্যং কুট্টনীমতকারিণম্।
কবিং কবিং বলিরিব ধুর্য্যং ধীসচিবং ব্যধাৎ॥ (৪৯৬)

এবং কবি স্বয়ং তাঁহার কাব্যের উপসংহারে লিখিতেছেন—

"ইতি শ্রীকাশ্মীর মহামণ্ডল মহীমণ্ডল রাজ জয়াপীড় মন্ত্রিপ্রবর দামোদর গুপ্ত বিরচিতং কুট্টনীমতং সমাপ্তম্।"

ইহা ব্যতীত কবির আর কোন পরিচয় আমরা পাই নাই। রাজতরঙ্গিণীপাঠে মনে হয় দামোদরগুপ্ত ললিতাদিত্যের সময়েও মন্ত্রিত্ব বা কোন রাজকার্য করিতেন পরে তিনি জয়াপীড়ের সময় মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছিলেন। 'কুট্টনীমতম্' ইঁহার পরিণত বয়সের রচনা। কাব্যে কবি সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, পুরাণ, ধনুর্বেদ, অশ্বশাস্ত্র, চিত্রশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বহুশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

যে যে কাব্যে কুট্টনীমতের যে যে আর্য্যা উদ্ধৃত করা হইয়াছে আমরা নিম্নে তাহার একটী তালিকা দিতেছি—

সুভাষিতাবলীতে—১০৩, ১০৫, ৩৯৯, ৪৩৪, ৪৪১, ৪৪২, ৬৯৫, ৭৬৫, ৭৬৭, ৭৭০, ৭৮০, ৭৮৬, ৮২২, ৯৭৫

শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে—৩৯৯, ৪৩৪, ৬৩০, ৮২২, ৯৭৫

কাব্যপ্রকাশে—৯৭, ১০৩, ৭০৫

পঞ্চতন্ত্রে—৮১৭, ৮২০, ৮৩৩

দুর্ঘট বৃত্তিতে—৪১, ৪৮৫

মধ্বকোষটীকায়—৬৪, ৩১৩

কবিকণ্ঠাভরণে—৪০৩

কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয়ে—১

সূক্তিমুক্তাবলীতে—৩৯৯

অলংকার সর্বস্বে—৯৭

ক্ষীরস্বামীকৃত 'অমরকোষ টীকায়' ও গুপ্তরত্ন মহোদধি বৃত্তিতে—৪১১

এতদ্ব্যতীত সুভাষিতাবলীতে নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক দামোদরগুপ্ত রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—

"আরোগ্য, বিদ্বত্তা, সজ্জনমৈত্রী, মহাকুলেজন্ম।
স্বাধীনতা চ পুংসাং, মহদৈশ্বর্য্যং বিনাঽপ্যর্থৈঃ।" ২৩৪ ।(১)
"যদ্ধীমতা ইতি বেগেন ব্যাসেন সহসা বহু।
ভাষিতং শতশস্তেন তত্রৈব চ রুচিং কুরু।" ২৩৩০ ॥
"চক্রিতা (কা ?) চ মুক্তাচার্য্যং চেলং চর্চা চ দীনতা
চকার চঞ্চুতা চেতি সপ্তজীবনহেতবঃ।" ২৩৩১ ॥
"উপযু (ভু ?) ক্ত খদিরবীটক জনিতাধর রাগ ভংগভয়াৎ।
কুলটা বাটকনিকটে তৃষ্যত্যপি বারি নো পিবতি।" ২৩৩৬ ।(২)

এতদ্ব্যতীত 'পদ্যবেণী' নামক সুভাষিত সংগ্রহে কয়েকটী শ্লোক দামোদর ভট্ট রচিত বলিয়া ও কয়েকটী দামোদর রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; নিম্নে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করা গেল—

"ক গৃহাণি কুত্র গুরবো ললনানাং
হৃদ্ভয়ং পুনঃ সরভসোচ্চলনানাম্।
ক কুলত্রয়ং ক দয়িতা ক নু নীতিঃ
ক জনাদরঃ ক চ সতামনুনীতিঃ।" ৩৯১ ॥

"এহি তত্র চিনুবঃ সুকৌসুমং
কৌসুমঞ্জু সুমনস্তরুপ্রিয়াম্।
একিকামিতি তয়ান মানিনী
মানিনীয় কপটাগ্রহঃ ক্ষণম্।" ৫২০ ॥

(১) এই শ্লোকটী 'শার্ঙ্গধর পদ্ধতি'তে উদ্ধৃত হইয়াছে। (২) ইহাও 'শার্ঙ্গধর পদ্ধতি'তে উদ্ধৃত হইয়াছে কিন্তু সেখানে উত্তরার্ধটী অন্যরূপ—'পিতরি মৃতেপি হি বেশ্যা জানিতি হা তাত তাতেতি।' (৪০৫১) এবং ইহা ক্ষেমেন্দ্র রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

"পীড়িতৈককুচমেকিকাংচ্যুতং
কাচ্চ্যুতং কুসুমমাশু বিভ্রতী।
একবাহুকৃতকণ্ঠলম্বনা-
লম্বনানি পরিরভ্য চাচরৎ॥" ৫২১ ॥

"পুষ্পদামপরিধাপনামিষান্
না মিষাদরিষু সচ্ছিদ্রতোরসি।
দ্রাক্ সখীপুরত এব সম্মমে
স স্বমে বিতনুতঃ কদাচন॥" ৫২২ ॥

"স্বং বিকীর্ণমুদয়ে সবিতারং
তেজসাং বসুচয়ং সবিতারম্।
সংহরন্ বণিগিবেহ তমহ্নঃ
স প্রয়াতি চ যতো গতমহ্না॥" ৫৫৫ ॥

বারুণীং দিশমপেত্য বিহংগাং
বীক্ষ্য ভীত্যা ইব বীতবিহংগাঃ।
দিগন্ত আমধুরমন্দ-রবন্তঃ
স্ব স্ব নীড়তরুমাদরবন্তঃ॥" ৫৬৬ ॥

"দিঙ্মুখোত্থ-শরদাম্বরভাগা
পক্বশস্যফলিতোদরভাগা।
গুর্বিণীত্বমিব রম্যতরাংগা-
স্তুঃ শরৎসময়সংগতরাগা॥" ৬৪৪ ॥

উপরোক্ত শ্লোকগুলি দামোদর ভট্ট বিরচিত বলিয়া এবং নিম্নলিখিতগুলি দামোদর রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

"স্নিগ্ধাপাংগচলদৃশঃ স্মররসাবেশাদনাতাপত্রপাঃ
সীৎকারাঙ্কিতমন্দহাসমধুরা লা (পা) স্খলৎ পত্রকাঃ।
বাহূত্থানমিতাঃ প্রকম্পস্তনগাঃ শিঞ্জৎকপোলালসৎ
সর্বাংগদ্যুতিভাস্বরা হৃদয়মদ্গোপীঃ সলীলাজয়ঃ॥" ৪০১ ॥

"আলিংগন্ ভৃশমংগকানি সুদৃশামাস্যানি চুম্বং নয়ন্
বক্ষোজোরুনিতম্বকণ্ঠনখর শ্রীচিত্রতাবং নয়ন্।
বিম্বোষ্ঠামৃতমাপিকচ্ছিখিলয়ন্ নীবীংকরক্রীড়না-
সংগেনাত্তিসহাসকেলিপরমঃ স্বৈরং বিচিক্রীড় না॥" ৪০২ ॥

"ধূলিধূসরতমুদ্যুতিঃ ক্রমাংহতিক্রমাদিয়নকবর্ম নঃ।
মন্দগান্ধগতনোঃ সমানতামানতাংশুভজত মূর্তিরৈন্দবী॥" ৪৯৩ ॥

"পদ্মিনীসরসিজাননাদসারাদপানমুখরাংলিমালিকা।
উত্থিতেব খলু ধূমকালিকা কালিকাব্যয়িতবৈরহানলাৎ॥" ৫১২ ॥

"মণ্ডিতং কতিপয়ৈশ্চ তামবৈর্তানবৈর্হরিহরিন্মুখংকরৈঃ।
কেশরস্ত কিল কর্ণপূরকৈঃ পুষ্পকৈরিব মনোরমচ্ছবেঃ॥" ৫১৩॥

"আমুদময়কমুপেক্ষ্য বারিতবারিতপ্রবলভীঃ পুরোগমা।
কাচনাঽঽশু সহসা স্তবর্ত তাবর্ত তামথ সমীক্ষ্য ভীরুকা॥" ৫৪৫॥

"ধর্তুকামমভিবীক্ষ্য নীরতোনীরতোতৃমাপ্ততীতটাৎ।
কাচনাঽঽশ্বপসসার দূরতো দূরতো নহিনহীতি ভাবিণী॥" ৫৪৬॥

"ঘনাশ্লেষরসাঢ্যা সম্ভাবাঢ্যা গুণোজ্জ্বলা সরলা।
অভিমত পাত্রমলব্ধা সীদতি কবিতা চ বনিতা চ॥" ৭৮৩॥

এতদ্ব্যতীত 'সুভাষিত সারসমুচ্চয়', 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগার', 'কবিবচন সমুচ্চয়' প্রভৃতি সুভাষিত সংগ্রহে দামোদর বা দামোদর ভট্টের কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল হইতে মনে হয় দামোদর গুপ্ত আরো দু'একটি কাব্য রচনা ক'রিয়াছিলেন তাহা অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কবির পরিস্থিতি—দামোদরগুপ্ত যখন জয়াপীড়ের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তখন জয়াপীড়ের রাজসভায় অনেক পণ্ডিত বিরাজ করিতেন এবং রাজা স্বয়ং পণ্ডিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে কহ্লন লিখিয়াছেন—

"উৎপত্তি ভূমৌ দেশেস্মিন্ দূরদূরতিরোহিতা।
কশ্যপেন বিতস্তেব তেন বিদ্যাঽবতারিতা॥
দেশান্তরাদাগমষ্য ব্যাচক্ষাণঃ ক্ষমাপতিঃ।
প্রাবর্তয়ত বিচ্ছিন্নং মহাভাষ্যং স্বমণ্ডলে॥
ক্ষীরাভিধাচ্ছব্দবিদ্যোপাধ্যায়াৎ সংভৃতশ্রুতঃ।
বুধৈঃসহ যযৌ বৃদ্ধিং স জয়াপীড় পণ্ডিতঃ॥" (৪।৪৮৬-৪৮৮)

অর্থাৎ "কশ্যপমুনি যেমন তিরোহিতা বিতস্তাকে পুনর্বার প্রবাহিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ নৃপতি সর্ববিদ্যার উৎপত্তি ভূমি কাশ্মীরমণ্ডলে সমস্ত বিদ্যা প্রচারিত করিলেন। তিনি দেশান্তর হইতে ব্যাখ্যাতা আচার্য আনাইয়া স্বরাজে বিলুপ্ত মহাভাষ্য পুনর্বার প্রবর্তিত করিলেন। ক্ষীর নামা শব্দবিদ্যাবিদ্ উপাধ্যায়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া তিনি পণ্ডিত পদবী লাভ করিলেন ও বুধগণসমীপে সমাদর প্রাপ্ত হইলেন।" কহ্লন অন্যত্র বলিয়াছেন—

"নিতান্তং কৃতকৃত্যাস্ত গুণবৃদ্ধিবিধায়িনঃ।
শ্রীজয়াপীড়দেবস্য পাণিনেশ্চকিমন্তরম্॥" (৪।৬৩৫)

এই বলিয়া স্তাবকগণ তাঁহার স্তুতি করিত। কহ্লন আরো বলিয়াছেন—

"বিদ্বান্দীনারলক্ষেণ প্রত্যহং কৃতবেতনঃ।
ভট্টোঽভূদুদ্ভটস্তস্য ভূমিভর্তুঃ সভাপতিঃ॥" (৪।৪৯৪)

বিখ্যাত আলংকারিক বিদ্বান্ উদ্ভটভট্ট ভূপতির সভাপতি ছিলেন তিনি প্রত্যহ লক্ষদীনার বেতন পাইতেন। এবং তাঁহার সভায়

"মনোরথঃ শংখদত্তশ্চটকঃ সন্ধিমাংস্তথা।
বভূবুঃ কবয়স্তস্য বামনাদ্যাশ্চ মন্ত্রিণঃ॥" (৪।৪৯৬)

মনোরথ, শংখদত্ত, চটক, সন্ধিমান্‌ প্রভৃতি কবিগণ ও 'সূত্রবৃত্তিককাব্যালংকারসূত্রে' ও 'সূত্রবৃত্তিকলিংগানুশাসন' এর রচয়িতা বামনাচার্য তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন।

কাব্য পরিচিতি—'কুট্টনীমত' কাব্যকে হেমচন্দ্র তাঁহার 'কাব্যানুশাসন-বিবেকে' 'নিদর্শন' কাব্য বলিয়াছেন (৩)। মহাকাব্যে বর্ণিতব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করায় ইহাকে 'লঘুকাব্য', আবার, গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত একই বিষয়ের বর্ণনায় ইহা 'খণ্ডকাব্য', এবং বিবিধ ক্রীড়া বর্ণনায় ইহাকে 'কেলিকাব্য'ও বলা চলে। ধ্বনিপ্রধান ও রসের ব্যঞ্জকহেতু এই কাব্য একটি উত্তম 'পঞ্চকাব্য'। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের 'বৈশিক অধিকরণ'টী প্রায় সম্পূর্ণ এই কাব্যের দ্বারা বুঝান হইয়াছে, সুতরাং ইহাকে 'ভট্টি' 'ভৌমকাদির' ন্যায় শাস্ত্রকাব্য' বা 'কাব্যশাস্ত্র বলিলে ভুল হইবে না।

কাব্যটী আদ্যন্ত আর্যাছন্দে লিখিত। পিঙ্গলাচার্যের মতে আর্যাছন্দ আশী প্রকার; ইহা তাহারই একটী অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। কাব্যের ভাষা সহজ, দীর্ঘ সমাস কদাচিৎ ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহৃত হইলেও পদের অর্থবোধে বিশেষ অসুবিধা হয় না। শব্দগুলি সহজ ও স্বাভাবিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, কদাচিৎ কষ্ট কল্পনা করিতে হয়।

কাব্যে নানাবিষয়, চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ করা হইয়াছে কিন্তু কোথাও কবিত্বের ত্রুটি হয় নাই। কি নায়ক নায়িকার বেশ, স্বভাব ও চেষ্টিতের বর্ণনায়। কি স্বভাবের সৌন্দর্য বর্ণনায়, কি কথোপকথনে, কি চরিত্র বিশ্লেষণে কবি কোন ক্ষেত্রেই নৈপুণ্যের অভাব দেখান নাই।

অন্যান্য সংস্কৃতকাব্য হইতে ইহার প্রভেদ এই যে ইহার চরিত্রগুলি জীবন্ত। মনে হয় তাহাদের অনেকগুলি হয়ত কবির সমসাময়িক ব্যক্তির চরিত্র হইতে গৃহীত। কাব্যের উদ্দেশ্য, পাঠকের মনে অসদ্‌ভাবের পরিবর্তে সদ্‌ভাবের উদ্রেক করা। মূলতঃ শৃঙ্গারাত্মক হইলেও কবি তাঁহার নিপুণ তুলিকায় চরিত্র বিশ্লেষণে যে চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহাতে শেষ পর্যন্ত কাব্যপাঠে পাঠকের মনে ধর্মভাবের উদ্রেক করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

কাব্যটী শৃঙ্গাররসাত্মক কিন্তু সামান্যা নায়িকাকে আশ্রয় করিয়া রচিত। শৃঙ্গাররসের দুইটী অঙ্গ—(ক) বিপ্রলম্ভ ও (খ) সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ না থাকিলে শৃঙ্গার রসের পুষ্টি হয় না (৪)। সুতরাং কবি হারলতা-আখ্যানে প্রথমে 'পূর্বানুরাগ'

(৩) "নিশ্চীয়তে তিরশ্চামতিরশ্চাং বাঽপি যত্র চেষ্টাভিঃ। কার্যমকার্যং বা তন্নিদর্শনং পঞ্চতন্ত্রাদি॥ ধূর্তবিট কুট্টনীমত ময়ূর মার্জারাদিকে লোকে। কার্যাকার্য নিরূপণ রূপমিহ নিদর্শনং তদপি॥"

(৪) স বিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগ ইতি দ্বেধোজ্জ্বলো মতঃ। যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ॥ অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে। স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতি-কারকঃ॥" উজ্জ্বলনীলমণিঃ ১৫

দিয়া আরম্ভ করিয়া শেষে 'প্রবাস' নামক বিপ্রলম্ভ ভেদ বর্ণনা করিয়াছেন। 'নিদর্শন' কাব্য বলিয়া এই কাব্যে নায়ক নায়িকা একাধিক। প্রথমে ভট্টপুত্র চিন্তামণি নায়ক ও গণিকা মালতী নায়িকা। কিন্তু ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া রস ফুটিয়া উঠে নাই। ইহাদের মিলন কাল্পনিক অর্থাৎ বিকরালা ভট্টপুত্রের সহিত মালতীর মিলনের ভবিষ্যৎ চিত্র দিয়াছে মাত্র প্রকৃত মিলনের বর্ণনা করে নাই সুতরাং ইহারা গৌণ। মঞ্জরী ও সমরভট এবং হারলতা ও সুন্দর সেনের মিলন কাল্পনিক নহে সুতরাং ইহারা মুখ্য নায়ক নায়িকা। কিন্তু মঞ্জরী ও সমরভটের পূর্বানুরাগ কৃত্রিম অর্থাৎ অর্থ লাভেচ্ছায় দূতী প্রেরণে কপট অনুরাগ প্রদর্শন এবং সমাগমও সহজ অনুরাগের ফল নহে এবং 'বেশ্যারাগ' বলিয়া তাহাদের শৃঙ্গারও শুদ্ধ 'রস' নহে 'রসাভাস' মাত্র।

হারলতা ও সুন্দরসেনের সমাগম দৈবকৃত এবং বেশ্যা হইলেও মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার ন্যায় হারলতার অনুরাগ অকৃত্রিম এবং উভয়ের প্রীতি 'সম্প্রত্যয়াত্মিকা' (৫) অথবা 'নৈসর্গিকী' সুতরাং ফল শুদ্ধ শৃঙ্গার রস।

ভট্টপুত্র চিন্তামণি, সমরভট এবং সুন্দরসেন তিনটী নায়কই 'ধীর ললিত' (৬) তথাপি সুন্দরসেনের প্রেমের স্থৈর্যহেতু তাহাকে 'অনুকূল' (৭) বলা যাইতে পারে। নায়িকা তিনটীই 'সামান্যা' কিন্তু হারলতা বসন্ত সেনার ন্যায় 'উত্তমা'। মঞ্জরী ও মালতী দশকুমার চরিতের রাগমঞ্জরী বা কথা সরিৎসাগরের রূপনিকার ন্যায় 'অধমা'।

কবি তাঁহার কাব্যে শৃঙ্গার রস ব্যতীত অন্যান্য রসেরও অবতারণা করিয়াছেন। হারলতাখ্যানের শেষে 'করুণ' (৪৪৯-৪৯০), গ্রামবাসীর রতিবর্ণনে (৩৯৭-৩৯৯, ৮৬৫-৮৭৪) এবং বর্ষাভিসারিকা বর্ণনে (৫৯৭-৬০৩) 'হাস্য', মৃগয়া বর্ণনে (৯৫৫-৯৫৭) 'ভয়ানক' এবং হারলতাখ্যানের উপসংহারে (৪৯৪-৪৯৭) 'শান্ত' রসের বর্ণনা করিয়াছেন।

এইবার আমরা এই কাব্যে বাৎস্যায়নের কামসূত্রের 'বৈশিক অধিকরণে'র যে দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিব।

বাৎস্যায়নের কামসূত্রের ষষ্ঠ বা 'বৈশিক' অধিকরণ দ্বাদশটী প্রকরণ বা বিষয়ে

(৫) সম্প্রত্যয়াত্মিকা প্রীতিসম্বন্ধে বাৎস্যায়ন বলিতেছেন—"নান্যোঽয়মিতি যত্র স্যাদন্যস্মিন্ প্রীতিকারণে। তত্ত্বজ্ঞৈঃ কথ্যতে সাপি প্রীতিঃ সম্প্রত্যয়াত্মিকা ॥" আমি যাহাকে চাই সেই এই ইহা মনে করিয়া যে প্রীতি তাহাকে সম্প্রত্যয়াত্মিকা প্রীতি বলে। এবং কল্যাণমল্ল বলেন "অভ্যাসবিষয়াসাধ্যা দম্পত্যো সহজা তু যা। সান্দ্রা নিগাডভূতা চ প্রীতি নৈসর্গিকীমতা।" অর্থাৎ অভ্যাস বা বিষয় হইতে উৎপন্ন নহে দম্পতির মনে আপনা হইতে উৎপন্ন ঘনগ্রথিত শৃংখলের ন্যায় সুদৃঢ় যে প্রীতি তাহাকে বলে 'নৈসর্গিকী' প্রীতি।

(৬) "নিশ্চিন্তো মৃদুরনিশং কলাপরো ধীরললিতঃ স্যাৎ" (সাহিত্যদর্পণম্)

(৭) "অনুকূলতয়া নার্যাং সদা ত্যক্তপরাঙ্গনঃ। সীতায়াং রামবৎ সোঽয়মনুকূলঃ স্মৃতো যথা ॥" (শৃঙ্গার তিলকম্)

(topics) বিভক্ত:—(১) সহায়-গম্যাগম্য-চিন্তা, (২) গম্য-কারণানি, (৩) উপাবর্তনবিধি, (৪) কান্তানুবর্তন, (৫) অর্থাগমোপায়ঃ, (৬) বিরক্ত লিঙ্গানি, (৭) বিরক্ত প্রতিপত্তি, (৮) নিষ্কাসনপ্রকারাঃ, (৯) বিশীর্ণ-প্রতিসন্ধানম্, (১০) লাভবিশেষঃ, (১১) অর্থানর্থানুবন্ধ সংশয়বিচারাঃ এবং (১২) বেশ্যাবিশেষাঃ।

বেশ্যা সাধারণতঃ ত্রিবিধ—(ক) একপরিগ্রহা, (খ) অনেক পরিগ্রহা ও (গ) অপরিগ্রহা। এই কাব্যে কেবলমাত্র এক পরিগ্রহা বা একজনের রক্ষিতা বেশ্যার বিষয় মূলতঃ আলোচনা করা হইয়াছে। বেশ্যাপল্লীতে বিট ও বেশ্যাগণের আলাপের মধ্যে অপরিগ্রহা বেশ্যার উদাহরণ আছে কিন্তু অনেক পরিগ্রহার কোন উদাহরণ নাই।

বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—"বেশ্যানাং পুরুষাধিগমে রতির্বৃত্তিশ্চ সর্গাৎ" অর্থাৎ বেশ্যাদিগের পুরুষগ্রহণে রতি বা রুচি এবং তাহাদের বৃত্তি (profession) সৃষ্টির প্রথম অবস্থা হইতে চলিতেছে। এবং "রতিতঃ প্রবর্তনং স্বাভাবিকং কৃত্রিম-মর্থার্থম্" অর্থাৎ রতি বা সম্ভোগেচ্ছা হইতে যে পুরুষগ্রহণ প্রবৃত্তি তাহা স্বাভাবিক কারণ যৌবনবতী নারী স্বভাববশেই পুরুষকে আকাংক্ষা করিবে কিন্তু অর্থোপার্জনার্থ যে প্রবৃত্তি তাহা কৃত্রিম। সুন্দরসেনের প্রতি হারলতার প্রবর্তন 'রতি' হইতে এবং ভট্টপুত্রের প্রতি মালতীর বা সমর ভটের প্রতি মঞ্জরীর প্রবর্তন অর্থের নিমিত্ত।

বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—"যাহারা নায়কগণকে জুটাইয়া আনিতে পারিবে, অন্য বেশ্যার নিকট যাইতে দিবে না, স্বীয় অর্থক্ষতির প্রতিকারে সক্ষম ও গম্য পুরুষগণের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা করিতে পারিবে তাহাদিগকে 'সহায়' করিবে"। দামোদর গুপ্ত এরূপ কোন সহায়ের বর্ণনা করেন নাই কেবল দূতীর দ্বারা অভিযোগের কথা বলিয়াছেন এখানে সামান্যা নায়িকাকে পরকীয়ার ন্যায় কতকটা মনে হয়। 'গম্যচিন্তা' প্রসঙ্গে কবি ৫৯ হইতে ৮৮ আর্যায় 'ভট্টপুত্র চিন্তামণি'র বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু 'অগম্যচিন্তা' বর্ণনা করেন নাই। 'গমন কারণ' সম্বন্ধেও মালতীর কথায় অর্থোপার্জনের ইঙ্গিত দিয়াছেন মাত্র আর কিছু বলেন নাই। বাৎস্যায়ন বলেন অর্থলাভ, অনর্থ-প্রতীঘাত ও প্রীতিই অভিগমনের কারণ। 'হারলতা' উপাখ্যানে গমন কারণ হইতেছে 'প্রীতি' এবং অন্য দুই ক্ষেত্রে 'অর্থলাভ'।

উপাবর্তন সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—"গম্যনায়ক স্বয়ং উপস্থিত হইয়া উপমন্ত্রণ করিলেও সহসাগমনে সম্মত হইবে না।" এক্ষেত্রে তাহার বিপরীত হইয়াছে—নায়িকাই দূতী পাঠাইয়া নায়ককে উপমন্ত্রণ করিতেছে। তিনটী ক্ষেত্রেই একই ব্যাপার। মালতীর উপাবর্তন-বিধিপ্রসঙ্গে কবি ৮৯ হইতে ১৭৫ আর্যা পর্যন্ত দূতী প্রেরণ, দূতীর কর্তব্য, দূতী কর্তৃক মালতীর বিরহ বর্ণন, মালতীর গুণবর্ণন, দূতী কর্তৃক নায়ককে রুষ্ট বাক্য প্রয়োগ ও পরে তাকে শান্ত করণ প্রভৃতি বিশদ-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রীতি যোগের বিধি সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন বলিতেছেন—লাবক, কুক্কুট ও মেষযুদ্ধ, শুকসারিকাপ্রলাপন, প্রেক্ষণক ও কলা-ব্যপদেশে পীঠমর্দ নায়ককে নায়িকার গৃহে আনয়ন করিবে; কিংবা নায়িকাকে নায়কের গৃহে লইয়া যাইবে। আগত

নায়কের প্রীতি ও অভিলাষ জন্মাইবে ও কোন কোন বিশেষ দ্রব্য 'ইহা সাধারণের উপভোগ্য নহে' বলিয়া তাহাকে স্বয়ং দিবে। ইহা প্রীতিদায়। কাব্যগোষ্ঠী বা কলাগোষ্ঠী, যে কোন গোষ্ঠীতে নায়ক অত্যন্ত আসক্ত সেই গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান করিয়া এবং তদুপযুক্ত উপচার স্রক্-তাম্বূলাদি দ্বারা নায়ককে অনুরঞ্জিত করিবে।" মালতীর আখ্যানে কবি এ সকল কিছুর অবতারণা করেন নাই কেবল দূতীকর্তৃক নায়ককে মালতীর গৃহে লইয়া গিয়া তাহাকে পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া বসাইয়া তাহার পর দীপোজ্জ্বল কুসুম ও ধূপবাসে সুবাসিত বাসকাগারে প্রবেশ করাইয়া মাতা কর্তৃক অভিনন্দন বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার পর নায়ককে বশীভূত করিবার জন্য প্রেমালাপ ও রতি সম্ভোগের বর্ণনা করিয়াছেন। অবশেষে গণিকা প্রেমের গভীরত্ব বুঝাইবার জন্য হারলতার উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন।

এখানে দামোদর গুপ্ত কেবলমাত্র একচারিণী বেশ্যার বর্ণনা করিয়াছেন সুতরাং ৪৯৮ হইতে ৫৮৪ আর্যায় 'একচারিণী বৃত্তের' বর্ণনা করিয়াছেন। বাক্-কৌশলের দ্বারা নায়কের বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া ও অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়া কি করিয়া তাহার নিকট হইতে অধিক ধন আকর্ষণ করিতে হইবে বিকরালা মালতীকে সেই উপদেশ দিয়াছে।

বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন "সক্তাদ্‌বিত্তাদানং স্বাভাবিকমুপায়তশ্চ" টীকাকার বলিতেছেন "অনুরক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে স্বাভাবিকভাবে ধন গ্রহণ করিবে আর যাহার অনুরাগ শিথিল হইয়া গিয়াছে তাহার নিকট হইতে প্রাযত্নিক ভাবে ধন গ্রহণ করিবে।" কবি সেইজন্য এর পরে কৌশল দ্বারা কি করিয়া নায়কের নিকট হইতে অধিক অর্থ আদায় করা যায় তাহা বর্ণনা করিয়াছেন ৫৮৫ হইতে ৬১৫ আর্যায়।

বাৎস্যায়ন যে বিরক্ত নায়কের লক্ষণ (কা সূঃ ৬।৩।২৭-৩৫) ও তৎসম্বন্ধে নায়িকার কর্তব্যের বিষয় (কা, সূঃ ৬.৩।৩৬-৩৮) আলোচনা করিয়াছেন বর্তমান কাব্যে তাহার কিছুই নাই।

অর্থাগমের পর কবি 'নিষ্কাসনক্রম' বা হৃতসর্বস্ব নায়ককে নিষ্কাসিত করিবার উপায় ৬১৬ হইতে ৬৬৩ আর্যায় বর্ণনা করিয়াছেন।

বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন বর্তমান নায়ককে নিঃশেষে দোহন করিয়া লইবার পর তাহাকে যখন গণিকা ত্যাগ করিবে তখন সে ভগ্ন-প্রেম পূর্ববর্তী নায়কের সহিত সন্ধি করিবে (কা, সূ, ৬।৪.১) ইহাকে বলে 'বিশীর্ণ প্রতিসন্ধান'। কবি ৬৬৪ হইতে ৭৩৫ আর্যায় এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি বর্তমান কাব্যে কেবলমাত্র এক পরিগ্রহা বেশ্যার বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে অনেক পরিগ্রহা বা অপরিগ্রহা বেশ্যার বর্ণনা ইহাতে নাই সেইজন্য কবি কামসূত্রের বৈশিক অধিকরণের শেষ কয়টী প্রকরণ—'লাভ বিশেষ', 'অর্থানর্থানুবন্ধবিচার' ও 'বেশ্যা বিশেষ' সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। কেবল মাত্র হারলতা উপাখ্যান ও মঞ্জরী উপাখ্যানে বেশ্যাপল্লী বর্ণনায় বেশ্যা ও বিটগণের আলাপের মধ্যে অপরিগ্রহা বেশ্যা সম্বন্ধে কয়েকটী হাস্য রসাত্মক বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থশেষে সুদীর্ঘ মঞ্জরী উপাখ্যানের অবতারণা করিয়া কবি সে যুগের অভিনয় কলা, মৃগয়ারীতি, তৎকালীন সমাজ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন।

নীতির দিক দিয়া বর্তমানকালের পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে—অতবড় রাজার প্রধানমন্ত্রী ও অতবড় পণ্ডিত দামোদরগুপ্ত গণিকা বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া কাব্য কেন লিখিলেন? তাহার উত্তর কহ্লনের রাজতরঙ্গিনী হইতেই পাওয়া যাইবে। কহ্লন লিখিতেছেন "অনন্তর ললিতাপীড় রাজপদ প্রাপ্ত হইলেন। ইনি জয়াপীড়ের ঔরসে মহিষী দুর্গার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন ও রাজকার্য পর্যবেক্ষণ করিতেন না; ইঁহার রাজ্য দুর্নীতি দূষিত হইল ও বারাঙ্গনাগণ আধিপত্য লাভ করিল। গণিকাগণের আত্মীয় বিটবৃন্দ রাজমন্দিরে প্রবেশলাভ করিয়া তাঁহাকে বেশ্যাবিদ্যায় পারদর্শী করিল। তিনি কিরীট ও বলয় পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীলোকের দশনচ্ছিন্ন কেশ ও তাহাদের নখাংকিত বক্ষোদেশ অঙ্গের ভূষণ মনে করিতেন। যাহারা বেশ্যাকথায় অভিজ্ঞ ও পরিহাসনিপুণ ছিল তাহারা তাঁহার বন্ধুত্ব লাভ করিল। তিনি উদ্দাম ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হইয়া অল্পসংখ্যক রমণীতে তৃপ্তিলাভ করিতেন না। তিনি সভামণ্ডপে গণিকাগণে পরিবৃত হইয়া হট্টদাসের ন্যায় স্পষ্ট পরিহাসে কুশলতা প্রদর্শনপূর্বক প্রাচীন অমাত্যবর্গকে লজ্জিত করিতেন। দুরাচার রাজা মাননীয় সচিবসমূহকে বেশ্যাপাদাংকিত চারুপরিচ্ছদ পরিধান করাইতেন।"

কাশ্মীরে বেশ্যাসক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় দামোদরগুপ্ত ধনীপরিবারের যুবকগণকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য এই কাব্য লিখিয়াছিলেন। কাব্যের শেষে তিনি স্বয়ং বলিতেছেন—

"কাব্যমিদং যঃ শৃণুতে সম্যক্ কাব্যার্থ পালনেনাসৌ।
নো বঞ্চতে কদাচিদ্‌বিটবেশ্যা ধূর্তকুট্টনীভিরিতি॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই কাব্য শুনিয়া ইহার উপদেশ মত কার্যকরে সে কখনও বিট, বেশ্যা ধূর্ত ও কুটনীগণের দ্বারা বঞ্চিত হয় না।

প্রাচীনকালে সমস্ত সভ্যদেশে গণিকাবৃত্তি সমাজকে সুস্থরাখার একটী প্রধান উপায় ছিল। গণিকাগণ ভারতবর্ষে রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহার আয়ের কিয়দংশ রাজকোষে জমা হইত। তাহার বিনিময়ে রাজা গণিকাকে নানাবিধ কলায় শিক্ষা দিতেন। নাগরকগণের মনোরঞ্জন করিয়া এবং চতুঃষষ্টিকলার ধারক হইয়া গণিকাগণ প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির রক্ষা, বিস্তার ও পরিবেষণের এক প্রধান সহায় ছিল। তাহার উপর সমাজের অতিরিক্ত যৌন আবেগের বিষ তাহারা কণ্ঠে ধারণ করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছিল। নিষ্ক্রয় মূল্য দিয়া মৃচ্ছকটিকের বসন্ত সেনার মত গণিকাগণ চারুদত্তের ন্যায় সদ্‌গৃহস্থকে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিতে পারিত। এইজন্যই সত্যদ্রষ্টা বাভ্রব্য, দত্তক ও বাৎস্যায়ন প্রভৃতি মনীষীগণ কামশাস্ত্রে বৈশিক অধিকরণের আলোচনা করিয়াছিলেন। যতই আইন কানুন সৃষ্টিকরা হউক না কেন গণিকাবৃত্তি কখনও

সমাজ হইতে অপসারিত করা যাইবে না। প্রথমযুগে খৃষ্টধর্ম প্রচারকগণ ও তাহারপর পিউরিটান যুগের লুথার, ক্যালভিন্, জুইংগ্লির শিষ্যগণ ও জেস্যুট পাদ্রীগণ ইহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া কিরূপ হাস্যস্পদ হইয়াছিলেন তাহা ইউরোপের সামাজিক ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানেন। ইংলণ্ডে পিউরিটান যুগে বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করার ফলে যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা কাসানোবার জীবনস্মৃতি, John Cleland এর Fanny Hill ও Memoirs of a Coxcomb নামক উপন্যাসদ্বয়, The Seraglios of London প্রভৃতি পুস্তক এবং পরবর্তী যুগের Mysteries of London এবং Mysteries of the Court of London প্রভৃতি পুস্তক হইতে বিশেষ জানা যায়। জোর করিয়া গণিকাবৃত্তি তুলিয়া দিলে তাহা সমাজের স্তরে স্তরে আত্মগোপন করিয়া সমস্ত সামাজিক জীবনকে বিষাক্ত করিয়া দিবে। সুতরাং যাহাতে হতভাগিনী নারীগণকে বেশ্যাবৃত্তি করিতে না হয় রাষ্ট্র তাহার পন্থা নির্দেশ করিয়া দিবেন। এবং যেসব ক্ষেত্রে গণিকাবৃত্তি অপরিহার্য হইয়া উঠিবে সেই সকল বেশ্যাকে শিক্ষা দিয়া এরূপ করিতে হইবে যাহাতে তাহারা সমাজের আবর্জনা না হইয়া প্রাচীনযুগের গণিকাদিগের ন্যায় সমাজের অলংকার স্বরূপ হইতে পারে। গণিকাদিগের বাসের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্দেশ ও গণিকাবৃত্তির সম্যক্ নিয়ন্ত্রণও রাষ্ট্রের কর্তব্য।

পরিশেষে বক্তব্য যে বহু চেষ্টা করিয়াও নির্ভুলভাবে মুদ্রণ সম্ভব হয় নাই সুতরাং একটি 'শুদ্ধি পত্র' দিতে হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া পাঠকগণ শুদ্ধিপত্র অনুসারে পাঠ সংশোধন করিয়া লইয়া তাহারপর পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিবেন। গ্রন্থের প্রথমে একটি 'বিষয়ানুক্রমণী' এবং পরিশিষ্টে 'আধার বর্ণানুক্রমিকসূচী' ও একটী 'সাধারণ সূচী', টিপ্পনী ও ভূমিকায় উদ্ধৃত শ্লোকের বর্ণানুক্রমিক সূচী ও একটী গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া গেল। এতদ্ব্যতীত একটী অতিরিক্ত টিপ্পনীও দিতে হইয়াছে। অনুবাদে হয়ত কিছু ভুলত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে কৃতার্থ হইব। নিবেদন ইতি—

বৈজয়ন্তী
১৯, শ্রীনাথ মুখার্জি লেন,
কলিকাতা—৩০
১৩৬০

শ্রীত্রিদিব নাথ রায়

শোধপত্রম্

(পুস্তক পাঠের পূর্বে অশুদ্ধ সংশোধন করিবেন)

পৃ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৫	-বিবেক	-বিবেকো
১০	১৪	স্ব বদ্ধিবিভবানুসাবেন	স্ববুদ্ধিবিভবানুসারেণ
"	১৯	কান্তি	কান্তিবিশিষ্ট
১১	৮	-মাত্র কেশ	-মাত্রকেশ
১২	১	বিবেষ্ঠিত	বিবেষ্টিত
"	১২	প্রাচ্ছন্ন	প্রোচ্ছন্ন
"	২৩	-শালালাধ্যক্ষ	-শালাধ্যক্ষ
১২	১৫	তাম্বুল	তাম্বূল
১৪	৩	কবচংবাধা	কবচং বাধা
"	১৮	দণ্ডকাচার্য	দন্তকাচার্য
১৬	৩	বিভুষিতা	বিভূষিতা
"	১০	যৌবনশালিনা	যৌবনশালিনি
"	১৯	তাম্বুল	তাম্বূল
"	২৬	সম্মুখে	সম্মুখে,
"	২৮	হইয়াছে'	হইয়াছে',
১৭	১২	বিদ্বেষিনী	বিদ্বেষিণী
"	২৮	চন্দনাদিতে লিপ্ত	চন্দনাদিতে গাত্র লিপ্ত
১৮	৩১	কুক্ষহাবং	কুক্ষ হারং
"	১১	গৃহ্নন্তি	গৃহ্নন্তি
২৩	৮	মুপবিবিধাতুং	মুপবি বিধাতুং
২৪	১	বাহুমুল	বাহুমূল
"	১৩	ধিক্ লোকং	ধিগ্‌লোকং
২৯	৪	নাত্রবিধেয়া	নাত্র বিধেয়া
"	১২	সবস্বতী কুলগৃহং	সরস্বতীকুলগৃহং
৩২	২২	পোষকৃৎ	কান্তিপোষকৃৎ
৩৩	৩	নতবপুবত্যাপি	নতবপুরপ্যাতি
৩৫	২৮	sosiety	society
৩৬	১১	শুণোদ্‌াৰ্য্যা	গুণোদার্য্যা
৩৭	২	গুরুন্	গুরূন্
"	৯	অথ	অত
"	১৩	লম্বুজাকরো	লম্বুজাকর
৩৮	৩	ইন্দুগয়ং	ইন্দুগয়ং

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
”	১৭	সহিত	সহিত
”	২৩	ভূমিতল, আশ্রয়	ভূমিতল-আশ্রয়
৪০	১৪	কূলকথ	কূলকম্
”	৩১	নিজহে	নিজগৃহে
৪১	৮	কামিনী লোকঃ	কামিনীলোকঃ
”	১৩	ইয়মাশ্রিত্য	ইয়মাশ্রিত্য
”	১৮	নিঃস্রাবী	নিঃস্রাবী]
৪৩	৭	ত্রিযানেব	ত্রিযামেব
”	৯	সেন্দানিতকম্।	(সন্দানিতকম্)
”	২৭	তাম্বুল	তাম্বুল
৪৪	৩	নাকপৃষ্ঠং	নাকপৃষ্ঠং পৃষ্ঠং
”	১২	সারাং	সারং
৪৫	৯	নির্দোষাস্ফুর	নির্ঘোষা স্ফুর
”	১৩	অভিমতযুগতা	অভিমতসুগতা
৪৭	২	মনোভব হব্য	মনোভবহব্য
”	২৪	বিলাশ	বিলাস
৫২	৬	মহতাম্	মহতাম্’
”	১১৩	বক্ষসি (ক, গ)	বাসসিতং (খ)
৫৫	৬	উজ্জলরেখা	উজ্জলরেখা
”	২১	ক্ত	আবক্ত
৫৬	১	বিদারণ লব্ধা	বিদারণলব্ধা
৫৭	২৯	সংবন্ধ	সংবন্ধ
৫৮	১৭	সুন্দর সেনকে	সুন্দরসেনকে
৫৯	২	লড়হ নিতম্ব	লডহনিতম্ব
৬০	৮	সৌভাগ্যম	সৌভাগ্যম্
৬১	৭	সজ্জেন	সজ্জেন ময়া
”	২৯	যে	যে
৬২	৫	স্নেহপরা	স্নেহপরা
”	৯	প্রেমধনলবং	প্রেম ধনলবং
”	১১	দৃষ্টা	দৃষ্ট্বা
৬৪	২৮	পারিতেছে	পারিতেছে
৬৫	১০	চঙ্কুনং	চঙ্কুনং
৬৭	১	ইথং প্রায়া	ইথংপ্রায়া
”	২৩	রত দ্বারা, প্রস্ফুট, সহজ প্রেমের নিগঢ় বন্ধন দ্বারা রমণীয় ও কার্যান্তর	রত দ্বারা প্রস্ফুট ও সহজ প্রেমের নিগঢ় বন্ধন দ্বারা রমণীয় হইয়া এবং কার্যান্তর
৬৯	২	অন্তঃ প্রবে নেচঙ্কুং	অন্তঃপ্রবেশনেচঙ্কুং

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
,,	৪	প্রেমভিরি	প্রেমভিরিব
,,	৬	ক্ষেপন	ক্ষেপণ-
৭০	৭	ত্যমানুন	ত্রামানুন
,,	২৭	বিরত্তাবদ্	বিষয়াত্তাবদ্
৭২	১	নির্ব্যাজাপিত বপু	নির্ব্যাজাপিতবপু
,,	২৬	হুঃ	মুহুঃ
,,	৩০	-তাস্তনয়নং	-তাস্তনয়নং
৭৩	৮	যামোষিতঃ	প্রামোষিতঃ
,,	১৩	প্রামোষিতঃ (খ)	যামোষিতঃ (গ)
৭৫	৭	সাধঃ	সার্ধঃ
৭৭	৬	অপর বিনাশ	অপরবিনাশ
,,	২৬	পবাং সুখ	পরাংমুখ
৭৮	৫	ক্বাচার্য প্রতনু	ক্বাচার্যপ্রতনু
,,	৬	কুপিত বাব	কুপিতবার
,,	১১	অচল চেতসা	অচলচেতসা
৭৯	৭	লেখার্থ	লেখার্থে
৮০	৫	অগনিত	অগণিত
,,	৬	বচনম	বচনম্
,,	১০	সচচবিত কথা প্রসংগেন	সচচরিতকথাপ্রসংগেন
৮১	৭	জায়াগুণোন্নতা	জায়া গুণোন্নতা
,,	৯	ঘান্তি	যান্তি
৮২	৫	বিরুদ্ধসংভাষা	বিরুদ্ধ সম্পর্কা
৮২	১৩	সংপর্কা (ক, গ)	সংভাষা (খ)
৮৫	৫	যৌবনচাপল্য	যৌবনচাপল
৮৬	৯	তির্যক্ কৃত	তির্যক্ গত *
,,	১০	পতিতাং সংশুক	পতিতাংশুকভাগ †
,,	১২	------	* তির্যক্‌কৃত (খ)
,,	১২	------	† পতিতাং সংশুক (খ)
৮৭	১০	ভবত	ভবতা
৮৯	২২	তত্তাভাবিত	তত্তাবভাষিত
,,	৩১	চরনৌ	চরণৌ
৯১	২	৩৮৩	৪৮৩
৯২	৩	কার্ত্তৈবিরচয্য	কার্ত্তৈবিরচয্য
৯৪	৭	স্নেহপি	স্নেহপি
৯৬	৩	পৌরুষম	পৌঃরুষম্
,,	১২	উৎপাদিত জুম্ভিকয়া	উৎপাদিতজুম্ভিকয়া

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৬	৩১	স্নেহমধরা	স্নেহমধুরা
৯৭	৪	মদন জনিত	মদনজনিত
৯৮	৫	সম্বিঙ্কিণ	সম্ব কিঙ্কিণ
১০১	২২	রূপ সৌভাগ্য	রূপসৌভাগ্য
১০২	২৪	আপনিকের	আপণিকের
১০৪	২৫	যাচিম মস্তা	যাচিষং মস্তাং
,,	২৬	২০।৮১	২০।৮২
১০৯	১	জস্তিত	জৃম্ভিত
১১০	১৪	--- লিংগনাভ্যান্	--- লিংগনাভ্যাম্।
১১৩	৩০	মূখাস্বাদো	সুখাস্বাদো
১১৬	৪	বৈলক্ষ্যাদ	বৈলক্ষ্যাদ্
১২০	১	অথনিষ্কাসনক্রমঃ	অথ নিষ্কাসনক্রমঃ
,,	২২	ধৌর্তযুক্	ধৌর্ত্যযুক্
১২১	২২	ক্রবদৃষ্টি	ক্রূবদৃষ্টি
১২৩	২২	দ্বয়োযূনো	দ্বয়োর্যূনো
১২৪	৫	--- য়োপহতঃ	--- য়োপহতঃ
,,	৯	পুরুষান্তর গুণ- --	পুরুষান্তরগুণ- - -
১২৭	১৮	মূচিছষ্ট	'মদন' বা 'মধুচিছষ্ট'
১২৯	২	পুরুষধরঃ	পুরুষধবঃ
১৩৫	৬	পশ্যন্তী বিল- - -	পশ্যন্তী বিল- - -
১৩৭	৩০	মধিক্কাঢ়া	মভিরূঢ়া
১৪৫	৩	অতি কোমল	অতিকোমল
,,	৫	স্মিতমধুবাক্কর	স্মিতমধুবাক্কর
১৪৮	৪	পৃতিনিয়তং	পুতি নিয়তং
,,	৫	ধিগ বৃত্তি	ধিগ্বৃত্তি
১৫১	১	মিয়মিতা	নিয়মিতা
,,	৮	বাগ বড়িশম্	বাগ্ বড়িশম্
১৫২	১	---ত্বগত	ত্বরাগত
১৫৪	২	বিন্যস্ত পুষ্বলাং	বিন্যস্তপুষ্বলাং
১৫৫	৩	বস্তুশেণম্	বস্তুষেণম্
১৫৮	১৮	মূলে আছে 'চক্রক'	'গ' পুস্তকে আছে 'চক্রকবর'
,,	২৭	অভিনয়দর্শনম	অভিনবদর্পণম্
১৬২	৩১	এই শ্লোকে	* এই শ্লোকে
১৬৩	১৯	৪৫ মার্গ	মার্গ
১৬৪	৩০	উত্তরোত্তর	
১৬৭	৬	অভ্যুপপত্ত্য	অভ্যুপপত্ত্যা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬৮	১৪	কিরূপে সম্ভব ?"	কিরূপে সম্ভব ?" (৫৯)
"	১৮	(৫৯)	(৬০)
"	১৯	(৬০)	(৬১)
১৭৮	২৯	৩৩	৮৩৩
"	২৯	বিবৃতজঘনা	প্রকটিতজঘনা
১৮১	১	'ন কৃতং	"ন কৃতং
"	৬	নিবৃতহৃদয়েন	নির্বৃতহৃদয়েন
১৮৩	২	এব ॥ ৮৫৪ ॥	এব ॥" ৮৫৪ ॥
"	৮	পেৃমাদ্রং	পেৃমার্দ্রং
১৮৫	৩	ঘটযুবতিষু	"ঘটযুবতিষু
১৮৯	৫	নবেন্দ্রনাট্য	নবেন্দ্র নাট্য
১৯১	১	সার্ধ	সার্ধং
১৯২	৮	মদনোৎসরের	মদনোৎসবের
১৯৩	৬	অগণিত বাচ্য-	অগণিতবাচ্য-
১৯৪	১	বিবিধ কুসুম-	বিবিধকুসুম-
১৯৫	৩	বিবর্টিতামিনয়ম্	বিঘটিতাভিনয়ম্
১৯৬	২	-বিলাসিন্যোঃ	-বিলাসিন্যোঃ
১৯৭	৪	মনোজজন্যানে	মনোজন্যানো
"	৭	ধীবোদ্ধত ললিত	ধীবোদ্ধতললিত-
১৯৯	৪	-ভুমিনাথস্য	-ভূমিনাথস্য
"	২৩	সিন্দুবার	সিন্দুবার
২০০	৩	-দাহাভ-	-দাহাভ্য-
২০১	৩	উচ্চারির্তেহথ নাম্নি	উচারিতেহথনাম্নি
"	১১	তৎক্ষণাচ্যুত-	তৎক্ষণাচচ্যুত-
২০৩	২	যাতসমাপ্তৌ	জাতসমাপ্তৌ
"	৪	নাট্য প্রযোগ-	নাট্যপ্রযোগ-
"	২৮	কুরুস্থিতি	কুরুস্থিতিং
২০৫	৩	শারীরস্ত্রিঃ প্রমাণ	শারীরস্ত্রিঃপ্রমাণ-
"	২৬	মনঃ ও অনু	অনু
"	"	পঞ্চ কোশ	পঞ্চকোশ
২০৬	১৬	গমন	শমন
২০৭	৭	-কথন প্রসংগিনি	-কথনপ্রসংগিনি
"	২৫	দর্শ নের	দর্পণের
২০৮	৫	চল অক্ষবেধ-	চললক্ষ্যবেধ-
"	৩৩	ভুপতিভ	ভুপাতিত
২০৯	৩	দাবানল সন্তাপা-	দাবানলসন্তাপা-

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১০	৬	-স্তিলোত্তমাস্পৃষ্টৈঃ	-স্তিলোত্তমাস্পৃষ্টৈঃ
,,	২১	-তরলাক্ষীয়	-তরলাক্ষীর
২১১	১৬	চুর্ণকুন্তল	চূর্ণকুন্তল
,,	১৯	যাচ ঞা	যাচ্ঞা
,,	৩২	পুষ্পমিণী	পুষ্পমিণী
২১২	১৫	অনঙ্গ বিকারসমূহ	অনঙ্গবিকারসমূহ
২১৪	২	মনুব্বয়সাং	মনুষ্যবয়সাং
,,	৩২	নীলোৎপল সদৃশ	নীলোৎপলসদৃশ
২১৫	৩১	অধব স্ফুবণকে	অধরস্ফুরণকে
২১৬	৮	সহচবী কার্যম্	সহচরীকার্যম
২১৭	৬	নাবায়ণবক্ষসো	নারায়ণবক্ষসো
২১৪	২৪	বত মান	বর্তমান
,,	৩২	মৎস্যে	মৎস্যের
,,	৩৪	তাম্বুলবাগে	তাম্বুলরাগে
২১৯	৭	শেুযে	শেুষে
,,	১০	বাৎস্যায়ন লিঙ্গেব ছয়	বাৎস্যায়ন ছয়
,,	১৭	যুবেষাঃ	সুবেষাঃ
,,	২৪	মেচোদকাঃ	মেচোদকাঃ
২২০	১	মনো ন	মনো নো
২২২	১	তদনন্তব ভূমিকা-	তদনন্তরভূমিকা-
,,	১৪	অবস্থা	পববর্তী অবস্থা
,,	২২	অভিনয়কালে মঞ্জরী	পনবর্তী অংকে রত্নাবলী
,,	২৩	সে	নাটকেব রত্নাবলীর ন্যায় সে
২২৪	১১	প্রতিবিম্বিত	প্রতিবিম্বিত
২২৪	২৬	শান্তি	কান্তি
২২৬	১৭	বরপাত্রীকে	ববগাত্রীকে
২৩০	১৬	সুকুমাবা	সুকুমারা,
,,	,,	বতিসমরশূর	বতিসমরশূর,
২৩১	৩	নানা সুবত	নানাসুরত
[৭]	২৭	২০০	২০৬

বিষয়ানুক্রমণী

শ্রীদামোদর গুপ্ত বিরচিতং

কুট্টনীমতম্

—:*:—

অথ কথামুখম্

স জয়তি সংকল্পভবো রতিমুখশতপত্রচুম্বনভ্রমরঃ।
যস্যানুরক্তললনানয়নান্তবিলোকনং[1] বসতিঃ ॥১॥
অবধীর্য দোষনিচয়ং, গুণলেশে সংনিবেশ্য মতিমার্যাঃ।
কুট্টন্যা মতমেতদ্দামোদরগুপ্তবিরচিতং শৃণুত ॥২॥
অস্তি খলু নিখিলভূতলভূষণভূতা বিভূতিগুণযুক্তা।
মুক্তাভিযুক্তজনতা[2] নগরী বারাণসী নাম ॥৩॥
অনুভবতামপি যস্যামুপভোগান্ কামতঃ শরীরবতাম্।
শশধরখণ্ডবিভূষিতদেহলয়ঃ কিল ন দুষ্প্রাপঃ ॥৪॥
চন্দ্রবিভূষিতদেহা ভূতিরতাঃ সদ্ভুজংগপরিবারাঃ।
বারস্ত্রিয়োঽপি যস্যাং পশুপতিতনুতুল্যতাং যাতাঃ ॥৫॥
অতিতুংগসুরনিকেতনশিখরসমুৎক্ষিপ্তপবনচলিতাভিঃ।
মঞ্জরিতমিব বিরাজতি যত্র নভো বৈজয়ন্তীভিঃ ॥৬॥

১ বিলোকিতং (গ)। ২ যুক্তাভিযুক্ত জনতা (গ)।

অনুরক্তা কামিনীর কটাক্ষে যাঁহার বাস, রতির শতদল সদৃশ মুখে যিনি ভ্রমরের ন্যায় চুম্বনরত সেই মনোভবের জয় হউক ॥ ১ ॥

হে সজ্জনবৃন্দ, দোষ সমূহ উপেক্ষা করতঃ যে লেশমাত্র গুণ ইহাতে আছে তাহাতে মনঃসন্নিবেশ করিয়া দামোদরগুপ্ত রচিত এই "কুট্টনীমত" শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥

সমস্ত পৃথিবীর ভূষণ-স্বরূপা ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যশালিনী এবং ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বান্ জনগণ দ্বারা অধ্যুষিতা বারাণসী নামে এক নগরী আছে। সেই স্থানের এমনি মহিমা যে তথাকার জীবগণ আসক্তি সহকারে সেই সমস্ত ঐশ্বর্য উপভোগ করিলেও

অবিরত৩সঞ্চরদবলাচরণতলালক্তকদ্রবারুণিতম্ ।
স্থলকমলবনী৪লক্ষ্মীং বিভর্ত্তি বসুধাতলং যত্র ॥৭॥
যত্র চ রমণীভূষণরববধিরিতসকলদিঙ্ নভোভাগে ।
শিষ্যাণামাচার্য্যৈর্নাবজ্ঞং বার্যতে৫ পঠতাম্ ॥৮॥
বিন্ধ্যধরাধরভূরিব৬ যা রাজতি মত্তবারণোপেতা ।
বহুলনিশীথবতীব প্রোজ্জ্বলধিষ্ণোপশোভিতা যা চ ॥৯॥
যতিগণগুণসমুপেতা যা নিত্যং ছন্দসামিব প্রচিতিঃ ।
বনপংক্তিরিব সশালা৭, তুরুষ্কসেনেব বহুলগন্ধর্বা ॥১০॥

৩ অবিরল (খ)। ৪ বতী (ক, গ)। ৫ শিষ্যাণাং নাচার্যৈবরবজ্ঞমবধাগতে (গ)।
৬ দিব্যধবাধবভূরিব (ক, গ)। ৭ সসালা (খ)।

তাহাদিগের পক্ষে শশধরখণ্ডবিভূষিত (মহাদেবের) দেহসাযুজ্যলাভ দুষ্প্রাপ্য নহে। তথাকার বারনারীগণ চন্দ্র (১)-বিভূষিত দেহ, বিভূতিশালিনী (২) ও বিশিষ্ট ভুজঙ্গ (৩) সমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পশুপতির তনু-তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তথায় অত্যুচ্চ দেবায়তনগুলির শিখরে বিচিত্র পতাকা সমূহ বায়ুভরে আন্দোলিত হওয়ায় আকাশ মঞ্জরিত উদ্যানের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। অবলাগণ অবিরত (ইতস্ততঃ) সঞ্চরণ করায় তাঁহাদিগের চরণতলের অলক্তকরাগে রঞ্জিত হইয়া তথাকার ধরাতল স্থলকমলবনের শোভা ধারণ করিয়া থাকে। তাহার চতুর্দিকের বায়ুমণ্ডল রমণীগণের অলংকার-ঝংকারে এইরূপ মুখরিত হইয়া থাকে যে অধ্যয়নরত ছাত্রগণের পাঠস্খলন আচার্যগণ (শুনিতে না পাওয়ায়) সংশোধন করিয়া দিতে পারেন না ॥ ৩—৮ ॥

বিন্ধ্যাটবী যেরূপ মত্তবারণসমাকীর্ণ সেইরূপ বারাণসী নগরী মত্তবারণ (৪) সমূহ দ্বারা শোভিত এবং কৃষ্ণপক্ষের রজনীর আকাশ যেরূপ উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত সেইরূপ সেই নগরী সুধা-ধবলিত গৃহ সমূহ দ্বারা সুসজ্জিত *। ছন্দঃশাস্ত্র যেরূপ যতি (৫) ও গণ (৬) রূপ গুণালংকৃত সেইরূপ বারাণসী নগরী যতিগণের (৭) গুণরাশি দ্বারা নিত্য প্রসিদ্ধ। বনপংক্তি যেরূপ তরুসমাচ্ছন্ন উহাও সেইরূপ প্রাকার-বেষ্টিত †, তুরুষ্কবাহিনী যেরূপ বহুলগন্ধর্বা (৮) তথায় সেইরূপ বহু গন্ধর্ব (৯) বাস করিয়া থাকে ॥ ৯—১০ ॥

১ স্বর্ণালঙ্কার। ২ ঐশ্বর্য। ৩ বিট, নাগর।
৪ প্রাসাদ-অলিন্দ। * মূলে আছে 'প্রোজ্জ্বল ধিষ্ণোপ-শোভিতা'। 'ধিষ্ণ' অর্থে এক পক্ষে 'নক্ষত্র' অন্য পক্ষে 'গৃহ' এবং 'প্রোজ্জ্বল' একপক্ষে 'উজ্জ্বল কিরণযুক্ত' অন্যপক্ষে 'উত্তমরূপে সুধাধবলিত' বা চুণকাম করা। ৫ ছেদ। ৬ মগণাদি অষ্টগণ। ৭ সন্ন্যাসিগণ।
† মূলে আছে 'সশালা'। 'শাল' অর্থে এক পক্ষে 'বৃক্ষ' অন্য পক্ষে 'প্রাকার'।
৮ গন্ধর্ব = অশ্ব; বহুলগন্ধর্বা = যথায় অশ্বারোহী সেনার প্রাচুর্য। ৯ গায়ক।

তারাগণোঽকুলীনঃ, প্রিয়দোষা যত্র কৌশিকাঃ সততম্।
গচ্ছে বৃত্তচ্যবনং, পরগৃহরোধস্তথাক্ষেষু ॥১১॥
শূলভৃতো ধ্যানস্থাঃ[৮], পরবেদিষু যত্র ধাতুবাদিত্বম্।
সুরতেষবলাক্রমণং, দানচ্ছেদো মদচ্যুতৌ করিণাম্ ॥১২॥
তীব্রকরত্বং ভানোরবিবেক যত্র মিত্রহৃদয়ানাম্[৯]।
যোগিষু দণ্ডগ্রহণং, সন্ধিচ্ছেদঃ প্রগৃহ্যেষু ॥১৩॥
ছন্দঃপ্রস্তারবিধৌ গুরবো যস্যামনার্জবস্থিতয়ঃ।
বীণায়াং পরিবাদো, দ্বিজনিলয়েষ্বপ্রসন্নত্বম্ ॥১৪॥

৮ ব্যালস্থাঃ (গ)। ৯ মিত্রসুহৃদানাম্ (ক)।

তথায় (সকলেই কুলীন) কেবল তারাসমূহ অ-কুলীন (১০)। সেখানে (কেহই দোষযুক্ত নহে) কেবল পেচকগণ সর্বদা দোষ (১১) ভালবাসে। সে স্থানে মনুষ্যগণ বৃত্ত (১২) ভংগ করে না কেবল গদ্যেই বৃত্ত (১৩) ভংগ হইয়া থাকে। অক্ষক্রীড়ায় ব্যতীত পরগৃহ রোধ (১৪) তথায় অজ্ঞাত। সেই স্থানে তপস্বিগণই কেবল শূল ধারণ করিয়া থাকেন (অন্যথা শূলরোগ তথায় নাই)। সেই স্থানে কেবল মাত্র বৈয়াকরণগণ ধাতু লইয়া বিবাদ করেন অন্যথা স্বর্ণাদি ধাতু সম্বন্ধে কোন বাদ-বিসম্বাদ (১৫) নাই। তথায় (দুর্বলের উপর কেহ বল-প্রয়োগ করে না) কেবল সুরতকালেই অবলাগণকে আক্রমণ করা হইয়া থাকে (১৬)। তথায় হস্তিগণ মদচ্যুতি কালে দানচ্ছেদ (১৭) করিয়া থাকে অন্যথা দাতাগণ দানচ্ছেদ (১৮) করেন না। তথায় কেবল মাত্র সূর্যই তীব্রকর অন্যথা রাজকর তীব্র (১৯) নহে। তথায় সুহৃদ্‌গণের হৃদয়ের অবিবেক (২০) দৃষ্ট হয় অন্যথা কোন অবিবেক (২১) নাই। তথায় যোগিগণ কেবল দণ্ডগ্রহণ করে (অন্যথা দোষ করিয়া কেহ রাজদ্বারে দণ্ড গ্রহণ করে না)। তথায় কেবল (ব্যাকরণের) প্রগৃহ্য সংজ্ঞায় সন্ধিচ্ছেদ (২২) হয় (নচেৎ তস্করগণ সন্ধিচ্ছেদ করে না)। ছন্দের

১০ কু = ভূমি. অকুলীন—ভূমিসংলগ্ন নহে। ১১ রাত্রি। ১২ সদাচার। ১৩ ছন্দঃ। ১৪ পাশাখেলায় যুগ্ম শারী বা ঘুঁটি দ্বারা প্রতিপক্ষের গৃহ বন্ধ করা। ১৫ মূলে আছে 'পরবেদিষু যত্র ধাতুবাদিত্বম্'; পরবেদি = বৈয়াকরণ। ১৬ মূলে আছে 'সুরতেষবলাক্রমণম্' অবল = দুর্বল; অবলা = স্ত্রীলোক। ১৭ মদোদক-ক্ষরণ। ১৮ দানকার্যে অঙ্গহানি। ১৯ দুঃসহ। ২০ অভিন্নতা। ২১ প্রমাদাদি। ২২ এক পক্ষে 'ঈদূদেদ্ দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্' অর্থাৎ দ্বিবচন-নিষ্পন্ন ঈ-কারান্ত, ঊ-কারান্ত এবং এ-কারান্ত পদের সহিত পরবর্তী পদের সন্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও সন্ধি হয় না এই অর্থে 'সন্ধিচ্ছেদ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, অপর পক্ষে 'সিঁধকাটা'।

অনুরূপবৃত্তঘটনা সৎকবিকৃতরূপকেষু লোকে চ।
রমণীবচনে যস্যাং মাধুর্য্যং কাব্যবন্ধে চ ॥১৫॥
যস্যামুপবনবীথ্যাং তমালপত্রাণি যুবতিবদনে চ।
নখরপ্রহাররণিতং তন্ত্রীবাদ্যেষু সুরতকলহেষু ॥১৬॥
নন্দনবনাভিরামা বিবুধবতী নাকবাহিনী জুষ্টা।
অমরাবতীব যাস্যা[১০] বিশ্বসৃজা নির্মিতা জগতি ॥১৭॥
তস্যাং খগপতিতনুরিব বিলাসিনী[১১]হৃদযশোকসংজননী।
আকৃষ্টেশ্বরহৃদয়া প্রালেয়নগাধিরাজতনযেব ॥১৮॥

১০ যাহস্যা (খ)। ১১ বিলাসিনাং (ক, খ)।

প্রস্তারবিধিতেই (২৩) কেবল গুরুসকল বক্ররেখা দ্বারা জ্ঞাপিত হয় নচেৎ তথায় ব্রাহ্মণাদি গুরু সকলের অনার্জবস্থিতি (২৪) নাই। তথায় বীণার পরিবাদ (২৫) ব্যবহৃত হয় (অন্যথা কোন পরিবাদ নাই)। তথায় মিত্রগৃহেই কেবল অপ্রসন্নতা (২৬) (অন্যথা কোথাও অপ্রসন্নতা নাই) ॥ ১১—১৪ ॥

তথায় যেরূপ সৎকবি রচিত দৃশ্যকাব্যে অনুরূপ বৃত্ত ঘটনা (২৭) হয় সেইরূপ লোকের মধ্যেও অনুরূপ বৃত্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথায় রমণীর বচনে ও কাব্যে মাধুর্যের বিকাশ (২৮) দেখা যায়। তথায় উপবনবীথিতে যেরূপ তমালপত্র পড়িয়া থাকে সেইরূপ যুবতীর বদনে তমালপত্র (২৯) অংকিত হইয়া থাকে। তথায় তন্ত্রীবাদ্যে ও সুরতকলহে উভয় ক্ষেত্রেই নখরপ্রহারের ধ্বনি শ্রুত হয় (৩০) ॥ ১৫—১৬ ॥

অমরাবতী যেরূপ নন্দন বন দ্বারা শোভিতা, বিবুধ-(৩১) সমূহ দ্বারা অধ্যুষিতা এবং নাকবাহিনী (৩২) দ্বারা সেবিতা সেইরূপ সেই বারাণসী নগরী বিবুধ (৩৩) গণদ্বারা অধ্যুষিতা ও নাকবাহিনী (৩৪)-দ্বারা সেবিতা হইয়া বিশ্বস্রষ্টার নির্মিত জগতের অপর অমরাবতীর ন্যায় বিরাজমানা ॥ ১৭ ॥

তথায় মনসিজের শরীরিণী শক্তির ন্যায় বেশ্যাকুলের ভূষণ-স্বরূপা মালতী নাম্নী

২৩ ছন্দের গুরুলঘু বুঝাইতে এইরূপ (‿—) বক্র ও সরল রেখা ব্যবহৃত হয় ইহাকে প্রস্তারবিধি বলে। ২৪ অসরল অবস্থা, অস্বাচ্ছন্দ্য। ২৫ 'পরিবাদ' এক পক্ষে 'জোয়ারি' অন্য পক্ষে 'অপবাদ'। ২৬ 'প্রসন্ন' অর্থে সুরা সুতরাং 'অপ্রসন্নতা' অর্থে সুরার অভাব। ২৭ অতীত চরিত্রের বা ঘটনার অনুরূপ অভিনয়; অন্য পক্ষে 'একই প্রকার বৃত্ত' 'অর্থাৎ একই রূপ ব্যবহার যথা গুরুপূজা, ঘৃণা, শৌচ, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও হিত-প্রবর্তন। ২৮ মাধুর্য এক পক্ষে 'সরসতা'। অন্য পক্ষে কাব্যগুণ। ২৯ 'তিলক-বিশেষ'। ৩০ তন্ত্রীবাদ্যে (string instrument) নখ দ্বারা তারে আঘাত করায় রণন বা ঝংকার শ্রুত হয় সেইরূপ কামাতুর নায়ক-নায়িকা সুরতকালে যে নখাঘাত করে তাহাতে চটচটা ধ্বনি উত্থিত হয়। ৩১ দেব। ৩২ দেবসেনা। ৩৩ পণ্ডিত। ৩৪ গঙ্গা।

সংসক্তভোগিনেত্রা মন্দরধরণীভৃতো যথা মূর্তিঃ।
উপরিগতা[১২] শূলানামন্ধাসুরগাত্রলেখেব ॥১৯॥
সমুবাস বাররামা মানসবসতেঃ শরীরিণী শক্তিঃ।
নিঃশেষবেশযোষিদ্বিভূষণং মালতী নাম ॥২০॥ (বিশেষকম্)
পেশলবচসাং বসতির্লীলানামালয়ঃ,[১৩] স্থিতিঃ প্রেম্নঃ।
ভূমিঃ পরিহাসানামাবসথো বক্রকথিতানাম্[১৪] ॥২১॥
সা শুশ্রাব কদাচিদ্ধবলালয়পৃষ্ঠদেশমধিরূঢ়া।
কেনাপি গীয়মানাং প্রসঙ্গপতিতামিমামার্যাম্ ॥২২॥
'যৌবনসৌন্দর্যমদং দূরেণাপাস্য বারবনিতাভিঃ।
যত্নেন বেদিতব্যাঃ কামুকহৃদয়ার্জনোপায়াঃ' ॥২৩॥
শ্রুত্বাঽথ বিপুলজঘনা মনসীদং মালতী চকার চিরম্।
অতিসাম্প্রতমুপদিষ্টং সুহৃদেবানেন সাধুনা পঠতা ॥২৪॥

১২ উপবিগতা (ব. গ)। ১৩ আকব (গ)। ১৪ কবিতানাম্ (ক)।

এক বাররামা বাস করিত। গরুড়কে দেখিয়া যেরূপ বিলাসিনী (৩৫) নাগিনীগণের হৃদয়-শোক জাগিয়া উঠে তাহাকে দেখিয়াও সেইরূপ বিলাসিনীগণ ঈর্ষাকুলিত হইয়া উঠিত। হিমালয়-দুহিতা (পার্বতী) যেরূপ ঈশ্বরের (৩৬) হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন সে সেইরূপ ধনেশ্বরদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিত। (সমুদ্র-মন্থন সময়ে) মন্দর পর্বত যেরূপ ভোগী (৩৭) রূপ নেত্র (৩৮) দ্বারা সংসক্ত (৩৯) ছিল সেইরূপ (সর্বদা) ভোগিগণের নেত্র তাহার প্রতি সংসক্ত থাকিত। অন্ধকাসুরের দেহ যেরূপ (শিবের) শূলের উপর রক্ষিত ছিল সেও সেইরূপ শূলাদিগের (৪০) শীর্ষস্থানীয়া ছিল। সে ছিল চারু ভাষণের বসতি, লীলার আলয়, প্রেমের স্থিতি, পরিহাসের ভূমি এবং বক্রোক্তির আবাসস্থল।। ১৮—২১ ।।

একদা সে তাহার ধবলালয়ের পৃষ্ঠদেশে অবস্থানকালে তাহার চিন্তানুরূপ নিম্নলিখিত আর্যাটি কে যেন গাহিতেছে শুনিতে পাইল,

"দাও ফেলে দূরে হে বারবনিতা
যৌবন আর রূপের মদ
শেখ সযতনে কৌশল সেই
কামিগণ হয় যাহাতে বধ।"

---

৩৫ 'বিল' অর্থাৎ গর্তে বাস করে। ৩৬ মহাদেব। ৩৭ 'ভোগী' অর্থে সর্প অথবা শেষ নাগ। ৩৮ মন্থনরজ্জু। ৩৯ আবদ্ধ। ৪০ গণিকাসমূহ।

তদ্‌গত্বা পৃচ্ছামো বিকরালাং কলিতসকলসংসারাম্।
যস্যাঃ কামিজনৌঘো দিবানিশং দ্বারমধ্যাস্তে ॥২৫॥
ইতি মনসি সা নিবেশ্য দ্রুততরমবতীর্য বেশ্মনঃ শিখরাৎ
বিকরালাভবনবরং পরিজনপরিবারিতা প্রযযৌ ॥২৬॥

অথ বিকরালা-মালতী সংবাদঃ

অথ বিরলোন্নতদশনাং নিম্নহনুং স্থূলচিপিটনাসাগ্রাম্।
উল্বণচূচুকলক্ষিতশুষ্ককুচস্থানশিথিলকৃত্তিতনুম্ ॥২৭॥
গম্ভীরারক্তদৃশং নির্ভূষণলম্বকর্ণপালীং চ।
কতিপয়পাণ্ডুরচিকুরাং প্রকটশিরাং সন্ততায়তগ্রীবাম্ ॥২৮॥
সিতধৌতবসনযুগলাং বিবিধৌষধিমণিসনাথগলসূত্রাম।
তন্বীমংগুলিমূলে তপনীয়ময়ীং চ বালিকাং দধতীম্ ॥২৯॥
গণিকাগণপরিকবিতাং কামিজনোপায়নপ্রসক্তদৃশম্।
আসন্দ্যামাসীনাং বিলোকয়ামাস বিকরালাম্ ॥৩০॥ (কুলকম্)

ইহা শুনিয়া বিপুলজঘনা মালতী মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিল, "ঐ সজ্জন এই আর্যাটি পাঠ করিয়া আমাকে মিত্রের ন্যায় অতি উপযুক্ত উপদেশই দান করিয়াছেন, অতএব যাহার দ্বারে বিলাসী পুরুষগণ দিবারাত্রি পড়িয়া আছে এমন যে—সকল সংসার বিষয়ে অভিজ্ঞা বিকরালা—তাহার নিকট গিয়া পরামর্শ লইব।" এই মনে করিয়া সে সৌধশিখর হইতে দ্রুত অবতরণ করিয়া সহচরীগণ-পরিবৃতা হইয়া বিকরালার গৃহে গমন করিল ॥ ২২—২৬ ॥

বিকরালা বৃদ্ধা—তাহার অধিকাংশ দন্তই পড়িয়া গিয়াছিল, যে-কয়টি অবশিষ্ট ছিল তাহাও বাহির হইয়া আসিয়াছিল, গণ্ড শুষ্ক হইয়া হনুদেশ প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল; নাসিকার অগ্রভাগ স্থূল ও বিস্তৃত; কুচদ্বয় শুষ্ক হওয়ায় চুচুকদ্বয় উৎকট হইয়া কুচস্থানের নির্দেশ করিতেছিল; শরীরের চর্ম শিথিল, চক্ষু দুইটি কোটরগত ও রক্তবর্ণ এবং ভূষণহীন কর্ণপালী ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মস্তকের অধিকাংশ কেশই উঠিয়া গিয়াছিল, কেবল মাত্র কয়েকটি পক্ককেশ অবশিষ্ট ছিল; দেহের শিরা সকল প্রকট ও গ্রীবা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পরিধানে ধৌত বস্ত্র ও উত্তরীয়, গলদেশে সূত্র-বিলম্বিত বহুবিধ ঔষধি ও মণি, শীর্ণ অংগুলীতে সুবর্ণ অংগুরীয়। সে গণিকাগণের দ্বারা পরিবৃতা হইয়া বেত্রাসনে উপবিষ্ট হইয়া কামিগণ যে সকল উপহার প্রদান করিয়াছিল তাহা দেখিতেছিল ॥ ২৭—৩০ ॥

অবলোক্য সা বিধায়[1] ক্ষিতিমণ্ডললীনমৌলিনা প্রণতিম্।
পরিপৃষ্টকুশলবার্তা সমনুজ্ঞাতাঽঽসনং[2] ভেজে ॥৩১॥
অথ বিরচিতহস্তপুটা সপ্রশ্রয়মাসনং সমুৎসৃজ্য।
ইদমূচে বিকরালামবসরমাসাদ্য মালতী বচনম্ ॥৩২॥
"বিদধাসি হরিমকৌস্তুভমহরিং হরিমগজনাথমমরেন্দ্রম্।
অদ্রবিণং দ্রবিণপতিং নিয়তং মতিগোচরে পতিতম্ ॥৩৩॥
অয়মেব বুদ্ধিবিভবং হৃতবিভবস্তে পটচ্চরাবরণঃ।
কামুকলোকঃ কথয়তি সত্রাগারেষু ভুঞ্জানঃ ॥৩৪॥
উপসংহৃতান্যকর্মা ধনবর্মা নর্মদাংঘ্রিযুগলস্থ।
সকলসমর্পিতসংপদ্ব্যুপেতঃ পাদপীঠত্বম্ ॥৩৫॥
যদুপগতো[3] নয়দত্তঃ সাগরদত্তস্য মধ্যমঃ পুত্রঃ।
প্রীণাতি মদনসেনাং বিধায় পিতৃমন্দিরং রিক্তম্ ॥৩৬॥
যল্লীলার্পিতচরণৌ মঞ্জর্যা ভট্টপুত্রনরসিংহঃ।
পরিতোষং ব্রজতি পরং মৃদু মৃদ্নন্ পাণিযুগলেন ॥৩৭॥

১ অথসা বিধায় দূরাৎ (খ)। ২ সমনুজ্ঞাতাসনং (ক, গ)। ৩ যদুপনতো (খ)।

মালতী বিকরালার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভূমিতে মস্তক সংলগ্ন করতঃ প্রণাম করিয়া তাহার কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহাকে বসিবার জন্য আসন দিল ॥ ৩১ ॥

অনন্তর (যাহারা আসিয়াছিল তাহারা কার্য্যসিদ্ধি অন্তে চলিয়া গেলে) অবসর পাইয়া মালতী আসন হইতে উঠিয়া করজোড়ে সবিনয়ে বিকরালাকে বলিল—

"আপনার বুদ্ধি-কৌশলে পড়িয়া নিশ্চিতই হরি তাঁহার কৌস্তুভ, সূর্য্য তাঁহার রথাশ্বসকল, ইন্দ্র তাঁহার ঐরাবত এবং কুবের তাঁহার ধনভাণ্ডার হারাইতে পারেন। যে সকল কামুক লোক এক্ষণে হৃতবৈভব হইয়া জীর্ণ বস্ত্রে দেহাবরণ করিয়া অন্নসত্রে ভোজন করিতেছে তাহারা আপনার বুদ্ধি-কৌশলের এইরূপই প্রশংসা করিয়া থাকে। আপনারই উপদেশের ফলে ধনবর্মা সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নর্মদার পদযুগলে সকল সম্পদ সমর্পণ করতঃ তাহার চরণতলে পড়িয়া আছে। সাগরদত্তের মধ্যম পুত্র নয়দত্ত পিতৃগৃহ ধনশূন্য করিয়া মদনসেনার শরণাগত হইয়া তাহার প্রীতি বিধানের চেষ্টা করিতেছে। ভট্টপুত্র নরসিংহের প্রতি মঞ্জরী লীলাভরে তাহার চরণযুগল অগ্রসর করিয়া দিলে সে দুই হস্তে ধীরে

যস্মিংশোষিতবিভবো দীক্ষিতভবদেবপুত্রশুভদেবঃ।
নির্ভর্ৎসিতোঽপি নোজ্ঝতি কেশবসেনাগৃহদ্বারম্ ॥৩৮॥
অন্যা অপি কামিজনং সাধারণযোষিতো যদাক্রম্য।
বিদধতি কর্পটশেষং বিলসিতমেতত্তবোপদেশানাম্ ॥৩৯॥ (কুলকম)
হীনান্বয়জন্মানো গুণহীনা রোগিণো নিরাকৃতয়ঃ।
উপসেবিতা ময়াপি প্রকটীকৃতরাগসৌষ্ঠবং পুরুষাঃ ॥৪০॥
মাতঃ, কিং বিদধামো, হতধাতুর্বামতাভিযোগেন।
নাসাদয়াম ইষ্টং নিজতনুপণ্যপ্রসারণেনাপি* ॥৪১॥
তৎকুরু মাতরনুগ্রহমভিধৎস্ব মমাপি দেহিনো ভোগ্যান্।
তেষাং চ বেশচেষ্টিতমনসিজশরজালপাতনোপায়ান্" ॥৪২॥
ইতি গিরমুদীরয়ন্তীং সপ্রেমামৃষ্য পাণিনা পৃষ্ঠে।
রুচিরবচো বিকরালা রুচিরাকৃতিমালতীমূচে ॥৪৩॥ (কুলকম্)
"অয়মেব দহ্যমানস্মরনির্গতধূমবর্তিকাকারঃ।
চিকুরভরস্তব সুন্দরি কামিজনং কিংকরীকুরুতে ॥৪৪॥
অয়মেব তে কৃশোদরি মন্দোল্লসিতভ্রূ বিভ্রমাধারঃ।
অধরীকরোতি ধীরান্ মধুরস্মিতসুভগবীক্ষিতবিশেষঃ ॥৪৫॥

৪ প্রসারকেণাপি (ক, খ, গ)।

ধীরে তাহা সংবাহন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করে। ভবদেব দীক্ষিতের পুত্র শুভদেব নিঃসম্বল হইয়া ভর্ৎসিত হইয়াও কেশবসেনার গৃহদ্বার পরিত্যাগ করে না এবং অন্যান্য সাধারণ বেশ্যাগণও কামিদিগকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগকে কপর্দকশূন্য করিয়াছে। অথচ আমি হীনকুলজাত, গুণহীন, রোগী এবং কুৎসিত পুরুষগণকেও অতিশয় প্রীতি প্রদর্শন করিয়া সেবা করি। মাতঃ, কি করিব, পোড়া বিধাতা বাম, সেই জন্য নিজ দেহ সাজাইয়া রাখিয়াও ইষ্টলাভ করিতে পারিতেছি না। অতএব মাতঃ, আমার ভজনায় উপযুক্ত কাহারা, তাহাদের কি নাম এবং তাহাদের বেশ ও কার্য কিরূপ ও কিরূপে তাহাদিগকে কামশরজালে আবদ্ধ করা যায় তাহার উপায় আমাকে বলিয়া দিন।" ৩২—৪২॥

সুন্দরী মালতী এইরূপ বলিলে বিকরালা তাহার পৃষ্ঠে সস্নেহে হাত বুলাইয়া মধুর বাক্যে তাহাকে বলিল ;

"সুন্দরি, দহ্যমান কামের দেহনির্গত ধূমরেখার ন্যায় তোমার এই কেশভার কামিগণকে (অনায়াসে) বশীভূত করিতে পারে ; কৃশোদরি, মধুর স্মিতহাস্য-

ইয়মেব বদনকান্তী[৫] রতিকান্তাকৃতমতিতরাং কুরুতে।
শ্রুতিপথমপ্যুপযাতা নিয়তং তব কামিনাং মনসি ॥৪৬॥
ইয়মেব দশনপংক্তি রুচিরাচিরকান্তিদাম[৬]সমকান্তিঃ।
উৎপাদয়তি নিতান্তং তব মন্মথদাহবেদনাং পুংসাম্ ॥৪৭॥
ইদমেব সমুল্লপিতং লীলাবতি বিজিতপরভৃতধ্বনিতম্।
তব নিঃশেষভুজংগব্যাকর্ষণসিদ্ধমন্ত্র উচ্চরিতঃ ॥৪৮॥
ইদমেব মকরকেতননিকেতনং স্তনযুগং তবাভোগি।
ভোগবতি ভোগসাধনমপরোপায়গ্রহো ব্যর্থঃ ॥৪৯॥
ইদমেব বাহুযুগলং মৃণালপরিকোমলং তব বরোরু[৭]।
কস্য ন জনযতি মদনং বরকটকং ভূষিতং[৮] সুতনু ॥৫০॥
অযমেব মধ্যদেশঃ কন্দর্পাদেশকরণচতুরস্তে।
প্রকৃশোঽপি শরীরবতো দশমীং প্রাপয়তি মঙ্গলাবস্থাম্ ॥৫১॥

৫ দশনকান্তী (ক, গ)। ৬ কান্তিধাম (গ)। ৭ মৃণালতন্তুসুন্দরং তবাভোগি (ক, গ)। ৮ কনকাঙ্গদভূষণং (ক, গ)।

সহকারে ঈষৎ ভ্রূভংগের সহিত বিভ্রমের (১) আধারস্বরূপ তোমার অসামান্য নয়নভংগী ধৈর্যশীল ব্যক্তিদিগকে অধীর করিয়া দেয়। তোমার এই বদনকান্তির কথা শ্রবণ মাত্রই কামিগণের মন নিশ্চিতই মদনাকুল হইয়া থাকে (না জানি দেখিলে কি হইবে)। তড়িদ্দামসমকান্তি তোমার এই দশন-পংক্তি পুরুষের মনে নিশ্চয়ই মদন-দাহ-বেদনা উৎপাদন করিয়া থাকে। লীলাবতি, কোকিলধ্বনি-নিন্দিত তোমার এই বচনবিলাস সমস্ত ভুজংগগণকে (২) আকর্ষণোপযোগী সিদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণের ন্যায়। হে বিলাসবতি, মকরকেতনের নিবাসস্বরূপ তোমার এই বিশাল কুচযুগল ভোগিগণের ভোগসাধনের উপায়—ইহা ব্যতীত অপর উপায় ব্যর্থ। হে বরোরু, তোমার এই বাহুযুগল মৃণালের ন্যায় সুন্দর—হে সুতনু, ইহা সুবর্ণবলয় শোভিত হইয়া কাহার না মদনোৎপাদন করে? কন্দর্পকে আদেশ করিতে পটু (৩) তোমার এই মধ্যদেশ এত কৃশ তথাপি বিশালদেহ ব্যক্তিকেও ইহা

১ বিভ্রম—বিলাস, শৃঙ্গারচেষ্টা। "কামোৎসুক্য কৃতাকারং রূপযৌবনসংপদা। অনবস্থিতচেষ্টত্বং বিভ্রমঃ পরিকীর্তিতঃ॥" [ভরত]

২ ভুজংগ—'বিট' পক্ষে 'সর্প'। সুতরাং এই শ্লোকের অর্থ—"মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সর্পবৈদ্যগণ যেরূপ সর্প সকল আকর্ষণ করিয়া আনে সেইরূপ তোমার কোকিল নিন্দিত বচনচাতুর্যে সকল 'বিট' গণ আকৃষ্ট হয়।" ৩ 'কন্দর্পাদেশকরণ চতুর' ইহার প্রকৃত অর্থ কন্দর্পকে উদ্দীপ্ত করিতে পটু অর্থাৎ যাহার দর্শনে স্বভাবই মদনোদ্দীপিত হয়।

ইয়মেব রোমরাজিঃ সংকল্পজচাপযষ্টিগুণশোভাম্।
দধতী বিদধাতি তব স্মরসায়কশল্যবিক্লবান্ যূনঃ ॥৫২॥
ইদমেব চ পৃথুজঘনং[৯] কলধৌতশিলাতলাভিরমণীয়ম্।
তব তরুণবশীকরণং[১০] যতিসংযতিনাশকারি করভোরু ॥৫৩॥
ইদমেব তবোরুযুগং রম্ভাস্তম্ভোপমং মনোহারি।
বদ সুন্দরি নাভিমতং মদনজ্বরতাপশান্তয়ে[১১] কস্য ॥৫৪॥
যৌবনকল্পতরোস্তে কনকলতাবিভ্রমং সুবৃত্তমিদম্।
জংঘাযুগলং নেচ্ছতি কামফলপ্রাপ্তয়ে ক ইহ ॥৫৫॥
নির্জিতদাড়িমরাগং বিজিতস্থলকমলিনীবিলাসমিদম্।
তব তরুণি চরণযুগলং[১২] কস্য ন মানসমলংকুরুতে ॥৫৬॥
হ্রেপয়তি বারণেন্দ্রং হংসং হসতি প্রযাতমিদমেব।
তব লীলাবতি ললিতং যূনাং হৃদয়ানি মথ্নাতি ॥৫৭॥
তদপি যদি তে কুতূহলমস্ত্যবধানং[১৩] সংবিধায় তনুমধ্যে।
আকর্ণয়, কথয়ামি স্ব বুদ্ধিবিভবানুসারেণ" ॥৫৮॥

৯ ইদমেব পৃথুলজঘনং (খ)। ১০ তব তরুণি বশীকরণং (ক, গ)। ১১ মদনজ্বর শান্তয়ে (ক, গ)। ১২ তব চরণসরোজযুগং (গ)। ১৩ কুতূহলমবধানং (ক, গ)।

মন্মথের দশমী দশায় লইয়া যাইতে পারে। মনসিজের ধনুর্গুণের ন্যায় তোমার এই রোমাবলী যুবকগণকে স্মরবাণবিদ্ধ করিয়া বিহ্বল করিয়া ফেলে। হে করভোরু, সুবর্ণের ন্যায় কান্তি এবং শিলাতলের ন্যায় বিশাল তোমার এই জঘন তরুণগণকে বশীকরণ এবং যতিগণের সংযম ভংগ করিতে পারে। বল দেখি সুন্দরি, তোমার এই রম্ভাকাণ্ডের ন্যায় (শীতল ও) মনোহর উরুযুগল স্পর্শে কাহার না মদনজ্বরতাপ নিবারণ করিতে ইচ্ছা করে? তোমার যৌবন কল্পতরুর সহিত যুক্ত এই কনকলতার মত সুগোল জংঘাযুগলের মিলনে কে এ জগতে কামফল প্রাপ্তির ইচ্ছা না করে? স্থলকমলিনীর শোভাকেও পরাজিত করিতে সমর্থ, দাড়িমরাগনির্জিত তোমার এই রক্তিম চরণকমলযুগল কাহার না মনে আনন্দ দান করে? লীলাবতি, তোমার এই ললিত গমনভংগী গজেন্দ্রকেও লজ্জা দেয়, হংসকেও উপহাস করে—ইহা যুবকদিগের হৃদয় মন্থন করিতে পারে। এতৎসত্ত্বেও যদি তোমার কৌতূহল হইয়া থাকে তবে হে ক্ষীণকটি, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর আমি যাহা জানি তোমাকে বলিতেছি—" ॥ ৪৩—৫৮ ॥

অথ গম্যানির্ণয়ঃ

"স্বীকুরু তাবৎ প্রথমং নৃপসেবকভট্টসূনুমতিযত্নাৎ।
স্বাধীনামতিবিপুলাং যদি সংপদমীহসে সুতনু ॥৫৯॥
প্রত্যাসন্নগ্রামে স্বয়ং প্রভুঃ পিতবি নিত্যকটকস্থে।
ভট্টসুতশ্চিন্তামণিরাকৃষ্টো ভবতি পুত্রি নিয়মেন ॥ ৬০ ॥
শৃণু তস্য চারুহাসিনি বেষগ্রহণং চ চেষ্টিতং চৈব।
নিপততি তথা চ[১] তূর্ণং প্রিয়সুরভিশরাসন[২]প্রসরে ॥ ৬১ ॥
স্থূলস্থাপিতচূড়ঃ[৩] পঞ্চাংগুলমাত্র কেশবিন্যাসঃ।
লম্বশ্রবণনিবেশিতকরপত্রকঘটিতদন্তপংক্তিশ্চ ॥ ৬২ ॥
করশাখার্পিতমুদ্রিকচামীকরকণ্ঠসূত্রিকাভরণঃ।
পরিমৃষ্টগাত্রকুংকুমকিঞ্চিৎপিঞ্জরিতসর্বাংগ[৪] ॥ ৬৩ ॥
প্রবিলম্বিকুসুমদামকগলমণ্ডনজাতরূপকৃতশোভঃ।
অন্তর্নিবিষ্টসিকৃথকতৌরুষ্কিকখুম্ভিকাদিচরণত্রঃ ॥ ৬৪ ॥

১ স যথা (গ)। ২ সুরভিকুসুমশরাসন (গ)। ৩ স্থাপিতচূলক (গ)। ৪ পিঞ্জরিত বসনসংবীত (খ)।

"হে সুতনু, যদি অতুল সম্পদ নিজ করতলগত করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে প্রথমে রাজকর্মচারী ভট্টের পুত্রকে অতি সাবধানে বশীভূত কর। এই ভট্টপুত্র চিন্তামণি নিকটবর্তী গ্রামেই বাস করে; তাহার পিতা সর্ব্বদা রাজধানীতে বাস করায় সে নিজেই নিজের অভিভাবক; সুতরাং বৎসে, চেষ্টা করিলে সে (সহজেই) আকৃষ্ট হইবে। হে চারুহাসিনি, যাহাতে সে সত্বরই বসন্তসখার কুসুমশরের লক্ষীভূত হয় (সেই জন্য) তাহার বেশ ও আচরণ বিরূপ তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর—" ৫৯—৬১ ॥

"তাহার মস্তকের কেশ পঞ্চাংগুলী পরিমাণ দীর্ঘ এবং তাহাতে স্থূল শিখা বর্তমান, তাহাতে দীর্ঘ শ্রবণযুক্ত (১) করাতের ন্যায় দন্তপংক্তিসমন্বিত কংকতিকা (২) সন্নিবিষ্ট। অংগুলীতে অংগুরীয়, কণ্ঠে সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্র, গাত্র কুংকুমচূর্ণ দ্বারা পরিমৃষ্ট হইয়া সর্বাংগ ঈষৎ পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে (৩)। স্বর্ণসূত্রনির্মিত কুসুমদামবিলম্বিত গলশোভাযুক্ত, সিকৃথ দ্বারা সিক্ত, শিহ্লক দ্বারা

১ শ্রবণ—হাতল। ২ চিরুণী। ৩ তনুসুখরামের সংস্করণের অনুসারে—'...গাত্রকুংকুমচর্ণ দ্বারা পরিমৃষ্ট এবং পরিধানে ঈষৎ পীতবর্ণ বসন।'

নানাবর্ণবিবেষ্টিতবহলদশাপাশবদ্ধততকেশঃ।
একস্মিন্ দলবীটকমপরস্মিন্ সীসপত্রকং কর্ণে ॥ ৬৫ ॥
উচ্চশুকনকগর্ভিতকুংকুমপিঞ্জরিতবসনপরিধানঃ।
স্থূলতরকাচবর্তকমালাং চ গলে দধানেন ॥ ৬৬ ॥
বৃশ্চিকরঞ্জিতকররুহকরমূলনিবদ্ধশংখচক্রেণ।
প্রথমবয়স্থং ভজতা তাম্বূলকরংকবাহিনাহনুগতঃ ॥ ৬৭ ॥
(বিশেষকম্[৫])
শ্রেষ্ঠিবণিগ্ বিটকিতবপ্রধানরঙ্গস্য সুমহতো মধ্যে।
শূলাপালস্থাপিতকতিপয়বধ্রোরু[৬]পীঠিকাসীনঃ ॥ ৬৮ ॥
উৎসংগার্পিতখড়্গৈরযথাতথভাষিভির্মদোদ্ধত্যম্।
বিভ্রাণৈরনুজীবিভিরধিষ্ঠিতঃ পঞ্চষৈঃ পুরুষৈঃ ॥৬৯॥
চতুরতরসেবকার্পিতপৃষ্ঠপবিক্ষিপ্তপূর্বদেহাংশঃ।[৭]
অন্তর্ধৃততাম্বূলপ্রাচ্ছ্নকপোলকলিতকরপর্ণঃ ॥৭০॥

৫ কুলকম্ (ক, খ)। ৬ বধ্রোরু (ক, খ)। ৭ দেহার্ধঃ (খ)।

রঞ্জিত এবং লৌহপট্টিকাসমন্বিত পাদুকা তাহার চরণে (৪)। তাহার বিস্তৃত কেশ নানা বর্ণে গ্রথিত উজ্জ্বল বর্ণের প্রান্তভাগসমন্বিত সূত্র দ্বারা সংযত (৫)। কর্ণের এক অংশে 'দলবীটক' অপর অংশে 'সীসপত্রক' (নামক অলংকার)। পরিধানে তাহার উজ্জ্বল সুবর্ণসূত্র-নির্মিত প্রান্তশিষ্ট (৬) কুংকুমবৎ পীতবর্ণের বস্ত্র।" ৬২—৬৬ ॥

"কণ্ঠে স্থূলতর কাচবর্তকের মালাপরিহিত, (৭) কুরবক পুষ্পরাগে নখ রঞ্জিত করিয়া শংখবলয়শোভিতহস্ত, অল্পবয়স্ক তাম্বূলকরংকবাহী তাহার অনুগমন করিয়া তাহার সেবা করে। সে (সদলে) শ্রেষ্ঠি-বণিক-বিট-কিতব-পরিপূর্ণ বিশাল রংগশালার মধ্যে রংগশালাধ্যক্ষ কর্তৃক স্থাপিত কয়েকটি চর্মরজ্জুনির্মিত আসনের (৮) উপর বসিয়া থাকে। পাঁচ-ছয় জন যথাতথভাষী মদোদ্ধতপ্রকৃতি অনুজীবী কটিদেশে তরবারি ধারণ করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া থাকে। চতুরতর কোন সেবক তাহাকে 'পৃষ্ঠদেশ' অর্পণ করিলে সে তাহাতে পূর্বদেহাংশ এলাইয়া

৪ জরির ফুল তোলা সাজ (instep) যুক্ত, মোমে ভিজান, গুগগুল দ্বারা রং-করা লোহার নাল বাঁধান জুতা তাহার পায়ে। ৫ বর্তমানে রমণীগণ যেরূপ tassel ব্যবহার করে। ৬ জরিপাড়। ৭ পুঁথির (beads) মালা। ৮ তনুসুখরাম সং—"একত্র আবদ্ধ বৃহৎ কাষ্ঠবেদীর উপর।"

অনপেক্ষিতপ্রসংগঃ পুনঃ পুনঃ পঠতি সোন্নতভ্রূকঃ।
গাথাশ্লোকপ্রায়ং[৮] ভাবিতচেতা যথাতথাঽধীতম্[৯] ॥৭১॥
বিস্ময়লোলিতমৌলিঃ পার্শ্বগতাংস্তাড়য়ন্ রসাবেগাৎ।
হা কটু সাধ্বিতি বাদিরন্তরয়তি পরসুভাষিতশ্রবণম্ ॥৭২॥
'ইদমুক্তো রহসি ময়া তাতেন নৃপো, নৃপেন তাতোঽপি'।
ইতি পিতুরাবিষ্কুরুতে মহীভৃতঃ প্রণয়বিশ্বাসৌ ॥৭৩॥
পত্রচ্ছেদমজানঞ্জানন্ বা কৌশলং কলাবিষয়ে।
প্রকটয়তি জনসমাজে বিভ্রাণঃ পত্রকর্তরীং সততম ॥৭৪॥
'ব্রহ্মোক্তনাট্যশাস্ত্রে গীতে মুরজাদিবাদনে চৈব।
অভিভবতি নারদাদীন্ প্রাবীণ্যং ভট্টপুত্রস্য ॥৭৫॥
বসুনন্দচিত্রদণ্ডকমুক্তা[১০]য়ুধখড়্গধেনুবন্ধেষু।
ত্যজতি[১১] পুরতোঽস্য নিয়তং[১২] ভার্গবতাং পরশুরামোঽপি ॥৭৬॥

৮ গাথাং শ্লোকপ্রায়াং (ক, গ)। ৯ যথাতথাঽধীতাম্ (ক, গ)। [১০] মুক্তায়ুধ (ক)। ১১ ত্যজতি (গ)। ১২ নিতং (ক, গ)।

দিয়া মুখমধ্যস্থিত তাম্বুল দ্বারা গণ্ড স্ফীত করিয়া হস্তে একটি পাণ ধারণ করিয়া থাকে। অকারণে ভাবসহকারে ভ্রূ উন্নত করিয়া কবিতার মত করিয়া কোন গাথা অশুদ্ধ ভাবে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে। বিস্ময়ে মাথা নাড়িতে নাড়িতে রসাবেগে পার্শ্বোপবিষ্ট ব্যক্তিগণকে হস্ত দ্বারা তাড়না করিয়া অপরের রসালাপ শ্রবণ করিতে করিতে 'কি বিশ্রী' বা 'সাধু' ইত্যাদি মন্তব্যে আলাপের মধ্যে অন্তরায় সৃজন করে। পিতা অসন্তুষ্ট হইয়া গোপনে রাজাকে অথবা রাজা পিতাকে এই কথা বলিয়াছিলেন, এইরূপ উক্তি দ্বারা রাজার সহিত তাহার পিতার প্রণয় ও বিশ্বাসের কথা জানাইতে চাহে। পত্রচ্ছেদ্য (৯) কৌশল জানিয়া বা না জানিয়া সর্বদা হস্তে পত্রকর্তরী (১০) ধারণ করিয়া জনসমাজে জানাইতে চাহে যে সে সেই কলায় দক্ষ"। ৬৭—৭৪ ॥

"'ভট্টপুত্র ব্রহ্মোক্ত নাট্যশাস্ত্রে, সংগীতে, মুরজ প্রভৃতি বাদনে নারদাদিকেও পরাজিত করেন। বসু, নন্দ, চিত্রক, দণ্ডক প্রভৃতি (পরিক্রম মণ্ডলে) (১১), মুক্তায়ুধ (১২) চালনায়, অসি ছুরিকা প্রভৃতি শস্ত্রপ্রয়োগে ইঁহার এত নৈপুণ্য যে পরশুরামও নিত্য তাঁহার ভার্গবত্ব ত্যাগ করেন। ইনি কামশাস্ত্রে এমনি

৯ পত্র কাটিয়া তিলকাদি নির্মাণের কলা। ১০ ছোট কাঁচি। ১১ মল্লযুদ্ধের পাঁয়তাড়া। ১২ শর, ভল্লাদি নিক্ষেপ।

বাৎস্যায়নময়মবুধং বাহ্যান্[১৩] দূরেণ দত্তকাচার্যান্[১৪]।
গণয়তি মন্মথতন্ত্রে পশুতুল্যং রাজপুত্রং চ ॥৭৭॥
যঃ প্রার্থিতোঽপি যত্নাৎ কবচং রাধাসুতো দদাতিস্ম।
অবিচিন্তিতবসুবর্ষস্ত্যাগগুণং হসতি তস্যায়ম্ ॥৭৮॥*
প্রপলায়নৈকহৃদয়ে যো বিক্রমমাতনোতি হরিণেঽপি।
সিংহস্য তস্য শৌর্যং ত্রপাকরং[১৫] ভবতি ভট্টপুত্রস্য ॥৭৯॥
আখেটকেঽপি কৌতুকমস্ত্যেব, জয়শ্চ চঞ্চলে লক্ষ্যে।
ভট্টভয়েন[১৬] ন খেলতি ভট্টসুতঃ কিন্ত্বতিপ্রকটম্ ॥৮০॥
ইতি নিজসেবকনিগদিতরমণীয়বচঃশ্রবণ[১৭]পরিতুষ্ট্যা[১৮]।
অন্তর্মুদিতো[১৯] ব্রূতে মামেষ[২০] খলীকরোতীতি ॥৮১॥
(সন্দানিতকম্)[২১]

'কতমৎ কতমল্লগং প্রস্থানং[২২], কা চ নর্তকী ভদ্রা[২৩]।
শিঙ্গটকে[২৪] কা নৃত্যতি কোহলভরতোদিতক্রিয়য়া ॥৮২॥

১৩ বাহ্যং (গ)। ১৪ দত্তকাচার্যম্ (গ)। * অয়ং শ্লোকঃ ক, গ পুস্তকয়োঃনাস্তি। ১৫ প্রপাকরং ভট্টপুত্রস্য (গ)। ১৬ ভট্টতনয়েন খেলতি (ক)। ১৭ বামনিক্য বচনজনিত (খ)। ১৮ পবিতুষ্টা (ক)। ১৯ মুদিতা (ক)। ২০ মামেব (ক)। ২১ কুলকম্ (খ)। ২২ প্রস্থানে (ক)। ২৩ ভর্তা। ২৪ বিটখটকে (ক, খ, গ)।

পণ্ডিত যে বাৎস্যায়নও ইঁহার কাছে বোকা হইয়া যান, দণ্ডকাচার্য দূরে পড়িয়া থাকেন, রাজপুত্রও (১৩) পশুতুল্য গণ্য হন। যে রাধাসুত কর্ণ চাহিবা মাত্র সযত্নে (সহজাত) কবচ কাটিয়া দিয়াছিলেন তিনিও ইঁহার অবিচিন্তিত অর্থবর্ষণের ও ত্যাগের নিকট উপহাসের পাত্র হইয়া পড়েন (১৪)। পলায়নপর মৃগের প্রতিও যে সিংহ বিক্রম প্রদর্শন করে তাহার শৌর্য ভট্টপুত্রকে লজ্জা দেয়। ইনি মৃগয়ায় আনন্দ পান বটে, চললক্ষ্যভেদে ইঁহার কৃতিত্বও আছে কিন্তু পিতার (অসন্তুষ্টির) ভয়ে ভট্টপুত্র মৃগয়াক্রীড়া করেন না ইহা সহজেই অনুমেয়' (১৫)। এইরূপ নিজ সেবকগণ কর্তৃক কথিত, রমণীয় বচনে পরিতুষ্ট হইয়া মনে মনে আনন্দিত হইয়া মুখে বলিতে থাকেন—'ইহারা আমার শ্লাঘা করিতেছে'।" ৭৫—৮১ ॥

"'কোন কোন্ প্রস্থান (১৬) তাহার জানা আছে, কোন্ নর্তকী শ্রেষ্ঠা, শিঙ্গটকে (১৭) কোন্ নর্তকী কোহল ও ভরতাদি কথিত ক্রিয়ার সহিত নৃত্য

১৩ প্রাচীন কামশাস্ত্রকার। ১৪ এই শ্লোকটি R. A. S, B, সং বা 'কাব্যমালা' সংএ নাই। ১৫ এই দুই শ্লোকে ভট্টপুত্রের মৃগয়ায় অক্ষমতা চাটুকারগণ কিরূপ কৌশল করিয়া গোপন করিতেছে অথচ ব্যক্ত করিতেছে তাহা দেখান হইয়াছে। ১৬ অষ্টাদশ উপরূপকের একটী; ইহা তাললয়স্বরসংযুক্ত নৃত্যগীতে পূর্ণ, দুই অংকে সমাপ্ত। ১৭ একপ্রকার

কীদৃক্ ত্বং লয়[২৫]মার্গে ধেনুকরচিতে চ তালকে কীদৃক্' ।
প্রেংখণকাদাবেবং পৃচ্ছতি নৃত্যোপদেশকং যত্নাৎ ॥৮৩॥
সুমনোমালাং কণ্ঠাৎ সাদরচেতা দদাতি নর্তক্যৈ ।
অপনীয় সতাম্বুলামনবসরে[২৬] সাধুবাদং চ ।৮৪ ॥
'ভুজবলন[২৭]গাত্রসংস্থিতিলালিত্যোদ্বহনপার্শ্ববলিতানি ।
অনয়ৈব নির্মিতানি স্থানকশুদ্ধিশ্চ চাতুরস্রাং[২৮] চ ॥৮৫॥
প্রবিভক্তৈর্ভাবরসৈরভিনয়ভংগ্যা[২৯] পরিক্রমৈশ্চিত্রৈঃ ।
রম্ভামপ্যতিশেতে কিমুতেতরমর্তনর্তকীলোকম্'[৩০] ।৮৬॥
ইত্যপসারকবিরতাববিরত[৩১]মুচ্ছলিতকণ্ঠ[৩২]মত্যুচ্চৈঃ ।
বর্ণয়তি ভাবিতাত্মা লক্ষিতপদমাত্রয়া পাত্রম্[৩৩] ॥৮৭॥
প্রায়েণ ভট্টতনযো ভবতীদৃশবেষচেষ্টিতো ভদ্রে ।
তং মদনবাগুরান্তঃ পাতয়সি যথা তথা ক্রমঃ ॥৮৮॥

২৫ নয় (ক, খ, গ)। ২৬ স তাম্বুলকমনবসবে (গ)। ২৭ ভুজপতন (ক, গ)। ২৮ চাতুরশ্র্যং (ক গ)। ২৯ অভিনযভক্ত্যা (ক)। ৩০ কিমুতেতব নর্তকীলোকম্ (ক, গ)। ৩১ ইত্যপসাবকবিরতাদবিবত (ক)। ৩২ মুৎস্নায়ুকণ্ঠ (গ)। ৩৩ পাতম্ (গ)।

করিতে পারে, লয়, ধেনুকরচিত তাল বা প্রেংখনাদি বিষয়ে তাহার কিরূপ জ্ঞান আছে' নৃত্যোপদেশককে সযত্নে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করে। কণ্ঠ হইতে ফুলের মালা লইয়া নর্তকীকে দান করে। যখন-তখন তাম্বুল দান করিয়া সাধুবাদ করে। 'হস্তসঞ্চালন, গাত্রসংস্থিতি, লালিত্য, উদ্বহন (১৮), পার্শ্ববলিত (১৯) এই সকল বিষয়ে ইঁহার এত বিশুদ্ধতা ও চাতুর্য দেখিয়া মনে হইতেছে এই বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝি ইহারই সৃষ্টি। ভাব, রস ও অভিনব ভংগীর পৃথক্ পৃথক্ অভিব্যক্তি এবং বিচিত্র পরিক্রমে (২০) এ রম্ভাকেও পরাজয় করিতে পারে সাধারণ মর্ত্যের নর্তকী তো ছার!' নৃত্যের প্রত্যেক বিরামের সময় নৃত্যে তন্ময় হইয়া সে কেবল মাত্র তাল শুনিয়া (কারণ, কৌশলাদি বুঝিবার সামর্থ্য তাহার নাই) অবিরত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নর্তকীর এইরূপ প্রশংসা করিয়া থাকে।" ৮২—৮৭ ॥

ভদ্রে, ভট্টতনয়ের প্রায় এইরূপ বেশভূষা ও আচার-ব্যবহার, সুতরাং তাহাকে মদনের ফাঁদে ফেলিতে তোমাকে যাহা করিতে হইবে তাহা বলিতেছি—॥ ৮৮ ॥

গেয়কাব্য। ইহা মসৃণোদ্ধত প্রয়োগবিশিষ্ট এবং উদ্ধতত্বপ্রধান—"সখ্যাঃ সমক্ষং পত্যুর্যদুদ্ধতং-বৃত্তমুচ্যতে। মসৃণং চ কচিদ্ধূর্তচবিতংশিংগটস্তু সঃ"॥ (হৈমে কাব্যানুশাসনে)।
১৮ Carriage, ১৯ Side movement, ২০ Dancing movement.

চতুরা প্রাগল্‌ভ্যবতী পরচিত্তজ্ঞানকৌশলোপেতা।
যোজ্যা তস্মিন্ দূতী বক্রোক্তিবিভূষিতা প্রযত্নেন ॥৮৯॥
সমুপেত্য[১] তয়াঽবসরে তাম্বূলং সুমনশ্চ দত্ত্বেত্থম্।
অভিধাতব্যঃ সুন্দরি মকরধ্বজদীপকৈর্বচনৈঃ ॥৯০॥
'জন্মসহস্রোপচিতৈঃ পুণ্যচয়ৈরদ্য ফলিতমস্মাকম্।
যত্ত্বং[২] নয়নানন্দন নয়নাবসরং সমেতোঽসি ॥৯১॥
চাটুক্রমমনুরাগং প্রণয়রুষৌ বিরহজনিতশোকার্তিম্।
প্রকটয়তি বারবমণী নটীব শিক্ষাভিযোগেন ॥৯২॥
প্রবয়সি যৌবনশালিনি হীনকুলে সৎকুলপ্রসূতে চ।
রোগবতি দৃঢ়শরীরে সমচিত্তা যোগিনশ্চ গণিকাশ্চ ॥৯৩॥
উপচরিতাঽপ্যাতিমাত্রং পণ্যবধূঃ ক্ষীণসংপদঃ পুংসঃ।
পাতয়তি দৃশং ব্রজতঃ স্পৃহয়া পরিধানমাত্রেঽপি ॥৯৪॥
ইত্থং দৃঢ়ভববাসিতমনসাং পুংসামসাম্প্রতং পুরতঃ।
বেশবিলাসবতীনামশরীরশরব্যথাকথনম্ ॥৯৫॥ (কুলকম্)

১ স উপেত্য (ক, খ)। ২ যত্ত্বং (গ)।

চতুরা, প্রগল্‌ভা, পরের মন বুঝিবার কৌশল জ্ঞানে ও বক্রোক্তিতে পটু এইরূপ একটি দূতী যত্নে তাহার নিকট পাঠাইয়া দাও। সুন্দরি, সে অবসর বুঝিয়া ভট্টপুত্রকে তাম্বূল ও পুষ্প দান করিয়া কামোদ্দীপক বাক্যে এইরূপ বলিবে—

"বাররমণীগণ শিক্ষা-কৌশলে নটীর ন্যায় চাটুবাক্য, অনুরাগ, প্রণয়, অভিমান, বিরহজনিত শোকার্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। যোগিগণের ন্যায় গণিকাগণ বৃদ্ধ ও যুবা, হীনকুলজাত ও সৎকুলজাত, রোগযুক্ত ও স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রভেদ দেখিতে পায় না। পণ্যবধূগণ পূর্বে যথেষ্ট শোষণ করা সত্ত্বেও, (পূর্ব-প্রণয়ী) অল্পবিত্তবিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে তাহার একমাত্র সম্বল পরিধেয় বস্ত্রখানির প্রতিও লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। সেইজন্য বেশ-বিলাসবতীগণ (১) দৃঢ়চিত্ত পুরুষের সম্মুখে 'আমার সহস্র জন্মের অর্জিত পুণ্য-সমূহ আজ সুফল দান করিল, কারণ আপনার নয়নাভিরাম মূর্তি আমার লোচন-পথবর্তী হইয়াছে'; এইরূপভাবে কামব্যথা প্রকাশ করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া থাকে" ॥ ৮৯—৯৫ ॥

১ বেশই যাহার বিলাস অর্থাৎ কলাকৌশলহীনা সাধারণ বেশ্যা।

কেবলমগণিতলাঘবদূরপরিত্যক্তধীরতাভরণা।
মুখরয়তি মাং দুরাশা দগ্ধসখী[৩], তেন কথয়ামি ॥৯৬॥
হৃদয়মধিষ্ঠিতমাদৌ মালত্যাঃ কুসুমচাপবাণেন।
চরমং রমণীবল্লভ লোচনবিষয়ং ত্বয়া ভজতা ॥৯৭॥
ক্ষণমুৎকণ্টিতাংগী, ক্ষণমুল্বণদাহবেদনায়ত্তা[৪]।
ক্ষণমুপজাতোৎকম্পা, স্বেদাদ্রবপুঃ ক্ষণং ভবতি ॥৯৮॥
মুহুরবিভাবিতহাস্যা[৫] মুহুরুজ্ঝিতধীরভাবমত্যুচ্চৈঃ।
রোদিতি, গায়তি চ পুনঃ, পুনশ্চ মৌনাবলম্বিনী[৬] ভবতি ॥৯৯॥
পততি মুহুঃ পর্যংকে, মুহুরংকে পরিজনস্য, মুহুরবনৌ।
কিসলয়কল্পিততল্পে মুহুরম্ভসি মুহুরনংগসন্তপ্তা ॥১০০॥
মহিষীব পংকদিগ্ধা, হংসীব মৃণালবলয়পরিবারা।
সুভগ, ময়ূরীবাসৌ ভুজংগবিদ্বেষিণী জাতা ॥১০১॥

৩ দগ্ধবতী (ক)। ৪ বেদনাবস্থা (খ)। ৫ দুরবিভাবিতকার্শ্যা (ক), মুহুরবিভাবিতকার্শ্যা (গ)। ৬ হৃষ্যতি মুহ্যতি চ স্তম্ভিনী (ক)।

"কেবল, ধৈর্যরূপ আভরণ-পরিত্যক্তা, (২) দুরাশার আগুনে দগ্ধা আমার সখী নিজের নগণ্যতার কথা বিচার না করিয়াই আমাকে প্রণোদিত করায় আমি আপনাকে বলিতেছি—

"হে রমণীবল্লভ, মালতী আপনাকে মনে মনে ভজনা করার পূর্ব হইতেই আপনি তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরে যখন তাহার লোচন-গোচর হইলেন তখন হইতে সে কুসুমধনুর বাণের লক্ষীভূতা হইয়া পড়িয়াছে।—কখন তাহার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে, কখনও বা কামাগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার জন্ম বেদনার অবস্থা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, কোন সময়ে তাহার দেহ কম্পিত হইতেছে, কখনও আবার ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিতেছে। কখনও তাহার হাস্যলোপ হইতেছে, (৩) কখন সে ধীরভাব ধারণ করিতেছে, কখনও বা উচ্চৈস্বরে রোদন করিতেছে, কখন গান গাহিতেছে, কখনও আবার মৌনাবলম্বন করিয়া আছে। কখন পালংকে, কখন পরিজনের অংকে, কখনও বা ভূতলে, কিংবা কখন অনঙ্গসন্তপ্ত হইয়া কিশলয়-রচিত শয্যায় অথবা জলে গিয়া শুইয়া পড়িতেছে।"

"হে সুভগ, (কর্পূর-চন্দনাদিতে লিপ্ত করিয়া) কখনও কর্দমলিপ্তগাত্রা

---

২ ধৈর্যহীনা, অধৈর্য। ৩ রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটীর সংস্করণে পাঠ আছে "মুহুরবিভাবিত কার্শ্যা" এবং কাব্যমালার সংস্করণে পাঠ আছে "দুরবিভাবিত কার্শ্যা" আমরা অনুসুখরামের সংস্করণের "মুহুরবিভাবিত হাস্যা" পাঠ গ্রহণ করিয়াছি।

কদলী চম্পক চন্দনপংকেরুহ[৭]-নীরহারঘনসারম্।
সুন্দর শশধরকান্তং নো শান্ত্যৈ মদনহুতভুজস্তস্যাঃ ॥১০২॥
অপসারয় ঘনসারং, কুরুহারং দূর এব, কিং কমলৈঃ।
অলমলমালি মৃণালৈরিতি বদতি দিবানিশং বালা ॥১০৩॥
সংকল্পৈরুপনীতং ত্বামন্তিকমুল্লসন্মনোবৃত্তিঃ।
দৃঢ়মালিংগতি, পশ্চাৎ স্বভুজাপীড়েন যাতি বৈলক্ষ্যম্ ॥১০৪॥
কুসুমামোদী পবনঃ, পিককূজিতভৃংগসার্থরসিতানি।
ইয়মিয়তী সামগ্রী ঘটিতা বিধিনৈব[৮]-তদ্বিনাশায় ॥১০৫॥
অবলাং বলিনা নীতাং দশামিমাং মকরকেতুনা রক্ষ।
আপৎপতিতোদ্ধৃতয়ে[৯] ভবতি হি শুভজন্মনাং জন্ম ॥১০৬॥
নো গৃহ্নন্তি যথার্থা[১০] অর্থিজনৈর্নিগদিতা গিরঃ প্রায়ঃ।
মালত্যা গুণলেশং শৃণু ধৃষ্টতয়া তথাপি কথয়ামি ॥১০৭॥

৭ কদলী চন্দনপংকঃ পংকেরুহ (খ)। ৮ কামেন (গ)। ৯ আপদ্বলোদ্ধৃতয়ে (ক)। ১০ যথার্থানর্থি (ক)।

মহিষীর ন্যায় কখন বা মৃণাল-বলয় পরিধান করিয়া (মৃণাল সমূহ মধ্যে বিচরণ-শীলা) হংসীর ন্যায় কখনও বা ময়ূরীর ন্যায় (বিটরূপ) ভুজঙ্গের প্রতি সে বিদ্বিষ্টা হইয়া উঠিতেছে। কদলী, চম্পক, চন্দন, (৪) পংকজ, জল, হার, কর্পূর অথবা সুন্দর চন্দ্রকান্তমণি কিছুতেই তাহার মদনহুতাশন প্রশমিত হইতেছে না।

'দূর কর সখি কর্পূর, দূর কর হার, কমলে কি প্রয়োজন, কাজ নাই সখি মৃণালে,' দিবানিশি সেই বালা এই রকম (প্রলাপ) বলিতেছে। কল্পনায় আপনার সান্নিধ্য অনুভব করিয়া অন্তরে প্রফুল্ল হইয়া আপনাকে বাহুপাশে আলিঙ্গন-বদ্ধ করিতে গিয়া যখন নিজ ভুজপীড়নে তাহার জ্ঞান হইতেছে তখন সে বিস্মিত ও লজ্জিত হইয়া পড়িতেছে। কুসুম-সুবাসিত পবন, পিকের কূজন, ভৃঙ্গশ্রেণীর গুঞ্জন এই সকল দ্রব্য, বিধি যেন তাহার বিনাশের জন্যই একত্রিত করিয়াছেন। প্রবল মকরকেতু কর্তৃক সেই অবলা এক্ষণে এই দশায় আনীত হইয়াছে, তাহাকে রক্ষা করুন। শুভজন্মাগণ বিপদে পতিত ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেন" ॥ ৯৬-১০৬ ॥

"প্রায়শঃ প্রার্থিগণ যাহা বলে তাহা যথার্থ বলিয়া গৃহীত হয় না, তথাপি ধৃষ্টতা সহকারে আমি মালতীর গুণের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি (দয়া করিয়া) শ্রবণ করুন—

৪ তনুসুখরামের সংস্করণে 'চম্পক চন্দন' এর পরিবর্তে 'চন্দন পংক' আছে।

আস্ফালয়তো নূনং ধনুরতনোঃ কৌসুমং রজঃ পতিতম্ ।
সংগৃহ্য সা সুগাত্রী বিশ্বসৃজা নির্মিতা তেন ॥১০৮॥
উপহসতি গিরিসুতায়া লাবণ্যং, যেন সততলগ্নেন ।
ন দ্রবতামুপনীতং ভোগীন্দ্রবিভূষণস্য দেহার্ধম্ ॥১০৯॥
শশধরবিম্বার্ধগতাং ছায়ামিব সৈংহিকেয়বদনস্য ।
অলিপটলনীলকুটিলামলকাবলিমলিকসন্নিধৌ বহতি ॥১১০॥
সরসিজমস্থিরশোভং, বিভ্রমরহিতং চ মণ্ডলং শশিনঃ ।
কেন সমেতু সমত্বং হৃদয়প্রিয় মালতীবদনম্ ॥১১১॥
অলিরুপরি তদীক্ষণয়োর্ভ্রান্ত্বা সৌগন্ধ্যসূচিতবিশেষঃ ।
নিপততি কর্ণাম্বুরুহে, নির্গুণতাহপ্যবসরে সাধ্বী ॥১১২॥
বিভ্রাণেহরুণিমানং সহজং জিতবন্ধুজীবরুচিমধরে ।
যদলক্তকবিন্যসনং তত্তস্যা মণ্ডনক্রীড়া ॥১১৩॥
চিত্রমিদং যদি[১১] কৃশতা তস্যা বলিপরিগৃহীত মধ্যস্য ।
অথবা নো বিধিবিহিতা মহতাহপ্যপনীয়তে তনুতা ॥১১৪॥

১১ যৎ (খ)।

অতনু তাঁহার কুসুম ধনু আস্ফালন করিলে যে কুসুম-রজঃ পতিত হইয়া থাকে, নিশ্চয়ই বিধাতা তাহা সংগ্রহ করিয়া সেই সুগাত্রীকে নির্মাণ করিয়াছেন। মালতীর দেহলাবণ্য ফণীন্দ্রভূষণ শিবের দেহার্ধের সহিত সতত-লগ্ন পার্বতীর দেহের লাবণ্যকে উপহাস করে, কারণ, তাহার লাবণ্যের কোন অংশই লুপ্ত হয় নাই (তাহা সম্পূর্ণ)। শশধরের বিম্বের অর্ধেক যেরূপ রাহুর বদনের ছায়ার দ্বারা আবৃত হয়, ভ্রমরপুঞ্জের ন্যায় নীল কুটিল অলকাবলী তাহার ললাট আবৃত করায় তাহার (বদন-চন্দ্রমার)-ও সেইরূপ শোভা। হে হৃদয়প্রিয়, সরসিজের শোভা অস্থির (অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী) এবং শশীর মণ্ডলে কোন বিভ্রম নাই সুতরাং মালতীর বদন (যাহার শোভা স্থির এবং বিভ্রম-বিভাসিত) এর সহিত কাহার তুলনা হইতে পারে? তাহার চক্ষুর্দ্বয়ের উপর অলি (কমল ভ্রমে কিছুক্ষণ) উড়িয়া সৌগন্ধে পার্থক্য বুঝিতে পারিয়া কর্ণস্থিত কমলে গিয়া বসে—সময়-বিশেষে নির্গুণতা হিতকারী হইয়া থাকে। সহজাত অরুণিমাসম্পন্ন জিত-বন্ধুজীব-রুচি (৫) তাহার অধরে যে অলক্তকবিন্যাস তাহা তাহার প্রসাধনলীলা (৬)। বিচিত্র

৫ বন্ধুজীব বা বাঁধুলি ফুলের রক্তবর্ণকে পরাজিত করিয়া যাহার শোভা। ৬ অর্থাৎ তাহার সহজাত রক্তিম অধরে আর অলক্তক-বিন্যাসের প্রয়োজন নাই, সে যে তাহা করে তাহা কেবল প্রসাধনলীলা মাত্র।

আস্তামপরস্তাবত্তস্যাঃ স্মরবসতিপৃথুতরনিতম্বঃ।
শ্লথয়তি কপিলমুনেরপি দৃক্‌পথপতিতঃ সমাধানম্ ॥১১৫॥
তস্যা রম্ভাবপুষো রম্ভোপমমূরুযুগলমবলোক্য।
মকরধ্বজোঽপি সহসা নিজসায়কলক্ষ্যতাং যাতি ॥১১৬॥
জঘনভরালসযাতা নায়াতা সা বিলোচনাবসরম্।
তিষ্ঠতি তেন মনোহর শরজন্মা ব্রহ্মচর্যেণ ॥১১৭॥
যদি কথমপি মধুমথনঃ পশ্যতি তামসমবাণসর্বস্বম্।
তদসারভারভূতামিব লক্ষ্মীমুরসি বিনিহিতাং মনুতে ॥১১৮॥
যদি পততি সা কথঞ্চিদ্বীক্ষণবিষয়ে হরস্য তদবশ্যম্।
ত্রিভুবনমশিবং কুরুতে বামেতরদেহভাগমাসাদ্য ॥ ১১৯ ॥
সৌন্দর্যং তত্তাদৃশমশেষযোষিদ্বিলক্ষণং সৃজতঃ।
যন্নিষ্পন্নং ধাতুস্তন্মন্যে কাকতালীয়ম্ ॥ ১২০ ॥
সহজবিলাসনিবাসং তস্যা বপুরনভিবীক্ষমাণস্য।
মন্যে নাকাধিপতেঃ সহস্রমপি চক্ষুষাং বিফলম্ ॥ ১২১ ॥

তাহার বলিসবলিত মধ্যদেশের কৃশতা। বিধাতার দ্বারা বিহিত এই তনুতাকে কোন মহতী শক্তিই অপনীত করিতে পারে না আরও যে তাহার মদনের আবাসস্থলরূপ অতিবিশাল নিতম্ব আছে তাহা কপিলমুনিরও দৃষ্টিপথে পতিত হইলে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে পারে। সেই রম্ভাবপুর (৭) রম্ভাকাণ্ডের ন্যায় উরুযুগল দেখিলে মকরধ্বজও সহসা নিজের কুসুম-শায়কের লক্ষীভূত হইয়া পড়িবেন। সেই জঘনভারালসগমনা (মালতী) মনোহর শরজন্মা (কার্ত্তিকেয়)র লোচনপথে পতিত হয় নাই বলিয়াই তাঁহার ব্রহ্মচর্য অক্ষুণ্ণ ছিল। পঞ্চবাণের সর্বস্ব-স্বরূপা তাহাকে যদি কোন মতে মধুসূদন দেখিতে পান তাহা হইলে তাঁহার বক্ষলগ্না লক্ষ্মীকে বৃথায় ভার বহন করিতেছেন বলিয়া মনে করিবেন। যদি সে কোন ক্রমে হরের দৃষ্টিপথে পতিত হয় তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই তাঁহার দেহের দক্ষিণ ভাগ অধিকার করিয়া ত্রিভুবনকে শিবরহিত করিয়া ফেলিবে (৮)। তাহার সেইরূপ অসামান্যরমণী-সুলভ সৌন্দর্য সৃজন করিতে করিতে বিধাতা যাহা করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা কাকতালীয়ের ন্যায় (আকস্মিক ঘটনা) বলিয়া মনে করি। সহজাত বিলাসের নিকেতন তাহার দেহ স্বর্গরাজ (দেবেন্দ্র) যদি ভাল

৭ অপ্সরা রম্ভার সুগঠিত দেহের মত যাহার দেহ। রম্ভাকাণ্ড—কদলীকাণ্ড। ৮ শিবের দেহের বামার্ধ পার্বতী অধিকার করিয়াছেন এখন দক্ষিণার্ধ মালতী অধিকার করিলে শিবের নিজস্ব দেহ বলিয়া কিছু থাকিবে না, সুতরাং ত্রিভুবন শিবরহিত হইবে।

শিথিলয়তু কুসুমচাপং, ক্ষিপতু শরান্ বাণধৌ মনোজন্মা।
সংসারসারভূতা বিলসতি ভুবি মালতী যাবৎ ॥ ১২২ ॥
বাৎস্যায়নমদনোদয়দত্তকবিটপুত্র[১২]রাজপুত্রাদ্যৈঃ।
উল্লপিতং[১৩] যৎকিঞ্চিৎ তত্তস্যা হৃদয়দেশমধ্যাস্তে ॥ ১২৩ ॥
ভরতবিশাখিলদন্তিলবৃক্ষায়ুর্বেদ চিত্রসূচ্ত্রেষু।
পত্রচ্ছেদবিধানে ভ্রমকর্ম্মণি পুস্তসূদশাস্ত্রেষু ॥ ১২৪ ॥
আতোদ্যবাদনবিধৌ নৃত্তে গীতে চ কৌশলং তস্যাঃ।
অভিধাতুং যদি শক্তো বদনসহস্রেণ ভোগিনামীশঃ ॥ ১২৫ ॥
(যুগলকম্)
পরিগলদালোলাংশুকমপমন্ত্রণমুরসি মালতী রভসাৎ।
নিপততি নাপুণ্যবতাং রতিলালসমানসা রহসি ॥ ১২৬ ॥
রতিরসরভসাস্ফালনচলবলযনিনাদমিশ্রিতং তস্যাঃ।
তৎকালোচিতমণিতং শ্রুতিপথমুপযাতি নাহল্পপুণ্যস্য ॥১২৭॥

১২ বিটবৃত্ত (গ)। ১৩ উচ্ছ্বসিতং (গ)

করিয়া না দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে আমার মনে হয়, তাঁহার সহস্র চক্ষু থাকিলেও তাহা বিফল। সংসারের সারভূতা মালতী যতক্ষণ ধরায় বিচরণ করে ততক্ষণ হে মনসিজ, তোমার কুসুম-ধনুর জ্যা শিথিল করিয়া দাও, বাণসকল তূণীরে তুলিয়া রাখ (৯)। বাৎস্যায়ন, 'মদনোদয়' গ্রন্থের প্রণেতা, দত্তক, বিটপুত্র ও রাজপুত্র প্রভৃতি কামশাস্ত্রকারগণ যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন তাহা সমস্তই স্বভাবতঃই তাহার মানসগোচর হইয়া আছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্র, বিশাখিলের কলাশাস্ত্র, দন্তিলের সংগীতশাস্ত্র, বৃক্ষায়ুর্বেদ, চিত্রকলা, সূচীশিল্প, পত্রচ্ছেদ্যবিধান, ভ্রমকর্ম (১০), পুস্তকর্ম (১১), পাকশাস্ত্র প্রভৃতিতে এবং আতোদ্য বাদ্যাদিতে (১২), নৃত্যে ও গীতে তাহার যে কৌশল তাহা সর্পরাজ (শেষনাগ) তাঁহার সহস্র বদনেও বলিতে পারেন কি না সন্দেহ। স্খলিতোন্নত বিস্রস্ত-বসনা রতিলালসমানসা (১৩) মালতী সহসা নির্জনে যাহার বক্ষলগ্না হয় সে ব্যক্তি পুণ্যবান। রতিরসরভসের আস্ফালনে চঞ্চল বলয়ধ্বনি মিশ্রিত তাহার তৎকালোচিত রতিকূজিত যাহার শ্রুতিপথে পতিত হয় সে অল্প পুণ্যবান্ নহে" ॥ ১০৭-১২৭ ॥

৯ কারণ তাহার কোন আবশ্যক নাই, মালতীই ফুলশরের কার্য করিবে।
১০ ইন্দ্রজাল অথবা যানাদি চালন-বিধি। ১১ কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, চর্ম অথবা ধাতুনির্মিত পুত্তলিকা নির্মাণ-কৌশল। ১২ বীণা, মুরজ, বংশী ও কাংস্য এই চতুর্বিধ বাদ্য। ১৩ ইহাতে রতির আবেগে নায়িকার স্বয়ং অভিসার সূচনা করিতেছে, ইহা কামুকের প্রার্থনাতিরিক্ত সৌভাগ্য।

ইত্থমভিধীয়মানঃ শুভমধ্যে যদি ভবেদুদাসীনঃ।
এবং ততোঽভিধেয়ঃ সংদর্শিতকোপয়া দূত্যা ॥ ১২৮ ॥
'কিং সৌভাগ্যমদোঽয়ং যৌবনলীলাভিরূপতাদর্পঃ।
সহজপ্রেমোপনতাং মালতিকাং ন বহু মন্যসে যেন ॥ ১২৯ ॥
ন গণয়তি যা কুলীনান্ দ্রবিণবতঃ শাস্ত্রবেদিনঃ প্রণতান্।
সা ভবদর্থে শুষ্যতি, কুস্থাননিবেশিতং ধিগনুরাগম্ ॥ ১৩০ ॥
কমলবনী[১৪] তীব্রকচৌ, বহুভস্মনি শম্ভুশিরসি শশিলেখা।
সা চ ত্বয়ি পশুকল্পে, যদভিরক্তা তেন মে কৃশতা ॥ ১৩১ ॥
অসরলমরসং কঠিনং দুর্গ্রহমস্নিগ্ধমাশ্রিতা খদিরম্।
যত্নুপৈতি বাচ্যপদবীং মালতিকা তৎকিমাশ্চর্যম্ ॥ ১৩২ ॥
অথবা কঃ খলুদোষো, যদতুল্যতয়োপজনিতবৈলক্ষ্যঃ।
স্বাধীনামপি সরসাং পরিহরতি মৃণালিকাং ধ্বাংক্ষঃ ॥ ১৩৩ ॥

১৪ কমলবতী (ক, গ)

হে শুভমধ্যে (১৪) এইরূপ বলা সত্ত্বেও যদি সে উদাসীন থাকে তাহা হইলে দূতী তাহাকে কোপপ্রকাশ করিয়া এইরূপ বলিবে—

"কি এমন আপনার সৌভাগ্যের অহংকার, কি এমন রমণীয় যৌবন-লাবণ্যের দর্প যে, আপনা হইতেই প্রেম নিবেদন করিতেছে যে মালতী, তাহাকে গ্রাহ্যই করিতেছেন না? ধনবান্ সৎকুলজাত বা প্রণত শাস্ত্রবিদ্ ব্যক্তিগণকে যে নগণ্য বলিয়া মনে করে সে কি না আপনার জন্য ক্লেশ পাইতেছে। অপাত্রে নিবেশিত তাহার অনুরাগকে ধিক্। তীব্রকর সূর্যের প্রতি কমলিনীর ন্যায়, ভস্মাচ্ছাদিত শম্ভুশিরের প্রতি শশিকলার ন্যায়, পশুতুল্য আপনার প্রতি অনুরক্তা তাহার কথা ভাবিয়া (দুঃখে) আমি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছি। অসরল, নীরস, কঠিন, দুগ্র চ, কর্কশ খদির বৃক্ষকে মালতীলতা যখন আশ্রয় করে তখন অসরল-প্রকৃতি, প্রীতি-বিবর্জিত, কঠোর-হৃদয়, যুক্তি দ্বারা অনুকূল করিতে দুঃসাধ্য, রুক্ষ-প্রকৃতি আপনাকে ভালবাসিয়া মালতী যে মালতীলতার নামোচিত আচরণ করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? ইহাতে দোষই বা কি দিব। অসামঞ্জস্যের জন্যই এই বৈলক্ষ্যের কারণ হইয়াছে (১৫), স্বাধীনা (১৬) হওয়া সত্ত্বেও মৃণালিনীকে কাক পরিত্যাগ করে (ভক্ষণ করে না)। হে সুভগ, আমি আপনাকে নিষ্ঠুর বাক্য বলিলাম

১৪ সুন্দর মধ্যদেশ যাহার। ১৫ আমা হইতে অধিক গুণবতী এই মনে করিয়া গ্রহণ করিতে লজ্জা বা কুণ্ঠা হইতেছে। ১৬ মৃণালপক্ষে 'অরক্ষিত,' মালতী পক্ষে 'স্বেচ্ছাধীনা'।

মাঽত্র করিষ্যসি খেদং নিষ্ঠুরমুক্তোঽসি যন্ময়া সুভগ।
যূনাং হি রক্তরুণীসুহৃদভিহিতপরুষমাভরণম্ ॥ ১৩৪ ॥
চন্দ্রমসেব জ্যোৎস্না, কংসাসুরবৈরিণেব বনমালা।
কুসুমশরাসনলতিকা কুসুমাকরবল্লভেনেব ॥ ১৩৫ ॥
মদলীলা হলিনেব, স্তনযুগলেনেব হারলতা।
রম্যাঽপি সা সুগাত্রী রম্যতরা ভবতু সংগতা ভবতা ॥ ১৩৬ ॥
(যুগলকম্)
কিং বহুনা, যদি যূনামুপরিবিধাতুং সমীহসে চরণম্।
তৎকুরু রমণীরত্নং প্রেমোজ্জ্বলমংকতস্তূর্ণম্[১৫] ॥' ১৩৭ ॥

১৫ সংগতস্তূর্ণম্ (ক)।

প্রীতিযোগবিধিঃ

অথ তদ্বচনশ্রবণপ্রবিজৃম্ভিতমদনভট্টদায়াদঃ।
উপচরণীয়ঃ সুন্দরি নিজবসতিমুপাগতস্ত্বয়াঽপ্যেবম্ ॥ ১৩৮ ॥
দূরাদভ্যুত্থানং, প্রণমনমাত্মাসনপ্রদানং চ।
প্রবিধেয়মঞ্চলেন প্রস্ফোটনমংঘ্রিযুগলস্য ॥ ১৩৯ ॥

বলিয়া দুঃখ করিবেন না, অনুরক্তা তরুণীর সুহৃদ্ যদি পরুষবাক্য বলে যুবকদিগের তাহা আভরণ-স্বরূপ। সেই সুগাত্রী রমণীয়া হইলেও চন্দ্রসংযুক্তা জ্যোৎস্নার ন্যায়, কংসারির কণ্ঠস্থিত বনমালার (১৭) ন্যায়, বসন্তবল্লভ মদনের কুসুমশরাসন লতিকার ন্যায়, হলধরের মদলীলার ন্যায়, স্তনযুগলের মধ্যস্থ হারলতার ন্যায় আপনার সহিত সঙ্গতা হইয়া আরও রমণীয়া হউক। কি আর বেশী বলিব, যদি নিখিল তরুণকুলের শিরোদেশে চরণস্থাপন করিতে বাঞ্ছা করেন তাহা হইলে এই প্রেমোজ্জ্বল স্ত্রীরত্নটিকে শীঘ্র অংকে ধারণ করুন।" ১২৮—১৩৭ ॥

অনন্তর তাহার (এই সকল) বাক্য শ্রবণ করিয়া যদি ভট্টপুত্রের মদন উদ্দীপিত হয় তাহা হইলে সে যখন তোমার গৃহে উপস্থিত হইবে তখন তুমি এইরূপ করিবে—
দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে ও প্রণাম করিয়া নিজের

১৭ "আপাদপঙ্কং যা মালা বনমালেতি সা মতা" অথবা "পুত্রপুষ্পময়ী মালা বনমালা প্রকীর্তিতা"।

ঈষদযত্নপ্রকটিতকক্ষোদরবাহুমূলকুচযুগলম্ ।
সংদর্শ্য ঝটিতি যাস্যসি নায়কদৃগ্‌গোচরাত্তূর্ণম্ ॥ ১৪০ ॥

অথ পর্যংকসনাথং দীপোজ্জ্বলকুসুমধূপগন্ধাঢ্যম্ ।
বিততবিতানকরম্যং প্রবেশিতো বাসকাগারম্ ॥ ১৪১ ॥
মাত্রা তে গুরুজঘনে সাদরমবতারণাদিকং কৃত্বা ।
অভিনন্দনীয় এভির্বচনবিশেষৈঃ প্রযত্নেন ॥১৪২॥ (যুগলকম্)

'অদ্যাশিষঃ সমৃদ্ধাঃ, পরিতুষ্টা ইষ্টদেবতা অদ্য ।
কল্যাণালংকারো যদলংকৃতবানিদং বেশ্ম ॥ ১৪৩ ॥
অনুরূপপাত্রঘটনং কুর্বাণস্যাদ্য কুসুমবাণস্য ।
সুচিরাদ্ বত সংজাতঃ শরাসনকর্ষণশ্রমঃ সফলঃ ॥ ১৪৪ ॥
বিন্যস্য শিরসি চরণং সুভগা গণিকাজনস্য সকলস্য ।
সৌভাগ্যবৈজয়ন্তীং সম্প্রতি বৎসা সমুৎক্ষিপতু ॥ ১৪৫ ॥
দুহিতর এব শ্লাঘ্যা ধিক্ লোকং পুত্রজন্মসন্তুষ্টম্ ।
জামাতর আপ্যন্তে ভবাদৃশা যদভিসম্বন্ধাৎ ॥ ১৪৬ ॥

আসনটিতে তাহাকে বসিতে দিবে, বস্ত্রাঞ্চল দিয়া তাহার পদদ্বয় পুঁছিয়া দিবে। অযত্নপ্রকাশিত কক্ষ, উদর, বাহুমূল ও কুচযুগল নায়ককে ঝটিতি ঈষৎ প্রদর্শন করিয়া ত্বরায় তাহার দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া যাইবে ॥ ১৩৮—১৪০ ॥

অনন্তর, হে গুরুজঘনে, তাহাকে পর্যংকসজ্জিত, দীপোজ্জ্বল কুসুম ও ধূপবাসে সুবাসিত বাসকাগারে প্রবেশ করাইয়া তোমার মাতা (১) অবতারণাদিপূর্বক এই সকল বাক্যবিশেষে যত্নসহকারে অভিনন্দন করিবে—

"আজ আশীর্বাদ সফল হইল, ইষ্টদেবতাগণ পরিতুষ্ট হইয়া কল্যাণরূপ অলংকার দ্বারা এই গৃহ অলংকৃত করিয়াছেন; অনুরূপ পাত্র সংঘটন করিয়া আজ বহুকাল পরে কুসুমেষুর শরাসন আকর্ষণ সফল হইয়াছে। সকল গণিকাগণের শিরে চরণবিন্যাস করিয়া এক্ষণে আমার সুভগা বৎসা সৌভাগ্য-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিক। (কেবল মাত্র) পুত্রপ্রসবে যাহারা সন্তুষ্ট তাহাদিগকে ধিক্, দুহিতাগণই প্রশংসনীয়, কারণ, তাহাদেরই সম্বন্ধহেতু আপনার ন্যায় জামাতা লাভ হয়। আপনার ন্যায় ব্যক্তি যদিও দৃঢ়পরিচয় (২), ও গুণজ্ঞ হইয়া থাকেন

১ জননী অথবা মাতৃস্থানীয়া বৃদ্ধা যে তাহাকে কন্যার ন্যায় পালন করিয়াছে।
২ চঞ্চল নহে অর্থাৎ এক জনকে ছাড়িয়া অপরে অনুরক্ত হয় না।

দৃঢ়পরিচয়া গুণজ্ঞা ভবদ্বিধা মানদা[১] যদপি।
তদপি হৃদয়াভিনন্দন দুহিতৃস্নেহাদহং বচ্মি[২] ॥ ১৪৭ ॥
সহজপ্রেমোপনতা ন্যস্তা ত্বয়ি মালতী, তথা কার্যম্।
ন যথা ভবতি বরাকী তদ্বিপ্রিয়জন্মনাং শুচাং বসতিঃ' ॥১৪৮॥
মৃদুধৌতধূপিতাম্বরমগ্রাম্যং মণ্ডনং চ বিভ্রাণা।
পরিপীতধূপবর্তিঃ স্থাস্যসি রমণান্তিকে সুতনু ॥ ১৪৯ ॥
সস্নেহং সব্রীড়ং সসাধ্বসং সস্পৃহং চ পশ্যন্তী।
কিঞ্চিদ্দৃশ্যশরীরা প্রবিরলপরিহাসপেশলালাপা ॥১৫০॥ (যুগ্মম্)
মাতরি নির্যাতায়াং, পরিজনমুক্তে চ বাসকস্থানে।
অভিভুঞ্জানে রমণে, বামাচরণং ক্ষণং কার্যম্ ॥ ১৫১ ॥
রতিসংগরবিহিত[৩]মতাবাকর্ষতি রভসতঃ পুরস্তস্মিন্।
কুট্টমিতমাচরন্তী জনয়িষ্যসি কিঞ্চিদংগসংকোচম্ ॥ ১৫২ ॥

১ নার্যনাইকা (গ)। ২ বক্ষ্যে (ক)। ৩ নিহিত (খ)।

এবং উচিত পাত্রকে সম্মান করিয়া থাকেন তথাপি দুহিতৃস্নেহবশতঃ আমার অন্তরের আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি। নিজ হইতে আপনাতে অনুরক্তা মালতীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম, দেখিবেন বেচারী (৩) যাহাতে আপনার অপ্রিয় কার্য করিয়া দুঃখের কারণ না হয় সেইরূপ করিবেন ॥" ১৪১-১৪৮ ॥

কোমল, ধৌত ও ধূপাদি দ্বারা সুরভিত বসন ও সূক্ষ্ম কারুকার্য-সমন্বিত মহার্ঘ্য (৪) ভূষণাদি পরিধান করিয়া যথেষ্ট ধূপবর্তি (৫) পান করিয়া হে সুতনু, তুমি কান্তের পার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া সস্নেহে, সলজ্জে, সাধ্বস সহকারে (৬), সস্পৃহ ভাবে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, ঈষৎ দেহ-লাবণ্য দর্শন করাইয়া মধ্যে মধ্যে দু'একটি পরিহাসসূচক বাক্য বলিয়া তাহার সহিত নর্মালাপ করিবে। মাতা গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলে, পরিজনবর্গ বাসকস্থান পরিত্যাগ করিলে যখন কান্ত বিলাসের উপক্রম করিবে তখন কিছুক্ষণ তাহার প্রতিকূলাচরণ করিবে। রতিযুদ্ধের (৭) অভিলাষ করিয়া সে যখন তোমাকে আনন্দে তাহার নিকট আকর্ষণ করিবে তখন কুট্টমিত (৮) আচরণ করিবে,

৩ মূলে 'বরাকী' শব্দ আছে। ৪ মূলে 'অগ্রাম্য' শব্দ আছে। ৫ মুখ সুবাসিত করিবার জন্য বর্তমান কালের 'বিড়ি' প্রভৃতির ন্যায় সুগন্ধি মশলায় প্রস্তুত ধূপবর্তি বা ধূমবর্তি। ৬ সম্ভ্রমের সহিত। ৭ চণ্ডবেগ নায়ক নায়িকার নিঃশংক রতি একটি যুদ্ধবিশেষ পরস্পরকে পরাজিত করিবার চেষ্টায় চুম্বন, আলিঙ্গন, নখাঘাত, দন্তাঘাত, তাড়ন, সীৎকৃত, উপসর্পন ও সম্বেশনের বিবিধ বৈচিত্র্যে ইহা বিবদমান মল্লদ্বয়ের যুদ্ধের ন্যায়। হারলতাও সুন্দরসেনের রতির বর্ণনায় কবি এই রতিযুদ্ধের চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন (৩৭৪-৩৯১ দ্রঃ)। ৮ কেশ স্তনাদি

প্রারব্ধে সুরতবিধৌ ক্রমদর্শিতচিত্তযোনিসংবেগা।
অপশংকমর্পয়িষ্যসি নির্ব্যাজং পুত্রি গাত্রাণি ॥ ১৫৩ ॥

যদ্‌যদ্‌বাঞ্ছতি[৪] হন্তুং যদ্দ্রষ্টুং যচ্চ বিলিখিতুং গাত্রম্।
তত্তদপসারণীয়ং সাবেগং ঢৌকনীয়ং চ ॥ ১৫৪ ॥

দংশে সব্যথহুংকৃতিমামর্দে বিবিধকণ্ঠরসিতানি।
নখবিলিখনে চ সীৎকৃতিমাঘাতেষূল্বণং ক্বণিতম্ ॥ ১৫৫ ॥

হ্রস্বায়াসশ্বাসান্ মুঞ্চন্তী পুলকদন্তুরশরীরা।
খিদ্যৎসকলাবয়বা প্রকরিষ্যসি রাগবৃদ্ধয়ে পুংসাম্ ॥ ১৫৬ ॥
(যুগ্মম্[৫])

পরভৃতলাবকহংসকপারাবততুরগহৃদয়নিঃস্বনিতম্।
অনুকার্যমুচিতকালে কলকণ্ঠি রুতৈস্ত্বয়া রসতঃ ॥ ১৫৭ ॥

৪ যাবদ্‌বাঞ্ছতি (ক)। ৫ যুগলকম্ (গ)।

কিঞ্চিৎ অঙ্গসংকোচ করিবে। বৎসে, সুরত-বিধির আরম্ভে ক্রমে মদনাবেগ প্রদর্শন করিয়া নিঃশংকে অকপটে অঙ্গাদি সমর্পণ করিবে। সে তোমার দেহের যে যে অংশে আঘাত করিতে (৯), দেখিতে বা নখরেখাংকিত (১০) করিতে ইচ্ছা করিবে তুমি আবেগসহকারে তাহা প্রকাশ করিবে ও আগাইয়া দিবে। দংশন (১১) করিলে ব্যথাসূচক হুংকার করিবে, (স্তনাদি) মর্দন করিলে (১২) বিবিধ কণ্ঠশব্দ করিবে, নখাঘাত করিলে সীৎকার করিবে, আঘাত করিলে সুস্পষ্ট নুপুরশিঞ্জনের ন্যায় শব্দ করিবে (১৩)। পুরুষের রাগ বৃদ্ধির জন্য শ্রমজনিত ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পুলক-রোমাঞ্চিত দেহে সকল অবয়ব খিন্ন করিতে করিতে বিক্ষেপ করিবে (১৪)। হে কলকণ্ঠি, উপযুক্ত সময়ে (১৫) রসাবেগে তুমি কোকিল, লাবক (১৬), হংস, পারাবত ও অশ্বের (১৭) ন্যায়

গ্রহণ করিলে সুখে অন্তরে হৃষ্ট হইয়া মুখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া মস্তক ও হস্ত বিধুনন করাকে বলে 'কুট্টমিত'। ৯ স্কন্ধদ্বয়, শির, স্তনান্তর, পৃষ্ঠ, জঘন ও পার্শ্ব আঘাত বা প্রহণনস্থান। ১০ কক্ষদ্বয়, কণ্ঠ, কপোলদ্বয়, নাভি, শ্রোণি, কুচদ্বয়, ভগস্কন্ধ ও কর্ণমূল নখাঘাতের স্থান। ১১ কক্ষ, উদর, স্তনযুগ, কপোল ও কণ্ঠ ইহাই দন্তপীড়ন স্থান। ১২ দেহের মাংসল স্থান, যথা, বাহু, কুচ, উরু, নিতম্ব, পার্শ্ব, নিম্নোদর, জঘন প্রভৃতি মর্দন স্থান। ১৩ কামশাস্ত্রে হিংকৃত, স্তনিত, শূৎকৃত, দূৎকৃত, ফুৎকৃত কূজিত ও রুদিত প্রভৃতি সীৎকারের বর্ণনা আছে। ১৪ wriggling। ১৫ বাৎস্যায়ন কামসূত্রে কোন্ সময়ে কিরূপ বিরুত করিতে হয় তাহা বলিয়াছেন [কাঃ সূঃ ২।৭।১৩-২০]। ১৬ 'লাওকা'-পক্ষী (Perdix Chinesis)। ১৭ অশ্বের ন্যায় বিরুত করার কথা অন্য কোন কামশাস্ত্রে পাই নাই। কবি এ ক্ষেত্রে চণ্ডবেগা নায়িকার রাগকালে চণ্ডনায়ক কর্তৃক দৃঢ় নিপীড়নে মুখ হইতে নির্গত 'হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ' এইরূপ শব্দকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

'মা মা মামতিপীড়য়, মুঞ্চ ক্ষণমদয়,' নো সমর্থাহস্মি।'
ইতি গদগদাস্ফুটাক্ষরমভিধাতব্যস্ত্বয়া কামী ॥ ১৫৮ ॥
অনুবন্ধমানুকূল্যং বামত্বং প্রৌঢ়তামসামর্থ্যম্।
সুরতেষু দর্শয়িষ্যসি কামুকভাবং স্ফুটং[৭] বুদ্ধা ॥ ১৫৯ ॥
অসমঞ্জসমশ্লীলং দূরোজ্ঝিতধৈর্যমবিনয়প্রসরম্।
ব্যবহারমাচরিষ্যসি বৃদ্ধিমুপেতে রতাবেগে[৮] ॥ ১৬০ ॥
অবিচেতিতনখরক্ষতিরামীলিতলোচনা নিরুৎসাহা।
নায়ককার্যসমাপ্তৌ স্থাস্যসি শিথিলীকৃতাবয়বা ॥ ১৬১ ॥
ঝগিতি[৯] নিতম্বাবরণং, নিঃসহতনুতাং, স্মিতং সবৈলক্ষ্যম্।
খেদালসাং চ দৃষ্টিং, জনয়িষ্যসি মোহনচ্ছেদে ॥ ১৬২ ॥
বৃত্তে রতাভিযোগে, স্পৃষ্ট্বা সলিলং বিবিক্তভূভাগে।
প্রক্ষাল্য পাণিপাদং, স্থিত্বা ক্ষণমাসনে, সমূহ্য কচান্ ॥ ১৬৩ ॥
উপযুক্তবদনবাসা শয্যামারুহ্য দর্শিতপ্রণয়া।
ইতি বক্ষসি ত্বং রমণং দৃঢ়তরমালিংগ্য রভসতঃ কণ্ঠে ॥ ১৬৪ ॥

(যুগ্মম্[১০])

৬ ক্ষণমদ্য (গ)। ৭ স্বয়ং (ক, গ)। ৮ রসাবেগে (ক, গ)। ৯ ঝটিতি (খ)। ১০ যুগলকম্ (গ)।

বিকৃত প্রকাশ করিবে। 'না—না, অত জোরে পীড়ন ক'রো না। নিষ্ঠুর, একটু ছেড়ে দাও। আমি আর পারছি না—' এইরূপ ভাবে অস্ফুটাক্ষরে গদ্গদ কণ্ঠে নায়ককে অনুরোধ করিবে। কামুকের অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিয়া সুরতকালে অনুরাগ, আনুকূল্য, বামতা, প্রগল্ভতা এবং অসামর্থ্য প্রদর্শন করিবে। রতাবেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে (বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা) অসংগতি, অশ্লীলতা, অধৈর্য ও অবিনয়সূচক ব্যবহার আচরণ করিবে (১৮)। নায়কের কার্য সমাপ্ত হইলে নখক্ষত সকল উপেক্ষা করতঃ নিমীলিত নেত্রে নিরুৎসাহ হইয়া শিথিলীকৃত অবয়বে পড়িয়া থাকিবে। মোহভাব অপনীত হইলে ত্বরায় নিতম্ব আবরণ করিবে, খিন্নতা দেখাইয়া সলজ্জ মৃদুহাস্যে খেদালস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে। ১৪৯—১৬২।

রতাভিযোগ সমাপ্ত হইলে, নির্জন স্থানে গিয়া জলস্পর্শ করিয়া হস্তপদাদি

১৮ রতির আবেগে স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা তরুণীগণ যে সকল অসঙ্গত বা অনুচিত আচরণ করে, অশ্লীল বাক্য বলে, অধৈর্য প্রকাশ করে বা অবিনীত বা অসভ্যতা আচরণ করে তাহা নিন্দনীয় নহে বরং সুখাবহ।

'ভট্টসুত, নূনমিষ্টা তবজায়া যদনুরক্তহৃদয়স্য।
জনয়তি পরিতুষ্টিমলং নাপররামাপরিষ্বংগঃ ॥১৬৫॥
সফলং তস্যা জন্ম স্পৃহনীয়া সৈব সকলললনানাম্।
গৌরী তয়ৈব মহিতা, সুভগংকরণং তপস্তয়াচরিতম্ ॥১৬৬॥
সৈবৈকা গুণবসতিস্তস্যা এবান্বয়ঃ সদা শ্লাঘ্যঃ।
যস্যাঃ শুভশতভাজঃ পাণিগ্রহণং ত্বয়া বিহিতম্ ॥১৬৮॥ (যুগ্মম্)
তিষ্ঠতু সা পুণ্যবতী বংশদ্বয়ভূষণং বরারোহা।
যা নাপযাতি ভবতো লক্ষ্মীরিব নরকবৈরিণো হৃদয়াৎ ॥১৬৮॥
পাতয়সি কুবলয়নিভে কৌতুকমাত্রেণ লোচনে যাসু।
তা অপি সত্যং সুন্দর হর্ষোচ্ছলিতা ন মাস্তি গাত্রেষু ॥১৬৯॥

(সংদানিতকম্)

তনুরপি নাথপ্রণয়ঃ প্রায়ো মুখরীকরোতি লঘুমনসঃ।
স্বার্থনিবেশিতচিত্তা করোমি তেঽভ্যর্থনাং তেন ॥১৭০॥

প্রক্ষালন করতঃ কিছুক্ষণ আসনে উপবেশন করিয়া কেশসংযমান্তে তাম্বূলাদি উপযুক্ত মুখবাস গ্রহণ করিয়া শয্যায় আরোহণ করিবে এবং রমণের কণ্ঠ দৃঢ় আলিঙ্গন পূর্বক প্রণয়-সহকারে এইরূপ বলিবে—

"ভট্টপুত্র, তুমি নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রীকে খুব ভালবাস, সেই জন্য তাহার প্রতি অনুরক্ত-হৃদয় তুমি, অপর নারীর আলিঙ্গনে নির্মল পরিতুষ্টি লাভ করিতে পার না। সফল তাহার জন্ম, সে-ই সকল নারীগণ হইতে বাঞ্ছনীয়া, সার্থক তাহার গৌরী আরাধনা, সার্থক তাহার সৌভাগ্যজনক তপস্যা। নিশ্চয়ই সে বহুগুণবতী এবং যে বংশে তাহার জন্ম শ্লাঘনীয় সেই বংশ, বহু পুণ্যফলে সে তোমার বিবাহিতা পত্নী হইয়াছে। নরকাসুরবৈরী নারায়ণের বক্ষ হইতে যেমন লক্ষ্মী কখনও বিচ্যুতা হন না তেমনি (পিতৃ ও মাতৃ) উভয় কুলের ভূষণস্বরূপা সেই বরারোহা পুণ্যবতী তোমার বক্ষলগ্না হইয়া থাকুক। তুমি কেবল মাত্র কৌতুকভরে যে সকল রমণীর প্রতি তোমার কুবলয়সন্নিভ লোচনের দৃষ্টিপাত করিয়া থাক তাহারাও আপনাদিগকে যথার্থ সুন্দরী মনে করিয়া এত হর্ষোৎফুল্ল হয় যে তাহাদিগের আনন্দ যেন তাহাদিগের দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। তরল-বুদ্ধিশালিনী রমণী প্রিয়ের প্রণয় অতি অল্প হইলেও প্রায়শঃ তাহা লইয়া বড়াই করে, তাই আমি নিজ মঙ্গলের জন্য তোমাকে এই অনুরোধ করিতেছি—"॥১৬৩-১৭০॥

তীব্রস্মরতারুণ্যাচ্চাপলতঃ কৌতুকেন ঘৃণয়া বা।
মদ্ভাগ্যসংপদা বা দূত্যা বা কৌশলাৎ স্বভাবাদ্বা ॥১৭১॥
যোঽয়ং প্রেমলবাংশঃ প্রদর্শিতোঽস্মাসু জীবনোপায়ঃ।
বাধা নাত্রবিধেয়া গণিকাজনভাবমন্যথা বুদ্ধা ॥১৭২॥ (যুগ্মম্)
যেন স্নেহঃ ক্রোধঃ শাঠ্যং দাক্ষিণ্যমার্জবং ব্রীড়া।
এতানি সন্তি তাস্বপি জীবদ্ধর্মোপনীতানি ॥১৭৩॥
নির্ব্যাজসমুৎপন্নপ্রবলপ্রেমাভিভূত হৃদয়ানাম।
দয়িতবিরহাক্ষমাণাং গণিকানাং তৃণসমাঃ প্রাণাঃ ॥১৭৪॥
অত্রাকর্ণয় সাদ্ভুতমাখ্যানং বর্ণয়ামি যদ্বৃত্তম্।
অদ্যাপি বিভর্তি বটো বিশেষণং যদভিসম্বন্ধাৎ ॥' ১৭৫ ॥

হারলতাখ্যানম্ (১)

'অস্তি মহীতলতিলকং সরস্বতী কুলগৃহং মহানগরম্।
নাম্না পাটলিপুত্রং পরিভূতপুরন্দরস্থানম্ ॥১৭৬॥

"উদ্দীপ্ত-কাম-তারুণ্য-বশতঃ বা চাপল্য-হেতু বা কৌতূহল-বশে কিংবা অনুকম্পাবশে, অথবা আমার ভাগ্যগুণে বা দূতীর কৌশলে অথবা স্বভাববশে তুমি আমার প্রতি আমার জীবনধারণের উপায়স্বরূপ যে প্রেমকণাংশ প্রদর্শন করিয়াছ, প্রেম সম্বন্ধে গণিকাদিগের অন্যরূপ ভাব (১৯) বিবেচনা করিয়া সেই প্রেম হইতে যেন আমাকে বঞ্চিত করিও না। স্নেহ, ক্রোধ, শাঠ্য, দাক্ষিণ্য সরলতা, ব্রীড়া এই সমস্ত ধর্ম সাধারণ নারীর ন্যায় জীবধর্ম অনুসারে তাহাদেরও (অর্থাৎ গণিকাদিগেরও) আছে। অকপট ও আন্তরিক প্রবল প্রেমে অভিভূত-হৃদয়া, দয়িতের বিরহ-ব্যথা সহ্য করিতে অক্ষমা গণিকাগণ নিজ প্রাণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে। সত্যই যাহা ঘটিয়াছিল সেই উপাখ্যান আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। আজিও সেই ঘটনার সাক্ষিস্বরূপ বটবৃক্ষ "বেশ্যা-বট" নামে পরিচিত হইয়া থাকে। ॥১৭১-১৭৫॥

পাটলীপুত্র নামে এক মহানগর আছে; ইহা পৃথিবীর তিলকস্বরূপ, সরস্বতীর

১৯ অর্থাৎ কেবল নিজলাভের চেষ্টা বা স্বার্থপরতাই গণিকাদিগের অন্তরে থাকে, সেখানে প্রেম নাই এরূপ মনে করিও না।

ত্রিভুবনপুরনিষ্পাদনকৌশলমিব পৃচ্ছতো বিরিঞ্চস্য।
দর্শয়িতুং নিজশিল্পং বর্ণকমিব বিশ্বকর্মণা বিহিতম্ ॥১৭৭॥
অশ্রেয়োভিরনাশ্রিতমভিভূতং নাভিভূতিদোষেণ।
ন স্বীকৃতমুপসর্গৈঃ, কলিকালমলৈরনালীঢ়ম্ ॥১৭৮॥
পাতালতলং ভোগিভিরম্ভোধির্বিবিধরত্নসংঘাতৈঃ।
সুরসদনং বিবুধগণৈর্দ্রবিণোপচয়ৈঃ পুরং কুবেরস্য ॥১৭৯॥
মহিলাভিরসুরবিবরং কটকং হি হিমাচলস্য গন্ধর্বৈঃ।
হরিনগরং ক্রতুযূপৈঃ শমবিভবৈর্মুনিজনস্থানম্ ॥১৮০॥

নিত্য নিবাসস্থল এবং (ঐশ্বর্যে) ইহা ইন্দ্রপুরীকেও পরাজিত করিয়াছে। ব্রহ্মা কর্তৃক ত্রিভুবনের পুর-রচনা-কৌশল (১) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া বিশ্বকর্মা যেন চিত্র দ্বারা আপন শিল্পচাতুর্য প্রদর্শন করিয়াছেন। (তথায়) কোন অমঙ্গল নাই, (যুদ্ধে) পরাভূত হইয়া শত্রু কর্তৃক তাহা নির্জিত হয় নাই (২), (নৈসর্গিক) উৎপাত-সমূহ দ্বারা উপদ্রুত নহে (৩) এবং কলিকালোচিত দোষ সমূহ তাহাকে স্পর্শ করে নাই (৪)। ভোগিগণের (৫) নিবাস হেতু ইহা পাতালতল তুল্য, বিবিধ রত্নসমুচ্চয়ে (ঐশ্বর্যশালী হইয়া রত্নাকর) সমুদ্রতুল্য, বিবুধগণের (৬) বাস হেতু স্বর্গতুল্য; অর্থসমৃদ্ধি হেতু ইহা কুবের-ভবনতুল্য, মহিলাগণের বাস হেতু ইহা অসুর-বিবর (৭) তুল্য, গন্ধর্বগণের (৮) বাস হেতু ইহা হিমালয়ের সানুদেশ তুল্য, যজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠের প্রাচুর্য হেতু ইহা হরিনগরের (৯) ন্যায় এবং শমবিভবের (১০) হেতু ইহা মুনিজনস্থান (অর্থাৎ বদরিকাশ্রম) তুল্য ॥ ১৭৬—১৮০ ॥

---

১ নগরস্থাপনের কৌশল ব্রহ্মা জানিতে চাহিলে যেন বিশ্বকর্মা তুলির সাহায্যে তাহা অংকিত করিয়া ব্রহ্মাকে নিজ শিল্পচাতুর্য দেখাইয়াছেন এমনি সুন্দর অর্থাৎ পটে আঁকা যেন ছবিখানি। ২ শত্রু কর্তৃক যাহা পরাভূত হয় নাই ইহা দ্বারা তাহার বীর্যবত্তা অক্ষুণ্ণ, গৌরব অম্লান, এবং শোভা অবিনষ্ট ইহা সূচিত করিতেছে। ৩ নৈসর্গিক উৎপাত যথা—ভূকম্পন, উল্কাপাত, অগ্ন্যুৎপাত জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি। ৪ কলিকালোচিত দোষ অর্থাৎ চৌর্য, লাম্পট্য অনাচার, অধর্ম ইত্যাদি। ৫ ভোগী—ঐশ্বর্য-ভোগী (luxurious) এবং পক্ষে সর্প, পাতাল সর্পদিগের বাসস্থান। ৬ বিবুধ—পণ্ডিত, পক্ষে দেবতা ৭ অসুরদিগের বিবর অর্থাৎ সুরক্ষিত গোপন নগরে মহিলাদিগের প্রাচুর্যের কথা প্রাচীন কাব্য সমূহে প্রসিদ্ধ ; বাণভট্টের হর্ষচরিতে চক্রবর্তী সম্রাটকে দেখিবার জন্য সামন্তরাজগণের অন্তঃপুরচারিণীগণের আগমনের বর্ণনায় "অসুরবিবরাণীব অপাবৃতানি" এই উৎপ্রেক্ষা দৃষ্ট হয় ; দশকুমারচরিতে—"দেব, ত্বয়ি তদাবতীর্ণে দ্বিজোপকারায়াসুরবিবরং" (দ্বিতীয়োচ্ছ্বাস)। ৮ গন্ধর্ব—দেবযোনি বিশেষ পক্ষে গীতবাদ্যকলাবিৎ। ৯ হরিনগর—হরিদ্বার অথবা সূর্যবংশের রাজধানী অযোধ্যা যেস্থানে বহু যজ্ঞশালা বিদ্যমান।

১০ শান্তভাব (sereneness); 'মুনিজনস্থান' অর্থে তপোবনও হইতে পারে।

তিষ্ঠন্তু সকলশাস্ত্রব্যালোকন[১]বিমলবুদ্ধয়ো বিপ্রাঃ।
সদসদ্গণনির্ণীতৌ ললনা অপি নিকষভূময়ো যত্র ॥১৮১॥
কলিকালোদিতভীত্যা ক্রতুহুতবহধূমকম্বলাবরণঃ।
তিষ্ঠন্নিভৃতোঽপি বৃষ[২]শ্চরিতৈরনুমীয়তে যত্র ॥১৮২॥
অপহরতি পিধাতুমিব স্বকলংকং শশধরঃ প্রসার্য করান্।
রাত্রৌ যত্র বধূনাং লাবণ্যং বদনকোষেভ্যঃ ॥১৮৩॥
তিমিরপটলাসিতাম্বরমপহরদভিসারিকাজনৌঘস্য।
নিজতনুকান্তিবিতানং বল্লভসংভোগবিহিতয়ে যত্র ॥১৮৪॥
যত্র নিতম্ববতীনাং বিচলন্নয়নান্তশিতশরৈর্ব্রণিতঃ।
শিথিলয়তি পথিকলোকঃ স্বকলত্রসমাগমোৎকণ্ঠাম্ ॥১৮৫॥
যত্র চ কুলমহিলানামল্পত্বং বচসি পাণিপাদে চ।
স্বচ্ছত্বমাশয়েষু ব্যালোলবিশালনেত্রে চ ॥১৮৬॥

১ ব্যালোচন (গ)। ২ কৃত (গ)।

এই নগরীতে সকল শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা মার্জিত-বুদ্ধি বিপ্রগণ বাস করেন এবং নিকষ প্রস্তরে যেরূপ সুবর্ণের গুণ নির্ণীত হয় সেইরূপ এইখানে ললনাগণের সদসদ্ গুণ নির্ণীত হইয়া থাকে (১১)। কলিকালের আবির্ভাবে (শীতার্ত) কম্বলাচ্ছাদিত বৃষের ন্যায় ধর্ম যজ্ঞীয় ধূমরূপ কম্বলাচ্ছাদিত হইয়া নিভৃতে এই স্থানে বাস করেন (১২)। শশধর নিজ কলংক আচ্ছাদন করিবার নিমিত্ত কররাশি প্রসারণ করিয়া নিশীথে এই স্থানের নারীগণের বদনপংকজকোষ হইতে লাবণ্য অপহরণ করিয়া থাকেন। এই নগরীতে অভিসারিকা তরুণী বল্লভের সহিত মিলনাভিসারকালে নিজ তনুকান্তি বিস্তার পূর্বক পথ হইতে ঘনান্ধকাররূপ কৃষ্ণ যবনিকা অপহরণ করিয়া থাকে (১৩)। হেথায় পথিক সমূহ নিতম্ববতীগণের চঞ্চল কটাক্ষের তীক্ষ্ণ শরাঘাতে বিদ্ধ হওয়ায় তাহাদিগের নিজ বনিতাগণের সহিত সমাগমের উৎকণ্ঠা শিথিল হইয়া যায় ॥ ১৮১—১৮৫ ॥

এই নগরীর কুলমহিলাগণ যেরূপ স্বল্পভাষিণী তাহাদের করপদপল্লবও সেইরূপ নাতি পরিসর, তাহাদের মন যেরূপ স্বচ্ছ, চঞ্চল বিশাল নয়নযুগলও সেইরূপ।

১১ অর্থাৎ সেই স্থানে এমন সকল রসিক ব্যক্তির বাস যাহারা নিকষ প্রস্তরে স্বর্ণ পরীক্ষা করার ন্যায় ললনাগণের গুণাগুণ সহজেই বুঝিতে পারে। ১২ বৃষ শব্দের এক অর্থ ধর্ম। এই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য স্থলে কলির প্রভাবে অধর্মের প্রাচুর্য হইয়াছে, কেবল এই স্থানের জনসাধারণ অবিরত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া বৈদিক ধর্মকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। ১৩ তরুণী

স্তনজঘনচিকুরভারে ঘনতা স্ত্রীবেশসহজরাগে চ।
কুলদেবতার্চনবিধৌ বলিশোভা মধ্যভাগে চ ॥১৮৭॥
গম্ভীরতা স্বভাবে চেতোভববাণতূণনাভৌ চ।
বিস্তীর্ণতা নিতম্বে গুরুজনপূজানুরক্তচিত্তে চ ॥১৮৮॥
হরিণায়তেক্ষণানাং বিচ্ছিত্তিঃ, কোষহরণমস্ত্রেষু[৩]।
কুটিলত্বমলকপংক্তৌ, বালানাং কামচেষ্টিতং যত্র ॥১৮৯॥
সংযমনমিন্দ্রিয়াণামিনোপঘাতগ্রহস্তমিস্রস্য।
স্তব্ধত্বং তালতরৌ, হারলতাস্তরলসংগতা যস্মিন্ ॥১৯০॥

৩ মন্ত্রেষ (গ)।

তাহাদের স্তন, জঘন ও কেশভারের ন্যায় তাহাদের প্রিয়জনের প্রতি অনুরাগও নিবিড়, কুলদেবতাদিগের অর্চনায় তাহাদের বলিশোভা (১৪) যেরূপ তাহাদের দেহমধ্যভাগের বলিসকলের শোভাও সেইরূপ। মনোভবের বাণের তূণতুল্য তাহাদের নাভিকুহর তাহাদের স্বভাবের ন্যায় গম্ভীর, বিশাল নিতম্বের ন্যায় তাহাদের গুরুজন পূজানুরক্ত চিত্তও বিশাল ॥ ১৮৬—১৮৮ ॥

সেথায় বিচ্ছিত্তি (১৫) কেবল হরিণায়তনয়নাগণের বেশে, কোষহরণ (১৬) কেবল অস্ত্রে, কুটিলত্ব কেবল অলকরাশিতে এবং কামচেষ্টিত (১৭) কেবল শিশুগণের ক্রীড়ায় দৃষ্ট হয়। সেখানে সংযম (১৮) কেবল ইন্দ্রিয় সকলের পক্ষে, ইনের (১৯) উপঘাতরূপ (২০) গ্রহ (২১) কেবল রাহুর পক্ষে, স্তব্ধত্ব (২২) কেবল তালতরুর পক্ষে এবং তরল-সংগতা (২৩) কেবল হারলতার পক্ষেই প্রযোজ্য।

দিগের অসামান্য দেহ-লাবণ্যের প্রভায় অন্ধকার পথ আলোকিত হয়। ১৪ উপহারের দ্রব্যের সমারোহ, নৈবেদ্যাদি, পক্ষে ত্রিবলি। ১৫ বিচ্ছিত্তি—বিচ্ছেদ, অমিল (discord), পক্ষে স্ত্রীলোকের শৃঙ্গারচেষ্টা বিশেষ, যথা—"স্তোকা মাল্যাদি রচনা বিচ্ছিত্তিঃ পোষকৃৎ" অর্থাৎ কান্তিকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য যে অল্প পরিমাণ মাল্যাদি রচনা দ্বারা প্রসাধন তাহাকে বলে বিচ্ছিত্তি। ১৬ কোষহরণ—কোষ হইতে হরণ (misappropriation); পক্ষে কোষ হইতে নিষ্কাশন (unsheathing)। ১৭ কামচেষ্টিত—যথেচ্ছাচার বা লাম্পট্য; পক্ষে ইচ্ছামত ক্রীড়া।

১৮ সংযম—দমন (control), পক্ষে বন্ধন (arrest of guilty persons)। ১৯ ইন—সূর্য, পক্ষে প্রভু। ২০ উপঘাত—আচ্ছাদন, পক্ষে প্রাতিকূল্য (disaffection)। ২১ গ্রহ—গ্রহণ (eclipse), পক্ষে চরণ ধারণ। ২২ সরল-প্রাংশুত্ব, পক্ষে প্রতিকূল বৃত্তি। ২৩ মধ্যমণির সহিত সংযোগ, পক্ষে তরল প্রকৃতি নায়কের সহিত মিলন (association with ficklelover)।

ভুজগাঃ পররন্ধ্রদৃশঃ, খণ্ড্যন্তে প্রিয়তমাধরা যত্র।
সূচীব্যথানুভূতির্নৃত্যাভ্যাসপ্রবৃত্তানাম্ ॥১৯১॥
নতবপুরত্যপিসরলা, মন্থরগমনাঽপি নর্মদা যস্মিন্।
গুরুজনশাস্ত্ররতাঽপি স্বভাবমুগ্ধাঽঙ্গনাজনতা ॥১৯২॥
তস্মিন্মখশতপূতঃ পুরুহূত ইব দ্বিজন্মনাং প্রবরঃ।
গুরুরিব বিদ্যাবসতির্বসতি স্ম পুরন্দরো নাম্না ॥১৯৩॥
ধর্মাত্মজস্য সত্যং, ত্রিপুররিপোর্বিজিতকুসুমচাপত্বম্।
হরিনাভিপংকজভুবো নিয়তেন্দ্রিয়তাং জহাস যঃ সততম্ ॥১৯৪॥
ন্যক্কৃতবৃষ ইতি শর্বে, যাচক ইতি কৌস্তুভাভরণে।
পীড়িতবসুধাসুত ইতি কপিলে, ন বভূব যস্য বহুমানঃ ॥১৯৫॥

৪ সুভগা (ক)।

সেখানে পররন্ধ্রান্বেষণ (২৪) কেবল সর্পেরাই করিয়া থাকে, লোকে সেখানে কেবল প্রিয়তমার অধরই খণ্ডন করে অন্যথা অপরকে খণ্ডন (২৫) করে না। সূচী ব্যথার (২৬) অনুভূতি কেবল নৃত্যাভ্যাসপ্রবৃত্ত ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। অতি সরলা যুবতীগণ সেখানে নতদেহা (২৭), নর্মদা সেখানে মন্থর গমনা (২৮)। সেই স্থানের মুগ্ধস্বভাবা রমণীগণ গুরুজনের শাস্ত্রে (২৯) অনুরক্তা॥ ১৮৯-১৯২।

সেইখানে ইন্দ্রের ন্যায় শত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্বান্ পুরন্দর নামে এক দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাস করিতেন। তিনি সত্যনিষ্ঠায় যুধিষ্ঠিরকে, কামদমনে শংকরকে এবং জিতেন্দ্রিয়তায় ব্রহ্মাকে সতত উপহাস করিতেন। শিব বৃষের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহার পীড়ার কারণ হইয়াছিলেন, কৌস্তুভাভরণ নারায়ণ (বলির নিকট যাচ্ঞা করিয়া) যাচক হইয়া নিন্দনীয় হইয়াছেন, কপিলমুনি (সগরসন্ততিগণ কর্তৃক) পৃথিবীর খননের কারণ হইয়া আদর্শচ্যুত হইয়াছেন কিন্তু তিনি তাঁহাদের ন্যায় গুণশালী অথচ তাঁহার মানের কোন ন্যূনতা হয় নাই।

২৪ অপর জীবের বিবরের অন্বেষণ, পক্ষে পরের ছিদ্র বা দৌর্বল্যের অন্বেষণ।

২৫ অপরের ক্ষতি করা। ২৬ ভাব-ব্যঞ্জনার জন্য নৃত্যের আংগিকাভিনয়ে, ভাবি বাক্যকে উপজীব্য করিয়া যে কর চালনা তাহাকে বলে সূচী—"বর্ত্তনা সা ভবেৎ সূচী ভাবিবাক্যোপজীবনাৎ" [সংগীতরত্নাকর], পক্ষে শূল বেদনা।

২৭ স্তন-ভারে অবনতদেহা। ২৮ নর্মদা সাধারণতঃ খরস্রোতা নদী এই ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে কারণ 'নর্মদা' অর্থাৎ নর্মপ্রিয়া পরিহাস-রসিকা রমণীগণ স্তন-জঘনভারালসা। ২৯ গুরুজনদিগের শাসন বা উপদেশ, পক্ষে যে শাস্ত্র সাধারণতঃ পণ্ডিতগণ চর্চা করিয়া থাকেন।

১৬৮ হইতে ১৯১ শ্লোক পর্যন্ত শ্লেষাত্মক পরিসংখ্যালংকার।

৫

মার্গানুগতো লুব্ধো যঃ প্রাণিবপুর্বিনাশবিমুখোঽপি।
পরিহৃতপরদারোঽপি স্বাকাংক্ষিতগুরুজনপ্রমদঃ ॥১৯৬॥
যস্যান্বয়ে মহীয়সি সরসীব সমস্তসত্ত্বনিজবসতৌ।
সচ্চরিতজন্মভূমৌ, বিনিবারিতকলিমলপ্রসরে ॥১৯৭॥
পিতৃতর্পণপ্রসংগে খড়্গগ্রহণং ন শৌর্যদর্পেণ* ।
ক্রটনং মেখলিকানাং বটুকজনে, নো রতাভিসংমর্দে ॥১৯৮॥
শ্রুতিভেদেষু বিবাদো, নো রিক্থবিভাগমন্যুনা কলিতঃ।
তেজস্বিতা হবির্ভুজি, ন শমৈকরতেষু ভূমিদেবেষু ॥১৯৯॥
জরতামেব স্খলনং, জপতামেবাধরস্ফুরণম্।
যজতামেব সমিদ্রুচিরেণাজিন এব কৃষ্ণসংপর্কঃ ॥২০০॥

* শৌর্যদর্পে চ (ক, গ)।

প্রাণিদেহের প্রতি হিংসায় বিমুখ হইয়াও তিনি মার্গানুসরণ (৩০) হেতু ব্যাধবৎ, পরদার বিমুখ হইয়াও গুরুজনদিগের প্রমদাকাংক্ষা (৩১) করিতেন। তিনি যে দুইটি মহৎ কুল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বিশাল সরসীর ন্যায় সমস্ত সত্ত্বের (৩২) আধারস্বরূপ, সদাচারের জন্মভূমি এবং তাহা কলিকালোচিত দোষ সমূহ হইতে মুক্ত। তথায় পিতৃতর্পণের জন্য খড়্গ (৩৩) গ্রহণ করা হয় অন্যথা শৌর্যদর্পে কেহ খড়্গ গ্রহণ করে না। (এই উভয় বংশের) বালকগণ ব্রহ্মচর্য অবস্থায় যে মেখলা বা মৌঞ্জীবন্ধন করে তাহা (জীর্ণতাবশতঃ) ছিন্ন বা স্খলিত হইয়া যায় অন্যথা সুরতসংমর্দপ্রসঙ্গে কেহ মেখলা শিথিল করে না। বেদের পাঠভেদ হেতু (এই বংশীয়গণ) বিতর্ক করে নচেৎ অর্থ বিভাগ হেতু রোষবশে কেহ বিবাদ করে না। (এই দুই পরিবারে) যজ্ঞীয় অগ্নিতেই তেজের প্রকাশ দেখা যায়, জিতেন্দ্রিয় ভূদেবগণ তেজ বা ক্রোধ প্রকাশ করেন না। বার্ধক্যহেতু (এই বংশীয়গণের) পাদাদির স্খলন হয় অন্যথা শাস্ত্রাদিতে স্খলন হয় না। জপ হেতু (তাঁহাদের) অধর স্ফুরিত হয় অন্যথা রোষাবেশে হয় না। যজ্ঞার্থিগণই যজ্ঞার্থ সমিধ্ ইচ্ছা করেন অন্যথা কেহ সমিৎ (বা যুদ্ধ) ইচ্ছা করেন না। কৃষ্ণসারের চর্মনির্মিত আসনে উপবেশন হেতু যেটুকু কৃষ্ণতার সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক অন্যথা কোনরূপ কৃষ্ণতার (বা অপবিত্রতার) সহিত কোন সম্পর্ক নাই। ১৯৩—২০০ ॥

৩০ মার্গ—মৃগযূথ, পক্ষে সদাচারের আচরণ। ৩১ প্রমদ আকাংক্ষা অর্থাৎ হর্ষের আকাংক্ষা। প্রমদা আকাংক্ষা রমণীতে অভিলাষ। ৩২ সত্ত্ব—সত্ত্বগুণ, পক্ষে প্রাণী অর্থাৎ জলচর। ৩৩ খড়্গ—গণ্ডার। বার্ধীনস বা গণ্ডারের মাংসে পিতৃ-পুরুষগণের তর্পণ করা অত্যন্ত পুণ্যের কার্য। খড়্গগ্রহণ—গণ্ডার শিকার।

তস্যাভূৎ সকলকলোদ্ভাসিতপক্ষদ্বয়স্য সুত একঃ।
নাম্না সুন্দরসেনঃ কচ ইব বচসামধীশস্য ॥২০১॥
পশুপতিনয়নহুতাশনভস্মিতমবধার্য যং বপুষ্মন্তম্।
অপরমিব কুসুমচাপং রতিরতয়ে নির্মমে ধাতা[৬] ॥২০২॥
তিষ্ঠন্তু তাবদন্যাঃ কুলললনা যস্য রূপমবলোক্য।
সাঽপি মহামুনিদয়িতা কৃচ্ছ্রেণ ররক্ষ চারিত্রম্ ॥২০৩॥
কলধৌতফলকশোভাং বিভ্রাণং যস্য পৃথুতরং বক্ষঃ।
দৃষ্ট্বা, চিরায লক্ষ্মীহরিহৃদয়ে দুঃস্থিতিং মেনে ॥২০৪॥
কথমীদৃগ্ যদি ন কৃতঃ[৭] শশিশকলৈরথ কৃতঃ কথং ব্যথকঃ।
ইত্থং সমীক্ষমাণো নির্ণয়মগমন্ন কামিনীসার্থঃ ॥২০৫॥
যো জগ্রাহ হিমাংশোঃ প্রসন্নমূর্তিত্বমচলতঃ স্থৈর্যম্।
জলধরত উন্নতত্বং গাম্ভীর্যং যাদসাং পত্যুঃ ॥২০৬॥

৬ ধাত্রা (খ)। ৭ কথমাদ্রতা দিনবৃত্তঃ (ক)।

সেই বৃহস্পতিতুল্য পণ্ডিতের কচের ন্যায় গুণশালী সুন্দরসেন নামে এক পুত্র হইয়াছিল। তিনি সকল কলায় শিক্ষিত হইয়া পূর্ণকল শশধরের ন্যায় (পিতৃ ও মাতৃ) উভয় পক্ষকে (বা কুলকে) উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। বিধাতা যেন পুষ্পধনুকে পশুপতির নয়নাগ্নিতে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া রতির তৃপ্তি হেতু তাঁহারই ন্যায় রূপশালী ইঁহাকে দেহধারী দ্বিতীয় মন্মথের ন্যায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অপর কুলললনাদিগের কথা কি বলিব, মহর্ষিপত্নীও (৩৪) তাঁহার রূপ দেখিয়া অতি কষ্টের সহিত চরিত্র রক্ষা করিতেন। তাঁহার স্বর্ণফলকের ন্যায় বিশাল বক্ষ দেখিয়া নারায়ণের বক্ষস্থিতা লক্ষ্মী আপন আসন যেন কষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন। কামিনী সকল তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার স্বরূপ ঠিক করিতে পারিত না (তাহারা মনে করিত)—সে নিশ্চয়ই চন্দ্রের খণ্ড সকল দিয়া সৃজিত নতুবা চন্দ্রের ন্যায় তাহাকে দেখিতে এত আনন্দই বা হয় কেন? আবার মনে (কামোদ্দীপন হেতু) পীড়াই বা হয় কেন (৩৫)? তিনি চন্দ্রের প্রসন্নতা, পর্বতের ধৈর্য, জলধরের উন্নতত্ব এবং সমুদ্রের গাম্ভীর্য হরণ করিয়াছিলেন।

৩৪ বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী অথবা অত্রিপত্নী অনসূয়া।

৩৫ Asiatic Sosietyর সংস্করণে যে পাঠ আছে তাহাতে এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ হয়—যদি তিনি সূর্যের কিরণ হইতে সৃজিত হইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে দেখিয়া নয়ন স্নিগ্ধ হয় কেন? আর যদি চন্দ্রের কিরণ হইতে তাঁহাকে নির্ম্মাণ করা হইয়া থাকে তবে তাঁহার রূপ (মদনোদ্দীপন হেতু) পীড়াই বা দেয় কেন?

যো বিনয়স্য নিবাসো, বৈদগ্ধ্যস্যাশ্রয়ঃ, স্থিতেঃ স্থানম্।
প্রিয়বাচামায়তনং, নিকেতনং সাধুচরিতস্য ॥২০৭॥
যো মদনঃ প্রমদানাং, তুহিনকরঃ সাধুকুমুদখণ্ডস্য[৮]।
নিকষোপলো গুণানাং, মার্গতরুঃ পথিকলোকস্য ॥২০৮॥
সজ্জনগোষ্ঠীনিরতঃ, কাব্যকথাকনকনিকষপাষাণঃ।
প্রণয়িজনকল্পবৃক্ষো, লক্ষ্মীলীলাবিহারভূমিশ্চ ॥২০৯॥

হারলতাখ্যানম্ (২)

জলধিরিব তুহিনভাসঃ সহবৃদ্ধিপরিক্ষয়ঃ সুহৃত্তস্য।
সকলোপধাবিশুদ্ধো বভূব গুণপালিতো নাম্না ॥২১০॥
তেন সমং স কদাচিৎ তিষ্ঠন্ রহসি প্রসংগতঃ পতিতাম।
কেনাপি গীয়মানামশৃণোদার্যামিমাং সহসা ॥২১১॥

৮ খণ্ডস্য (গ)।

তিনি ছিলেন বিনয়ের নিবাস, বৈদগ্ধের আশ্রয়, মর্য্যাদার স্থান, প্রিয় বাক্যের আয়তন এবং সাধু চরিত্রের নিকেতন। তিনি প্রমদাদিগের মদনস্বরূপ, সজ্জনরূপ কুমুদকুসুমের চন্দ্রতুল্য, গুণের নিকষ-প্রস্তর ও পথিকজনের ছায়াতরু ছিলেন। সজ্জনের সভায় ছিল তাঁহার বাস, স্বর্ণমূল্য নির্ধারক নিকষ প্রস্তরের ন্যায় কাব্য-কথার ছিলেন তিনি যথার্থ সমালোচক, প্রণয়িগণের (৩৬) কল্পবৃক্ষস্বরূপ এবং লক্ষ্মীর লীলাবিহার স্বরূপ ॥ ২০১-২০৯ ॥

সমুদ্র যেরূপ চন্দ্রের বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেইরূপ তাঁহার সুখ-দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন (শীলাদি) সকল বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ গুণপালিত নামে তাঁহার এক সুহৃৎ ছিলেন ॥ ২১০ ॥

একদা তাঁহার সহিত নির্জনে অবস্থান কালে তিনি (অর্থাৎ সুন্দর সেন) সহসা শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহারই চিন্তানুরূপ এই আর্যাটি গান করিতেছে—

৩৬ সুহৃদ্বর্গ, যাহারা তাঁহাকে স্নেহ করে।

'দেশান্তরেষু বেষস্বভাবভণিতানি যে ন বুধ্যন্তে।
সমুপাসতে ন চ গুরূন্ বিষাণবিকলাস্ত উক্ষাণঃ" ॥২১২॥
আকর্ণ্যাথ তমূচে বচনমিদং সুন্দরঃ সুহৃন্মুখ্যম্।
শোভনমেতদ্গীতং গুণপালিত সাধুনাঽনেন ॥২১৩॥
সাধুনামাচরিতং খলচেষ্টাং বিবিধলোকহেবাকান্।
নর্ম বিদগ্ধৈর্বিহিতং কুলটাজনবক্রকথিতানি ॥২১৪॥
গুরুগূঢ়[১]শাস্ত্রতত্ত্বং বিটবৃত্তং ধূর্তবঞ্চনোপায়ান্।
বারিধিপরিখাং পৃথ্বীং জানাতি পরিভ্রমন্ পুরুষঃ ॥২১৫॥ (যুগলকম্)
অথ উজ্ঝিত্য গৃহস্থিতিসুখলেশং বিবিধলাভপরিণামে।
স্থাপয় গমনারম্ভে বয়স্য হৃদয়ং ময়া সহিতঃ ॥'২১৬॥
ইত্থং নিগদিতবন্তং সুহৃদুত্তরলাভলালসাত্মানম্।
উচে সুন্দরসেনং লজ্জিত ইব সহচরো বচনম্ ॥২১৭॥
'অভ্যর্থনানুবন্ধো লজ্জাকরো এব মাদৃশাং কিন্তু।
আকর্ণয় কথয়ামঃ পথিকানাং যানি দুঃখানি ॥২১৮॥

১ গেহ (গ)।

"গুরুজনের উপাসনায় নহে মন যার
দেশান্তরের বেশ, ভাষা, আচার, ব্যবহার
না জানে যে, জানবে তারে সেই সে অভাজন
শৃঙ্গবিহীন ষণ্ড যথা নিষ্ফল তেমন।"

ইহা শুনিয়া সুন্দর তাঁহার প্রিয় মিত্রকে বলিলেন—"গুণপালিত, ঐ সাধু লোকটি গীতচ্ছলে যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। লোকে দেশ ভ্রমণ করিয়া সাধু ব্যক্তিদিগের আচরণ, খলদিগের চাতুরী, বিভিন্ন লোকের মনোভাব, রসিকজনোক্ত নর্মপরিহাস, কুলটাগণের বক্রোক্তি, গুরু নিগূঢ় (১ শাস্ত্রতত্ত্ব, বিটদিগের চরিত্র, ধূর্তদিগের বঞ্চনাকৌশল এবং সসাগরা ধরিত্রীর স্বরূপ জানিতে পারে। অতএব গৃহে বাস করার সুখের কথঞ্চিৎ ত্যাগ করিয়া আমার সহিত দেশভ্রমণে উদ্যত হইতে মনঃস্থির কর, ইহাতে পরিণামে বিবিধ লাভ হইবে॥ ২১১-২১৬॥

সুন্দর সেন এইরূপ বলিয়া সুহৃদের উত্তর শুনিতে ইচ্ছুক হইলে লজ্জিত হইয়া তাঁহার সহচর তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন—"তোমার মত সুহৃদ্ কর্তৃক বারংবার অনুরুদ্ধ হওয়া আমার পক্ষে লজ্জাজনক, তথাপি পথিকদিগকে যেরূপ ক্লেশ সহ্য

১ গুরুমুখী বিদ্যা অর্থাৎ যাহা গুরুর সাহায্য ব্যতীত শিখিতে পারা যায় না।

কর্পটকাবৃতমূর্তির্দূরাধ্বপরিশ্রমাবসিতশক্তিঃ।
পাংসূৎকরধূসরিতো দিনাবসানে প্রতিশ্রয়াকাংক্ষী ॥২১৯॥
মাতর্ভগিনি দয়াং কুরু, মামৈবং নিষ্ঠুরা ভব, তবাপি।
কার্যবশেন গৃহেভ্যো নির্যান্তি ভ্রাতরশ্চ পুত্রাশ্চ ॥২২০॥
কিং বয়মুৎপাট্য গৃহং প্রাতর্গন্তার ঈদৃগেব সতাম্।
ভবতি নিবাসো যস্মিন্নিজ ইব পথিকাঃ প্রয়ান্তি বিশ্রামম্ ॥২২১॥
অদ্য রজনীং নয়ামো যথাকথঞ্চিৎ তবাশ্রয়ে[২] মাতঃ।
অস্তং গতো বিবস্বান্, বদ সংপ্রতি কুত্র গচ্ছামঃ ॥২২২॥
ইতি বহুবিধদীনবচাঃ প্রতিগেহদ্বারদেশমধিতিষ্ঠন্।
নির্ভর্ৎস্যতে বরাকো গৃহিণীভিরিদং বদন্তীভিঃ ॥২২৩॥ (কুলকম্)
ন স্থিত ইহ গেহপতিঃ, কিং রটসি বৃথা, প্রযাহি দেবকুলম্।
কথিতেঽপি নাপগচ্ছতি, পশ্য মনুষ্যস্য নির্বন্ধম্ ॥২২৪॥
অথ যদি কথঞ্চিদপরঃ পুনঃপুনর্যাচিতো গৃহস্বামী।
নির্দিশতি সাবধীরণমত্র স্বপিহীতি জীর্ণগৃহকোণে ॥২২৫॥

২ তবাশ্রমে (ক, খ)।

করিতে হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর—মলিন পরিচ্ছদে অঙ্গ আবৃত করিয়া দূর পথ ভ্রমণ হেতু অবসন্ন ও ধূলিরাশি-ধূসরিত দেহে দিনাবসানে (তাহারা) কোথাও গিয়া এই বলিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করে—'মা, ভগিনি, দয়া কর, আমাদের প্রতি নিষ্ঠুর হইও না, তোমাদেরও তো ভ্রাতাপুত্র কার্য্যবশে গৃহ হইতে বিদেশে গিয়া থাকে। আমরা কি সকালে উঠিয়া যাইবার সময় বাড়ীখানি উঠাইয়া লইয়া যাইব? ইহা কি সাধু ব্যক্তির কার্য। পথিকগণ যেখানে বিশ্রাম করিতে পায় তাহারা তাহা আপন গৃহসম মনে করিয়া থাকে। মা, আজিকার রাত্রিটা কোন রকমে তোমার আশ্রয়ে কাটাইতে দাও, সূর্য অস্ত গিয়াছে, বল এখন কোথায় যাই'?"

"দীন অবস্থায় পতিত হইয়া বেচারী এইরূপ বহু প্রকার মিনতিবাক্য দ্বারে দ্বারে বলে ও গৃহিণীগণ কর্তৃক এইরূপে ভর্ৎসিত হয়—'কর্তা বাড়ী নাই, কেন মিছে চেঁচামেচি করছ। যাও, দেবমন্দিরে যাও—ব'লছি তবু যাচ্ছে না। দেখ দেখি লোকটার কি জেদ'।"

"সেইস্থান হইতে (বিতাড়িত হইয়া) অপর কোথাও হয়ত বহু কষ্টে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার পর গৃহস্বামী অবজ্ঞাভরে কোন জীর্ণ গৃহকোণে দেখাইয়া বলে—'ঐখানে নিদ্রা যাও'।"

তত্র কলহায়মানা তিষ্ঠতি গৃহিণী বিভাবরীং সকলাম্[৩]।
অজ্ঞাতায় কিমর্থং বাসো দত্তস্ত্বয়েতি সহ ভর্ত্রা ॥২২৬॥
ঈদৃগয়ং সরলাত্মা কিং কুরুষে[৪] ভগিনি তাবকো ভর্তা।
স্বাপ্স্যসি গেহেঽবহিতা, ভ্রমন্তি খলু বঞ্চকা এবম্ ॥২২৭॥
ইতি ভাজনাদিযাচ্ঞা বুদ্ধৌ বিনিধায় নিকটবর্তিনো গেহাৎ।
নারীজনঃ সমেত্য ব্রূতে তামাপ্তভাবেন ॥২২৮॥ (যুগ্মম্)
গৃহশতমধিকমটিত্বা কলমকুলত্থাণুচণমসূরাদি।
একীভূতং ভুংক্তে ক্ষুধোপতপ্তোঽধ্বগো ভৈক্ষ্যম্ ॥২২৯॥
পরবশমশনং, বসুধা শয়নীয়ং, সুরনিকেতনং সদ্ম।
পথিকস্য বিধিঃ কৃতবানুপধানকমিষ্টকা[৫]খণ্ডম্' ॥২৩০॥
ইতি নিগদিতবতি তস্মিন্সুন্দরসেনস্য চোত্তরাবসরে।
ইয়মুপগীতা গীতিঃ কেনাপি কথাপ্রসঙ্গেন ॥২৩১॥
'নিজবরভবনং সুরগৃহমুর্বীতলমতিমনোহরং শয়নম্।
কদশনমমৃতমভীপ্সিতকার্যৈকনিবিষ্টচেতসাং পুংসাম্' ॥২৩২॥

৩ (গ) বিভাবরীপ্রহরম্। ৪ (ক, গ) কিং কুর্মো। ৫ মিষ্টিকা (গ)।

"সেই স্থানে হয়ত সমস্ত রাত্রি ধরিয়া 'অচেনা লোককে কেন থাকতে দিয়েছ' এই বলিয়া গৃহিণী স্বামীর সহিত কলহ করে; (নতুবা) নিকটবর্তী গৃহ হইতে প্রতিবেশিনীগণ তৈজসপত্র চাহিবার অছিলায় আসিয়া তাহাকে (অর্থাৎ ঐ গৃহিণীকে) আপ্তবাক্যে বলে—'কি ক'রবে বল বোন, তোমার স্বামী নেহাৎই সরল লোক। তবে, রাতটা একটু সজাগ থেকো, এই রকম অনেক জোচ্চোর ঘুরে বেড়ায়'।"

"শতাধিক গৃহ এইরূপে ঘুরিয়া (ভিক্ষা-লব্ধ) শালিধান্যের চাউল, কুলত্থের কুদ, ছোলা ও মসুর প্রভৃতি একত্র পাক করিয়া ক্ষুৎপীড়িত পথিক আহার করে। আহার পরাধীন, শয্যা ভূমিতল, আশ্রয় দেবালয়, উপাধান ইষ্টকখণ্ড—পথিকদিগের জন্ত ইহাই বিধির বিধান।" ॥ ২১০—২৩০ ॥

তিনি এই কথা বলার পর সুন্দর সেন উত্তর দিতে যাইবেন এমন সময় কথাপ্রসঙ্গে কোন লোক এই গানটি গাহিল—

"আপন সাধন সাধিতে যেজন
দৃঢ় করিয়াছ পণ
দেবালয় তার সুখের আধার
নিজ বাসনিকেতন,

তাং চ শ্রুত্বা সুহৃদং পৌরন্দরিরিদমুবাচ পরিতুষ্টঃ।
মম হৃদয়গতং প্রকটিতমেতেন, সহৈব[৬] ভবতু গচ্ছামঃ ॥২৩৩॥

অথ সহচরদ্বিতীয়ঃ ক্লেশসমুদ্রাবতরণকৃতচিত্তঃ।
নিরগাৎ সুন্দরসেনঃ কুসুমপুরাদবিদিতঃ পিত্রা ॥২৩৪॥

পশ্যন্ বিদগ্ধগোষ্ঠীরভ্যস্যন্নায়ুধানি বিবিধানি।
শাস্ত্রার্থানধিগচ্ছন্ বিলোকয়ন্ কৌতুকান্যনেকানি[৭] ॥২৩৫॥

জানন্পত্রচ্ছেদনমালেখ্যং সিক্থপুস্তকর্মাণি।
নৃত্যং গীতোপচিতং তন্ত্রীমুরজাদিবাদ্যভেদাংশ্চ ॥২৩৬॥

বুধ্যন্ বঞ্চকভঙ্গীর্বিটকুলটানর্মবক্রকথিতানি।
বভ্রাম সুহৃৎসহিতঃ সুন্দরসেনো মহীমখিলাম্ ॥২৩৭॥ (বিশেষকম[৮])

অথ বিদিতসকলশাস্ত্রো বিজ্ঞাতাশেষজনসমাচারঃ।
নিজগৃহগমনাকাংক্ষী স শিলোচ্চয়মর্বুদং প্রাপ ॥২৩৮॥

৬ সহৈব গচ্ছামঃ (ক, গ)। ৭ কৌতুকান্যনীকানি (গ)। ৮ সন্দানিতকম্ (গ), কুলকথ (ক)।

অতি মনোহর মনে হয় তার
ভূমিতল হেন শয্যা
কদশন তার অমৃত সুতার
ইথে তার কিবা লজ্জা ?"

ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া পুরন্দরের পুত্র সুহৃৎকে বলিলেন—"এই গানে আমার মনের কথাই প্রকাশ পাইয়াছে, অতএব চল, আমরা একসঙ্গে বাহির হইয়া পড়ি।" ॥ ২৩১—২৩৩ ॥

অনন্তর সহচরমাত্র সহায় হইয়া ক্লেশ-সমুদ্রে অবতরণ করিতে স্থিরসংকল্প সুন্দরসেন পিতার অজ্ঞাতে কুসুমপুর হইতে যাত্রা করিলেন। সুন্দরসেন সুহৃদের সহিত সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করিলেন এবং তাহাতে তাঁহার বহু রসিকজনের সঙ্গলাভ হইল, নানাবিধ অস্ত্রে শিক্ষালাভ হইল, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন, অনেক কৌতুক দর্শন করিলেন, পত্রচ্ছেদ্য, আলেখ্য, মোম ও কাষ্ঠের পুত্তলিকা নির্মাণ-কৌশল, নৃত্য, গীতাদি, বীণা-মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য ইত্যাদি কলায় জ্ঞানলাভ করিলেন, বঞ্চকদিগের চাতুরী এবং বিট ও কুলটাগণের সরস ও বক্রোক্তির অর্থ বুঝিতে শিখিলেন। ॥ ২৩৪—২৩৭ ॥

তাহার পর সকল শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়া নানাবিধ লোকের সমাচার জানিয়া তিনি নিজগৃহে ফিরিতে ইচ্ছুক হইয়া অর্বুদাচলের নিকট উপস্থিত হইলেন।

তৎপৃষ্ঠদেশদর্শনলোলমতিং সুন্দরং পরিজ্ঞায়।
গুণপালিতো বভাষে বিলোক্যতামদ্রিরাজ ইতি॥২৩৯॥
'এষ সুতঃ সানুমতঃ স্যন্দচ্ছীতাচ্ছসলিলসংপন্নঃ।
লোকানুকম্পয়েব প্রালেয়মহীভৃতা মরৌ ন্যস্তঃ॥২৪০॥
শিশিরকরকান্তমৌলিঃ কটকস্থিতপবনভোজনঃ সগুহঃ।
বিদ্যাধরোপসেব্যো বিভর্তি লক্ষ্মীমযং শম্ভোঃ॥২৪১॥
অত্র তরুশিখরসংগতসুমনস ইতি জাতবিস্ময়ো[৯] মন্যে।
অভিলষতি সমুচ্চেতুং তারা নিশি মুগ্ধকামিনী লোকঃ॥২৪২॥
আশ্চর্যং যদুপান্তে তিষ্ঠন্ত্যেতস্য সপ্ত মুনয়োঽপি।
অথবা কস্যাকর্ষং ন করোতি সমুন্নতির্মহতাম্॥২৪৩॥
অবগত্য[১০] নিরবলম্বনমম্বরমার্গং পতংগতুরগাণাম্।
অয়মবনিধরো মন্যে বিশ্রান্ত্যৈ বেধসা বিহিতঃ॥২৪৪॥
ইয়মাশ্রিত্য হিমাংশোরোষধয়ঃ সন্নিকর্ষমুপযাতাঃ।
প্রত্যাসত্তিঃ প্রভুণা প্রায়োঽনুগ্রাহকবশেন॥২৪৫॥

৯ নিশ্চয়ো (গ)। ১০ অবগম্য (খ), অবলম্ব্য (ক)।

সুন্দরকে এই পর্বতের পৃষ্ঠদেশ দেখিতে ইচ্ছুক বুঝিয়া গুণপালিত তাঁহাকে বলিলেন—"চল আমরা এই বিশাল পর্বতটিতে আরোহণ করি—ইহা হিমালয়ের একটি পুত্র, ইহা হইতে শীতল স্বচ্ছসলিলনিঃস্রাবী প্রস্রবণ সকল নিঃসৃত হইয়াছে। হিমালয় যেন লোকের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ মরুপ্রদেশে ইহাকে স্থাপন করিয়াছেন। (ইহার শিখরে চন্দ্রকান্ত মণি সকল বিদ্যমান থাকায়) ইহা চন্দ্রচূড়, (সানুদেশে বায়ুভুক্ তপস্বিগণ বাস করায়) কটিস্থিত-পবনভোজন, (২) (ইহাতে গুহা সকল বিদ্যমান থাকায়) সগুহ, (৩) এবং (বিদ্যাধরগণ দ্বারা শোভিত হইয়া) ইহা বিদ্যাধরোপসেবিত শম্ভুর শোভা ধারণ করিয়াছে। নিশীথে মুগ্ধা কামিনীগণ তারা সকলকে তরুশিরস্থিত পুষ্পসমূহ মনে করিয়া বিস্মিত চিত্তে সেইগুলি সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করে। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। (বহু উর্দ্ধে স্থিত) সপ্তর্ষিমণ্ডলকেও ইহার নিকটস্থ বলিয়া মনে হয়। না হইবেই বা কেন? মহদ্ব্যক্তিগণ নিজ মহত্ত্বের বলে কাহাকে না নিকটে আকর্ষণ করেন? সূর্যের রথাশ্বসমূহ গগনমার্গে নিরবলম্বন হইয়া ভ্রমণ করিতেছে দেখিয়া বিধাতা এই ভূধরকে তাহাদের বিশ্রামের জন্য নির্মাণ করিয়াছেন। ইহাকেই আশ্রয় করিয়া ওষধিগণ (ওষধীশ) চন্দ্রের

২ যাঁহার কটিদেশে বায়ুভুক্ সর্প ভূষণস্বরূপে বিরাজ করিতেছে। ৩ গুহ অর্থাৎ কার্তিকেয়ের সহিত বিদ্যমান।

সেক্তুমিবাশাকরিণো বিস্তত্যয়মবনিধরণপরিখিন্নান্।
নির্ঝরসলিলকণৌঘান্, ভবতি হি সৌহার্দমেককার্যাণাম্ ॥২৪৬॥
হারীতাহিতশোভো মুদিতশুকো ব্যাসযোগ[১১]রমণীয়ঃ।
বিশ্রান্তভরদ্বাজঃ সমতাময়মেতি মুনিনিবাসস্য ॥২৪৭॥
অস্মিন্নিঃসংগা অপি পরলোকপ্রাপ্ত্যুপায়কৃতযত্নাঃ।
গন্ধবহভোজনা অপি ন হিংসকাঃ, ফলভুজোঽপি ন প্লবগাঃ ॥২৪৮॥
শুভকর্মৈকরতা অপি ষট্‌কর্মণ্যা[১২]যতা অপি স্ববশাঃ।
অনভিমতরৌদ্রচরিতাঃ শিবপ্রিয়া[১৩] অপি, বসন্তি শমনিরতাঃ ॥২৪৯॥
(যুগ্মম্[১৪])

১১ ব্যাসরমণীয়ঃ (খ)। ১২ ষট্‌কর্মাণোঽযতা (গ)। ১৩ শ্রিতাপ্রিয়া (ক)
১৪ যুগলকম্ (খ), কুলকম্ (ক)।

সান্নিধ্য লাভ করে—প্রায়ই দেখা যায় (কৃপাপ্রার্থিগণ) মধ্যস্থ অনুগ্রাহকের সাহায্যে প্রভুদিগের নিকট উপস্থিত হয় (৪)। ॥ ২৩৮—২৪৫ ॥

"দিগ্‌গজগণ পৃথিবীধারণ হেতু পরিশ্রান্ত হইলে এই ভূধর নির্ঝর সলিল-কণা সেকে তাহাদের শ্রম বিনোদন করে। একই রূপ কার্য করিলে নিশ্চয়ই পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্দ হইয়া থাকে (৫)। হারীত পক্ষিগণ (৬) শোভিত, শুক পক্ষিগণের বিহারস্থান, ব্যাস হেতু (৭) রমণীয়, ভরদ্বাজ পক্ষিগণের বিশ্রামস্থল (৮) এই পর্বত শুক-হারীত-ব্যাস-ভরদ্বাজ মুনিগণ অধ্যুষিত তপোবন তুল্য। এই স্থানে নিঃসঙ্গ হইয়াও পরলোক (৯) প্রাপ্তির উপায়ে কৃতযত্ন, বায়ুভুক্ (১০) হইয়াও অহিংস, বানর না হইয়াও ফলভুক্, একমাত্র শুভকর্মে নিরত হইয়াও ষট্‌কর্মানিরত, (১১) যত (১২) হইয়াও স্বাধীন, রৌদ্র-চরিতে (১৩) অনভিমত হইয়াও শিবপ্রিয়, শান্তস্বভাব (তপস্বিগণ) বাস করিয়া থাকেন।

৪ এই পর্বতে বহু ওষধি (medicinal herbs) আছে এবং ইহা এত উচ্চ যে, ওষধিসমূহ চন্দ্রের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে। চন্দ্রের একটি নাম ওষধীশ, কবি তাই বলিতেছেন, ওষধিগণ যেন চন্দ্রকিরণরূপ কৃপার প্রার্থী, তাই অর্বুদপর্বত যেন মধ্যস্থ হইয়া অনুগ্রাহকের ন্যায় ওষধিগণকে প্রভু চন্দ্রের সান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দিতেছে। ৫ পর্বতও ভূধর এবং দিগ্‌গজগণও ভূমি বা পৃথিবীকে ধারণ করে, সেই হেতু উভয়ের একই কর্ম। ৬ হারীত—হরিয়াল পক্ষী (green dove)। ৭ ব্যাস—বিস্তার (expansion)। ৮ ভরদ্বাজ—ভরতপক্ষী বা চাতকপক্ষী; ইহারা অতি উর্ধ্বে উড়িয়া বেড়ায় এবং বহুক্ষণ অবিশ্রান্ত ভাবে উড়িতে পারে ও পর্বত-শিখরে বিবর মধ্যে বাসা করে। ৯ পরলোক, অন্য লোক বা মনুষ্য, পক্ষে মৃত্যুর পর যে লোক প্রাপ্তি হয়। ১০ বায়ুভুক্ সর্প হিংসক জীব। ১১ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ, ইহাই ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম। ১২ যত—বদ্ধ, পক্ষে জিতেন্দ্রিয়। ১৩ রৌদ্রচরিত—রুদ্রের চরিত বা জীবনী, পক্ষে ভয়ংকর আচরণ।

মূর্তিরিব শিশিররশ্মের্হরিণবতী, সপ্তপত্রকৃতশোভা।
সরণিরিব চণ্ডভাসঃ, পলাশিনী যাতুধানজায়েব ॥২৫০॥
সোৎকণ্ঠেব সমদনা, বাসকসজ্জেব কৃততিলকশোভা।
বহুহরিপীলুসনাথা নরনাথদ্বারভূমিরিব ॥২৫১॥
অর্জুনবাণব্রাতৈঃ কুরুনাথবরূথিনীব সংছন্না।
ঋক্ষসহস্রোপচিতা লক্ষ্মীরিব গগনদেশস্য ॥২৫২॥
ধ্বজিনীব দানবানাং মিষ্টকসমধিষ্ঠিতা[15], ত্রিযানেব।
উত্থাতরোহিণীকা, রম্যেয়মুপত্যকা ভাতি ॥'২৫৩॥
সেন্দানিতকম্[16]।

১৫ মৃষ্টক···(গ)। ১৬ কলাপকম্ (গ)।

মৃগের বাস হেতু মৃগাংকের মূর্তির ন্যায়, সপ্তপত্র বৃক্ষ (১৪) শোভিত হইয়া সপ্তপত্র (১৫) যুক্ত সূর্যের রথের ন্যায়, (পলাশ বৃক্ষে শোভিত হইয়া) পলাশিনী রাক্ষসীর ন্যায় (১৬), মদন বৃক্ষের (১৭) (অবস্থিতি হেতু) সমদনা উৎকণ্ঠিতা (১৮) নায়িকার ন্যায়, (তিলগুল্মে শোভিত হইয়া) তিলকশোভিতা বাসকসজ্জিতার ন্যায় (১৯), বহু (হরিচন্দন ও পীলু বৃক্ষ সমাযুক্ত হওয়ায়) হরি (২০) পীলু (২১) সমাকুল রাজপ্রাসাদের দ্বারভূমির ন্যায়, (বহু অর্জুন ও বাণ বৃক্ষ (২২) সমাযুক্ত হওয়ায়) অর্জুনবাণজাল-ভিন্ন কুরুরাজের বাহিনীর ন্যায়, (সহস্র সহস্র ঋক্ষ দ্বারা পূর্ণ হওয়ায়) সহস্র ঋক্ষ-(২৩) শোভিত গগন শোভার ন্যায়, (মিষ্টক অর্থাৎ আম্রবৃক্ষে অধিষ্ঠিত হওয়ায়) মিষ্টক দৈত্য পরিচালিত দানব সেনার ন্যায়, (রোহিণী ২৪ বৃক্ষের উদ্‌গম হেতু) রোহিণী উদয়ে রাত্রির ন্যায় এই উপত্যকা রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে।" ॥ ২৪৬—২৫৩ ॥

১৪ সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, ছাতিম (Alstonia scholaris)। ১৫ পত্র—অশ্ব।
১৬ পলাশিনী অর্থাৎ পল (মাংস) যে ভক্ষণ করে। ১৭ ময়না গাছ (Randia Dumetorum)। ১৮ অষ্ট নায়িকার মধ্যে একটি ; ইহার লক্ষণ, যথা—"দুর্বার দারুণ মনোভব বাণপাত পর্যাকুলাং তরলমানসমুদ্বহন্তীম্। প্রস্বেদবেপথুযুতাং পুলকাঙ্কিতাংগীমুৎকণ্ঠিতাং বদতি তাং ভরতঃ কবীন্দ্রঃ।" ১৯ ইহা অষ্ট নায়িকার মধ্যে অপর একটি ; ইহার লক্ষণ যথা—"যা বাসবেশ্মনি সুকল্পিত তল্পমধ্যে তাম্বুলপুষ্পবসনৈশ্চ সমং সসজ্জ। কান্তস্য সংগমরসং সমবেক্ষমানা সা কথ্যতে কবিবরৈরিহ বাসসজ্জা।" ২০ হরি—অশ্ব, পক্ষে হরিচন্দন বৃক্ষ। ২১ পীলু—বৃক্ষবিশেষ (Salvadora Indica), পক্ষে হস্তী। ২২ বাণবৃক্ষ—নীলঝিণ্টী। ২৩ ঋক্ষ—নক্ষত্র। ২৪ রোহিণী—হরীতকী (Terminalia Chebula), পক্ষে চন্দ্রের সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের চতুর্থ নক্ষত্র।

ইতি দর্শয়তি বয়স্যে, সুন্দরসেনে চ পশ্যতি প্রীত্যা।
স্বপ্রস্তাবোপগতা গীতিরিয়ং কেনচিদ্‌গীতা ॥২৫৪॥
'অতিশয়িতনাকপৃষ্ঠং যে নার্বুদস্য পশ্যন্তি।
বহুবিষয়পরিভ্রমণং মন্যে ক্লেশায় কেবলং তেষাম্ ॥'২৫৫॥
আকর্ণ্য চ স বভাষে, মহাত্মনানেন যুক্তমুপগীতম্।
শিখরিশিরঃ পশ্যামো বয়স্য রম্যং সমারুহ্য ॥২৫৬॥

হারলতাখ্যানম্ (৩)

অথ গিরিবরমারূঢ়ো বিলোকয়ন্ বিবিধবিবুধভবনানি।
বাপীকূপোদ্যানভুবঃ সরাংসি সরিতশ্চচার বিস্মেরঃ ॥২৫৭॥
অচিরামিব বিঘনাং, জ্যোৎস্নামিব কুমুদবন্ধুনা বিকলাম্।
রতিমিব মন্মথরহিতাং, শ্রিয়মিব হরিবক্ষসঃ পতিতাম্ ॥২৫৮॥
হস্তোচ্চয়ং[১] বিধাতুঃ, সারাং সকলস্য জন্তুজাতস্য।
দৃষ্টান্তং রম্যাণাং, শস্ত্রং সংকল্পজন্মনো জৈত্রম ॥২৫৯॥

১ হস্তোলকম্ (ক)।

বয়স্য কর্তৃক এইরূপে প্রদর্শিত হইয়া সুন্দর সেন যখন সানন্দে দেখিতেছিলেন সেই সময় শুনিলেন, কোন ব্যক্তি তাঁহাদেরই প্রসঙ্গ মত এই গানটি গাহিতেছে—

"অর্বুদের পৃষ্ঠখানি অমর নিবাস জিনি
যাঁর আঁখি না জুড়াল হেরি,
ভ্রমিয়া বিবিধ দেশ সহিয়া অশেষ ক্লেশ
বিফলে সে ফিরিয়াছে ঘুরি।"

ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"এই মহাত্মা ঠিকই বলিয়াছেন; চল বয়স্য, পর্বতের উপর উঠিয়া উহার রমণীয় শিখর দেশ দেখিব।" ॥ ২৫৪-২৫৬ ॥

অনন্তর পর্বতে আরোহণ করিয়া তাঁহারা বহু দেবালয়, বাপী, উদ্যান-ভূমি, সরোবর, স্রোতস্বিনী প্রভৃতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

(এমন সময়ে) তাঁহারা পুষ্প-সমাকীর্ণ রমণীয় উপবন-ভূমিতে এক ললনাকে সখীসহ ক্রীড়াভরে বিচরণ করিতে দেখিলেন। সে যেন মেঘ-বিচ্যুতা ক্ষণপ্রভা, চন্দ্র-হীনা জ্যোৎস্না, মন্মথ-রহিতা রতি, হরিবক্ষ-চ্যুতা লক্ষ্মী; বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি,

বিকসিতকুসুমসমৃদ্ধিং, শৃংগাররসাগগৈককলহংসীম্।
লীলাপল্লববল্লীং, ব্রতিনামবধানবর্মণাং ভল্লীম ॥২৬০॥
বিচরন্ন্ পবনমণ্ডপপুষ্পপ্রকরাভিরামভূপৃষ্ঠে।
রমমাণাং সহ সখ্যা ললনামালোকয়ামাস ॥২৬১॥ (কুলকম্)

অবালোকয়তস্তস্য স্মরসায়কবেধ্যতামুপগতস্য।
ইদমভবন্মনসি চিরং বিস্ময়ভারাভিভূয়মানস্য ॥২৬২॥
ক্বেদং খলু বিশ্বস্বজঃ কৌশলমত্যদ্ভুতং জাতম্।
যেন বিরুদ্ধানামপি ঘটিতৈকত্র স্থিতিস্তথাহীয়ম্ ॥২৬৩॥
ললিতবপুর্নির্দোষাস্ফুরদুজ্জ্বলতারকাভিরামা চ।
নির্বাচ্যবদনকমলা জিতবীণা কণিতবাণী চ ॥২৬৪॥
প্রকটিতবিগ্রহসংস্থিতিরতিশোভাঘটিতসন্ধিবন্ধা চ।
উন্নতপয়োধরাঢ্যা শরদিন্দুকরাবদাতা চ ॥২৬৫॥
অভিমতযুগতাবস্থিতিরভিনন্দিতচরণযুগলরচনা চ।
অতিবিপুলজঘনদেশা বিধ্বস্তশরীরবিহিতশোভা চ ॥২৬৬॥

সকল জীবের সার, রমণীয়ের দৃষ্টান্ত, মনোভবের বিজয়াস্ত্র; পুষ্পসমৃদ্ধ বসন্ত ঋতুটি, শৃঙ্গার রসে সন্তরণরতা কলহংসীটি, লীলা-পল্লব-সমাচ্ছন্না বল্লীটি, তপস্বিগণের সমাধি-বর্ম ভেদিকা ভল্লীটি ॥ ২৫৭-২৬১ ॥

দেখিতে দেখিতে মদন-বাণে বিদ্ধ হইয়া তিনি (সুন্দর সেন) বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া মনে মনে বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—

কে এই রমণী! যাহাকে সৃজন করিতে বিধাতা অদ্ভুত কৌশল দেখাইয়াছেন? যাহার ফলে বিরুদ্ধ ভাব সকলের একত্র সমন্বয় ঘটিয়াছে, যেমন—নয়ন-তারকায় উজ্জ্বল দীপ্তিতে রমণীয় নির্দোষ তাহার ললিত দেহ, অনির্বচনীয় তাহার বদন-কমল-(শোভা), বীণা-নিন্দিত তাহার কণ্ঠঝংকার, প্রকটিত (১) তাহার শরীরবিন্যাস, অতিশোভন তাহার অবয়বসংশ্লেষ, পীনোন্নত তাহার পয়োধরযুগল, শরদিন্দু জ্যোৎস্নার ন্যায় তাহার দেহকান্তি, মনোরম তাহার সুন্দর গতি ও স্থিতিভঙ্গী, তাহার চরণ যুগলের আকৃতি দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয়, অতি বিপুল তাহার জঘনদেশ এবং বিধ্বস্তদেহ (মদন) তাহার সমস্ত শোভার বিধান করিয়াছেন। * ॥ ২৬২-২৬৬ ॥

---

১ পরিস্ফুট অর্থাৎ যেন 'পাথরে কোঁদা' (beautiful in high-relief)।

* ২৬৪-২৬৬ পর্যন্ত শ্লোক তিনটিতে কবি পদশ্লেষ সাহায্যে 'বিরোধাভাস অলংকার'

আবির্ভবদনুরাগে তস্মিন্নথ বলিতলোচনা সহসা।
সাপি বভূব মৃগাক্ষী হস্তগতা কুসুমচাপস্য ॥২৬৭॥
তরুমূলমাশ্রিতায়া বিস্মৃতসকলান্যকর্মণঃ সপদি।
তস্যা গাত্রলতায়ামংকুরিতং সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈঃ ॥২৬৮॥
সৈবোপবনসমৃদ্ধিস্তস্মিন্নেব ক্ষণে স্মরং সমাশ্রিত্য[২]।
তাং ব্যথয়িতুমারেভে, প্রভোর্হি কৃত্যং করোতি খলু সর্বঃ ॥২৬৯॥

২ স্মৃত্বা (খ)।

অনন্তর সেই মৃগলোচনাও তাঁহার প্রতি সহসা দৃষ্টিপাত করায় সে-ও অনুরাগের আবির্ভাব হেতু কুসুমেষুর বশবর্তিনী হইয়া পড়িল। অপর সকল কার্য বিস্মৃত হইয়া সে তরুমূলে উপবেশন করিল এবং তৎক্ষণাৎ সাত্ত্বিক ভাবের (২) উদয় হওয়ায় তাহার গাত্রলতা অংকুরিত (৩) হইয়া উঠিল। (বসন্তকালোচিত)

দ্বারা নায়কের নায়িকা-দর্শনজনিত বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। অনুবাদে তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করা সম্ভব নহে। আমরা মূল হইতে তাহার ব্যাখ্যা করিতেছি—

'দোস্' অর্থে 'হস্ত' পক্ষে 'রাত্রি' এবং 'দোষ' অর্থে 'গুণের বিপরীত' সুতরাং 'নির্দোষা' অর্থে 'বাহুহীনা' পক্ষে 'রাত্রিহীনা' পক্ষে 'দোষহীনা' অতএব নির্দোষা' অর্থাৎ বাহুহীনা হইলে 'ললিতবপু' কিরূপে বলা যায়, আবার রাত্রিহীনা হইলে 'স্ফুরদুজ্জ্বলতারকাভিরামা' কিরূপে হওয়া সম্ভব ?

'নির্বাচ্য' অর্থে 'বাচ্যহীনা' পক্ষে 'অনির্বচনীয়া' সুতরাং বদনকমল নির্বাচ্য হইলে তাহা 'জিতবীণাক্কণিতবাণী' কিরূপে হয় ?

'বিগ্রহ' অর্থে 'যুদ্ধ' পক্ষে 'শরীর' এবং 'সন্ধি' অর্থে 'বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মিলন' পক্ষে দেহের অবয়বের সংযোগ স্থল (joints) সুতরাং 'বিগ্রহসংস্থিতি' (অর্থাৎ যুদ্ধের অবস্থা) স্পষ্ট ভাবে বর্তমান থাকিলে 'সন্ধিবন্ধন' ঘটিত হইবে কিরূপে ?

'পয়োধর' অর্থে 'কুচ' পক্ষে 'মেঘ' সুতরাং 'পয়োধরাঢ্যা' অর্থাৎ 'মেঘাবৃতা হইলে 'শরদিন্দুকরাবদাতা' কিরূপে সম্ভব ?

'সুগত' অর্থে 'বুদ্ধ' পক্ষে 'সুন্দর গতি' এবং 'অবস্থিতি' অর্থে অবস্থানের ভাব (presence) পক্ষে 'স্থিতি-ভঙ্গী'; 'চরণযুগলরচনা' অর্থে বেদশাখাদ্বয়ের (ঋক্ ও সাম বা ঋক্ ও যজু বা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ) রচনা, পক্ষে পদদ্বয়ের আকৃতি (shape) সুতরাং সুগতের অভিমত হইলে তাহা আবার বেদের চরণ যুগল রচনা দ্বারা অভিনন্দিত হইবে কিরূপে ?

'বিধ্বস্ত শরীর' অর্থে 'দগ্ধদেহ মদন', পক্ষে 'জীর্ণদেহ' সুতরাং বিপুলজঘনার শরীর-শোভাকে 'বিধ্বস্ত শরীর' বলা যায় কিরূপে ?

২ সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ যথা—"স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চস্বরভংগোঽথ বেপথুঃ। বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা মতাঃ।"

৩ রোমাঞ্চিত। এ স্থলে দেহকে লতার সহিত তুলনা করায় অংকুরিত শব্দের প্রয়োগ শোভন হইয়াছে।

গাত্র সরসেন্ধনেভ্যঃ[৩] প্রস্বেদজলং বিনির্যযৌ তস্যাঃ।
অন্তর্জ্বলিতমনোভব হব্যভুজা দহ্যমানেভ্যঃ ॥২৭০॥
কুসুমশরজালপতিতা মুহুর্মুহুর্বিদধতী বিবৃত্তানি।
অনিমেষং পশ্যন্তী মৎস্যবধূমনুচকার সা তন্বী ॥২৭১॥
স্তব্ধতনুং সোৎকম্পাং পুলকবতীং স্বেদিনীং সনিঃশ্বাসাম্।
বিদধে তামসমশরঃ, ক্রীড়তি হি শঠো বিশিষ্টমাসাদ্য ॥২৭২॥
উচ্ছ্বাসৈরুল্লসনং কুচযুগলে, সৌষ্ঠবং বিলাসানাম্[৪]।
অভিলষিতেন, প্রেম্না স্নিগ্ধত্বং চক্ষুষোর্মনোহারি ॥২৭৩॥
অনুরক্ত্যা বদনরুচিং,[৫] বচসি চ গমনে সাধ্বসস্খলনম্।
তস্যা মদনঃ কুর্বন্নুপনিন্যে[৬] চারুতামবধিম্ ॥২৭৪॥ (যুগ্মম্)
পার্শ্বগতেঽপি প্রেয়সি কামশরাসারতাড্যমানাঽপি।
ন শশাক সাঽভিধাতুং চিত্তগতং প্রণয়ভংগতো ভীতা ॥২৭৫॥

৩ গাত্রসিরাসন্ধিভ্যঃ (ক, খ)। ৪ বিলসিতানি (ক)। ৫ বচনরুচিং (ক)।
৬ কুর্বন্ উপনিন্যে (গ)।

উপবনসমৃদ্ধি সেই সময়ে যেন কামদেবকে আশ্রয় করিয়া (৪) তাহাকে বেদনা দিতে আরম্ভ করিল—সকলেই প্রভুর কার্যের অনুসরণ করিয়া থাকে। অন্তর্জ্বলিত কামাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া তাহার গাত্র-রূপ সরস ইন্ধন হইতে স্বেদজল নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই তন্বী মদনজালে পতিত হইয়া ঘন ঘন গাত্র বিবর্তন করিতে লাগিল এবং মৎস্যবধূর ন্যায় নির্নিমেষনেত্রে চাহিতে লাগিল। পঞ্চ-বাণের প্রকোপে তাহার দেহ স্তম্ভিত, কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, দেহ হইতে স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল এবং তাহার ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। শঠ ব্যক্তি সাধু ব্যক্তিকে নিজ কবলে পাইলে এইরূপই করিয়া থাকে। তাহার উচ্চ কুচযুগল উচ্ছ্বাস ভরে আরও উদ্বেলিত করিয়া, অভিলাষ দ্বারা বিলাস-সমূহের অধিকতর চারুতা সম্পাদন করিয়া, প্রেম দ্বারা নয়নদ্বয়ের স্নিগ্ধত্বকে আরও মনোহর করিয়া, অনুরাগে বদনের রক্তিমাভাকে আরও রক্তিম করিয়া, বাক্যে ও গমনে সাধ্বসহেতু (৫) স্খলন দ্বারা মদন তাহার চারুতাকে চরম অবস্থায় লইয়া গিয়াছিল। প্রিয় নিকটে অবস্থিত করা সত্ত্বেও কামশরাসন

৪ উপবন-সমৃদ্ধি মদনের সহায়, সুতরাং তাহা যেন মদনের কার্য্য স্মরণ করিয়াই নায়িকাকে পীড়িত করিতে লাগিল। অনুচরের স্বভাবই প্রভুর অনুকরণ করা।

৫ ভয়হেতু। নবযৌবনের উদয়ে রমণীর মনে যে প্রেমঘটিত ব্যাপারে ভয়ের সঞ্চার হয় তাহাকে 'সাধ্বস' বলে।

অথ বিদিতচিত্তবৃত্তিঃ সক্তদৃশং প্রিয়তমে সমাকৃষ্য।
মদনেন দহ্যমানাং বিহসিতবিশদং জগাদ তামালী ॥২৭৬॥
'অয়ি হারলতে সংহর হরহুংকৃতিদগ্ধদেহসংক্ষোভম্।
সম্ভাবজ্ঞাঽনুরক্তির্ন হি পথ্যং[৭] পণ্যনারীণাম্ ॥২৭৭॥
অবধীরয় ধনবিকলং, কুরু গৌরবমকৃশসংপদঃ পুংসঃ।
অস্মাদৃশাং হি মুগ্ধে ধনসিদ্ধ্যৈ রূপনির্মাণম ॥২৭৮॥
অভিরামেঽভিনিবেশং বিদধানা বিবিধলাভনিরপেক্ষা।
উপহস্যসে সুমধ্যে বিদগ্ধবারাংগনাবারৈঃ ॥২৭৯॥
যেষাং শ্লাঘ্যং যৌবনমভিমুখতামুপগতো বিধির্যেষাম্।
ফলিতং যেষাং সুকৃতং[৮] জীবিতসুখিতার্থিতা যেষাম্ ॥২৮০॥

৭ রম্যা (গ)। ৮ সুকৃতৈর্জীবিত···(গ)।

দ্বারা পীড়িত হইয়াও সে প্রণয়-ভঙ্গ ভয়ে নিজ মনোভিলাষ নিবেদন করিতে পারিল না। (৬)' [২৬৭-২৭৫]

অনন্তর তাহার দৃষ্টি প্রিয়তমের প্রতি আকৃষ্ট দেখিয়া সখী তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া মদনতাপে দহ্যমানা তাহাকে (একান্তে) আকর্ষণ করিয়া মৃদু হাস্যের সহিত বলিল—

"অয়ি, হারলতে, হরহুংকৃতিতে দগ্ধদেহ মদন কর্তৃক তোমার যে দেহ-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সম্বরণ কর। পণ্য-নারীগণের পক্ষে আভিমানিকী প্রীতি (৭) হিতকারী নহে। ধনহীন ব্যক্তিকে অবজ্ঞা কর, ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিকে গৌরবদান কর, হে মুগ্ধে, আমাদের রূপসৃষ্টি ধনসংগ্রহের হেতু। কেবল মাত্র রূপ ও তারুণ্যযুক্ত পুরুষের প্রতি মনোনিবেশ করিলে বিবিধ লাভের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করা হয়। হে সুমধ্যে, ব্যবসায়-চতুরা বারাঙ্গনাকুল ইহাতে উপহাস করিবে। যৌবন যাহাদের শ্লাঘনীয়, বিধি যাহাদের প্রতি প্রসন্ন, যাহাদের সৌভাগ্য সুফল প্রদান করিয়াছে, যাহাদের জীবন কেবল সুখের জন্য তাহারা

৬ পাছে প্রিয় তাহাকে নির্লজ্জা মনে করিয়া অনাদর করে, এই আশংকায় সে নিজের মনোভিলাষ ব্যক্ত করিতে পারিল না। "সর্বা এব হি কন্যাঃ পুরুষেণ প্রযুজ্যমানং বচনং বিষহন্তে ন তু লঘুমিশ্রামপি বাচং বদন্তীতি ঘোটকমুখ" [কা, সু ৩।২।১৭]। অর্থাৎ সমস্ত কন্যাই প্রযুজ্যমান পুরুষের বাক্য (সানন্দে) শ্রবণ করে কিন্তু স্বয়ং (লজ্জাবশতঃ) একটি কথাও বলে না।

৭ প্রীতি চতুর্বিধ, যথা—"অভ্যাসাদভিমানাচ্চ তথা সংপ্রত্যয়াদপি। বিষয়েভ্যশ্চ তন্ত্রজ্ঞাঃ প্রীতিমাহুশ্চতুর্বিধাম্।" [কা, সু, ২।১।৭১] তাহার মধ্যে অভিমানিকী প্রীতি হইতেছে—"অনভ্যস্তেষ্বপি পুরাকর্মস্ববিষয়াত্মিকা। সংকল্পাজ্জায়তে প্রীতির্যা সা স্যাদভি-

তেঽবশ্যং স্বয়মেব ত্বামনুবধ্নন্তি মদনশরভিন্নাঃ।
ন হি মধুলিহঃ কৃশোদরি মৃগ্যন্তে চূতমঞ্জর্যা ॥২৮১॥ (যুগলকম্)
ইতি গদিতবতীমালীং কামশরাসারভিন্নসর্বাংগী।
অব্যক্তস্খলিতাক্ষরমূচে কৃচ্ছ্রেণ হারলতা ॥২৮২॥
'সখি কুরুতাবদ্‌যত্নং বহুমনসিজবেদনা[১]প্রতীকারে।
ক্রোড়ীকৃতা বিপত্যা ন ভবন্ত্যুপদেশযোগ্যা হি ॥২৮৩॥
অস্বায়ত্তঃ প্রেয়ান্ মৃদুপবনঃ সুরভিমাস উদ্যানম্।
ইয়তী খলু সামগ্রী ভবতি হি[২]' ক্ষীণায়ুষামেব ॥' ২৮৪ ॥
মত্বা মদনাশীবিষবিষবেগাকুলিতবিগ্রহামালীম্।
সমুপেত্য শশিপ্রভয়া পৌরন্দরিরভিদধে কৃতপ্রণতিঃ ॥২৮৫॥
'যদি নাম রুণদ্ধি গিরং গণিকাভাবোপজনিতবৈলক্ষ্যম্
তদপি কথনীয়মেব, স্নিগ্ধাপদি ন হি নিরূপ্যতে যুক্তম্ ॥২৮৬॥

১ পটুতবমতিবেদনা (ক, খ)। ১০ ভবতি ক্ষীণা··· (খ)।

অবশ্য আপনা হইতেই মদন-বাণবিদ্ধ হইয়া তোমাকে কামনা করিবে। হে কৃশোদরি, ভ্রমরগণ চূতমঞ্জরী কর্তৃক অন্বেষিত হয় না (বরং তাহার বিপরীতই ঘটিয়া থাকে।") ॥ ২৭৬-২৮১ ॥

সখী এইরূপ বলিলে কামবাণবিদ্ধসর্বাঙ্গী হারলতা কষ্টের সহিত অব্যক্ত ও স্খলিত বাক্যে তাহাকে বলিল—

"সখি, ততক্ষণ (আমার) এই অত্যন্ত মদন-বেদনার প্রতিকার যাহাতে হয় সেই জন্য যত্ন কর, বিপদ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তখন উপদেশের সময় নহে। অনায়ত্ত (প্রিয়) প্রেম, মৃদু পবন, [illegible] উদ্যান — এই সকল সামগ্রী (বিক্ষীণা- য়ুদের [illegible]) ॥ ২৮২-২৮৪ ॥

[illegible] শীবিষ [illegible] সহ [illegible] পুরন্দরের পুত্র [illegible] উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—

"যদিও গণিকা [illegible] লজ্জায় আপনাকে বলিতে আমার কথা বাধিয়া

মানিনী।" [কা, সু ২।১।৭৩] রূপগোস্বামী আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন—"সন্তু রম্যাণি ভূরীণি প্রার্থ্যং স্যাদিদমেব মে। ইতি যো নির্ণয়ো ধীরৈরভিমানঃ স উচ্যতে।" অর্থাৎ ভূরি ভূরি রমণীয় বস্তু আছে, থাকুক, কিন্তু আমার এইটিই প্রার্থনীয়, এই নিশ্চয়করণকে পণ্ডিতগণ অভিমান বলেন। এ ক্ষেত্রে সখী বলিতেছে—'অনুরাগবন্ধন বেশ্যাদিগের পন্থা নহে।'

৮ যে নায়কের সঙ্গ কামনা করা হয় তাহাকে যদি লাভ করা না যায়।

এতাবন্তি সংসারে পরিগণিতা এব তে সুজন্মানঃ[১১]।
আপন্নপরিত্রাণে ব্যাকুলমনসঃ স্ফুরন্তি যে বুদ্ধৌ ॥২৮৭
যস্মিন্নেব মুহূর্তে চক্ষুর্বিষয়ং গতোহ[১২]সি মে সখ্যাঃ।
তত এবারভ্য গতা বিধেয়তাং দগ্ধমদনস্য ॥২৮৮॥
রোমোদ্গমসন্নহনং ভিত্ত্বাহন্তর্বিগ্রহং পরাপতিতাঃ।
তস্যা মানসসম্ভবকোদণ্ডবিনির্গতা ইষবঃ ॥২৮৯॥
কিং বা বদতু বরাকী, কুত্র সমাশ্বসিতু, যাতু কং শরণম্।
পীড়য়তি ভৃশং যস্মান্নিত্যং শুচিদক্ষিণো মৃদুঃ পবনঃ ॥২৯০॥
বচসি গতে গদ্গদতামুজ্ঝিতমৌনব্রতাশ্চিরায় পিকাঃ।
হৃষ্টা ব্যথয়ন্তি সখীং জাতাবসরা নিরর্গলং বিরুতৈঃ ॥২৯১॥
স্খলিতাকুলিতে গমনে তন্বংগ্যা অগণিতশ্রমা হংসাঃ।
সুচিরাল্লব্ধাবসরাঃ কুর্বন্তি গতাগতানি পরিতুষ্টাঃ ॥২৯২॥

১১ সুজনাঃ (ক)। ১২ যদবধি দৃষ্টোহসি মে সখ্যা (ক,গ)।

যাইতেছে, তথাপি আমাকে বলিতে হইতেছে; সখীর বিপদে ভালমন্দ বিচার করিবার সময় নহে : এই বিরাট সংসারে যে সকল উদ্দীপ্ত-বুদ্ধি সার্থকজন্মা ব্যক্তি বিপন্নকে পরিত্রাণ করিতে ব্যাকুল হৃদয় হন, তাঁহাদের সংখ্যা বিরল। যে মুহূর্তে আপনি আমার সখীর নয়নপথে পতিত হইয়াছেন, তখন হইতেই সে পোড়া মদনের করায়ত্ত হইয়াছে। মনোভবের কোদণ্ড-নিক্ষিপ্ত বাণ সকল তাহার অন্তঃকরণ ভেদ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যেন রোমাঞ্চরূপে তাহার দেহ ছাইয়া ফেলিয়াছে (৯), শৃঙ্গার-রসানুকূল মৃদু পবন নিত্য মুহুর্মুহু পীড়ন করিতেছে। সেই দীনা কি-ই বা বলিবে, কোথায় বা আশ্বাস পাইবে আর কাহারই বা শরণ লইবে? (স্বরভঙ্গ হেতু) তাহার বাক্য গদ্গদ্ হইয়াছে দেখিয়া (বৈরনির্যাতনে) আনন্দিত পিকগণ অবসর বুঝিয়া অচিরে মৌনব্রত ত্যাগ করতঃ অনর্গল কুহুধ্বনি করিয়া সখীকে ব্যথা দিতেছে। (১০) বেপথু হেতু সেই তন্বীর গমন স্খলিত হওয়ায় (দীর্ঘ বিশ্রামে) অপগতশ্রম হংস সকল বহু কাল পরে অবসর পাইয়া সানন্দে যাতায়াত

৯ মদনের বাণ তাহার দেহ বিদীর্ণ করিয়া অপর দিকে বাহির হইয়া ভগ্নগতি হইয়াছে, তাহাই যেন রোমাঞ্চরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ১০ ইহাতে নায়িকার কোকিল-নিন্দিত বাণী সূচিত হইতেছে।

উষ্ণোচ্ছ্বসিতসমীরৈ[১৩] বিদহ্যমানোঽপি মধুকরস্তস্যাঃ।
অলককুসুমং ন মুঞ্চতি, কৃচ্ছ্রেঽপি দুস্ত্যজা বিষয়াঃ ॥২৯৩॥
নো বারয়সি[১৪] তথা মাং সাম্প্রতমিতি কথয়তীব মধুলেহঃ।
নিঃসহবপুষঃ কর্ণে শ্রুতিপূরকপুষ্পসংগতো গুঞ্জন্ ॥২৯৪॥
প্রশিথিলভুজলতিকায়াস্তস্যাঃ পতিতস্য হেমকটকস্য।
যৎপ্রাপণং পৃথিব্যাস্তস্মিন্ খলু মুক্তহস্ততা হেতুঃ ॥২৯৫॥
রশনাগুণেন বিগলিতমেকপদে তন্নিতম্বতশ্চিত্রম্।
পতনায় নিয়তমথবা নিষেবণং গুরুকলত্রস্য ॥২৯৬॥
অংগীকৃত্য মনোভবমুরসি তথা লালিতোঽপি হতহারঃ।
তাপয়তি সখীং তৎক্ষণমন্তর্ভিন্নাৎ কুতঃ কুশলম্ ॥২৯৭॥

১৩ উষ্ণোচ্ছ্বসিত সমীপে বিদ···(ক, খ)। ১৪ বারয়তি (ক, গ)।

করিতেছে (১১)। তাহার উষ্ণ উচ্ছ্বসিত নিশ্বাসে দগ্ধ হইয়াও মধুকরগণ তাহার অলকস্থিত কুসুম-সমূহ ত্যাগ করে না; কষ্ট হইলেও বিষয় ত্যাগ করা কঠিন। সে দেহভার বহনে অক্ষম, তাহার কর্ণাস্থিত কুবলয় পুষ্প সমীপে গুঞ্জনরত মধুকর তাহার কাণে কাণে যেন বলিতেছে, 'আমাকে এখন তাড়াইয়া দিও না'। (স্মরদশায়) (১২) তাহার ভুজলতা বিশীর্ণ হইয়া যাওয়ায় তাহা হইতে বিগলিত সুবর্ণকংকণ ভূতলে পতিত হইয়া তাহার মুক্তহস্ততার (১৩) সূচনা করিতেছে। তাহার নিতম্ব হইতে একই সময়ে রশনাবন্ধন-রজ্জুর সংস্রন বড়ই বিচিত্র! না হইবেই বা কেন। গুরু-কলত্রের (১৪) সতত নিষেবন (১৫) পতনের কারণই হইয়া থাকে। পোড়া হার (প্রিয়ের ন্যায়) বক্ষের উপর লালিত হইয়াও মনোভবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, সেইকাল হইতে সখীকে কষ্ট দিতেছে। অন্তর্ভিন্ন (১৬) ব্যক্তি হইতে

১১ ইহাতে তাহার মরাল-নিন্দিত গতি সূচিত হইতেছে।

১২ নয়নপ্রীতি, চিত্তাসঙ্গ, সংকল্প, নিদ্রাচ্ছেদ, তনুতা, বিষয়নিবৃত্তি, নিদ্রানাশ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা এবং মৃত্যু ইহাই কায়িক স্মরদশা! মানসিক স্মরদশা, যথা—অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্তন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মত্ততা, ব্যাধি, জড়তা ও মৃত্যু।

১৩ বিরহজনিত শীর্ণতাহেতু শিথিলহস্ততা, পক্ষে উদারতা।

১৪ গুরুকলত্র = গুরুপত্নী, পক্ষে নিবিড় নিতম্ব।

১৫ নিষেবন = কামভাবে উপসেবন, পক্ষে সতত সংশ্লিষ্ট হওন।

১৬ 'গৃহে বা মনে কলহাদি দ্বারা বিচ্ছিন্ন', পক্ষে 'সচ্ছিদ্র'। মুক্তা প্রভৃতি বিদ্ধ না হইলে হার গাঁথা যায় না, সেই জন্য হার বা হারের মুক্তা সকলকে 'অন্তর্ভিন্ন' বলা হইয়াছে।

বক্ষসিতং[১৫] স্বেদজলং কজ্জলমলিনাশ্রুবারিণা মিশ্রম্ ।
কুচতটপতিতং তস্যাঃ প্রয়াগসংভেদসলিলমনুকুরুতে ॥২৯৮॥
পিকরুতমলয়সমীরসুমনঃস্মরভৃংগদহনপরিকলিতা ।
পঞ্চতপশ্চরতি ত্বৎপরিরম্ভণসৌখ্যলম্পটা বালা ॥২৯৯॥
ন পরাপততি[১৬] বরাকী দশমীং যাবন্মনোভবাবস্থাম্ ।
ত্রায়স্ব সুভগ তাবচ্ছরণাগতরক্ষণং[১৭] ব্রতং মহতাম্ ॥৩০০॥
অথ তদ্‌বচসি কৃতাদরমুদ্ভূতমনোভবং সমবধার্য ।
অবগীতিভীতচেতা ঊচে গুণপালিতঃ সুহৃদম্ ॥ ৩০১॥
'যদ্যপি মারপ্রসরো দুর্বারঃ প্রাণিনাং নবে বয়সি ।
চিন্ত্যং তদপি বিবেকিভিরবসানং বারযোষিতাং প্রেম্ণঃ ॥৩০২॥
বারস্ত্রীণাং বিভ্রমরাগপ্রেমাভিলাষমদনরুজঃ ।
সহবৃদ্ধিক্ষয়ভাজঃ প্রখ্যাতাঃ সংপদঃ সুহৃদঃ ॥৩০৩॥

১৫ বক্ষসি তং (ক, গ)। ১৬ পরাংপততি (খ)। ১৭ বক্ষণব্রতং (ক)।

কোথায় বা মজল হইয়া থাকে? তাহার গৌরদেহের উপর অবস্থিত (অথবা দেহে লিপ্ত চন্দন সংযোগে) শ্বেত স্বেদধারা কজ্জল-মলিন অশ্রুধারার সহিত মিলিত হইয়া কুচতটে পতিত হইয়া প্রয়াগস্থ গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের বারিধারাকে অনুকরণ করিতেছে। আপনার আলিঙ্গনসুখলালসিতা বালা পিকতান, মলয়-পবন, পুষ্পরাশি, মদন ও ভৃঙ্গ, এই পঞ্চ অগ্নিদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পঞ্চতপ (১৭) আচরণ করিতেছে। যাবৎ সেই দীনা স্মরদশার দশমী (১৮) অবস্থায় পতিতা না হয়, হে সুভগ, তাবৎ তাহাকে রক্ষা করুন। শরণাগতজনকে রক্ষা করাই মহৎ ব্যক্তিগণের ব্রত।" ॥ ২৮৫-৩০০ ॥

অনন্তর তাহার বাক্যবিন্যাসে সুহৃদের অনুরাগ সম্যক্‌রূপে উদিত হইয়াছে দেখিয়া, বেশ্যানুসরণজনিত নিন্দার ভয়ে গুণপালিত তাঁহাকে বলিলেন—

"যদ্যপি তরুণ বয়সে জীবগণের কামবিকার দুর্বার হইয়া উঠে, তথাপি বিবেকশালী ব্যক্তিগণ কর্তৃক বারাঙ্গনাদের প্রেমের পরিণাম চিন্তা করা উচিত। বারস্ত্রীগণের বিভ্রম, অনুরাগ, স্নেহ, অভিলাষ ও কামব্যথা (১৯) কামুকদিগের

১৭ পঞ্চতপ বা পঞ্চাগ্নিসাধ্য তপস্যাবিশেষ, যথা—"যজ্ঞিয়ৈর্দারুভিঃ শুষ্কৈশ্চতুর্দিক্ষু চতুষ্কৃতম্। বহ্নিসংস্থাপনং গ্রীষ্মে তীব্রাংশুস্তত্র পঞ্চমঃ।...তন্মধ্যস্থা সূর্য্যবিম্বং বীক্ষন্তী বহুলাংশুকা।" ইতি—কালিকাপুরাণে। ১৮ স্মরদশার শেষ অবস্থা অর্থাৎ 'মৃত্যু'।

১৯ "প্রেমাভিলাষো রাগশ্চ স্নেহপ্রেমরতিস্তথা। শৃঙ্গারশ্চেতি সংভোগঃ সপ্তাবস্থঃ প্রকীর্তিতঃ। প্রেমাদিদৃক্ষা, রম্যেষু তচ্চিন্তমভিলাষকঃ। রাগস্তৎসংগবুদ্ধিঃ স্যাৎ। স্নেহস্তৎ-

তাভিরবদাতজন্মা করোতি সংগং[১৮] কথং যাসাম ।
ক্ষণদৃষ্টোঽপি প্রণয়ী, রূঢ়প্রণয়োঽপি জন্মনোঽপূর্বঃ ॥৩০৪॥
প্রদ্যুম্নঃ প্রদ্যুম্নো বিরূপকঃ খলু বিরূপকঃ সততম ।
সুস্নিগ্ধঃ সুস্নিগ্ধো রূক্ষো রূক্ষস্তু গণিকানাম্ ॥৩০৫॥
যাসাং জঘনাবরণং পরকৌতুকবৃদ্ধয়ে ন তু ত্রপয়া ।
উজ্জ্বলবেশা রচনা কামিজনাকৃষ্টয়ে ন তু স্থিতয়ে ॥৩০৬॥
মাংসরসাভ্যবহারঃ পুরুষাহতিপীড়য়া ন তু স্পৃহয়া ।
আলেখ্যাদৌ ব্যসনং বৈদগ্ধ্যখ্যাতয়ে ন তু বিনোদায় ॥৩০৭॥
রাগোঽধরে ন চেতসি, সরলত্বং ভুজলতাসু ন প্রকৃতৌ ।
কুচভারেষু সমুন্নতিরাচরণে নাভিনন্দিতে সদ্ভিঃ ॥৩০৮॥

১৮ কুর্বীত সমাগমং (গ) ।

সম্পদের বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে, তাহাদের সুহৃদ্‌গণের ন্যায়, বৃদ্ধি ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (২০) যাহাদিগের নিকট ক্ষণদৃষ্ট ব্যক্তি প্রণয়ভাজন হয় আবার বহু কালের প্রণয়ীকে যাহারা 'যেন পূর্বে কখনও দেখে নাই' এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া উপেক্ষা করে, সেই সকল নারীর সহিত সৎকুলজাত ব্যক্তি কিরূপে সঙ্গ করে ? অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিকে গণিকাগণ সতত প্রদ্যুম্ন বা দ্বিতীয় কামদেব বলিয়া গণনা করে ; যে ব্যক্তি অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহাকে তাহারা কুৎসিত বলিয়া মনে করে ; বহু সম্পত্তিশালী ব্যক্তিমাত্রই তাহাদিগের নিকট স্নেহশীল এবং (অর্থহীন) স্নেহশীল ব্যক্তি তাহাদিগের নিকট রুক্ষ-প্রকৃতি বলিয়া বিবেচিত হয় ।"

"তাহারা অপরের কৌতুহল বৃদ্ধির জন্যই জঘন আবরণ করে, লজ্জায় (২১) নহে, তাহাদের উজ্জ্বল বস্ত্রালংকারাদিতে বেশবিন্যাস কামিজনকে আকৃষ্ট করিবার জন্য, লোকমর্যাদার জন্য নহে। মাংস ও তৃপ্তিকর খাদ্য তাহারা অত্যন্ত-পুরুষ-সংসর্গজনিত দেহক্ষয়ের পুষ্টি হেতু আহার করিয়া থাকে, স্পৃহাবশতঃ নহে (২২) । চিত্রাংকনাদি ব্যসন তাহাদের বৈদগ্ধ্যখ্যাতির জন্য, চিত্তবিনোদনের জন্য নহে।

প্রবণক্রিয়া । তদ্বিয়োগাসহং প্রেম, রতিস্তৎসহবর্তনম্ । শৃংগারস্তৎসমং ক্রীড়া, সংভোগঃ সপ্তধাক্রমঃ" । ইতি রসরত্নাকরঃ ।

২০ অর্থাৎ যতক্ষণ কামুকদিগের সম্পদ থাকে, ততক্ষণ তাহাদের বিভ্রমাদির বিকাশ এবং সম্পদের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও হ্রাস হইতে থাকে । সেইরূপ "সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয় । অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয় ।"

২১ অর্থাৎ জঘনদেশ অনাবৃত থাকিলে তাহারা যে তাহা আবৃত করে, তাহা লজ্জাহেতু নহে, কামুকগণের কৌতূহলোদ্দীপনের জন্য ।

২২ সুখাদ্যে তাহাদেব অনুরাগ রসনা-তৃপ্তির জন্য নহে, রতিক্ষয়জনিত বলাধানের জন্য ।

জঘনস্থলেষু গৌরবমাকৃষ্টধনেষু নো কুলীনেষু।
অলসত্বং গমনবিধৌ নো মানববঞ্চনাভিযোগেষু ॥৩০৯॥
বর্ণবিশেষাপেক্ষা প্রসাধনে নো রতিপ্রবন্ধেষু[১৯]।
ওষ্ঠে মদনাসংগো নো পুরুষবিশেষসম্ভোগে ॥৩১০॥
যা বালেঽপি সরাগা, বৃদ্ধেঽপি বিহিতমন্মথাবেগা।
ক্লীবেষ্বপি কান্তদৃশঃ, সাকাংক্ষা দীর্ঘরোগেঽপি ॥৩১১॥
স্বেদাম্বুকণোপচিতা অনার্দ্রতা[২০]-নিজনিবাসমনসশ্চ।
আবিষ্কৃতবেপথবো বজ্রোপলসারকঠিনাশ্চ ॥৩১২॥

১৯ প্রসংগেষু (খ)। ২০ ন চার্দ্রতা (ক, গ)।

'রাগ' (২৩) তাহাদের অধরে, অন্তরে নহে ; সরলতা ভূজলতায়, প্রকৃতিতে নহে ; সমুন্নতি কেবল তাহাদের কুচভারে, সজ্জন-অভিনন্দনোচিত আচরণে নহে। গৌরব (২৪) তাহাদের জঘনস্থলে, আকৃষ্টধন সৎকুলজাত ব্যক্তির প্রতি নহে। অলসতা তাহাদের গতিতে, মানব-বঞ্চনাভিযোগে নহে (২৫)।"

"প্রসাধনের সময় তাহারা বর্ণবিশেষের বিচার করে, অন্যথা রতিপ্রসঙ্গে তাহাদের বর্ণবিচার নাই (২৬) ; ওষ্ঠে তাহারা মদন (২৭) আসঙ্গ (২৮) করিয়া থাকে, অন্যথা পুরুষবিশেষের সহিত সম্ভোগে তাহাদের মদনোদয় হয় না। বালকের প্রতিও তাহারা অনুরাগবতী, বৃদ্ধকেও কামাবেগ প্রদর্শন করে, ক্লীবের প্রতিও কান্তদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকে এবং দীর্ঘকাল রোগগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতিও আকাংক্ষিত হয়। (রতিশ্রমজনিত) স্বেদাম্বুকণা দ্বারা তাহাদের দেহ সিক্ত হইলেও মনের আবাস-ভূমি যে হৃদয়, তাহা কিছু মাত্র আর্দ্র নহে। (পুরুষপ্রতারণার জন্য) বাহিরে বেপথুভাব দেখাইলেও, অন্তরে তাহারা হীরকখণ্ডের ন্যায়

২৩ রাগ—'রক্তিমাভা' পক্ষে 'অনুরাগ'। ২৪ গৌরব—'গুরুত্ব' পক্ষে 'সম্মানপ্রদর্শন'।

২৫ অলসতা—'মন্থরগামিত্ব' পক্ষে 'দীর্ঘসূত্রতা'। অর্থাৎ তাহারা শ্রোণিকুচভারে অলসগমনা বটে কিন্তু লোকবঞ্চনায় তাহাদের দীর্ঘসূত্রতা নাই।

২৬ অর্থাৎ প্রসাধনকালে তাহারা অঙ্গরাগের এবং বেশাদির বর্ণবিচার করে কিন্তু রতিপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ-শূদ্র বর্ণবিচার করে না। ২৭ মদন—'কাম', পক্ষে 'মোম'।

২৮ মদনাসঙ্গ—'মোমপ্রয়োগ' পক্ষে 'কামসম্বন্ধ'। এই শ্লোকের দুই প্রকার অর্থ সম্ভব, যথা—(১) ওষ্ঠে শীত হেতু বা অধর দংশনজনিত ক্ষতের ব্যথা প্রশমনের জন্য 'মদন' অর্থাৎ 'মোম' ব্যবহার করে ; অথবা (২) তাহাদের যে কামপ্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রেম, তাহা কেবল মুখেই, অন্তরে নহে। আমাদের মনে হয়, কবি প্রথম অর্থই বুঝাইতে চাহিয়াছেন ; কারণ পরেই দ্বিতীয় অর্থের অনুরূপ উক্তি আছে,সুতরাং একই কথা দুই বার বলিবার কোন অর্থ হয় না।

জঘনচপলা অনার্যাঃ, পরভৃতয়ঃ কৃতকনেত্ররাগাশ্চ।
সর্বাংগার্পণদক্ষা অসমর্পিতহৃদয়দেশাশ্চ ॥৩১৩॥
ন কুলসমুৎপন্না অপি ভুজংগদশন[২১] কৃতবেদনাভিজ্ঞাঃ।
কন্দর্পদীপিকা অপি রহিতাঃ স্নেহপ্রসংগেন ॥৩১৪॥
উজ্ঝিতবৃষযোগা অপি রতিসময়ে নরবিশেষনিরপেক্ষাঃ।
কৃষ্ণৈকাভিরতা অপি হিরণ্যকশিপুপ্রিয়াঃ সততম্ ॥৩১৫॥
মেরুমহীধরভুব ইব কিম্পুরুষসহস্রসেবিতনিতম্বাঃ।
নীতয় ইব ভূমিভৃতাং সুপরিহৃতানর্থসংযোগাঃ ॥৩১৬॥

২১ ভুজংগদর্শনসুবেদনা (ক)।

"তাহারা জঘনচপলা" ও অনার্যা (২৯), পরভৃতিকা ও কৃত্রিমনয়নরাগসম্পন্না (৩০), (কামুককে) সমস্ত দেহদানে দক্ষ অথচ হৃদয় দান করে না। তাহারা (সৎ-)কুল সমুৎপন্না নহে (সুতরাং ন-কুলা ৩১) এবং ভুজঙ্গ দংশনের (৩২) বেদনায় অভিজ্ঞা; কন্দর্পের দীপিকা হইয়াও তাহাদের হৃদয়ে স্নেহের (৩৩) সংপর্ক নাই। বৃষ-যোগ (৩৪) বর্জন করিয়াও রতিকালে নরবিশেষে (৩৫) কোন অপেক্ষা রাখে না। কৃষ্ণে (৩৬) নিতান্ত অনুরক্তা অথচ সতত হিরণ্যকশিপু-প্রিয়া (৩৭)। মেরুপর্বতের নিতম্বের ন্যায় তাহাদের নিতম্ব সহস্র কিম্পুরুষ

২৯ জঘন-চপলা—আর্যা ছন্দের অন্তর্গত একটি বিশেষ ছন্দ সুতরাং 'জঘনচপলা' ও 'অনার্যা' (অর্থাৎ আর্যা ছন্দ নহে) বলিলে বিরুদ্ধ উক্তি হয়। কিন্তু অপর পক্ষে 'জঘনচপলা' অর্থে যে বহু ব্যক্তিকে জঘন দান করিয়া থাকে অর্থাৎ ব্যভিচারিণী; অনার্যা অর্থে হীনপ্রকৃতি বা বিবেকশূন্যা। ৩০ পরভৃতিকা—যে পরের অর্থে জীবিকা নির্বাহ করে, পক্ষে কোকিল। কোকিলের চক্ষু স্বভাবতঃই রক্তিম কিন্তু পরভৃতিকা গণিকার মানাদি হেতু যে নয়নের রক্তিমা, তাহা কৃত্রিম; সুতরাং এখানে বিরোধালংকার হইতেছে। ৩১ নকুলা—কুলহীনা, পক্ষে স্ত্রী-বেজী। ৩২ ভুজঙ্গ—সর্প, পক্ষে বিট। সুতরাং যে নকুল সর্পের ভীতিস্থানীয়, সে ভুজঙ্গ-দংশনে অভিজ্ঞ হইবে কিরূপে?

৩৩ 'দীপিকা' অর্থে প্রদীপ, পক্ষে 'উদ্দীপনকারিণী' এবং 'স্নেহ' অর্থে 'অনুরাগ', পক্ষে 'তৈল', সুতরাং গণিকাগণ মদনোদ্দীপন করে কিন্তু তাহাদের অন্তরে স্নেহের লেশ নাই, পক্ষে তাহারা কন্দর্পের দীপ অথচ তৈললেশহীন। ৩৪ 'কামশাস্ত্রোক্ত বৃষলক্ষণযুক্ত পুরুষের সংযোগ', পক্ষে বৃষ অর্থাৎ ধর্মের সহিত সংযোগ। সুতরাং অর্থ হইতেছে—গণিকা ধর্মহীনা ও রতিকালে শশ, বৃষ বা অশ্ব যে কোন জাতীয় পুরুষের সংযোগে তাহাদিগের আপত্তি নাই। ৩৫ যদি তাহারা নরবিশেষের অপেক্ষা না করে তবে 'উজ্ঝিতবৃষযোগা' বলা হইতেছে কেন? ইহাই বিরোধালংকার। কামশাস্ত্রকারগণ লিঙ্গের পরিমাণ-ভেদে ছয় অঙ্গুলি লিঙ্গবিশিষ্ট শশ, নয় অঙ্গুলি বৃষ ও দ্বাদশাঙ্গুলি লিঙ্গবিশিষ্ট অশ্ব এইরূপে পুরুষের জাতিনির্দেশ করিয়াছেন। ৩৬ কৃষ্ণ—'বাসুদেব', পক্ষে 'পাপ'। ৩৭ হিরণ্যকশিপু—'স্বনামধন্য দৈত্যরাজ', পক্ষে হিরণ্য অর্থাৎ স্বর্ণ এবং কশিপু অর্থাৎ অন্নবস্ত্র।

বহুমিত্রকরবিদারণ[২২] লব্ধাভ্যুদয়াঃ সরোরুহিণ্য ইব।
ডাকিন্য ইব চ রক্তব্যাকর্ষণকৌশলোপেতাঃ ॥৩১৭॥
প্রতিপুরুষং সন্নিহিতাঃ কৃত্যপরা বিবিধবিকরণোপচিতাঃ।
বহুলার্থগ্রাহিণ্যঃ প্রকৃতয় ইব দুর্গ্রহা গণিকাঃ ॥৩১৮॥
(অর্থচতুষ্টয়মত্র[২৩])
সাদরমাকৃষ্য চিরং কুসুমস্তবকং চ নরবিশেষং চ।
রিক্তীকর্তুং নিপুণাঃ ক্ষুদ্রাঃ ক্ষুদ্রাশ্চ চুম্বন্তি ॥৩১৯॥

২২ মিত্রকরজদারণ (গ)। ২৩ অর্থচতুষ্টয়বাচিনীয়মার্যা (খ)।

দ্বারা (৩৮) সেবিত; রাজনীতিতে যেরূপ অনর্থের সংযোগ (৩৯) পরিহার করা হইয়া থাকে, ইহারাও সেইরূপ অনর্থের সংযোগ সযত্নে পরিহার করে। পদ্মসমূহের ন্যায় তাহারা বহু-মিত্র করবিদারণ দ্বারা অভ্যুদয় (৪০) লাভ করে, ডাকিনীদিগের ন্যায় তাহারা রক্ত-আকর্ষণ-কৌশল (৪১) জানে। গণিকাগণ প্রতি পুরুষের (৪২) সন্নিহিতা হইয়া কৃত্যপরা (৪৩) বিবিধবিকারযুক্তা (৪৪) ও বহু অর্থ-গ্রাহিনী (৪৫) হইয়া প্রকৃতির (৪৬) ন্যায় দুর্গ্রহা (৪৭)।* ক্ষুদ্রাগণ (অর্থাৎ

৩৮ কিম্পুরুষ—'দেবযোনিবিশেষ', পক্ষে 'কিং' অর্থাৎ 'কুৎসিৎ' পুরুষ। ৩৯ অনর্থ-সংযোগ—নাশ বা ভয়োৎপত্তির উপলব্ধি', পক্ষে অর্থহীন ব্যক্তির সহিত সমাগম।' ৪০ বহু-মিত্র-কর-বিদারণ—মিত্র অর্থাৎ প্রণয়িগণের বহু নখরক্ষত তাহা দ্বারা অভ্যুদয় অর্থাৎ ঐশ্বর্য লাভ করে, পক্ষে বহু সূর্য্যকিরণ দ্বারা পত্রোদ্‌ঘাটনে পদ্মের অভ্যুদয় বা বিকাশ লাভ হয়। ৪১ রক্ত—'রুধির', পক্ষে 'অনুরক্ত ব্যক্তি', আকর্ষণ 'শোষণ' পক্ষে 'আকৃষ্টকরণ।'

৪২ পুরুষ—(১) ব্যাকরণের প্রথম, মধ্যম ও উত্তম পুরুষ; (২) যে শরীরে বাস করে অর্থাৎ আত্মা। "যৎকারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্। তদ্‌বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্যতে।" (৩) জীবাত্মা; (৪) প্রজান্তর্গত প্রতি পুরুষ। ৪৩ কৃত্য—(১) তব্যাদি প্রত্যয়; (২) সুখ, দুঃখ মোহাত্মক মহদাদি কার্য; (৩) নিজ নিজ করণীয় কার্য; (৪) সপ্তরাজ্যাঙ্গের কর্তব্য কার্য (functions), ৪৪ বিকার (১) শপ্‌শ্নাদি প্রত্যয়ের যোগে যে বৃদ্ধি আদি বিকার হইয়া থাকে. (২) সাংখ্যদর্শনোক্ত ষোড়শ বিকার; (৩) ক্রোধলোভাদি; (৪) বিবিধ উপকরণ।

৪৫ অর্থ—(১) শব্দের অভিধেয় ও প্রতিপাদ্য, (২) দৃশ্যত্ব ও পরিণামিত্ব বিশিষ্ট পদার্থ; (৩) ধর্মার্থকাম এই ত্রিবর্গের মধ্যে ঐহিক ধনজাত সৌভাগ্য; (৪) স্বরাজ্যের রক্ষা ও পররাজ্যের অনুসন্ধানাদিরূপ রাজনীতি অথবা রাজকর। ৪৬ প্রকৃতি—(১) ব্যাকরণের প্রকৃতি অর্থাৎ শব্দ (subject) ও ধাতু (predicate); (২) সত্ত্বরজঃতম গুণাত্মক জগতের মূল কারণ; (৩) জীবাত্মার স্বভাব; (৪) স্বামী, মন্ত্রী, সহায়, ধন, দেশ, দুর্গ ও সৈন্য এই সপ্তবিধ রাজ্যাঙ্গ। ৪৭ দুর্গ্রহ—(১) দুর্ এই উপসর্গকে যাহা গ্রহণ করে, (২) শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা যাহা কষ্টে বুঝিতে পারা যায়; (৩) কষ্টের সহিত যাহাকে নিয়মিত করা যায়; (৪) অপরাজেয়।

* এইবার সম্পূর্ণ শ্লোকের চারিটি গূঢ়ার্থ দেখান হইতেছে—(১) ব্যাকরণের প্রকৃতি

পরমার্থকঠোরা অপি বিষয়গতং লোহকং মনুষ্যং চ।
চুম্বকপাষাণশিলা রূপাজীবাশ্চ কর্ষন্তি ॥৩২০॥
পুরুষাক্রান্তাঃ সততং কৃত্রিমশৃঙ্গাররাগরমণীয়াঃ।
আহন্যমানজঘনাঃ করেণবো বারযোষাশ্চ ॥৩২১॥
উচিতগুণোৎক্ষিপ্তা অপি পুরতোঽপি[২৪] বিনিবেশিতে সুবর্ণলবে।
ঝগিতি পতন্তি মুখেন প্রকটপ্রমদা যথা চ তুলাঃ ॥৩২২॥

২৪ পুরতোঽপি নিবেশিতে (ক, গ), পুরতো বিনিবেশিতে (খ)।

মধুমক্ষিকাগণ) যেরূপ কুসুমস্তবক হইতে নিঃশেষে মধু পান করিবার জন্য তাহাকে বহুক্ষণ চুম্বন করে সেইরূপ এই ক্ষুদ্রাগণ (অর্থাৎ গণিকাগণ) নরবিশেষকে (আকর্ষণ করিয়া) যাবৎ সে নিঃস্ব না হয় তাবৎ চুম্বনাদি করিয়া থাকে। (কঠিন) চুম্বক প্রস্তর যেরূপ অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইলেও লৌহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে সেইরূপ অন্তরে কঠোর-হৃদয়া বেশ্যাগণ বিষয়াসক্ত পুরুষগণকেও নিজের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকে। হস্তিনীগণ যেরূপ পুরুষগণ কর্তৃক আক্রান্তা (অর্থাৎ আরূঢ়া) হইয়া সর্বদা শৃঙ্গাররাগে সজ্জিতা (অর্থাৎ সিন্দুর ভূষণাদিতে অলংকৃতা) ও (চালক কর্তৃক) নিতম্ব দেশে অংকুশ দ্বারা আহত হইয়া থাকে সেইরূপ বারযোষাগণ পুরুষগণ কর্তৃক পরিবৃতা হইয়া সর্বদা কৃত্রিম শৃঙ্গার-রাগের অভিব্যক্তি হেতু রমণীয়তা প্রদর্শন করিয়া (সুরত কালে সমতলাদি) তাড়ন (৪৮) উপভোগ করিয়া থাকে। উচিত (অর্থাৎ অভ্যস্ত) ব্যক্তি কর্তৃক গুণ (অর্থাৎ সূত্র) দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া তুলাযন্ত্র যেরূপ সুবর্ণকণা স্থাপন মাত্রই তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে সেইরূপ বেশ্যাগণও যদ্যপি উচিত গুণশালী ব্যক্তির প্রতি প্রবৃত্তকামা হয় তথাপি সম্মুখে সুবর্ণকণা স্থাপন মাত্রেই তাহারা সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়া

প্রথমাদি পুরুষ ভেদে, কৃত্যাদি প্রত্যয়যোগে, শপ শ্নাদি বিকরণ প্রত্যয়ের প্রয়োগে বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং দুর্, এই উপসর্গও গ্রহণ করিয়া থাকে। (২) ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি পুরুষ বা আত্মার সহিত যুক্ত হইয়া সুখ দুঃখ মোহাত্মক মহদাদি কার্য করে, বিবিধ বিকার প্রাপ্ত হয়, দৃশ্যত্ব ও পরিণামিত্ব বিশিষ্ট বহু পদার্থ গ্রহণ করে, শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতীত তাহার স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। (৩) জীবাত্মার প্রকৃতি বা স্বভাব (nature) প্রত্যেক পুরুষ বা জীবাত্মাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, নিজ নিজ করণীয় কার্য করে, কাম-ক্রোধ-লোভাদি বিবিধ বিকারে পুষ্ট হয়, নানাবিধ সৌভাগ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাকে নিয়মিত করা অত্যন্ত কঠিন। (৪) রাজনীতির স্বামী মন্ত্রী সহায় প্রভৃতি প্রকৃতি প্রজাস্থ প্রতি পুরুষের সহিত সংবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব কর্তব্য কার্য করিয়া বিবিধ উপকরণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া স্বরাজ্য রক্ষাদিরূপ অর্থ সম্যক্ আয়ত্ত করিয়া অথবা বহু রাজকর দ্বারা শক্তিশালী হইয়া অপরাজেয় হইয়া থাকে।

৪৮ তাড়ন বা প্রহণন দ্বিবিধ, পুরুষ কর্তৃক প্রযোজ্য ও রমণী কর্তৃক প্রযোজ্য। পুরুষ কর্তৃক প্রযোজ্য তাড়ন চতুর্বিধ—অপহস্তক, প্রসৃতক, মুষ্টি ও সমতলক তাহার প্রয়োগ স্থান, যথা—স্কন্ধদ্বয়, মস্তক, স্তনদ্বয়, পৃষ্ঠ, জঘন ও পার্শ্ব।

বহিরুপপাদিতশোভা অন্তস্তুচ্ছাঃ স্বভাবতঃ কঠিনাঃ।
বেশ্যাঃ সমুদ্গিকা ইব ক্বণন্তি যন্ত্রপ্রয়োগেণ ॥৩২৩॥
বধ্নন্তি যেঽনুরাগং দৈবহতাস্তাসু বারবনিতাসু।
তে নিঃসরন্তি[২৫] নিয়তং পাণিদ্বয়মগ্রতঃ কৃত্বা ॥' ৩২৪

হারলতাখ্যানম্ (৪)

ইদমুপদিশতি বয়স্যে সুন্দরসেনে চ মন্মথব্যথিতে।
প্রস্তাবাদুপগাতুং[১] গীতিত্রয়মভ্যধায়ি কেনাপি ॥৩২৫॥
'তরুণীং রমণীয়াকৃতিমুপনীতাং স্মৃতিভুবা বশীকৃত্য।
পরিহরতি যো জড়াত্মা প্রথমোঽসৌ নালিকো বিনা ভ্রান্তিম্॥৩২৬॥

২৫ নিস্সরন্তি (গ)। ১ ত্বুপযাতং (গ)।

পড়ে। যেরূপ স্বভাবতঃ কঠিন কৌটার বহির্ভাগ নানা বর্ণে চিত্রিত অথচ তাহা অন্তঃসারশূন্য এবং যন্ত্র দ্বারা আহত হইলেই ঝনৎকার করে সেইরূপ স্বভাবতঃ কঠিনহৃদয়া বেশ্যাও বাহিরে নানা বেশ ও অলংকারাদিতে সুসজ্জিতা হইলেও অন্তঃসারশূন্যা এবং যন্ত্র প্রয়োগে (অর্থাৎ ছল ব্যাপারে) অনুকূলভাষিণী হইয়া উঠে। যে সকল হতভাগ্য বারবনিতাগণের প্রতি বদ্ধপ্রণয় হয় তাহারা পরিণামে (ভিক্ষার্থে) যুক্তহস্ত প্রসারণপূর্ব্বক বেশ্যাবাটী হইতে নির্গত হয়।" ॥ ৩০১-৩২৪ ॥

মন্মথ-ব্যথিত সুন্দর সেনকে বয়স্য যখন এইরূপ উপদেশ দিতেছিলেন সেই সময়ে তাঁহারা শুনিলেন, কোন ব্যক্তি প্রসঙ্গ অনুসরণ করিয়া নিম্নলিখিত গীতিকা তিনটি গান করিল—

"কামবশীভূতা রূপগুণযুতা
তরুণী রমণী কভু
আপনি আসিয়া প্রেম নিবেদিয়া
সম্মুখে দাঁড়ায় তবু
যে জন তাহায় বিফলে ফিরায়
জানিবে সকলে তারে
মূর্খের মাঝে চূড়ামণি সে যে
নহিলে ইহা কি পারে?"

ইদমেব হি জন্মফলং জীবিতফলমেতদেব যৎ পুংসাম্ ।
লড়হ[২] নিতম্ববতীজনসম্ভোগসুখেন যাতি তারুণ্যম্ ॥৩২৭॥
সুমনোমার্গণদহনজ্বালাবলিদহ্যমানসর্বাংগ্যঃ।
প্রবলপ্রেমপ্রবণাঃ প্রমদাঃ স্পৃহয়ন্তি নাল্পপুণ্যেভ্যঃ ॥' ৩২৮ ॥
এবমুপশ্রুত্য বচঃ সমুবাচ পুরন্দরাত্মজঃ সুহৃদম্ ।
'মম হৃদয়াদিব কৃষ্ট্বা গীতমিদং সাধুনাঽনেন ॥৩২৯॥
তদতনুসায়কবিকলাং হারলতাং হরিণশাবতরলাক্ষীম্ ।
আশ্বাসয়িতুং যামো, গুণপালিত কিং বিকল্পিতৈর্বহুভিঃ ॥' ৩৩০ ॥
অথ তত্র কাঽপি গণিকাঽগণয়ন্তী পরিচিতং হৃতদ্রবিণম্ ।
প্রবিশন্তমেব মন্দিরমীর্ষ্যাব্যাজেন নিরুরোধ ॥৩৩১॥

২ লটহ (গ)।

"জনম কারণ জীবন ধারণ
পুরুষ কামনা করে
সারাটি যৌবন করি 'নিধুবন'
পরম আনন্দ ভরে
বরারোহা ধনী সুন্দরী রমণী
তাহার সহিত সুখে
কাটে বারো মাস এই তার আশ
বুকে বুকে মুখে মুখে।"

"কুসুমেষু অগ্নিদাহে দগ্ধ হয়ে সর্বদেহে,
প্রেমাবেগে যাহার রমণ
যুবতী কামিনী চাহে জুড়াইতে কামদাহে,
অতি পুণ্যবান্ সেই জন।"

এই সকল গীত শুনিয়া পুরন্দরের পুত্র সুহৃদ্‌কে বলিলেন, "এই সাধু ব্যক্তি আমার অন্তরের কথাই গীতচ্ছলে বলিয়াছেন। অতএব হে গুণপালিত, চল, সেই কামবাণবিকলা হরিণশাবকতরলাক্ষী হারলতাকে আশ্বাস দান করিতে যাই।" ॥ ৩২৫—৩৩০ ॥

অনন্তর সেইখানে (অর্থাৎ বেশ্যাপল্লীতে) গিয়া তাঁহারা দেখিলেন, কোন গণিকা হৃতসর্বস্ব কোন পরিচিত ব্যক্তিকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহাকে আশ্রয় দিতে ইচ্ছা না করিয়া ঈর্ষার ছল করিয়া তাহার পথ রোধ করিতেছিল।

কাচিদ্‌বন্ধকদত্তং লুণ্ঠীকৃত³জীর্ণবসনমবলোক্য।
বেশ্যা বিষীদতি স্ম ক্ষপাক্ষয়ে ব্যর্থকর্তব্যা ॥৩৩২॥
দৈবস্মৃত্যাঽপতিতং⁴ দৃষ্টিপথং⁵ ভগ্নমূল্যবিটমেকা।
জ্বলিতা ক্রুধা ভুজিষ্যা জগ্রাহ জবেন ধাবিত্বা ॥৩৩৩॥
অন্তঃস্থিতকামিগৃহদ্বারগতং লুপ্তবিত্তনরমন্যা।
সমুবাচ কুট্টনী ব্রজ কল্লোলাকল্পদেহেতি ॥৩৩৪॥
প্রকটিতদশননখক্ষতিরভিদধতী রাজপুত্ররতিযুদ্ধম্।
অপরা পুরঃ সখীনাং বারবধূরাততান সৌভাগ্যম্ ॥৩৩৫॥
অন্যা কামিস্পর্ধাবর্ধিতভাটী সমুৎসুকা চণ্ডী।
সৌভাগ্যগর্বদর্পং সমুবাহ বিলাসিনীমধ্যে ॥৩৩৬॥
একগণিকানুবন্ধে⁶ ক্রোধোদ্ধতশস্ত্রকামিনোঃ কাঽপি।
সম্ভ্রমতো ধাবিত্বা নিবারয়ামাস কুট্টনী কলহম্ ॥৩৩৭॥

৩ পুঞ্জীকৃত (গ)। ৪ দৈবস্মৃত্যা পতিতং (ক, গ)। ৫ দৃষ্টিপথে (গ) ৬ একগণিকানুবন্ধ (খ)।

কোন বেশ্যা বন্ধকদত্ত পুঁটুলির ভিতর একখানি জীর্ণ বস্ত্র মাত্র দেখিয়া রাত্রিটি বৃথায় অতিবাহিত হইল মনে করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছিল।* মূল্য না দিয়া পলায়িত কোন বিটকে দৈবাৎ দেখিতে পাইয়া কোন বেশ্যা ক্রোধে জ্বলিয়া সবেগে তাহার প্রতি ধাবিত হইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। (অর্থশালী) কোন কামী যখন গৃহমধ্যে অবস্থান করিতেছে সেই সময়ে হৃতবিত্ত কোন এক ব্যক্তিকে গৃহদ্বারের নিকট আসিতে দেখিয়া কোন এক কুট্টনী (১) তাহাকে বলিতেছিল—'তোমার তো দেহ এখন জলতরঙ্গের মত স্বচ্ছ হইয়াছে (২) এখন ফিরিয়া যাও।' অপর একটি বারবধূ সখীগণের সম্মুখে (গত রজনীতে) রাজপুত্রের সহিত তাহার রতিযুদ্ধের নিদর্শন-স্বরূপ গাত্রস্থিত নখ-দন্ত ক্ষতাদি দেখাইয়া নিজ সৌভাগ্য জ্ঞাপন করিতেছিল।

কামিগণের স্পর্ধা দ্বারা বর্ধিত 'ভাটী' (৩) লাভে উৎফুল্লা কোন কোপনা নায়িকা বিলাসিনীগণমধ্যে নিজসৌভাগ্য-গর্ব দর্পভরে বর্ণনা করিতেছিল। কোন

* 'গ' পুস্তকের পাঠান্তর অনুসারে—'কোন বেশ্যা বন্ধকদত্ত পুঞ্জীকৃত জীর্ণবস্ত্র দেখিয়া দুঃখিত হইয়া ভাবিতেছিল, প্রভাতে উঠিয়া কি প্রতিকার করিবে।'

১ বাড়ীওয়ালী। ২ অর্থাৎ দেহে তো বেশভূষা কিছুই নাই কেবল একখানি শ্বেতাম্বর সম্বল, সুতরাং গণিকাগৃহে আসিয়া কি হইবে।

৩ কোন সুন্দরী বাররামাকে লাভ করিবার জন্য কয়েক জন কামী রেষারেষি করিয়া

ধনমাহৃত্য বহুভ্যো ভুজ্যত একেন কেনচিৎসার্ধম্ ।
ইতি ধনবন্তং কামিনমাবর্জয়তি স্ম কাঽপি[৭] বারবধূঃ ॥৩৩৮॥
গায়ন্ মাত্রাগাথা[৮] দ্বিপদিকয়া[৯] সৌষ্ঠবেন বিট একঃ ।
বভ্রাম পুরো দাস্যা বিদধদ্বিকৃতীরনেকবিধাঃ ॥৩৩৯॥
কশ্চিৎ পণ্যস্ত্রীণাং বিভবোপচিতান্যপুরুষযোজনয়া ।
বিদধাতি স্মারাধনমধনত্বমুপাগতঃ কামী ॥৩৪০॥
ত্বয়ি সক্তেন গৃহমুজ্ঝিতমধুনা পরেব জাতাঽসি ।
ইতি ঢৌকমলভমানঃ কশ্চিদ্ গণিকামুপালেভে ॥৩৪১॥
উষিতামপরেণ সমং বৃদ্ধবিটানাং পুরঃ পরাজিত্য ।
ত্যাজয়তি[১০] স্ম ভুজংগঃ[১১] কশ্চিদ্গণিকাং দ্বিগুণভাটীম্[১২] ॥৩৪২॥

৭ স্ম বারবধূঃ (ক, গ)। ৮ গাথামাত্রং (গ)। ৯ দ্বিপদকমথ (গ)।
১০ পূজয়তি (গ)। ১১ ভূজংগঃ (ক)। ১২ দ্বিগুণভাট্যা (গ)।

একটি কুট্টনী বিপদাশংকায় সম্ভ্রমে ধাবিত হইয়া একই গণিকাকে লাভ করিবার জন্য বিবদমান, ক্রোধোদ্ধত, শস্ত্র গ্রহণেচ্ছু কামিদ্বয়কে কলহ হইতে নিবারণ করিতেছিল। 'বহু লোকের নিকট হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া তাহা ভোগ করিতে হয় এক জন নাগরের সঙ্গে' এই চাটুবাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া কোন বারবধূ ধনশালী কোন কামীকে বশীভূত করিতেছিল। কোন একটি বিট একটি মাত্রাগাথা (৪) দ্বিপদী তালে সৌষ্ঠব সহকারে গান করিতে করিতে একটি বেশ্যার সম্মুখে অনেক প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া পাদচারণা করিতেছিল। কোন হৃতবিত্ত কামী ঐশ্বর্যশালী অন্য পুরুষগণকে কোন পণ্যস্ত্রীর সহিত সংযোজিত করিয়া বিনিময়ে তাহার সহিত রতিলাভের চেষ্টা করিতেছিল। কোন গণিকা কর্তৃক উপেক্ষিত কোন কামী 'তোমারই প্রেমে পড়িয়া ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া আসিলাম আর এখন তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না।' এই বলিয়া তাহার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করিতেছিল। একের অর্থ গ্রহণ করিয়া অপরের সহিত রাত্রিবাস করার জন্য বৃদ্ধ বিটগণের সম্মুখে বিচারে কোন গণিকাকে পরাজিত করিয়া কোন কামী তাহার নিকট হইতে দত্ত পণের দ্বিগুণ অর্থ আদায় করিয়া লইতেছিল। (৫) ॥ ৩৩১—৩৪২ ॥

তাহাকে দেয় 'ভাটী' অর্থাৎ পণের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছিল, সেই রমণী সেই বর্ধিত ভাটী লাভে উৎফুল্লা হইয়া অন্য গণিকাগণকে বলিতেছিল যে, তাহাকে লাভ করিবার জন্য কামিগণের এইরূপ আগ্রহ। ৪ 'শুদ্ধা খণ্ডা চ মাত্রা চ সংপূর্ণেতি চতুর্বিধা। দ্বিপদী করণাখ্যেন তালেন পরিগীয়তে।'—ইতি ভরতঃ। ৫ কোন গণিকা যদি পণ গ্রহণ করিয়া

দৃষ্টা[১৩] ত্বয়া বিশেষক বলয়কলাপী শশিপ্রভাভুজয়োঃ।
বাঢ়ং ভণ ভণ কীদৃক্ চারুতরা[১৪] সা ময়া দত্তা[১৫] ॥৩৪৩॥
অদ্য চতুর্থো দিবসশ্চীনাম্বর[১৬]যুগলকস্য দত্তস্য।
তদপি পরুষা বিলাসা[১৭] বদ মদনক কিংকরোম্যত্র ॥৩৪৪॥
স্নেহপরা ময়ি কেলী, কলহংসক, কিন্তু রাক্ষসী তস্যাঃ।
মাতা নাত্মীকর্তুং বর্ষশতেনাপি শক্যতে পাপা ॥৩৪৫॥
সুমনঃ কুংকুমবাসঃ সজ্জীকুরু কিমিতি তিষ্ঠসি বিচিন্তঃ।
অদ্য তব দয়িতিকায়াঃ কিঞ্জল্ক নর্তনাবসরঃ ॥৩৪৬॥
যদি নাম পঞ্চ দিবসাংস্ত্বয়ি কুরুতে প্রেমধনলবং দৃষ্ট্বা।
তদপি ন রাগবতী সা, কন্দর্পক কিং বৃথা গর্বঃ ॥৩৪৭॥

১৩ দৃষ্টা (ক, খ)। ১৪ কীদৃক্কান্তু তবঃ (ক, খ)। ১৫ সোময়াঽঽদত্তঃ (খ); সোময়া দত্তঃ (ক)। ১৬ শ্চিত্রাম্বর (ক)। ১৭ পরুষাভিধানা (ক, খ)।

[তাঁহারা বিটগণের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন শুনিতে পাইলেন]

"বিশেষক, তুমি তো শশীপ্রভার হাতের 'বলয়-কলাপী' (৬) জোড়া দেখিয়াছ, সত্য বল, বল, কেমন সুন্দর নয়? উহা আমি দিয়াছি।"

"আজ চার দিন হইল, বিলাসাকে এক জোড়া চীনাংশুক দিয়াছি, তবুও সে আমার প্রতি কঠোর হইয়া আছে, বল তো মদনক, এখন কি করা যায়?"

"কলহংসক, কেলী আমার প্রতি স্নেহশীলা, কিন্তু রাক্ষসী তাহার মা, সেই পাপীয়সীকে একশ' বৎসরেও অনুকূল করা যাইবে না।"

"ওহে কিঞ্জল্ক, পুষ্পমালা, কুংকুমরঞ্জিত বস্ত্র প্রভৃতি সাজাইয়া রাখ, দাঁড়াইয়া ভাবিতেছ কি? আজ তোমার দয়িতিকার (৭) যে নৃত্যের দিন।"

"যদিও আজ পাঁচ দিন তোমার অর্থ দেখিয়া তোমার সহিত প্রেম করিতেছে তথাপি জানিও সে তোমার প্রতি অনুরক্তা নহে, কন্দর্পক বৃথা তোমার গর্ব!"

কামীকে দেহদান না করে তাহা হইলে তাহাকে দ্বিগুণ অর্থদণ্ড দিতে হইত। এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধ বিটগণই বিচার করিয়া তাহাকে দণ্ডদান করিয়াছে।

৬ এক প্রকার armlet জাতীয় অলংকার। ময়ূরের মুখ ও চন্দ্রকারপুচ্ছবিশিষ্ট। পুচ্ছটি বাহুর সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকে। এই বাহু-ভূষণ সম্বন্ধে ভরত নাট্যশাস্ত্রে লিখিত আছে—"শংখকলাপী কটকং তথা স্যাৎ পদ্মপূরকম্। খর্জুরকাংসোপিতিকং বাহু নানা বিভূষণম্।" (২১।২৮—২৯)।

৭ দয়িতিকা—কোন নাম হইতে পারে বা 'darling'এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ।

জীবন্নেব বিলাসক পরিহর দূরেণ মূঢ় হরিসেনাম্ ।
বদ্ধাবেশস্তস্যাং ব্যাপৃতপুত্রো মহাবিষমঃ ॥৩৪৮॥
কেসরয়া ক্ষণদত্তং কৃত্বাংশুকমুপরি কামিজালস্য ।
স্তব্ধগ্রীবং ভ্রমতশ্চন্দ্রোদয় পশ্য মাহাত্ম্যম ॥৩৪৯॥
কৌমারকং বিহন্তুং রতিসময়ে মদনসেনায়াঃ ।
ইচ্ছামি কিন্তু তস্যা মাত্রাহতীব প্রসারিতং বদনম্ ॥৩৫০॥
বিভ্রম কিয়তস্তপসঃ ফলমেতদ্‌যদুপভুজ্যতে মদিরা ।
স্বকরেণ পীতশেষা মদঘূর্ণিতমদনসেনয়া দত্তা ॥৩৫১॥
কুবলয়মালানিলয়ো লীলোদয কিমিতি সম্প্রতি ত্যক্তঃ ।
কিং বিদধামস্তস্মিন্‌ভ্রাতর্দাস্যা বিনা মূল্যম্ ॥৩৫২॥
মুষিতাশেষবিভূতেরিন্দীবরকস্য যামিনী যাতি ।
সংবাহয়তঃ সম্প্রতি মঞ্জীরক তিলকমঞ্জরীচরণৌ ॥৩৫৩॥

"বিলাসক, যদি প্রাণে বাঁচিতে চাও, মূঢ় হরিসেনাকে ছাড়িয়া দাও—দুর্দান্ত ব্যাপৃত-পুত্র (৮) তাহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত।"

"ওহে চন্দ্রোদয়, দেখ কামিজালের কাণ্ড। কেসরা (উৎসব উপলক্ষে) তাহাকে যে বস্ত্রটি উপহার দিয়াছিল সে তাহা উত্তরীয়ের ন্যায় গলায় পরিয়া ঘাড় সোজা করিয়া বেড়াইতেছে।" (৯)

"রতিসময়ে মদনসেনার কুমারীত্ব হরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিন্তু তাহার মাতার 'হাঁ'টি (১০) অত্যন্ত বড়।"

"মদঘূর্ণিতা মদনসেনার স্বহস্তদত্ত পীতাবশিষ্ট মদিরা পান করার বিলাস কত তপস্যার ফল।"

"ওহে লীলোদয়, কুবলয়মালার বাড়ী সম্প্রতি ছাড়িলে কেন?"—"কি আর করি ভাই। মূল্য বিনা দাসীকে রাখি কি করিয়া?"

"মঞ্জীরক, আজ বহু ঐশ্বর্যবঞ্চিত ইন্দীবরের রাত্রি কাটিতেছে তিলকমঞ্জরীর চরণ সংবাহন করিয়া।" ॥ ৩৪৩—৩৫৩ ॥

৮ ব্যাপৃত পুত্র—ব্যাপৃত নামধারী ব্যক্তির পুত্র বা 'ব্যাপৃত' নামক উচ্চ রাজকর্মচারীর পুত্র।

৯ জন্মদিন, হোলি এইরূপ কোন বিশেষ অনুষ্ঠান বা পর্ব উপলক্ষে গণিকা কর্তৃক উপহৃত বস্ত্রখানি সর্বদা উত্তরীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিয়া সেই ব্যক্তি সকলকে জানাইতে চাহিতেছিল যে উক্ত গণিকার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা আছে।

১০ ভাষায় যাহাকে বলে—"খাঁই অত্যন্ত বেশী"।

অদ্যাপি বালভাবং নিখিলং ন জহাতি বালিকা তদপি।
প্রৌঢ়িম্না মকরন্দক সকলাং ললনামধঃ কুরুতে[১৮] ॥৩৫৪॥
কুব্জে গত্বা বক্ষ্যসি তং নির্দয়চিত্তনর্তনাচার্যম্।
হারা সুকুমারতনুঃ কিমিয়ং[১৯] সম্মর্দকারিতা ভবতাম্ ॥৩৫৫॥
নিঃসারোঽভিনিবেশঃ শুকশাবকপাঠনে সুরতদেবি।
তিষ্ঠতি বহিরুপবিষ্টঃ প্রতীক্ষমাণস্তব প্রেয়ান্ ॥৩৫৬॥
বীণাবাদনখিন্না পতিতাঽহস্তে বাসভবনপর্যংকে।
উত্থাপয় তাং ত্বরিতং স্মরলীলাং মত্ত আয়াতঃ ॥৩৫৭॥
কিমিদং যথাস্থিতত্বং তব মাধবি যন্মুহুর্বদন্ত্যা মে।
পরিধৎসে নাভরণং শ্রীবিগ্রহরাজসূনুনা দত্তম্ ॥৩৫৮॥

১৮ সকলা ললনা অধঃ কুরুতে (খ, গ)। ১৯ কিমিতি শ্রমমগ্ন কারিতা ভবতা (গ)।

[তাঁহারা যাইতে যাইতে কুট্টনী, বিট, দাসী ও গণিকা প্রভৃতির পরস্পরের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন শুনিতে পাইলেন]

(কোন বৃদ্ধা বেশ্যা তাহার কন্যা সম্বন্ধে কামুককে বলিতেছিল) "বালিকার আজও বাল্যভাব যায় নাই তবুও মকরন্দ, সে প্রৌঢ়িমায় (১১) অপর সকলকে পরাজিত করে।"

(কোন বেশ্যামাতা দাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল) "কুব্জা, নির্দয় নর্তনাচার্যকে গিয়া বল্—হারা (আমার) সুকুমার তনু তাহাকে (তাহার ক্ষমতার অতিরিক্ত) এত পরিশ্রম করাইয়াছেন কেন?"

(কোন নায়িকাকে তাহার মাতা বলিতেছিল) "সুরত দেবি, শুকশাবককে পড়াইতে তোমার এই অভিনিবেশের কোন মূল্য নাই, তোমার প্রেয় তোমার প্রতীক্ষায় বাহিরে বসিয়া আছেন।"

(কোন বেশ্যামাতা পরিচারিকাকে বলিতেছিল) "স্মরলীলা বীণা বাজাইয়া শ্রান্ত হইয়া গৃহে পর্যংকে শুইয়া আছে, সত্বর গিয়া তাহাকে উঠাইয়া দাও বল—মত্ত আসিয়াছেন।"

(নায়ককে শুনাইয়া কোন নায়িকাকে তাহার মাতা বলিতেছিল) "মাধবি, তোমার হইল কি? চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছ কেন? বার-বার বলিতেছি তবুও বিগ্রহরাজের পুত্র যে অলংকারগুলি দিয়াছিলেন তাহা পরিতেছ না কেন?

১১ বয়সে 'মুগ্ধা' হইলেও কামচেষ্টাতে 'প্রৌঢ়া নায়িকার ন্যায়। "প্রৌঢ়া হ্যধিককন্দর্পা পঞ্চ্যাবখিল কেলিকুৎ" ইতি বসরত্নহারে।

ঈদৃক্‌শূন্যমনস্ত্বং কিং কুর্মো মাতরিন্দুলেখায়াঃ।
পানক্রীড়াসক্ত্যা পতিতাঽপি ন চেতিতা কনকতাড়ী[২০] ॥৩৫৯॥

নকুলঃ পয়ো ন পায়িত ইতি রোষবশাদিয়ং হি দুঃশীলা।
নাশ্নাতি কামসেনা পুনঃ পুনর্যাচ্যমানাঽপি[২১] ॥৩৬০॥

শ্রীবলসুতপরিপালিত উর্ণায়ুঃ কিমনয়া[২২] বিজেতব্যঃ।
মুকুলা মুক্তসুখস্থিতিরহর্নিশং মেষপোষণে লগ্না ॥৩৬১॥

আতাম্রতামুপগতমুচ্ছূনং করতলং চ[২৩] তব ললিতে।
মা পুনরতিচিরমেবং প্রবিধাস্যসি কন্দুকক্রীড়াম্ ॥৩৬২॥

২০ কনকনাড়ী (ক, গ)। ২১ পুনঃ পুনঃ প্রার্থ্যমানাঽপি (খ)।
২২ কিল ময়া (গ)। ২৩ আতাম্রতাং সমুপগতমুচ্ছূনং চ করতলং (গ); ...চ্ছূনং করতলং চ (ক)।

(কোন চতুরা দাসী নায়কের নিকট হইতে অলংকার আদায় করিবার জন্য তাহাকে শুনাইয়া নায়িকার মাতাকে বলিতেছিল)—"কি করিব মা! (তোমার) ইন্দুলেখা এত অসাবধান, পানক্রীড়ার সময় (১২) তাহার কনকতাড়ী (১৩) কোথায় যে পড়িয়া গিয়াছে, তাহা তাহার খেয়াল নাই।"

(কোন দাসী নায়ককে শুনাইয়া নায়িকার মাতাকে বলিতেছিল) "পোষা নেউল দুধ খায় নাই এই জন্য রাগ করিয়া এই দুঃশীলা কামসেনা বার-বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আহার করিতেছে না।" (১৪)

(নায়ক উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও নায়িকা তাহার নিকট আসিতেছে না ইহাতে নায়ক উৎকণ্ঠিত হওয়ায় নায়িকার মাতা বলিতেছে) "কি করিয়া (মেষ যুদ্ধে) শ্রীবলের পুত্রের পালিত মেষকে পরাজিত করা যায়, তাহার জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করিয়া মুকুলা দিবা-রাত্র নিজ মেষটিকে পোষণ করিতেছে।" (১৫)

(কোন কন্দুকক্রীড়ারতা বেশ্যাদারিকাকে তাহার মাতা এইরূপ বলিতেছিল) —"ললিতা, তোমার করতল লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, পুনরায় আর অধিকক্ষণ কন্দুকক্রীড়া করিও না।"

১২ drinking orgy. ১৩ কর্ণভূষণ—ক্ষুদ্র তালের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট স্বর্ণনির্মিত দুল বিশেষ। ১৪ যাহাতে নায়ক গিয়া তাহাকে আহার করিতে অনুরোধ করে এই জন্য দাসী নায়কের শ্রুতিগোচরে ইহা বলিতেছিল।

১৫ নায়কের অনুরাগ বর্ধনের জন্য নায়িকার অন্য কার্যে ব্যাপৃতিছলে সময় ও অবকাশের অভাব জ্ঞাপন করিতেছে।

অভিরাম কনকভাটী প্রথমমিয়ং গৃহ্যতে, সমুৎপন্নে।
স্নেহে তু কুসুমদেব্যাস্ত্বং প্রভবসি জীবিতস্যাপি ॥৩৬৩॥
গ্রহণকমর্পয় তাবদ্যদি কৌতুকমুপরি চন্দ্রলেখায়াঃ।
নিবর্ত্তিতকর্ত্তব্যো দাস্যসি কিঞ্চিদ্যথাভিমতম্ ॥৩৬৪॥
ন পরমদাতা মাতঃ সূনুরসৌ বাসুদেবভট্টস্য।
নির্লজ্জঃ শঠবৃত্তিঃ পুনঃপুনর্বার্যমাণোঽপি ॥৩৬৫॥
ক্ষপয়তি বসনানি সদা হঠেন সকলানি সুরতসেনায়াঃ।
ন দদাত্যেকামূর্ণামূরণঃ পরমত্তি কার্পাসম্ ॥৩৬৬॥ (যুগ্মম্)
ভগিনি ন মুঞ্চতি বেশ্ম ক্ষণমপি মে ক্ষপটরাজ[২৪]পুত্রোঽসৌ।
ভগ্নাম্বরাবসরো,[২৫] নগ্নেনাধিষ্ঠিতং যথা তীর্থম্[২৬] ॥৩৬৭॥

২৪ ক্ষণমপি পটরাজ (ক, খ)। ২৫ ভগ্নান্যতবাসঙ্গো (ক); ভগ্নান্যতরাবসরো (গ)।
২৬ নগ্নেনাধিষ্ঠিতং তীর্থম্ (ক, খ)।

(প্রথম সমাগমে কোন কুট্টনী কামুককে বলিতেছিল)—"প্রথম আলাপ বলিয়া কুসুম দেবী আপনার দত্ত সুন্দর সুবর্ণ ভাটী (১৬) গ্রহণ করিল, প্রণয় ঘনিষ্ঠ হইলে সে আপনাকে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসিবে।"

(কোন নবাগত পূর্বে অপরিচিত কামুককে বেশ্যামাতা এইরূপ বলিতেছিল)—"এক্ষণে গ্রহণক (১৭) প্রদান করুন, তাহার পর যদি চন্দ্রলেখাকে ভাল লাগে, ফিরিবার সময় আপনার যাহা অভিরুচি সেইরূপ পুরস্কার দিবেন।"

(কোন দাসী কোন বেশ্যামাতাকে অধমবৈশিক নায়কের আচরণ বর্ণনা করিতেছিল) "মা, ঐ বাসুদেব ভট্টের পুত্র বিশেষ কিছু দেয় না, (অথচ) নির্লজ্জ, (১৮) শঠ (১৯) বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও সুরতসেনার বসনাদি জোর করিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া দেয়—'ভেড়া না দেয় পশম গুঁড়োয়। কাপাস গাছ খেয়ে মুড়োয়'।"

(কোন একটি গণিকা অপরাকে আক্রোশের সহিত কামুকের শঠতার কথা বলিতেছিল) "ভগিনি, ঐ ক্ষপটরাজের পুত্র এক মুহূর্তও আমার গৃহ ছাড়িয়া যায় না—(যেমন) উলঙ্গ লোক ঘাটে বসিয়া থাকিয়া অপরকে সেখানে আসিতে দেয় না।" (২০)

১৬ বহু সুবর্ণ মুদ্রা বা স্বর্ণালংকার ভাটী বা পণরূপে যাহা দেওয়া হইয়াছে। ১৭ Usual preliminary fees. রতমূল্য। ১৮ "বার্যমানো দৃঢতরং যো নারীমুপসর্পতি। সচিহ্ন সাপরাধশ্চ স নির্লজ্জ ইতি স্মৃতঃ।"—(ভরত নাট্যশাস্ত্র ২৩।৩০১)।
১৯ "বাচৈব মধুরো যস্তু কর্মণা নোপপাদয়েৎ। যোষিতাং কশ্চিদপ্যর্থং স শঠঃ পরিকীর্তিতঃ।"—(ভরত নাট্যশাস্ত্র ২৩।২১৮)
২০ সময় মাতৃকায় ইহার অনুরূপ উক্তি আছে—"ন ভবত্যেব ধূর্তস্য বেশ্যাবেশ্মক্রমাতৃকে।

ইত্থং প্রায়া বাচঃ শৃণ্বন্‌বিটকুট্টনীসমুদ্গীর্ণাঃ।
তং বেশসন্নিবেশং পশ্যন্ প্রবিবেশ দারিকাবেশ্ম ॥৩৬৮॥ (কুলকম্)

আকৃষ্টমিবোৎকণ্ঠয়া স্নপিতমিব স্নিগ্ধচক্ষুষঃ প্রসরৈঃ।
তমুপাগতমভ্যর্ণং[২৭] হারলতা পূজয়ামাস ॥৩৬৯॥

সুবিহিতসমুচিতসংস্থিতিরবনতশিরসা প্রণম্য তৎসখ্যা।
ইদমভিদধেঽতিনম্রং সুন্দরসেনঃ শুভাবসরে ॥৩৭০॥

'প্রিয়দর্শন কিং বহুভিঃ স্মরপীড়িতদীনবচনসন্দর্ভৈঃ[২৮]।
ইয়মাস্তে হারলতা, জীবনমস্যাস্ত্বদায়ত্তম্ ॥৩৭১॥

নির্যন্ত্রকেলিবিশদং সহজপ্রেমানুবন্ধরমণীয়ম্।
কার্যান্তরান্তরায়ৈরনুপহতং[২৯] যাতু যৌবনং যুবয়োঃ ॥৩৭২॥

নির্দয়মবিরতবাঞ্ছং প্রস্তুত[৩০]ত্রপমব্যবস্থিতাম্বরণম্।
উপচীয়মানরাগং সততং ভূয়াস্তবৎসুরতম্ ॥'৩৭৩॥

২৭ মত্যন্তং (ক), মত্যর্থং (খ)। ২৮ স্মরপীডনবচনচাটুসন্দর্ভৈঃ (ক)।
২৯ কার্যান্তরান্তরায়ৈরপবিহৃতং (ক, গ)। ৩০ ধ্বস্তত্রপ (গ)।

বিট ও কুট্টনীগণের মুখ হইতে এই প্রকার কথোপকথন শুনিতে শুনিতে বেশ্যাপল্লী দেখিতে দেখিতে (সুন্দরসেন) সেই বালিকার (অর্থাৎ হারলতার) গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৫৪—৩৬৮ ॥

উৎকণ্ঠায় যেন আকৃষ্ট, নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টির স্নেহধারায় যেন স্নাত, নিকটে আগত তাঁহাকে হারলতা পূজা করিল। সুন্দরসেন উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইলে তাহার সখী শুভ অবসর বুঝিয়া অবনত শিরে প্রণাম করিয়া অতি নম্র বচনে এইরূপ বলিল—

'প্রিয়দর্শন, কামপীড়িত দীন বচন সন্দর্ভসমূহে আর কি প্রয়োজন! এই হারলতা রহিল, উহার জীবন আপনারই হাতে। আপনাদিগের যৌবন অযন্ত্রিত রত (২১) দ্বারা, প্রস্ফুট, সহজ প্রেমের (২২) নিগূঢ় বন্ধন দ্বারা রমণীয় ও কার্যান্তর রূপ অন্তরায় দ্বারা বিঘ্নপ্রাপ্ত না হইয়া অতিবাহিত হউক। নির্দয় ভাবে (অর্থাৎ

চুল্লীসুপ্তস্য হেমন্তে মার্জারস্যেব নির্গমঃ।" উলঙ্গ লোক যদি জলে না নামিয়া ঘাটের ধারে বসিয়া থাকে তাহা হইলে অন্য কেহ লজ্জায় ঘাটের ধারে আসিতে পারে না।

২১ "উৎপন্নবিস্রম্ভয়োশ্চ পরস্পরানকূল্যাদযন্ত্রিতরতম্ (কাঃসূঃ ২।১০।৩১) পরস্পরের প্রতি জাত-বিশ্বাস নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি অনুরাগবশতঃ যে অপ্রতিবন্ধ সম্প্রয়োগ তাহাকে বলে অযন্ত্রিতরত।

২২ সহজ প্রেম—নৈসর্গিকী প্রীতি। "দম্পত্যোঃ সহজা তু যা। সান্দ্রা নিগড়ভূতা চ প্রীতির্নৈসর্গিকী মতা।" [অনঙ্গরঙ্গঃ ৪।২৬] যে প্রেম ঘনিষ্ঠতা বা বৈবয়িক লাভ

ইতি দত্বাহহশিষমন্তর্নির্যাতে পরিজনে, তদংগেষু।
বিস্রম্ভবিবিক্তরসো ববৃধে কুসুমায়ুধঃ সুতরাম্ ॥৩৭৪॥ (বিশেষকম্)

যদমন্দমন্মথোচিতমনুরূপং যত্তথানুরাগস্য।
যদ্যৌবনাভিরামং, যচ্চ ফলং জীবিতব্যস্য ॥৩৭৫॥
অবিনয় এব বিভূষণমশ্লীলাচরণমেব বহুমানঃ।
নিঃশংকতৈব সৌষ্ঠবমনবস্থিতিরেব গৌরবাধানম্ ॥৩৭৬॥
কেশগ্রহণমনুগ্রহ উপকারস্তাড়নং, মুদে দংশঃ।
নখবিলিখনমভ্যুদয়ো, দৃঢ়দেহনিপীড়নং সমুৎকর্ষঃ ॥৩৭৭॥

মৃদুতা পরিহার করিয়া) (২৩), বাক্যের বিরাম না দিয়া, লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া (বস্ত্রাদি) আবরণ দূরে ফেলিয়া দিয়া, উত্তরোত্তর বর্ধমান (২৪) অনুরাগের সহিত আপনারা নিরন্তর সুরত সম্ভোগ করুন।" সুতরাং এই আশীর্বাদ করিয়া পরিজন-সকল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলে তাহাদের অঙ্গ সমূহে প্রণয়ের দ্বারা পবিত্র মদনরসাবেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল ॥ ৩৬৯—৩৭৪ ॥

যে সুরত চণ্ডবেগ কামের উপযুক্ত, অনুরাগের অনুরূপ, যৌবনহেতু অভিরাম এবং জীবিতব্যের ফলস্বরূপ (২৫), যাহাতে অবিনয় ভূষণস্বরূপ, অশ্লীলাচরণ বহুমান, নিঃশংকতা সৌষ্ঠব ও চাঞ্চল্য গৌরবাধান, কেশগ্রহণ (২৬) অনুগ্রহ, তাড়ন (২৭) উপকার, দংশন আনন্দ দান, নখবিলেখন সৌভাগ্য, দৃঢ় দেহ নিপীড়ন সমুৎকর্ষ(২৮)।

হইতে উদ্ভূত নহে যাহা দম্পতির মনে আপনা হইতে উদ্ভূত হয় এবং পরস্পরকে শৃংখলের ন্যায় আবদ্ধ করিয়া রাখে। ২৩ অর্থাৎ নখদন্তাঘাত ও তাড়নাদিতে কোন প্রকার মৃদুতা না প্রকাশ করিয়া। ২৪ 'রসার্ণব সুধাকরে' লিখিত আছে "দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব রজ্যতে। যেন স্নেহপ্রকর্ষেণ স রাগ ইতি কথ্যতে।" এবং "অচিরেনৈব সংসক্তশ্চিরাদপি ন নশ্যতি। অতীব শোভতে যোহসৌ মাঞ্জিষ্ঠো রাগ উচ্যতে।" ২৫ এই স্থলে উভয়ে মন্মথ তন্ত্রে প্রৌঢ়—হারলতা বয়সে নবযৌবনা হইলেও গণিকা বলিয়া বাল্যকাল হইতেই সকল কামতন্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়াছিল এবং সুন্দরসেনও কামশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সুতরাং "সৌন্দর্যং প্রীতিসংপত্তিশ্চণ্ডবেগোহথ যৌবনম্। একৈকমনুরাগায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্।" এই ভাব। ২৬ অনঙ্গরঙ্গে কয়েক প্রকার কেশগ্রহণের উল্লেখ আছে—সমহস্তক, তরঙ্গরঙ্গক, ভুজঙ্গবল্লী ও কামাবতংস। "চিকুরান্ পরিগৃহ্য চুম্বতি করযুগ্মেন পতিঃ প্রিয়াং যদি। সমহস্তকমিত্যথৈকতো যদি হস্তেন তরংগ রংগকম্॥ পরিবেষ্ট্য করো কুন্তলামদনার্থে। যদি ধারয়েৎ প্রিয়াম্। রতিকেলিকলাপকোবিদাঃ কথয়ন্তীতি ভুজংগবল্লিকম্। কর্ণপ্রদেশদ্বয় কচানুবিগৃহ্য পরস্পরং চুম্বতী যত্র নারী। পত্তিশ্চরাগাৎসুরতাবতারে কামাবতংসঃ স কচগ্রহঃ স্যাৎ।" [১।৩৮—৪০] ২৭ পৃষ্ঠে মুষ্টি, মস্তকে ফণাকার হস্তদ্বারা প্রসৃতক, স্তনান্তরে বা স্তনে অপহস্তক এবং পার্শ্বে বা জঘনে সমতল। ২৮ স্তনাদির দৃঢ়মর্দন বা দৃঢ় আলিঙ্গন। এই শ্লোকটির অনুরূপ একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—"কচগ্রহমনুগ্রহং

বিগল্লোলং[৩১] চুম্বনমবয়বনিষ্পেষনিস্পৃহো[৩২] মর্দঃ।
অন্তঃপ্রবে নেচ্ছং[৩৩] নির্ভরপরিস্তুণং যস্মিন্ ॥৩৭৮॥
যদনংগৈরিববিহিতং, রাগৈরিব দীপ্তিমত্ত্বমুপনীতম্।
প্রেমভিরি নিশ্চলিতং, শৃংগারৈরিব বিকাসমানীতম্ ॥৩৭৯॥
অপ্রাগল্ভ্যং ব্যসনং, ধৈর্যমকার্যং, বিবেক উপঘাতঃ।
হ্রেপনমগুণো যস্মিংস্তৎসুরতং প্রস্তুতং তাভ্যাম্ ॥৩৮০॥ (কুলকম্)
প্রারম্ভ এব তাবৎপ্রজ্বলিতো ধগিতি মনসিজো যস্মিন্।
তস্য বিশেষাবস্থা বক্তুমশক্যাঃ প্রবৃদ্ধস্য ॥৩৮১॥

৩১ নিগবণলোলং (গ)। ৩২ নিষ্পেষণস্পৃহো (গ)। ৩৩ অন্তঃ প্রবেশমিচ্ছন্নির্ভর (ক)।

চুম্বন যাহাতে অতিপ্রসক্ত ও সতৃষ্ণ (২৯), অবয়বাদি নিষ্পিষ্ট করিয়া নিস্পৃহ নির্দয় মর্দন যাহার বৈশিষ্ট্য (৩০), যাহাতে দৃঢ় আলিঙ্গনকালে (নায়ক-নায়িকা) পরস্পরের দেহের ভিতর যেন পরস্পরের দেহ প্রবেশ করাইয়া দিতে চায় (৩১), যাহা বহু অনঙ্গ দ্বারা বিহিত (৩২), বহু অনুরাগের দ্বারা উদ্দীপিত, বহু প্রেমদ্বারা নিশ্চলীকৃত এবং বহু শৃঙ্গার দ্বারা বিকশিত, যাহাতে অপ্রগল্ভতা ব্যসন, ধৈর্য অকার্য, বিবেক ক্ষতির কারণ, এবং লজ্জা অগুণ সেই সুরতে তাহারা প্রবৃত্ত হইল ॥ ৩৭৮—৩৮০ ॥

যাহার প্রারম্ভেই মদন ধ্বক্-ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল সেই সুরতের

দশনখণ্ডনং মণ্ডনং দৃগঞ্চনমবঞ্চনং মুখরসার্পনং তর্পণং। নখার্দনমতর্দনং দৃঢমপীড়নং পীড়নং করোতি রতিসংগরে মকরকেতনঃ কামিনাম্ ॥" শৃঙ্গারদীপিকায় লিখিত আছে—"হাস্যৈর্বচোভির্বিনমুষ্টিঘাতৈর্নখক্ষতৈর্দন্তনিপীড়নৈশ্চ। বিশ্বাসবাচা মণিতৈঃ প্রসিদ্ধৈর্বশং নয়েত প্রিয়বাক্ প্রগল্ভাম্ ॥" শিশুপালবধে "বাহুপীড়ন-কচগ্রহণাভ্যামাহতেন নখদন্তনিপাতৈঃ। বোধিতস্তনুশয়স্তরুণীনামুন্মিমীল বিশদং বিষমেষুঃ ॥" [১০।১২]

২৯ "বিগল্লোলং চুম্বনম্" অর্থাৎ যে চুম্বনে জিহ্বা অধিক অংশ গ্রহণ করে। জিহ্বাযুদ্ধ নামক চুম্বনযুদ্ধে অন্তর্মুখচুম্বন, দশনচুম্বন, জিহ্বাচুম্বন ও তালুচুম্বন এই চারি প্রকার চুম্বন অনুষ্ঠিত হয়। চণ্ডবেগ নায়ক-নায়িকাই ইহা সহ্য করিতে পারে।

৩০ উরু, বাহু, কুচ, নিতম্ব, পার্শ্ব, নিম্নোদর ও জঘন প্রভৃতি নির্দয় ভাবে মর্দন করিলেও রতিমদাকুলা কামিনী বেদনা অনুভব করে না বরং সুখানুভব করে।

৩১ 'ক্ষীরনীরক' আলিঙ্গন—"রাগান্ধাবনপেক্ষিতাত্যয়ৌ পরস্পরমনুবিশত ইবোৎসংগ গতায়ামভিমুখোপবিষ্টায়াং শয়নে বেতি ক্ষীরজলকম্" [কাঃ সূঃ ২।২০]

৩২ অর্থাৎ একটি অনঙ্গ যাহা সম্পাদন করিতে অশক্ত। অনঙ্গ সুরতের উৎপাদক, রাগ তাহার বর্ধক, প্রেমা তাহার স্থৈর্য সম্পাদক এবং শৃঙ্গার তাহার গুণ সম্পাদক। অনঙ্গ, রাগ, প্রেম ও শৃঙ্গার সকলই অত্যন্ত অধিক ইহা বুঝাইবার জন্য বহু বচন প্রয়োগ হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে রতি, প্রেম ইত্যাদির সূক্ষ্মভেদ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—'স্যাদ্‌দৃঢ়েয়ং রতিঃ

সহজরসেন জড়ীকৃতমিতি যূনোঃ[৩৪] কামশাস্ত্রনির্নীতে[৩৫] ।
নানাকরণগ্রামে লালিত্যমবাপ পাণ্ডিত্যম্ ॥৩৮২॥
অবিধেয়মনাখ্যেয়ং প্রবিচার্যং চ্ছাদনীয়মবিষহ্যম্[৩৬] ।
ন বভূব তয়োস্তস্মিন্নারব্ধে সুরতপরিমর্দে ॥৩৮৩॥
অত্যভ্যস্তা যাহস্যা[৩৭] সুরতবিধৌ বিবিধচাটুপরিপাটী ।
ত্যমাল্ নবিশীর্ণাং চকার সহজঃ স্মরাবেগঃ ॥৩৮৪॥
সদ্ভাবরাগদীপিতমদনাচার্যোপদিষ্টচেষ্টানাম্ ।
কঃ পরিগণনং কর্তুং রতিচক্রাবিষ্টরমণয়োঃ শক্তঃ ॥৩৮৫॥

৩৪ যূনঃ (গ)। ৩৫ কামশাস্ত্রনির্নীতৌ (ক, গ)। ৩৬ ছাদনীয়···(ক, গ)।
৩৭ অভ্যস্তা যা তস্যা (গ)।

প্রবুদ্ধ বিশেষাবস্থা বর্ণনা করা অসম্ভব। সেই যুবক-যুবতীর (অধ্যয়নলব্ধ) জড়ীকৃত (যৌন) পাণ্ডিত্য সহজাত শৃঙ্গার রসের দ্বারা (প্রবুদ্ধ হইয়া) কামশাস্ত্রে বর্ণিত নানাবিধ করণ সমূহের (আভ্যাসিক অনুষ্ঠানে) লালিত্যপ্রাপ্ত হইয়াছিল। (৩৩) তাহাদিগের সেই সুরতপরিমর্দ আরম্ভ হইলে তাহাদিগের নিকট কিছুই অকরণীয় বা অকথ্য, বিচার্য, গোপনীয় বা অসহনীয় রহিল না। সেই তন্বী সুরতবিধির জন্য যে সকল পরিপাটী চাটুবাক্য অভ্যাস করিয়াছিল সহজাত স্মরাবেগ সেই সকল ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। রতিচক্রাবিষ্ট (৩৪) যুবক-যুবতীর সদ্ভাব ও অনুরাগ দ্বারা উদ্দীপিত এবং (স্বয়ং) মদনরূপ আচার্য

প্রেমা প্রোক্তন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্। স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোহনুরাগো ভাব, ইত্যপি। বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড় খণ্ড এব সঃ। স শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা। অতঃ প্রেমবিলাসাঃ স্যুর্ভাবাঃ স্নেহাদয়স্তু ষট্। প্রায়ো ব্যবহ্রিয়ন্তেহমী প্রেম শব্দেন সূরিভিঃ।" ৩৩ নানাবিধ করণ অর্থে বাহ্য ও অভ্যন্তর রতের আলিঙ্গন, চুম্বন, নখচ্ছেদ্য, দশনচ্ছেদ্য, সম্বেশন, সীৎকৃত, পুরুষায়িত ও ঔপরিষ্টকের প্রত্যেকটি আট প্রকার ভেদে চতুঃষষ্টি অঙ্গকে বুঝাইতে পারে অথবা রতিবন্ধের চতুরশীতি সংখ্যক ভেদকেও বুঝাইতে পারে। প্রধানতঃ রতিবন্ধ ছয় ভাগে বিভক্ত: উত্তান, পার্শ্ব, আসিত, ব্যানত, স্থিত ও পুরুষায়িত। তাহার প্রত্যেক বিভাগে যে বিভিন্ন ভেদ আছে তৎসমুদায়ে ৮৪ বন্ধ কামশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। ৩৪ বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন "শাস্ত্রাণাং বিষয়স্তাবদ্যাবন্মন্দরসা নরাঃ। রতিচক্রে প্রবৃত্তে তু নৈব শাস্ত্রং ন চ ক্রমঃ।" (কা,সূ,২।২।৩২) পুনশ্চ "নাস্ত্যত্র গণনা কাচিন্ন চ শাস্ত্রপরিগ্রহঃ। প্রবৃত্তে রতি সংযোগে রাগ এবাত্র কারণম্। স্বপ্নেষ্বপি ন দৃশ্যন্তে তে ভাবাস্তে চ বিভ্রমাঃ। সুরতব্যবহারেষু যে স্যুস্তৎক্ষণকল্পিতাঃ। যথা হি পঞ্চমীং ধারামাস্থায় তুরগঃ পথি। স্থাণুং শ্বভ্রং দরীং বাহপি বেগান্ধো ন সমীক্ষতে। এবং সুরতসংমর্দে রাগান্ধো কামিনাবপি। চণ্ডবেগৌ প্রবর্তেতে সমীক্ষেতে ন চাত্যয়ম্। (কা,সূ,২।৭।৩০—৩৩)

বালা মৃদুগাত্রলতা দৃঢ়পুরুষাক্রান্তবিগ্রহা ন পরম্।
ন ব্যথিতা, মুদমাপ, প্রভবতি খলু চিত্তজন্মনঃ শক্তিঃ ॥৩৮৬॥
কিং রমণীং রমণোঽবিশদুত রমণী রমণমিতি ন জানীমঃ[৩৮]।
স্বাবয়বাবগমস্ত্বপ্রকাশমগমত্তয়োস্তদা নিপুণম্ ॥৩৮৭॥
তস্যা নিমীলিতদৃশো নিঃস্পন্দ[৩৯]তনোর্বভূব সুরতান্তে।
লিংগমনংগচ্ছায়া জীবিতসত্তানুমানস্য ॥৩৮৮॥
শ্রমজলবিন্দূপচিতা বৃত্তস্মরণেন জাতবৈলক্ষ্যা।
সা শুশুভে বিপরীতা[৪০] পর্যাকুলকেশভূষণা নিতরাম্ ॥৩৮৯॥

৩৮ বিশদুতবমণং সা ন জানীম (ক,খ)। ৩৯ নিস্পন্দ (ক,খ)। ৪০ রতিবিবর্তৌ (গ)।

দ্বারা উপদিষ্ট চেষ্টা সমূহের কে গণনা করিতে পারে? মৃদুগাত্রী সেই বালা (বলশালী) পুরুষ কর্তৃক দৃঢ়ভাবে আক্রান্তদেহা হইয়াও মোটেই বেদনা অনুভব করিল না (বরং) আনন্দিত হইল। অচিন্তনীয় এই মনোভবের শক্তি (৩৫)। রমণীর দেহে রমণ প্রবেশ করিল অথবা রমণের দেহে রমণী প্রবেশ করিল তাহা আমরা জানি না—তখন তাহাদের নিজ দেহ বোধও লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল (৩৬)। সুরতান্তে তাহার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত ও দেহ নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছিল কেবল (শরীর ব্যাপিয়া) অনঙ্গচ্ছায়া তাহার জীবিত সত্তানুমানের চিহ্নস্বরূপে বিদ্যমান ছিল (৩৭)। বিপরীত রতির পরিশ্রমে তাহার দেহে স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কেশ ও ভূষণাদি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং নিজকার্য স্মরণ করিয়া নিতান্ত লজ্জিতা হইয়া পড়ায় তাহাকে সুন্দর দেখাইতেছিল (৩৮)।

৩৫ রতাবেগে কুসুম-কোমলা কামিনী বলবান্ পুরুষের অভিঘাত সহ্য করিতে সমর্থ হয়। কোন কবি বলিয়াছেন—"যা সা চন্দনপংকমংগপতিতং ভারং গুরুং মন্যতে, সুপ্তা কোমল পদ্মপত্রশয়নে খেদং পরং গচ্ছতি। সা সর্বাংগ ভবং প্রিয়স্য সহতে কেনাঽপ্যহো হেতুনা, চিত্রং পশ্য কিমত্র চিত্রমথবা কামস্য কিং দুষ্করম্।" ৩৬ সুরতযোগে তাহাদের দেহ সাযুজ্যরূপ অদ্বৈত হইয়া গিয়াছিল এবং হৃদয়ও অদ্বৈত হইয়া গিয়াছিল—এই অবয়ব আমার বা পরের এই ভেদবোধ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। রুদ্রট বা রুদ্রভট্ট তাঁহার শৃঙ্গারতিলকে প্রগল্‌ভা নায়িকা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"লজ্জায়তি প্রগল্‌ভা স্যাৎ সমস্তরতিকোবিদা। আক্রান্ত নায়িকা বাঢ়ং বিরাজদ্বিভ্রমা যথা। নিরাকুলা রতাবেশা দ্রবতীব প্রিয়াংগকে। কোঽয়ং কাস্মি রতং কিংবা ন বেত্তি চ রসাদ্‌যথা।" ৩৭ সুরত বর্ণনা করিয়া তাহার পর সুরত তৃপ্তি বর্ণনা করিতেছেন। সুরত রসের সুখানুভূতিতে তাহার নয়ন মুদ্রিত, দেহ নিশ্চল হইয়া সে মৃতের মত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, কেবল তাহার সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া সুরত-সুখের অনুভূতির যে উদ্ভাসিত ভাব জাগিয়াছিল তাহাতেই বুঝা যাইতেছিল, সে মৃত নহে জীবিত। ৩৮ সুভাষিত সমূহে বিপরীতকারিণী প্রগল্‌ভার তিন প্রকার লীলা বর্ণিত হইয়াছে, যথা—আদি—"পাতিতোঽসি কিতবাধুনা ময়া, হস্মি, সংবৃণু, কুতোঽসি নির্মদঃ। নিম্নতী

নির্ব্যাজার্পিত বপুষোর্নির্বৃতিময়মেব গণয়তোর্বিশ্বম্ ।
ক্ষণদা বিররাম তয়োরক্ষীণাকাংক্ষয়োরেব ॥৩৯০॥
মোহনবিমর্দখিন্না বিজৃম্ভমাণা স্খলদ্‌গতির্মন্দম্ ।
নিদ্রাকষায়িতাক্ষী হারলতা বাসবেশ্মনো নিরগাৎ ॥৩৯১॥
'পরিচিতপার্শ্বগতাহহং, তেন সমং পানভোজনং কৃত্বা ।
নীতা নিশা কথাভির্মোহনকার্যং তু[৪১] যৎকিঞ্চিৎ ॥৩৯২॥
অবিদগ্ধঃ শ্রমকঠিনো দুর্লভযোষিদ্‌যুবা জড়ো বিপ্রঃ ।
অপমৃত্যুরুপক্রান্তঃ কামিব্যাজেন মে রাত্রৌ ॥৩৯৩॥
নেচ্ছাবিরতিঃ ক্ষণমপি, ন চ শক্তির্বস্তুশূন্যরতিযত্নৈঃ ।
কেবলমলমস্থাহং কদর্থিতা বৃদ্ধপুরুষেণ ॥৩৯৪॥

৪১ চ (ক, গ) ।

অকপটে পরস্পরকে দেহদান করিয়া বিশ্বকে আনন্দময় কল্পনা করিয়া আকাঙ্ক্ষার প্রশমন না হইলেও তাহাদের রাত্রি যেন মুহূর্তে কাটিয়া গেল। রমণবিমর্দে খিন্নদেহা বিজৃম্ভমানা নিদ্রাকষায়িতাক্ষী হারলতা শয়ন-গৃহ হইতে স্খলিতপদে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। ॥ ৩৮১—৩৯১ ॥

[সুন্দরসেন যখন প্রভাতে গণিকাপল্লীর পথ দিয়া ফিরিতেছিলেন, তখন গণিকাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন শুনিতে পাইলেন]

[মন্দবেগ, শীঘ্রকাল কামীর সহিত নীচরতে অসন্তুষ্টা কোন গণিকা বলিতেছিল] "পরিচয়ের পর নিকটে গিয়া তাহার সহিত পান-ভোজন করিয়া ও যৎকিঞ্চিৎ সুরতকার্যে রাত্রি কাটাইয়া দিলাম।

[চণ্ডবেগ, চিরকাল কামুকের সহিত উচ্চরতে অসন্তুষ্টা কোন গণিকা বলিতেছিল] "অবিদগ্ধ, শ্রমকঠিনদেহ, নারীঅভাবে (কামক্ষুধাতুর) মূর্খ এক ব্রাহ্মণ-যুবা কামী হইয়া আসিয়া রাত্রিতে আমার অপমৃত্যু ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছিল।"

[রতিশক্তিশূন্য বৃদ্ধ সমাগমে বিড়ম্বিতা কোন গণিকা বলিতেছিল] "এক বৃদ্ধ

ক্বণিতকংকণং হুঃ, কৃষ্ণকুন্তলবিচুম্বিতাধরা, সান্দ্রদোলিতনিতম্বমাকুলা ।" রতিরহস্যম্ (১০।৪১) মধ্য যথা—"চলৎকুচং ব্যাকুলকেশপাশং খিন্নমুখং স্বীকৃতমন্দহাসম্ । পুণ্যাতিরেকাৎ পুরুষা লভন্তে পুংভাবরম্ভোরুহলোচনানাম্ ॥ (জানকীপরিণয়ম্ ৬।৭০) অবসানে যথা "আলোলামলকাবলীং, বিলুলিতাং বিভ্রচ্চলৎকুণ্ডলং কিঞ্চিন্মৃষ্টবিশেষকং তনুতরৈঃ স্বেদাম্ভসাং জালকৈঃ । তন্ব্যা যৎসুরতান্ততান্তনয়নং বক্ত্রং রতব্যত্যয়ে, তত্ত্বাং পাতু চিরায় কিং হরিহরব্রহ্মাদিভির্দৈবতৈঃ ।" (অমরু ৩)

মদ্যবশাদভিযোক্তরি মৃতকল্পে তল্পভাগমগ্নায়াঃ।
অবিরোধিতনিদ্রায়াঃ[৪২] সুখেন মে যামিনী যাতা ॥৩৯৫॥

সুকুমারসম্প্রয়োগঃ পেশলবচনঃ সবক্রপরিহাসঃ।
কুশলবণেন[৪৩] সমেতো মম সখি রমণো মনোহরাকারঃ ॥৩৯৬॥

পল্যংকাংকনিলীনঃ[৪৪] পরাংমুখো মুক্তমন্দনিঃশ্বাসঃ।
মচ্চোদনয়া[৪৫] নিতরাং নিঃস্বেদঃ স্বেদসলিলসংসিক্তঃ ॥৩৯৭॥

পর্যন্তমিতানঙ্গোঽপ্যপগতনিদ্রঃ[৪৬] ক্ষপাক্ষয়াকাংক্ষী।
যামোষিতঃ[৪৭] প্রহীণো নিষ্প্রতিপত্তিঃ স্থিতোঽদ্য সখিমনুজঃ ॥[illegible]॥
(যুগলকম্)

শৃণু সখি কৌতুকমেকং গ্রামীণককামিনা যদদ্য কৃতম্।
সুরতরসমীলিতাক্ষী মৃতেতি ভীতেন মুক্তাঽস্মি ॥৩৯৯॥

৪২ অনিরোধিত (গ)। ৪৩ শকুন বশেন (গ)। ৪৪ পর্যংক্যংক—(গ)। ৪৫ মদ্যাচনয়া (ক, খ)। ৪৬ ব্যপগতনিদ্রঃ (খ)। ৪৭ গ্রামোষিতঃ (খ)

যাহার ক্ষণমাত্র ইচ্ছার বিরাম নাই অথচ শক্তিও নাই, বস্তুও নাই, তাহার রতি-প্রচেষ্টাসমূহ দ্বারা আজ আমি অত্যন্ত বিড়ম্বিত হইয়াছি।" (৩৯)

[কোন সুখসুপ্তা গণিকা বলিতেছিল] "আমার অভিযোক্তা (৪০) অত্যধিক মদ্যপানে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিলে আমি শয্যার এক পার্শ্বে শুইয়া নির্বিঘ্নে নিদ্রিত হইয়া সুখে রাত্রি কাটাইয়াছি।"

[উত্তম নায়ক লাভে সময়ন্তে হৃষ্টা কোন গণিকা বলিতেছিল] "সখি, ভাগ্যবশে আমি যে নাগরটিকে পাইয়াছিলাম, সে দেখিতে যেমন সুন্দর, চাটূক্তি ও বক্র পরিহাসেও তেমনি পটু এবং সম্প্রয়োগেও তেমনি সুকুমার।"

[কোন গ্রামবাসী কামীর মূঢ়তায় পরিহাস করিয়া কোন গণিকা বলিতেছিল] সখি, আজ একটী গ্রামবাসী লোক, তাহার ক্ষীণ উত্তেজনা প্রশমিত হইয়া যাওয়ায়, আমার প্রেরণা সত্ত্বেও কোনরূপ কামোত্তেজনা অনুভব না করায় অবশেষে আমা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পালংকে আমার দিকে পিছন ফিরিয়া, স্বেদসিক্ত গাত্রে সমস্ত রাত্রি না ঘুমাইয়া, রাত্রি প্রভাতের জন্য উদগ্রীব ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া শুইয়াছিল।"

[কোন গ্রামবাসীর মূঢ়তায় কৌতূহল অনুভব করিয়া কোন গণিকা তাহার

৩৯ অর্থাৎ সে বৃদ্ধ ও অক্ষম অথচ তাহার রতিতৃষ্ণা পূর্ণ রহিয়াছে, সুতরাং সে নানাবিধ অকরণীয় প্রক্রিয়া যথা ঔপরিষ্টকাদি দ্বারা কার্যক্ষম হইবার চেষ্টা করায় নায়িকা নিজকে বিড়ম্বিত মনে করিতেছে। 'বস্তু'=শুক্র।

৪০ অভিযোক্তা—অর্থাৎ রতাভিযোগকারী কামী। রতিক্রীড়ার পর সে মদ্যপানে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল তাহাই বুঝাইতেছে।

অবিদিতদেশপ্রকৃতেঃ শঠাত্মকাদ্দুর্বিদগ্ধতোঽস্মাভিঃ।
অনুভূতো রাজসুতাদা[৪৮] ভণ্ডবিড়ম্বনাক্লেশঃ ॥৪০০॥
প্রিয়সখি লোকসমক্ষং নগরপ্রভুণা হঠেন নীতাঽস্মি।
এবং তু নো কদাচিদ্‌দ্বিগুণার্থপ্রার্থনে কৃতো ন্যায়ঃ[৪৯] ॥৪০১॥
আকর্ষন্তী জঘনং ব্রজসি যথা বিলিখিতা নখৈস্তিলশঃ।
মন্যে তথোপভুক্তা কেরলি কেনাপি দাক্ষিণাত্যেন ॥৪০২॥

৪৮ রাজসুতা দধিভাণ্ড (গ)। ৪৯ এবং বন্ধকদাতুর্দ্বিগুণার্থপ্রার্থনে কুতোঽন্যায়ঃ (গ)।

[redacted] বলিতেছিল] "আজ সখি, এক গ্রামবাসী কামী এক কৌতুক করিয়াছে [redacted] আমাকে সুরতরসে নিমীলিতনয়না দেখিয়া আমি মরিয়া গিয়াছি মনে করিয়া সে ভয়ে আমাকে ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে (৪১)।"

[কোন অশ্লীলভাষী ভাঁড় কর্তৃক বিড়ম্বিতা বেশ্যা বলিতেছিল] "দেশ প্রকৃতিতে অনভিজ্ঞ, শঠাত্মা, এক বেরসিক (বিদেশী) রাজপুত্র হইতে হায়, আমরা (৪২) কেবল ভাঁড়ামির (৪৩) বিড়ম্বনা ক্লেশ সহ্য করিয়াছি।"

[লোকাপবাদে অবমানিতা কোন গণিকা দুঃখ করিয়া বলিতেছিল] "প্রিয় সখি, নগরাধ্যক্ষ আমাকে লোকসমক্ষে বলপূর্বক লইয়া গিয়াছিল। এইরূপ ভাবে জোর করিয়া অধিক অর্থ প্রার্থনায় কখনও ন্যায় কার্য করা হয় নাই।"*

[দাক্ষিণাত্যবাসী কোন কামুক কর্তৃক উপভুক্তা গণিকাকে অপর বেশ্যা সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল] "কেরলি, (চলিবার সময়) তুমি জঘন আকর্ষণ করিয়া চলিতেছ এবং তোমার সর্বাঙ্গে ঘন সন্নিবিষ্ট নখক্ষত দেখিয়া মনে হইতেছে তুমি কোন দাক্ষিণাত্যবাসী কর্তৃক উপভুক্ত হইয়াছ।" (৪৪)

---

৪১ গাথাসপ্তশতীতে একটি অনুরূপ উক্তি আছে—"অজ্জং মোহণসুত্তং ভিঅত্তি মোত্তূ পলাইএ হলিএ। দরফুড়িঅবোডভারোঅরাহি হসিঅং ব ফলহীহিং।" (আর্যাং মোহনসুপ্তাং মৃতেতি মুক্ত্বা পলায়িতে হলিকে। দরস্ফুটিতফলোদরাভিঃ হসিতং ইব কার্পাসীভিঃ।)

৪২ গৃহস্থিতসকলে। ৪৩ অশ্লীল ইয়ার্কি।

* (গ) পুস্তকের পাঠ অনুসারে—"এই প্রকার বন্ধক দাতার নিকট হইতে দ্বিগুণ অর্থ প্রার্থনায় কি অন্যায় হইয়াছে।" উপরে যে (খ) পুস্তকের পাঠ অনুসারে অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে নগরাধ্যক্ষ গণিকার নিকট হইতে কামিদত্ত ভাটী অনুসারে রাজার প্রাপ্য শুল্কের অধিক প্রার্থনা করিতেছিল বলিয়া গণিকা অনুযোগ করিতেছে।

৪৪ দাক্ষিণাত্যবাসিগণের নখ হ্রস্ব, কর্মসহিষ্ণু এবং বিবিধ নখরেখাংকন করিতে সক্ষম। তাহারা চণ্ড প্রকৃতি-সম্পন্ন বলিয়া নখচ্ছেদ্যে পটু—"হ্রস্বানি কর্মসহিষ্ণূনি বিকল্পযোজনাসু চ স্বেচ্ছাপাতীনি দাক্ষিণাত্যানাম্" (কা, সূ, ২।৪।১০) "তানি খররাগত্বাদ্দাক্ষিণাত্যানাম্" (জয়মঙ্গলা ২।৪।১০)। জঘন আকর্ষণ করিয়া চলিবার কারণ চণ্ডবেগ দাক্ষিণাত্যবাসী কর্তৃক উপভোগ অথবা "অধোরতং পায়াবপি দাক্ষিণাত্যানাম্" (কা, সূ, ২।৬।৪৬)।

অধরে বিন্দুঃ, কণ্ঠে মণিমালা, স্তনযুগে শশপ্লুতকম্ ।
তব সূচয়ন্তি কেতকি কুসুমায়ুধশাস্ত্রপণ্ডিতং রমণম্ ॥'৪০৩॥
ইতি শৃণ্বন্নুষসি গিরো নির্বৃত্তনিশাভিযোগগণিকানাম্ ।
সোঽপি যথাক্রিয়মাণং প্রবিধাতুং নির্জগাম কর্তব্যম্ ॥৪০৪॥

(কুলকম্)

স্বরচিতরাগোপচিতৈঃ[৫০] স্বীকৃতমনসস্তয়া সমং তস্য ।
যৌবনসুখমনুভবতো জগাম সংবৎসরঃ সাধঃ ॥৪০৫॥

৫০ স্বরুচিতরাগোপচিতৈঃ (ক) চিতিস্বীকৃত (গ)।

[কোন কামশাস্ত্রবিৎ নাগরের রমণে সৌভাগ্যগর্বিতা গণিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া অপর গণিকা বলিতেছিল] "কেতকি, তোমার অধরে বিন্দু, (৪৫) কণ্ঠে মণিমালা, (৪৬) ও স্তনযুগে শশপ্লুতক (৪৭) দেখিয়া মনে হইতেছে তুমি কোন কামশাস্ত্র-বিশারদের সহিত রতি উপভোগ করিয়াছ।"

প্রভাতে গণিকাগণের নৈশ অভিযোগ সমাপ্ত হইলে তাঁহাদিগের পূর্বোক্ত কথোপকথন শুনিতে শুনিতে তিনিও (অর্থাৎ সুন্দরসেনও) যথা ক্রিয়মাণ কর্তব্য করিবার জন্য বহির্গত হইলেন।

এইরূপ সুন্দর ভাবে উদ্ভূত প্রেম ক্রমে বর্ধিত হইলে তাহাতে বশীভূত হইয়া তিনি তাহার (অর্থাৎ হারলতার) সহিত যৌবন-সুখ অনুভব করিতে করিতে দেড় বৎসর কাটাইয়া দিলেন। ॥ ৩৯২—৪০৫ ॥

---

৪৫ নায়িকার অধর আকর্ষণ করিয়া সম্মুখের রাজদন্তদ্বয় দ্বারা তাহার মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষত করিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে বলে 'বিন্দু'। "When a small portion of the lip of the wife is bitten by the husband with one upper and one lower front tooth then it is called Bindu" ("Ananga Ranga" 2nd ed 1945)

৪৬ দন্ত ও ওষ্ঠ সংযোগে বারংবার গ্রহণ করিয়া যে পীড়ন করা যায়, তাহাতে যে রক্তবর্ণ অল্প স্ফীত দন্তচিহ্ন হয়, তাহাকে বলে 'প্রবালমণি'। এইরূপ প্রক্রিয়ায় মালাকারে পীড়ন করা হইলে যে মালাকার লোহিত পদবিন্যাস হয়, তাহাকে বলে 'মণিমালা'। এই 'মণিমালা' গলদেশ, কক্ষ ও বংক্ষণ প্রদেশে অংকিত করিতে হয়। (কারণ ঐ সকল স্থানের ত্বক্ মাংসল নহে)। [কা, সূ, ২।৫।১০—১১,১৪] ৪৭ যে নায়িকা নায়কের সম্প্রয়োগকে শ্লাঘার বিষয় মনে করে, তাহার স্তন-চূচুকে নখপঞ্চক সম্মিলিত ভাবে স্থাপিত করিয়া বলপূর্বক ছুপিয়া ধরিবে, তাহাতে যে রেখা হইবে, তাহাকে 'শশপ্লুতক' বলে। [কা, সূ, ২।৪।২০]

ক্ব ত্রেতানলধূমক্ষোভিতনয়নাম্বুধৌতবদনত্বম্।
ক্ব চ গণিকানির্ভর্ৎসনশোকভরায়াতবাষ্পসলিলৌঘঃ ॥৪১৬॥
ক্ব বষট্‌কারধ্বানঃ ষটকর্ম৭-বিভূষণং শ্রবণপুরঃ।
ক্ব চ সাধারণবনিতারতিমণিতাকর্ণনৌৎসুক্যম্ ॥৪১৭॥
ক্বাচার্য প্রতম্মুলতাতাড়নসংক্ষোভসম্ভবঃ কম্পঃ।
ক্ব চ কুপিত বারললনানিষ্ঠুরপাদপ্রহারবিষহত্বম্ ॥৪১৮॥
ক্ব হরিণচর্মাবরণং স্মৃতিশাস্ত্রনিবেদিতং ব্রতং চরতঃ।
ক্ব চ পণ্যস্ত্রীগাত্রস্পৃষ্টাম্বরধারণেষু বহুমানঃ ॥৪১৯॥
সমিধামেব চ্ছেদনমভ্যস্তং শৈশবাৎ সমারভ্য।
শঠবনিতাধরখণ্ডন উৎপন্নং কোশলং কুতো ভবতঃ ॥৪২০॥
শুশ্রূষণমেব গুরোঃ পরিশীলিতমচল৮ চেতসা সততম্।
কুটিলমতয়ো ভুজিষ্যাঃ কথং ত্বয়াহহরাধিতাঃ নিপুণম্৯ ॥৪২১॥

৭ সংকর্মবিভূষণং (ক, গ)। ৮ মমলচেতসা (খ)। ৯ নিপুণাঃ (ক)।

রতিযুদ্ধে নির্দয় নখক্ষত সহ্য করিতেছ। কোথায় অগ্নিত্রয়ের (১২) ধূমক্ষুব্ধ নয়নাম্বুতে তোমার বদন ধৌত হইত—আর কোথায় গণিকার ভর্ৎসনায় শোকভরে উৎপন্ন নয়নাশ্রুবেগ! কোথায় ব্রাহ্মণোচিত ষটুকর্মের (১৩) ভূষণস্বরূপ বষট্‌কারধ্বনি (কর্ণাভরণের ন্যায়) তোমার শ্রবণ পূর্ণ করিয়া রাখিত—আর কোথায় সাধারণ বনিতাগণের রতিমণিত শুনিবার জন্য (আজ) তুমি উৎসুক! কোথায় আচার্যের হস্তস্থিত বেত্রলতার তাড়নের ভয়ে তুমি কম্পিত হইতে—আর (আজ) কুপিত বারললনার নিষ্ঠুরপাদপ্রহারও অনায়াসে সহ্য করিতেছ। কোথায় হরিণচর্মবৃত (১৪) হইয়া স্মৃতশাস্ত্রোক্ত ব্রতসকল আচরণ করিতে—আর কোথায় (আজ) পণ্যস্ত্রীর গাত্রস্পৃষ্ট অম্বর ধারণে আত্মশ্লাঘা অনুভব করিতেছ। শৈশব হইতে তুমি সমিধছেদনেই (১৫) অভ্যস্ত ছিলে, এখন কোথা হইতে শঠবনিতাগণের (১৬) অধরখণ্ডন করিবার কৌশল শিখিলে? দৃঢ়চিত্ত তুমি সর্বদা গুরুশুশ্রূষায় কৃতযত্ন ছিলে, কেন এখন কুটিলমতি বেশ্যাগণকে সকৌশলে

১২ গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ নামক অগ্নিত্রয়।
১৩ "অধ্যাপনংচাধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহশ্চাপিষট্‌কর্মাণ্যগ্রজন্মনঃ॥"
১৪ উপনয়ন সংস্কারকালে তিনখণ্ডে সেলাই করা দুই হস্ত পরিমাণ হরিণচর্ম ব্রত সমাপ্তির শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীকে ধারণ করিতে হয়। বর্তমানে সেই প্রথা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে।
১৫ হোমার্থ নির্দিষ্ট পরিমাণের বিশিষ্ট কাষ্ঠখণ্ড। ১৬ শঠবনিতা—বেশ্যা।

আম্নায়পাঠ এব স্ফুটতরপদসৌষ্ঠবং তব খ্যাতম্ ।
প্রকুপিতবেশ্যানুনয়ে ক্ব শিক্ষিতং বচনচাতুর্যম্ ॥৪২২॥
অথবা কিং ক্রিয়তেঽস্মিন্নবদাতকুলেঽপি লব্ধজন্মানঃ ।
সদসংস্তুতা ভবন্তি প্রাগুপচিতকর্মদোষেণ ॥৪২৩॥
ত্বয়ি বিনিবেশ্য কুটুম্বং পরলোকহিতার্জনৈকবিহিতাস্থঃ[10] ।
স্থাস্যামীতি সমীহিতমনুদিবসং, তদ্বিসংবদিতম ॥' ৪২৪ ॥
ইত্যবগত লেখার্থ সুন্দরসেনে বিধেয়সংমূঢ়ে[11] ।
আর্যামগায়দন্যঃ স্বাবসরে নীতিপরিকরিতাম্[12] ॥৪২৫॥
'বিষয়তিমিরাবৃতাক্ষামবটে পততামদৃষ্টমার্গাণাম্ ।
পুংসাং গুরুজনবচনদ্রব্যশলাকাঞ্জনং শরণম্ ॥৪২৬॥

৯ বিহিতাত্মা (গ)। ১০ বিধেয়পবিমূঢ়ে (গ)। ১২ গীতিপরিকলিতাম্ (থ)।

আরাধনা করিতেছ? বেদপাঠ সুস্পষ্ট পদসৌষ্ঠবের জন্য তুমি খ্যাতি অর্জন করিয়াছ—কুপিতবেশ্যাকে অনুনয় করিবার জন্য বচনচাতুর্য কোথা হইতে শিখিলে? কি আর করা যাইবে! এইরূপ বিশুদ্ধবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও লোকে পূর্বজন্মার্জিত কর্মদোষে সজ্জন কর্তৃক নিন্দিত হইয়া থাকে। তোমার উপর কুটুম্বের ভার (১৭) অর্পণ করিয়া পরলোকের মঙ্গলার্জনের জন্য আত্মনিয়োগ করিব, ইহাই অনুদিবস চিন্তা করিতাম—আমার সে আশা ভঙ্গ হইয়াছে।" ॥ ৪১৯-৪২৪ ॥

এই পত্রার্থ অবগত হইয়া সুন্দরসেন যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময়ে কোন ব্যক্তি এই নীতিপূর্ণ আর্যাটী গাহিতেছিল—

"বিষয় বিষেতে অরি তিমির রোগেতে (১৮) পড়ি
নয়নের দৃষ্টি যার বন্ধ,
বিপদের কূপমাঝে পথ নাহি দেখি সে যে
ডুবিয়া মরিবে হায়, অন্ধ।
তারে যদি গুরুজন বলে কভু সুবচন
লয় সে শরণ যদি কখনি'
শলাকার অঞ্জনে খোলে যথা দু'নয়নে
দেখিবে সে পথ তবে তখনি।

১৭ পরিবার (family) "পুত্রমুৎপাদ্য, সংস্কৃত্য, বেদমধ্যাপ্য, বৃত্তিং বিধায়, দারৈঃ সংযোজ্য গুণবতি পুত্রে কুটুম্বমাবিশ্য কৃতপ্রস্থানলিংগো বৃত্তিবিশেষামুক্রমেৎ" (শংখলিখিতৌ।)

১৮ 'তিমির' একপ্রকার চক্ষুরোগ; বাংলা ভাষায় 'ছানিপড়া' বলে (cataract of the eye)। ইহা বার্ধক্যের একটি রোগ।

উদ্বেজয়তি তদাত্বে সুখসম্পত্তিং[১৩] করোতি পরিণামে।
কটুকৌষধপ্রয়োগো গুরুনিগদিতকার্যনিষ্ঠুরং বচনম্[১৪] ॥৪২৭॥
লব্ধা বচসোঽবসরং মিত্রমবাদীৎপুরন্দরাপত্যম্।
পুনরপি ন হি খিদ্যন্তে প্রিয়জনহিতভাষণে সন্তঃ ॥৪২৮॥
"অগনিত সহচরবচসো দুর্ব্যসনমহাব্ধিমগ্নবপুষস্তে।
মন্যুব্যথিতস্য পিতুর্যদি পরমবলম্বনং বচনম্ ॥৪২৯॥
নিজবংশদীপভূতঃ কৃতচরিতালংকৃতো মহাসত্ত্বঃ।
সুন্দর সম্প্রতি তাতঃ স্পৃষ্টো দুষ্পুত্র-দোষেণ ॥৪৩০॥
পুত্রাভাবঃ শ্রেয়ান্ন কুসুততা[১৫] পুত্রিণঃ কুলিনস্য।
অন্তস্তাপয়তি ভৃশং সচ্চরিত কথা প্রসংগেন[১৬] ॥ ৪৩১ ॥
সংব্যবহারত[১৭] এব প্রায়ো লোকে গুণঃ সুখানিয়তঃ[১৮]।
যেন তু সুতেন জননী বন্ধ্যাত্বং শ্লাঘতে স পাপীয়ান্ ॥ ৪৩২ ॥

১৩ মুখসংবিত্তিং (গ), সুখসংবুদ্ধিং (ক)। ১৪ চ বচঃ (গ)। ১৫ দুঃসুততা (গ)। ১৬ প্রসংগেষু (গ)। ১৭ সাংব্যবহারিত (ক)। ১৮ গুণোন্নতা নিয়তাঃ (গ)।

প্রথমে উদ্বেগ আনে সুখ দেয় পরিণামে
কটুক ঔষধ যথা প্রয়োগে,
পালিতে কঠোর বটে পরিণামে সুখ ঘটে
গুরুজন উপদেশ নিয়োগে।" ॥ ৪২৫-৪২৭ ॥

সজ্জনগণ প্রিয়জনকে বারংবার হিতোপদেশ দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, সুতরাং অবসর বুঝিয়া পুরন্দরের পুত্রকে তাঁহার মিত্র এইরূপ বলিলেন—

"সহচরের বচন অগ্রাহ্য করিয়া তুমি (বেশ্যানুরাগরূপ) দুর্ব্যসনের মহাসমুদ্রে নিমজ্জমান, এক্ষণে যদি কিছু তোমার শেষ অবলম্বন থাকে, তাহা তোমার শোকব্যথিত পিতার উপদেশ-বাক্য। সুন্দর, নিজবংশের দীপস্বরূপ সত্যযুগোচিত নিষ্পাপচারক্রোশে কৃত মহাপ্রাণ তোমার পিতাকে সম্প্রতি কুপুত্ররূপ দোষস্পর্শ করিয়াছে। পুত্রবান্ সদ্বংশজাত ব্যক্তির পক্ষে কুপুত্র থাকা অপেক্ষা পুত্রের অভাবই শ্রেয়স্কর, কারণ, সচ্চরিত্র ব্যক্তির কথাপ্রসঙ্গে পুনঃপুনঃ তাঁহার মনঃপীড়া ঘটিয়া থাকে। গুণের উৎকর্ষ প্রায়শঃ লোকব্যবহারদ্বারা নির্ণীত হয় (১৯)—যে পুত্রের জননী পুত্রবতী

১৯ লোকব্যবহারদ্বারা গুণের উৎকর্ষের বিচার হইয়া থাকে, তাহা হইতে প্রাপ্ত সুখের দ্বারা নহে।

বিফলং শাস্ত্রজ্ঞানং গুরুগৃহসেবাপি নোপকারায়।
বিষয়[১৯]বশীকৃতমনসো ন্যায্যং পন্থানমুৎসৃজতঃ ॥ ৪৩৩ ॥
জীবন্নেব মৃতোঽসৌ যস্য জনো বীক্ষ্য বদনমন্যোন্যম্।
কৃতমুখভংগো দূরাৎ করোতি নির্দেশমংগুল্যা ॥ ৪৩৪ ॥
নোপনিহন্তুং বিষয়াঃ শক্যাঃ সত্যং, তথাপি নিপুনধিয়ঃ।
অভিধেয়তাং ন গচ্ছন্ত্যপবাদবিশেষিতাভিধানস্য ॥ ৪৩৫ ॥
গুরুপরিচর্যা, জায়াগুণোন্নতা[২০], স্নিগ্ধবন্ধুসম্পর্কঃ।
ব্রাহ্মে কর্মণি সক্তির্লোকদ্বয়সাধনং সুধিয়াম্ ॥ ৪৩৬ ॥
সুলভা তস্য বিভূতিস্তস্য গুণা যান্তি জগতি বিস্তারম্।
বহু মন্যতে তং সুজনস্তস্মৈ স্পৃহয়ন্তি বান্ধবাঃ সততম্ ॥ ৪৩৭ ॥
নাসাদয়তি স[২১] একঃ সংসেবিতমার্গতঃ পরিস্খলনম্।
মণ্ডয়তি সোঽন্ববায়ং[২২], স নিবাসঃ শর্মণামশেষাণাম্ ॥ ৪৩৮ ॥
স ভবতি বিনয়াধারো, যুক্তাযুক্তে বিবেকিতা তস্য।
বৃদ্ধোপদেশবাচঃ শ্রবণোদরপূরণং[২৩] সদা যস্য ॥৪৩৯॥ (বিশেষকম্)

১৯ নিয়তি (ক)। ২০ কুলোদ্গতা (খ)। ২১ য (ক)। ২২ চান্বয়ং (ক)। ২৩ তর্পণং (গ)।

হইয়াও বদ্ধ্যাত্মকে শ্লাঘনীয় বলিয়া মনে করেন, সে পাপিষ্ঠ। যে ব্যক্তি দৈহিক সুখভোগের বশীভূত হইয়া ন্যায়পথ পরিত্যাগ করে, তাহার শাস্ত্রজ্ঞান বিফল এবং গুরুগৃহসেবাও কোন উপকারে আসে না। যাহার মুখ দেখিয়া লোকে মুখভঙ্গীসহকারে পরস্পরকে দূর হইতে (তাহার প্রতি) অঙ্গুলিনির্দেশে দেখাইয়া থাকে, সে জীবিত থাকিয়াও মৃত। দৈহিক সুখের আকর্ষণ রোধ করা সহজ নহে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কখনও অপবাদসম্বলিত অভিধানে অভিহিত হন না। গুরুপরিচর্যা, গুণশালিনী জায়া,* স্নেহশীল স্বজনসম্পর্ক এবং ব্রাহ্মকর্মে (২০) অনুরাগদ্বারা সুধীব্যক্তিদিগের ইহলোক ও পরলোকের সাধন হইয়া থাকে। তাহার নিকট বৈভব সুলভ হয়, তাহার গুণরাশি জগতে বিকীর্ণ হয়, সুজনে তাহাকে সম্মান করে এবং বান্ধব সর্বদা তাহার মঙ্গলকামনা করে। সজ্জন-সেবিত পথ হইতে তাহার কখনও বিচ্যুতি ঘটে না, নিজবংশকে সে উজ্জ্বল করে এবং সে অশেষ মঙ্গলের আধার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সর্বদা বয়োবৃদ্ধ-

* তনুসুখরামের সংস্করণে আছে 'জায়া কুলোদ্গতা' অর্থাৎ সৎকুলজাতা পত্নী।

২০ যজ্ঞ, পূজা, ব্রাহ্মণদিগের সেবা ইত্যাদি।

প্রাক্তনকর্মবিপাকঃ ক্ষুদ্রাসু শরীরিণাং যদাশক্তিঃ।
আয়তনং তু সুখানাং সংসারভুবাং কুলোদগতা দারাঃ ॥ ৪৪০ ॥
নির্বিণ্ণে নির্বিণ্ণা, মুদিতে মুদিতা, সমাকুলাকুলিতে।
প্রতিবিম্বসমা কান্তা, সংক্রুদ্ধে কেবলং ভীতা ॥ ৪৪১ ॥
যাবদ্‌বাঞ্ছিতসুরতব্যায়ামসহাঽবিরুদ্ধাসংভাষা[২৪]।
চিত্তানুবৃত্তিকুশলা পুণ্যবতামেব জায়তে জায়া ॥ ৪৪২ ॥
সদ্ভাবপ্রেমরসং বলয়াবলি-*শব্দশংকিতা নিভৃতম্।
বিদধানাংগসমর্পণমুন্মীলিতকুসুমসায়কাকূতম্[২৫] ॥ ৪৪৩ ॥
হাহা, কিমুদ্ধতত্বং, শ্রোষ্যতি কশ্চিদ্‌গতত্রপ, স্বৈরম্।
নিকটে পরিবারজনো বিস্মৃত এব স্মরাতুরস্য তব ॥ ৪৪৪ ॥
ইতি হুংকৃতিসংবলিতৈরায়াসনিবেদিতার্থপদবাক্যৈঃ।
দ্বিগুণী করোতি কুলজা নায়ককর্মাণি মোহনপ্রসরে ॥ ৪৪৫ ॥ (কুলকম্)

২৪ সংপর্কা (ক, গ)। * ইতঃ ৪৫৪ আর্যাপূর্বাধ পর্য্যন্তঃ পাঠঃ 'ক' পুস্তকে প্রভ্রষ্টঃ। ২৫ কৃতা (গ)।

দিগের উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অনুসারে কার্য করে, সে বিনয়ের আধার হয়, যুক্ত ও অযুক্তে তাহার বিবেক থাকে। পুরুষদিগের যে বেশ্যার প্রতি আসক্তি, তাহা তাহাদিগের প্রাক্তন কর্মফল। সৎকুলজাতা দারা সংসারের সকল সুখের আধার। সেই কান্তা প্রতিবিম্বের ন্যায় পতির বিষাদে বিষণ্ণা, আনন্দে আনন্দিতা, ক্ষোভে ক্ষুব্ধা হইয়া থাকে, কেবল ক্রোধে ভীতা হইয়া পড়ে। পতির বাঞ্ছানুসারে সুরত-সংমর্দ সে আনন্দে সহ্য করে, কখনও মৈথুনে বিরুদ্ধাচারণ করে না * এবং মনোমত কার্যের অনুবর্তনে কৌশলশালিনী হইয়া থাকে। নিভৃতে পতিকে অকপট প্রেমরসে অঙ্গ সমর্পণ (২১) করিয়া দিয়া বিকশিত-মদনাবেগা কুলবধূ কঙ্কণিত বলয়াদির শব্দে শংকিতা হইয়া—'আহা-হা কি ঔদ্ধত্য (২২) করিতেছ, নির্লজ্জ কেহ শুনিতে পাইবে যে, ধীরে, (২৩) তুমি কি কামাতুর হইয়া ভুলিয়া গিয়াছ যে, নিকটে পরিজনবর্গ রহিয়াছেন।' এইরূপ নিষেধসূচক হুংকৃতি সংবলিত অর্থযুক্ত পদ ও বাক্যসমূহ (২৪) দ্বারা লজ্জাবশতঃ কোনমতে নিজ

* তনুসুখরামের সংস্করণের পাঠ অনুসারে 'প্রতিকূল বাক্য বলে না'।

২১ চুম্বনাদির জন্য প্রিয়কে নিজ কপোল ও কুচাদি সমর্পণ।

২২ জবরদস্তি—মর্দনাদিতে নির্দয়তা। ২৩ অর্থাৎ 'নিঃশব্দে চুম্বনাদি কর'।

২৪ যথা "জাগর্তি লোকো, জ্বলতি প্রদীপঃ, সখীজনঃ পশ্যতি কৌতুকেন। মুহূর্ত-মাত্রং কুরু কান্ত ধৈর্যং বুভুক্ষিতঃ কিং দ্বিকরেণ ভুংক্তে॥"

ইত্থমুদীরিতবাচং সুহৃদমবোচৎ পুরন্দরস্য সুতঃ।
সমুপস্থিতজীবসমাবিয়োগভয়কম্পিতো বচনম্ ॥ ৪৪৬ ॥
তাতাদেশেঽলংঘ্যে হারলতাবিরহপাবকে তীব্রে।
বিধিবশবর্তিনি মরণে নো বিদ্মঃ কার্যপরিণামম্ ॥ ৪৪৭ ॥
অনপেক্ষিত ধনলাভাং স্নৈহৈকনিবদ্ধমানসাং দয়িতাম্।
দৈবাকৃষ্টো মুঞ্চতি ঘটিতো বা লোহবজ্রকণিকাভিঃ ॥ ৪৪৮ ॥
অথ কৃতগমনবিনিশ্চিতিরভিমতরামাং চকার বিদিতার্থাম।
সাঽপি তমনুবব্রাজ প্রস্তুতযাত্রং শুচাঽঽকুলিতা ॥ ৪৪৯ ॥
আসাদ্য বটস্য তলং বাষ্পপয়ঃকণচিতাক্ষিপক্ষ্মাগ্রাম্।
বিশ্লিতচরণবিহারো হারলতামভিদধাতি স্ম ॥ ৪৫০ ॥
'আ ক্ষীরবতো বৃক্ষাদা সলিলাদ্বা প্রিয়ে প্রিয়ং যান্তম্।
অনুযায়াদিতি বচনং তেন ত্বমিতো নিবর্তস্ব ॥ ৪৫১ ॥
কিং কুর্মো দৈবহতাঃ, প্রভবতি যস্মিন্ কৃশোদরি প্রসভম্।
প্রেমগ্রন্থিচ্ছেত্তা গুরুশাসন সায়কো নিরাবরণঃ ॥ ৪৫২ ॥

মনোভাব নিবেদন করিয়া রতিকালে নায়কের কার্যে উৎসাহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে।" ॥ ৪২৫—৪৪৫ ॥

সুহৃৎ এই কথা বলিলে, পুরন্দরের পুত্র প্রাণসমা প্রিয়ার আসন্ন বিরহাশংকায় কম্পিত বচনে উত্তর করিলেন—

"অলংঘ্য পিতার আদেশ, হারলতার বিরহাগ্নিও তীব্র, মরণও বিধাতার বশ—জানি না কার্যের কি পরিণাম। যে দয়িতা ধনলাভের অপেক্ষা করে না, স্নেহের দ্বারা যাহার হৃদয় নিতান্ত আবদ্ধ, ধাতুসংযোজিত দৃঢ়নিবদ্ধ হীরককণা সমূহের ন্যায় (২৫) তাহাকে একান্ত দৈবাকৃষ্ট না হইলে কেহ ত্যাগ করে না।" ॥ ৪৪৬—৪৪৮ ॥

অনন্তর তিনি নিশ্চিত চলিয়া যাইবেন ইহা স্থির করিয়া প্রেয়সীকে নিজ সংকল্প জানাইয়া দিলেন। সেও শোকাকুলিতা হইয়া গমনোন্মুখ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। এক বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া তিনি অশ্রুকণাসিক্ত-অক্ষিপক্ষ্মাগ্রা স্খলিতচরণা হারলতাকে এইরূপ বলিলেন—

"প্রিয়ে, ক্ষীরবান্ বৃক্ষ বা জলাশয় পর্যন্ত গমনোদ্যত প্রিয়ের অনুগমন করিতে হয়, ইহাই শাস্ত্রবাক্য * সুতরাং এই স্থান হইতেই ফিরিয়া যাও। কৃশোদরি,

২৫ অর্থাৎ স্বর্ণাদি ধাতুময় অলংকারে যেরূপ হীরককণাসমূহ নিবদ্ধ থাকে, সহজে খলিত হয় না, সেইরূপ।

* "নদীতীরে গবাং গোষ্ঠে ক্ষীরবৃক্ষের্জলাশয়ে। আরামেষথ কূপাদৌ দৃষ্টং বন্ধুং বিসর্জয়েৎ ॥"

ন দ্রবিণলব[২৬]প্রাপ্তির্নৈকাশ্রয়পরিচয়ো ন চাটুগুণঃ।
ন স্বামি সমাদেশো নাকারবিলোভনং ন বা খ্যাতিঃ[২৭] ॥ ৪৫৩ ॥
হেতুস্তব প্রবৃত্তেরস্মাসু, তথাপি দৈবযোগবশাৎ।
ঈদৃক্ কোঽপ্যনুবন্ধো যস্য বিপাকোঽপ্রতীকারঃ ॥৪৫৪॥ (যুগ্মম্[২৮]
পরুষং যদভিহিতাসি প্রণয়রুষা শংকিতেন নর্মণি বা।
সুদতি ন তৎস্মরণীয়ং দুর্ভাষণকীর্তনোদ্যাতে ॥ ৪৫৫ ॥
তব হৃদয়ে হৃদয়মিদং বিন্যস্তং, ন্যাসপালনং কষ্টম্।
যত্নাত্তথা বিধেয়ং স্থানভ্রংশো যথা ন স্যাৎ ॥' ৪৫৬ ॥
অথ বিরতবচোদয়িতং বাষ্পভরাশ্লিষ্টবর্ণপদযোগম্[২৯]।
ইতি কথমপি হারলতা সংমূর্ছিতবর্ণভারতীমূচে ॥ ৪৫৭ ॥
'অবিশুদ্ধকুলোৎপন্না দেহার্পণজীবিকা শঠাচরণা।
ক্বাহং রূপাজীবা, ক্ব ভবন্তঃ শ্লাঘনীয়জন্মগুণাঃ ॥ ৪৫৮ ॥

২৬ দ্রবিণচয় (গ)। ২৭ ন চাখ্যাতিঃ (খ)। ২৮ সন্দানিতকম্ (গ)।
২৯ যোগাৎ (গ)।

দৈববশে গুরুজনের আদেশ নিষ্কোশিত অসির ন্যায় বলপূর্বক প্রেমগ্রন্থিচ্ছেদনোদ্যত হইয়া আমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে সুতরাং কি করিব আমি নিরুপায়। আমার প্রতি তোমার যে প্রেম তাহা অর্থলাভাশায়, বা একত্র অবস্থান হেতু, বা চাটুবচনের দ্বারা, অথবা কোন প্রভুসম ব্যক্তির আদেশে, বা সৌন্দর্যের প্রলোভনে, কিংবা খ্যাতির আশায় উদ্ভূত নহে (তাহা নৈসর্গিকী প্রীতি), কিন্তু তথাপি দৈবযোগবশে এইরূপ এক বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে যাহার পরিণাম প্রতিকার-বহির্ভূত। হে সুদতি (২৬), প্রণয়কলহে, সংকল্পবশে (২৭), বা পরিহাসচ্ছলে, বা ক্রোধোক্তিপ্রসংগে তোমাকে যে কঠোর বাক্য বলিয়াছি, তাহা বিস্মৃত হইও। তোমার হৃদয়ে এই হৃদয় ন্যস্ত করিলাম, গচ্ছিত দ্রব্য রক্ষা করা কষ্টসাধ্য, সেইজন্য যত্ন করা উচিত দেখিও, যেন স্থানভ্রষ্ট না হয়।" ॥ ৪৪৯—৪৫৬ ॥

অনন্তর দয়িতের বাক্য শেষ হইলে অশ্রুগদ্গদ বিচ্ছিন্ন-পদ বাক্যে কোন মতে হারলতা অস্পষ্ট ভাষায় এইরূপ বলিল—

"কোথায় অপবিত্র কুলজাতা, দেহার্পণদ্বারা জীবিকানির্বাহকারিণী কপটচারিণী রূপজীবিনী আমি, আর কোথায় উচ্চবংশোদ্ভব ও শ্লাঘনীয় গুণশালী তুমি!

২৬ সুন্দর দন্তসমূহ যাহার।
২৭ অপরের প্রতি আসক্ত এই আশংকা—Jealousy.

যত্ত্বং[৩০] বিষয়বিলোকনকুতূহলাদাগতোঽসি[৩১], বিশ্রান্তঃ।
ইয়তো দিবসানস্মিংস্তন্মম পরজন্মসুকৃতফলম্ ॥ ৪৫৯ ॥
গুরুসেবাং বন্ধুজনং স্বদেশবসতিং কলত্রমনুকূলম।
অনুষংগদৃষ্ট[৩২]পরিচিত আস্থাং প্রবিধায় কঃ পরিত্যজতি ॥ ৪৬০ ॥
যৌবনচাপল্যমেতদ্‌যস্মাদৃশি ভবতি কৌতুকং ভবতাম।
যত্তু সুখমনবগীতং তস্য স্থানং নিজা দারাঃ ॥ ৪৬১ ॥
তে মধুরাঃ পরিহাসাস্তা বক্রগিরঃ স বামতাসময়ঃ।
নো হৃদয়ে কর্তব্যা রহসি ক্ষেমার্থিনা ভবতা ॥ ৪৬২ ॥
লাঘবতো যন্মহতঃ[৩৩] প্রণয়াদ্‌বাঽসাধু যত্তবাচরিতম[৩৪];
প্রতিকূলং তত্র ময়া নাথাঞ্জলিরেষ বিরচিতো মূর্ধ্নি ॥ ৪৬৩ ॥
দুঃসঞ্চারা মার্গা দূরে বসতির্বিসংষ্ঠুলং হৃদয়ম।
গুণপালিত তব সুহৃদা ভবিতব্যমতোঽপ্রমত্তেন ॥ ৪৬৪ ॥

৩০ যত্ত্ব্ (গ)। ৩১ কুতূহলাভ্যাগতেন বিশ্রান্তম্ (গ)। ৩২ দৃষ্টি (গ)। ৩৩ যন্মনসঃ (গ)। ৩৪ যন্নবাচরিতম্ (ক)।

তুমি যে দেশ ভ্রমণের কৌতূহল-বশবর্তী হইয়া আগমন করিয়াছ এবং এই স্থানে কয়দিন বিশ্রাম করিয়াছ তাহাই আমার পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল। দৈববশে দর্শন হেতু যাহার সহিত পরিচয় তাহার উপর আস্থা রাখিয়া কোন্ ব্যক্তি গুরুসেবা, স্বজনবর্গ, স্বদেশবাস ও অনুকূল কলত্রকে ত্যাগ করে? আমার মত নারীর প্রতি তোমার যে অভিলাষ, তাহা যৌবন-চাপল্য মাত্র (২৮); নিজ পরিণীতা স্ত্রীসকলই অনিন্দ্যসুখের আধার। (আমার সাহচর্যকালের) সেই সকল মধুর পরিহাস, বক্রোক্তিসকল, সেইসকল বামতাপ্রসঙ্গ (২৯) নিজমঙ্গলের জন্য তুমি একান্তে (পত্নী সমাগমকালে) মনে আনিও না। মনের লঘুতাহেতু (৩০), অথবা প্রণয়বশে তোমার মত মহতের প্রতি যে প্রতিকূল আচরণ করিয়াছি হে নাথ, তাহার জন্য (ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক) মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া তোমাকে প্রণাম করিতেছি। হে গুণপালিত, আপনার সুহৃদের পথ দুর্গম, গৃহ দূরবর্তী, হৃদয় অব্যবস্থিত, সুতরাং সাবধান হইয়া যাইবেন।"

---

২৮ মৃচ্ছকটিকে চারুদত্তোক্তি—"গণিকা মম মিত্রামিতি। অথবা যৌবনমত্রাপরাধ্যতি ন চারিত্রম্।" ২৯ রতিকালে নায়কের কামোদ্দীপন করিবার জন্য যে সকল বিরুদ্ধাচরণ, যথা—"চুম্বনেষু পরিবর্তিতাধরং হস্তরোধিরসনা বিঘট্টনে। বিঘ্নিতেচ্ছমপি তস্য সর্বতো মন্মথেন্ধনমভূদ্বধূরতম্।" (রঘুবংশ ১৯।২৭)। ৩০ স্বভাব লঘুতাবশে (through lightness of nature)।

হৃদয়দ্বয় একত্বং যাতে যূনোর্বিয়োগজং ক্লেশম্।
অনুভবতোরপরেণ প্রসংগতঃ পঠ্যতে পথ্যা ॥ ৪৬৫ ॥
'অন্যোন্যসুদৃঢ়[৩৫] চেষ্টিতসদ্ভাবস্নেহপাশবদ্ধানাম্[৩৬]।
বিচ্ছেদকরো[৩৭] মৃত্যুর্ধীরাণাং বা পরিচ্ছেদঃ॥' ৪৬৬ ॥
অথ তচ্ছ্রবণানন্তরমাসৃস্ব সুখং দয়িতিকে ব্রজামীতি।
অভিধায় যাতি মন্দং[৩৮] সুন্দরসেনে বিবর্তিতগ্রীবম্ ॥ ৪৬৭ ॥
বটশাখালম্বিভুজাং শ্বসিতোষ্ণসমীরশুষ্যদধরদলাম্।
পর্যস্তাং বিভ্রাণাং তন্মার্গবিলোকনানিমেষদৃশম্ ॥ ৪৬৮ ॥
লোলায়মানবেণীং[৩৯] তির্যক্‌কৃতকণ্ঠভূষণবিশেষাম্।
গলদশ্রুবারিপূর্ণাং পতিতাং সংশুষ্কনিঃসহাংগলতাম্ ॥ ৪৬৯ ॥

৩৫ গূঢ়চেষ্টিত (ক গ)। ৩৬ বদ্ধস্য (গ)। ৩৭ করোর্মৃত্যু (ক)। ৩৮ যাতি সুন্দরসেনেঽপি (ক)। ৩৯ দোলায়মানবেণীং (গ)।

যুবক-যুবতীর দুইটী হৃদয় যখন এক হইয়া যায়, তখন একের বিরহ-ক্লেশ অপরে অনুভব করিতে পারে—এই মর্মে একটী পথ্যা আর্যা (৩১) একজন গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল—

"কষিত হেমের নিগড়ে প্রেমের
যে দু'টী হৃদয় বাঁধা,
দুজনার প্রতি দোঁহার পিরীতি
এমন কঠিন গাঁথা।
মরণ না হলে এ বাঁধন খোলে
এ হেন শকতি কার,
বলে সুধীজন করি নিরূপণ
সংশয় নাহি তার।" ॥ ৪৫৭-৪৬৬ ॥

অনন্তর ইহা শুনিয়া "প্রেয়সি, সুখে থাক, আমি চলিলাম" এই বলিয়া সুন্দর সেন পুনঃ পুনঃ গ্রীবা ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

হারলতা একহস্তে ব·বৃক্ষের একটী শাখা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া অনিমেষ-নেত্রে তাহার গমনপথে সুদূরপ্রসারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, নিঃশ্বাসের উষ্ণ বায়ুস্পর্শে তাহার অধরদল শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। তাহার বেণীবন্ধন

৩১ পথ্যা আর্যা—ছন্দঃ বিশেষ। ইহার লক্ষণ যথা—"ত্রজে গণত্রয়ং পাদে দ্বিতীয়ে তচ্চতুষ্টয়ম্। গুরুশ্চতুর্থেঽপি তথা কিন্তু লোঽত্র তৃতীয়কে। বিষমে জগণো নাত্র পথ্যাঽঽর্যা সংপ্রকীর্তিতা।"

। রুন্ধানামিব হৃদয়ং স্ফুটদিতরকরেণ কুচযুগাশ্রয়িণা।
পরিশেষিতাং[40] বিলাসৈরুৎসৃষ্টাং জীবলোককর্তব্যৈঃ ॥ ৪৭০ ॥
অংগীকৃতাং বিপত্ত্যা, বশীকৃতাং মর্মঘট্টনৈর্বিষমৈঃ।
হারলতামপরিস্ফুটমন্তঃপরিকৃষ্যমাণভারত্যা ॥ ৪৭১ ॥
'মা মা তাবদ্‌যাত ক্ষণমেকং যাবদেষ নিষ্করুণঃ।
বনগুল্মৈর্ন তিরোহিত' ইত্যভিদধতীং জহুঃ প্রাণাঃ ॥ ৪৭২ ॥
(কুলকম)

অথ পশ্চাৎ[41] সমুপেতং পপ্রচ্ছ পুরন্দরাত্মজঃ পথিকম।
'দৃষ্টা শোকব্যথিতা নিবর্তমানা[42] বরাংগনা ভবতা' ॥ ৪৭৩ ॥
স উবাচ 'বটতরোরধ উর্ব্যাং পতিতা বিনিশ্চলাবয়বা।
তিষ্ঠতি বনিতা, নান্যা নয়নাবসরং গতাঽস্মাকম ॥ '৪৭৪ ॥

৪০ পরিশোষিতাং (ক, গ)। ৪১ বর্ত্মনি (ক)। ৪২ বিবর্তমানা (গ)।

শ্লথ হইয়া পড়িয়াছিল (৩২), কর্ণভূষণ বিপর্যস্ত হইয়াছিল, (নয়ন হইতে) অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছিল, অংশুকের একপ্রান্ত ভূলুণ্ঠিত হইতেছিল (৩৩), তাহার দেহ যেন তাহাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, বিদীর্ণপ্রায় হৃদয়কে যেন রোধ করিবার জন্য অপর হস্ত কুচযুগলের উপর সে ধারণ করিয়াছিল, তাহার সকল বিলাসের অবসান হইয়াছে, জীবলোকের সকল কর্তব্য যেন শেষ হইয়া গিয়াছে, সে এখন বিপদের আয়ত্তাধীন, বিষম মর্মপীড়ায় বশীভূতা; তাহার অন্তর শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় অস্ফুট কণ্ঠে "না—না—যেওনা, যতক্ষণ ঐ নিষ্ঠুর বনগুল্মের অন্তরালে অদৃশ্য না হয় ততক্ষণ একটু থাক" (বিদায়োন্মুখ প্রাণের প্রতি) এই কথা বলিতে বলিতে সে প্রাণত্যাগ করিল ॥ ৪৬৭-৪৭২ ॥

অনন্তর পুরন্দরের পুত্র পশ্চাদাগত এক পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয় আপনি কি শোকাকুলিতা কোন সুন্দরীকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়াছেন?

সে বলিল—"বটতরুর তলে ভূতলে নিশ্চলাবয়বা একটী রমণী পড়িয়া আছে দেখিয়াছি, অপর কোন রমণী আমাদের নয়নগোচর হয় নাই তো।"

৩২ এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণ অনুসারে—"তাহার বেণী দুলিতেছিল"।

৩৩ তনুসুখরামের সংস্করণের পাঠ অনুসারে—"দেহলতা শীর্ণ হওয়ায় তাহা যেন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, সে ভূতলে পতিত হইয়াছিল"। কিন্তু এই পাঠ গ্রহণ করিলে বট শাখায় একহস্ত ও বক্ষদেশে অপর হস্ত দিয়া দণ্ডায়মান থাকার কোন অর্থ হয় না।

ইতি তদ্বচনাশ্মহতো[৪৩] বিহ্বলমূর্তিঃ পপাত ভূপৃষ্ঠে।
উত্থাপিতশ্চ সুহৃদা সোঽভিদধে তেন শোকবিকলেন॥ ৪৭৫॥
'ভবতু কৃতার্থস্তাতস্ত্বমপি সুমিত্রাস্য[৪৪] সাম্প্রতং[৪৫] প্রীতঃ।
সমকালমেব মুক্তা পাপেন ময়াঽসুভিশ্চ হারলতা॥ ৪৭৬॥
হা হা হাব হতোঽসি, ধ্বস্তা লীলা, বিলাস কিং কুরুষে।
উচ্ছিন্না বিচ্ছিত্তির্ভ্রম বিভ্রম দশ দিশো নিরাধারঃ॥ ৪৭৭॥

৪৩ বচনাস্ত্রহতো (ক)। ৪৪ সুমিত্রাত্র (ক)। ৪৫ সংপ্রতি (গ)।

তাহার এই বাক্যে প্রস্তরাহতের ন্যায় বিহ্বলদেহে তিনি ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন। সুহৃৎ তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলে তিনি শোকাকুল হইয়া এইরূপ বলিলেন—

"পিতঃ, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, মিত্রবর তুমিও এক্ষণে আনন্দিত হও; হারলতা একইকালে দেহস্থ পঞ্চবায়ু ও মৎকর্তৃক পরিত্যক্ত হইল। শশধরের বিম্বের দ্যুতিহারিণী সে যমসদনে গমন করাতে হায় হায় 'হাব' (৩৪) তুমি মরিয়াছ, 'লীলা' (৩৫) তুমি বিধ্বস্তা হইয়াছ, 'বিলাস' (৩৬) তুমি কি করিতেছ?

৩৪ আলংকারিকগণ—অলংকার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক, এই তিন প্রকার অনুভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে নায়িকাদিগের যৌবন অবস্থায় অন্তরে অনুরাগের সঞ্চার হেতু কান্তের প্রতি সর্বপ্রকার অভিনিবেশের জন্য যে সকল সত্ত্বগুণজনিত অলংকার উপস্থিত হয়, তাহাদের সংখ্যা বিংশতি। তাহার মধ্যে ভাব, হাব ও হেলা, এই তিনটি অঙ্গজ অলংকার। শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য ও ধৈর্য, এই সাতটি অযত্নজ অর্থাৎ বেশাদি প্রযত্নের অভাবেও প্রকাশ পায়। এবং লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত এবং বিকৃত, এই দশটি স্বভাবজ অলংকার। "অনুরাগ স্বসংবেদ্য দশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে।" অর্থাৎ অনুরাগ যখন চিত্তের গণ্ডী ছাড়াইয়া আপনা হইতেই বিকশিত হইয়া প্রকাশ লাভ করে, তাহাকে বলে 'ভাব'। এই ভাব যখন চিত্ত ছাড়াইয়া অঙ্গে ফুটিয়া উঠে, তখন তাহাকে বলে 'হাব'—"ভ্রূনেত্রাদি বিকারৈস্তু সম্ভোগেচ্ছা প্রকাশকঃ। ভাব এবাল্পসংলক্ষ্য বিকারো হাব উচ্যতে।" অর্থাৎ ভ্রূনেত্রাদির বিকারদ্বারা সম্ভোগেচ্ছা প্রকাশক ভাবের যে ঈষৎ অভিব্যক্তি, তাহাকে 'হাব' বলে। যথা—"বিবৃণ্বতী শৈলসুতাপি ভাবমঙ্গৈঃ স্ফুরদ্বালকদম্বকল্পৈঃ। সাচীকৃতাচারুতরেণ তস্থৌ মুখেন পর্যস্ত বিলোচনেন॥" (কুমার)।

৩৫ যখন নায়িকা বল্লভের সমাগমলাভে বঞ্চিতা হইয়া সখীর সম্মুখে নিজ চিত্তবিনোদনের জন্য আলাপ, বেশ, গমন, হাস্য, বিলোকন প্রভৃতিতে প্রাণেশ্বরকে অনুকরণ করে, তাহাকে 'লীলা' বলা হয়। যথা—"চণ্ডাংশৌ চরমাদ্রিচুম্বিনি মনো জিজ্ঞাসিতুং সুভ্রুবা ঝঙ্কৎ কৌতুকয়া তয়া বিরচিতে বংশীরবে রাধয়া। এষ স্ফূর্জতি কস্য নিঃস্বন ইতি ক্রোধাদ্‌ব্রজন্ কাননং রাধাং বীক্ষ্য লতাপ্রতানপিহিতাং স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ।" [রসতরঙ্গিনী]

৩৬ বল্লভ নিকটে উপস্থিত হইলে গমন, আসন স্থিতি এবং বিলোকনে ভ্রূ, নেত্র ও

কিলকিঞ্চিত গচ্ছ বনং, মোট্টায়িতমশরণত্বমুপযাতম্ ।
কুট্টমিত প্রব্রজ্যাং গৃহাণ, বিব্বোক বিশ ভুবো বিবরম ॥ ৪৭৮ ॥

'বিচ্ছিত্তি' (৩৭) তুমি উন্মূলিতা হইয়াছ, 'বিভ্রম' (৩৮) তুমি আধার শূন্য হইয়া দশদিকে ভ্রমণ কর, 'কিলকিঞ্চিত' (৩৯) তুমি বনে যাও, 'মোট্টায়িত' (৪০) তুমি শরণ হীন হইয়াছ, 'কুট্টমিত' (৪১) প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর, 'বিব্বোক' (৪২)

আননের যে তাৎকালিক বিশেষবিকার তাহাকে বলে বিলাস: অর্থাৎ বৃথা হাস্য, বৃথা ক্রোধ, বৃথা চমৎকৃতি ইত্যাদি। যথা "দীর্ঘা বন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্ট্যৈব নেন্দীবরৈঃ পুষ্পাণাং প্রকরঃ স্মিতেন রচিতো নো কুন্দজাত্যাদিভিঃ। দত্ত স্বেদমুচা পয়োধরভরেণার্ঘো ন কুম্ভাম্ভসা স্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়স্য বিশতস্তন্ব্যা কৃতং মংগলম্ ।" [অমরুশতকম্]

৩৭ "প্রসাধনানাং দয়িতাপরাধাদ্ যদীর্ষয়াঽনাদরতঃ সখীনাম্। প্রযত্নতো বারণমংগনায়াঃ বিচ্ছিত্তিরেষা কথিতা বহুজ্ঞৈঃ ।" অর্থাৎ দয়িতের অপরাধহেতু বা ঈর্ষাবশতঃ কিম্বা সখীদিগের যত্নের অভাব হেতু কিম্বা ইচ্ছাপূর্বক রমনীদিগের প্রসাধনের যে অনাদর তাহাকে বলে 'বিচ্ছিত্তি'। "স্তোকা মাল্যাদিরচনা বিচ্ছিত্তি কান্তিপোষকৃৎ" (রসরত্নহার)। যথা—"খেদায় স্তনভার এব কিমু তে মধ্যস্য হারোঽপবস্তাম্যত্যূরুযুগং নিতম্বভরতঃ কাঞ্চ্যাঽনয়া কিং পুনঃ। শক্তিঃ পাদযুগস্য নোরুযুগলং বোঢ়ুং কুতো নূপুরে, স্বাংগৈরেব বিভূষিতাঽসি, বহসি ক্লেশায় কিং মণ্ডনম্ ।" [নাগানন্দ ৩।৬]।

৩৮ "বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থান বিপর্যয়ঃ ।" অর্থাৎ বল্লভের নিকট অভিসার কালে অথবা বল্লভের আগমনকালে প্রবল মদনাবেগ বশতঃ হারমাল্যাদি ভূষণের স্থান বিপর্যয়কে 'বিভ্রম' বলে। যথা—"আয়াতি প্রণয়ী তবেতি বচনং শ্রুত্বা সখীভাষিতং, ভূষান্যাসবিধিং তনৌ মৃগদৃশা সম্পাদয়ন্ত্যা তয়া। কেয়ূরং পদপংকজে পরিহিতং, বাহৌ ধৃতং নূপুরং, কাঞ্চী কণ্ঠতটে ন্যধায়ি, জঘনে ন্যস্তাশ্চ পুষ্পস্রজঃ ।" [কর্ণভূষণঃ]

৩৯ "গর্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়া ভয়ক্রুধাং। সংকরীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং ।" অর্থাৎ প্রিয়সমাগমের হর্ষহেতু গর্ব, অভিলাষ, রুদিত, হাস্য, অসূয়া ভয় ও ক্রোধের যে সংমিশ্রণ তাহাকে বলে 'কিলকিঞ্চিত'। যথা "অন্তঃ স্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাংকুরা, কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তাপুরঃ কুঞ্চতী। রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ।"

৪০ "তদ্ভাবভাবিত চিত্তে বল্লভস্যকথাদিষু। মোট্টায়িতমিতিপ্রাহুঃ কর্ণকণ্ডূয়নাদিকম্" অর্থাৎ দয়িতের বিষয় আলোচনাকালে তদ্ভাবভাবিত যুবতীদিগের অঙ্গভঙ্গের সহিত বিজৃম্ভণ ও কর্ণকণ্ডূয়ন প্রভৃতিকে 'মোট্টায়িত' বলে। যথা—"পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্রকলামনেন স্পৃশেতি সখ্যা পরিহাসপূর্বম্। সা রঞ্জয়িত্বা চরণৌ কৃতাশীর্মাল্যেন তাং নির্বচনং জঘান ।" [কুমার ৭।১৯]

৪১ "কেশস্তনাধরাদীনাং গ্রহে হর্ষেঽপি সম্ভ্রমাৎ। প্রাহু কুট্টমিতং নাম শিরঃ করবিধূননম্ ।" অর্থাৎ কেশ, স্তন, অধর প্রভৃতি গ্রহণকালে অন্তরে আনন্দ হইলেও সম্ভ্রম বশতঃ যে শির ও করবিধূনন তাহাকে কুট্টমিত বলে। যথা—"করৌব্যত্যং হন্ত স্থগয় কবরী মে বিঘটতে, দুকূলং চ ক্ষৌমত্যপহর তবাস্তাং বিহসিতম্। কিমারব্ধঃ কর্তুং ভ্রমনবসরে নির্দয়মদাৎ, পতাম্যেষা পাদে, বিতর শয়িতুং মে ক্ষণমপি ।"

৪২ গর্ব ও মান হেতু ইষ্ট অর্থাৎ অভিপ্রেত বস্তুর প্রতি যে অনাদর, তাহাকে বলে

ললিতমনাথীভূতং, বিহৃতস্য গতির্ন বিদ্যতে কাপি।
শশধরবিম্বদ্যুতিমুখি যাতায়ামস্তকস্যাস্তঃ[46] ॥ ৪৭৯ ॥[47]
বিনিবৃত্ত্য যামি দগ্ধুং মদ্বিরহাত্ত্যক্তবল্লভপ্রাণাম।
ভবতু বরাক্যাস্তস্যাঃ সম্প্রার্চির্দানমাত্রমুপকারঃ॥' ৪৮০ ॥
গত্বাঽথ তমুদ্দেশং যস্মিন্ সা পঞ্চভাবমাপন্না।
বিললাপ মুক্তকণ্ঠং বিলুঠন্ ভুবি সহচরেণ ধৃতমূর্তিঃ ॥ ৪৮১ ॥
'এতে বয়ং নিবৃত্তা মুঞ্চ রুষং, দেহি কোপনে বাচম্।
উত্তিষ্ঠ, কিমিতি তিষ্ঠসি ভূমিতলে রেণুরূষিতশরীরা ॥ ৪৮২ ॥

৪৬ মস্তকাস্তিকং তস্যাম্ (গ)। ৪৭ বিশেষকম্ (গ)।

ভূগর্ভে প্রবেশ কর, 'ললিত' (৪৩) অনাথ হইয়াছে, এবং 'বিহৃতের' (৪৪) কোথাও স্থান নাই। আমি ফিরিয়া গিয়া আমার বিরহে যে (প্রিয়া) প্রিয় প্রাণকে ত্যাগ করিয়াছে তাহাকে দগ্ধ করিতে যাই। সেই বেচারীর উপকার করিবার মধ্যে আছে কেবল তাহার অগ্নি সৎকার করা।"

অনন্তর তাহার উদ্দেশ্যে ফিরিয়া গিয়া যখন দেখিলেন সে সত্যই পঞ্চত্ব পাইয়াছে, তখন ভূতলে লুটাইয়া পড়িয়া মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন—সহচর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিল।

"এইতো আমরা ফিরিয়া আসিয়াছি, রোষ পরিত্যাগ কর; কোপনে, কথা

'বিব্বোক'। যথা—"পুংসাঽনুনীতা শতসামবাদৈর্হালাং নিরীহেব চুচুম্ব কাচিৎ। অর্থানভীষ্টানপি বামশীলাঃ স্ত্রিয়ঃ পরার্থানিব কল্পয়ন্তি॥"

৪৩ "ভ্রূনেত্রাদি ক্রিয়াশালী সুকুমারবিধানতঃ। হস্তপাদাংগবিন্যাস স্তরুণ্যা ললিতং বিদুঃ॥" অর্থাৎ, ভ্রূ ও নেত্রাদির ক্রিয়া দ্বারা সৌকুমার্য বিধান করিয়া হস্তপদাদি অঙ্গবিন্যাসকে 'ললিত' বলা হয় যথা—"কলক্বণিতমেখলং চপলচারুনেত্রাঞ্চলং প্রসন্নমুখমণ্ডলং শ্রবণসঞ্চরৎকুণ্ডলম্। স্ফুরৎপুলকবন্ধুরং লপিতশোভমানাধরং বিহাররতিমন্দিরং ব্রজতি কৃশাতোদরী॥"

৪৪ "হ্রীমানের্ষ্যাদিভির্যত্র নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্। ব্যজ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিহৃতং তদ্বিদুর্বুধাঃ॥" অর্থাৎ লজ্জা, মান, ঈর্ষা ইত্যাদি হেতু যখন নায়িকা নিজ ব্যক্তব্য না বলিয়া চেষ্টা দ্বারা তাহা ব্যক্ত করে পণ্ডিতগণ তাহাকে বলে বিহৃত। লজ্জায় যথা—"নিরুদ্ধ্য যান্তী তরসা কপোতীং কূজৎ কপোতস্য পুরো দধানে। ময়ি স্মিতাদ্রং বদনারবিন্দং সা মন্দমন্দং নময়াম্বভূব॥" [ভামিনী বিলাস]। মানেন যথা—"অদ্যাপি তন্মনসিসম্পরিবর্ততে মে রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপাল পুত্র্যা। জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্যরোষাৎ কর্ণেঽর্পিতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা॥" [চৌরপঞ্চাশিকা]। ঈর্ষয়া যথা—"বীক্ষ্য বক্ষসি বিপক্ষকামিনীহারলক্ষ্ম দয়িতস্য ভামিনী। অংসদেশবিনিবেশিতাং ক্ষণদাচকর্ষ নিজবাহুবল্লরীম্॥" [ভামিনীবিলাসম্ ২।২২]

বিনিমীল্য দৃশৌ কস্মাদপ্রতিপত্ত্যা স্থিতাঽসি শুভবদনে ।
ত্বদবারিত[৪৮]গমনবিধেরপরাধিতয়া ন মেঽস্তি সংযোগঃ ॥ ৪৮৩ ॥
নাকাধিপতিপুরস্ত্রীরভিভবিতুং ত্বয়ি দিবং প্রযাতায়াম্ ।
সৎস্বপি শরেষু পঞ্চসু নিরায়ুধঃ সাম্প্রতং মদনঃ ॥ ৪৮৪ ॥
বঞ্চকবৃত্তা বেশ্যা ইত্যপবাদো জনেষু যো রূঢ়ঃ ।
অপনীতোঽসৌ নিপুণং ত্বয়া প্রিয়ে জীবমোক্ষেণ ॥ ৪৮৫ ॥
বর্ণ্যঃ সদ্‌ব্রত একস্ত্রিপুরান্তকনন্দনো মহাসেনঃ ।
হৃদয়ং যস্য স্পৃষ্টং[৪৯] ন মনাগপি বামলোচনাপ্রেম্না ॥ ৪৮৬ ॥
মন্যেঽভীষ্টবিয়োগং নিমেষমপি দুঃসহং সমবধার্য[৫০] ।
হরিণা বক্ষসি লক্ষ্মীর্বিধৃতা গৌরী হরেণ দেহার্ধে ॥ ৪৮৭ ॥
অয়ি লোকপাল, সা ভুবি ললামভূতা, তয়া বিনা শূন্যম্ ।
বিশ্বমিতি কিং ন চিন্তিতমাত্মস্থানং প্রিয়াং নয়তা ॥৪৮৮॥
ভগবন্ হুতবহ, মা মা লাবণ্যসমুদ্রসারমুদ্ধৃত্য ।
কথমপি বিহিতাং ধাত্রা ধক্ষ্যস্যেনাং জগদ্‌ভূষাম্ ॥' ৪৮৯ ॥

৪৮ ত্বদ্বারিত (ক)। ৪৯ স্পষ্টং (ক)। ৫০ সমালোক্য (ক)।

কও, উঠ, কেন তুমি ভূমিতলে ধূলি-ধূসরিতদেহে শুইয়া আছ। সুবদনি, চক্ষু নিমীলিত করিয়া কিসের জন্য জড়ের মত পড়িয়া আছ? তুমি আমাকে যাইতে বাধা দেও নাই, তথাপি আমি চলিয়া গিয়াছিলাম, এই অপরাধেই (বোধ হয়) আমার সহিত তোমার মিলন হইবে না। তুমি স্বর্গপতির পুরস্ত্রীগণকে পরাভব করিবার জন্য স্বর্গে গমন করায় সম্প্রতি মদন তাহার পঞ্চশর থাকা সত্ত্বেও অস্ত্রহীন হইয়া পড়িয়াছেন। যে বেশ্যা সাধারণ্যে বঞ্চকবৃত্তিশালিনী এই অপবাদে অত্যন্ত অভিহিতা হইত, তুমি (প্রেমের জন্য) তোমার জীবন বিসর্জন দিয়া তাহাদের সেই অপবাদ নিপুণ ভাবে দূর করিয়াছ। একমাত্র বরেণ্য, সদাচারী, ত্রিপুরারি-নন্দন মহাসেন ষড়াননেরই হৃদয় লেশমাত্র রমণী-প্রেমের দ্বারা স্পৃষ্ট হয় নাই। প্রিয়-বিয়োগ নিমেষমাত্রও দুঃসহ ইহা বুঝিয়া বিরহাশংকায় হরি লক্ষ্মীকে সতত অংকে ধারণ করিয়া আছেন এবং গৌরী হরের দেহার্দ্ধে লীন হইয়া আছেন। হে লোকপাল (৪৫), সে ছিল ভূতলের ললামভূতা, তাহার অভাবে বিশ্ব শূন্য, তুমি সেই প্রিয়াকে নিজের নিকট লইয়া যাইবার সময় সে কথা কি ভাবিয়া দেখ নাই? ভগবন্ হুতবহ, জগতের ভূষণস্বরূপা ইহাকে বিধাতা লাবণ্য সমুদ্রের সার

৪৫ যম।

ইতি বিলপন্তং বহুবিধমবধীর্য সুহৃৎ পুরন্দরস্য সুতম্।
কাষ্ঠৈর্বিরচয্য চিতাং তামকরোদগ্নিসাদ্‌গণিকাম্ ॥ ৪৯০ ॥
তস্মিন্নিদ্ধহুতাশনবিনিপতনে কৃতমতৌ শুচাহহকুলিতে।
মনসি স্ফুরিতামার্যাং পপাঠ কশ্চিৎ প্রসংগেন ॥ ৪৯১ ॥
'অনুমরণে ব্যবসায়ং স্ত্রীধর্মে কঃ করোতি সবিবেকঃ।
সংসারমুক্ত্যুপায়ং দণ্ডগ্রহণং ব্রতং হিত্বা ॥' ৪৯২ ॥
শ্রুত্বা সুন্দরসেনঃ সুহৃদমবোচদ্‌ব্যপেতবৈক্লব্যঃ।
'প্রতিবোধিতং মনো মে ধীরেণানেন যুক্তমুপদিশতা ॥ ৪৯৩ ॥
ক্ষণদৃষ্টনষ্টবল্লভজন্মজরাব্যাধিমরণপরিভূতে।
পরিবর্তিনি সংসারে কঃ কুর্যাদাগ্রহং মতিমান্ ॥ ৪৯৪ ॥

সংকলন করিয়া কোনমতে সৃজন করিয়াছিলেন সুতরাং ইহাকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিও না।" ॥ ৪৭৩—৪৮৯ ॥

পুরন্দরের পুত্র এইরূপ বহু প্রকার বিলাপ করিতে থাকিলে তাহার সুহৃৎ তাহাকে গ্রাহ্য না করিয়া কাষ্ঠ দ্বারা চিতা নির্মাণ পূর্বক সেই গণিকাকে অগ্নিসাৎ করিল। সুন্দরসেন যখন শোকাকুলিত হইয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে নিজকে নিক্ষেপ করিতে সংকল্প করিতেছিল, তখন কোন ব্যক্তি স্মরণপথে আগত প্রসঙ্গোপযোগী এই আর্যাটী আবৃত্তি করিল—

"নারীর ধরম যে সহমরণ
বিবেকী লয় কি তার,
ছাড়িয়া দণ্ডগ্রহণ ব্রতটী
সংসার-মুক্তি উপায় ?" *

ইহা শুনিয়া সুন্দরসেন বৈক্লব্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া মিত্রকে বলিলেন—

"এই সুধীব্যক্তির উপযুক্ত উপদেশে আমার মন প্রতিবুদ্ধ হইয়াছে—জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মরণ দ্বারা অভিভূত হইয়া যে স্থানে প্রিয়ব্যক্তি অল্পকালের মধ্যেই মরনান্তরালে চলিয়া যায়, সেই পরিবর্তনশীল সংসারে কোন্ মতিমান্ থাকিবার জন্য আগ্রহ করে ?

* মূলের ঠিক অনুবাদ হইতেছে—"সংসার হইতে মুক্তির উপায়স্বরূপ দণ্ডগ্রহণরূপ ব্রত ত্যাগ করিয়া কোন্ বিবেকী স্ত্রীজনোচিত ধর্ম অনুমরণের সংকল্প করিয়া থাকে ?"

যাতু ভবান্ কুসুমপুরং, বয়মপ্যন্ত্যাশ্রমে সমাশ্রয়ণম্ ।
অংগীকুর্মোঽবিদ্যাপ্রহাণসংসিদ্ধয়ে নিয়তম্ ॥' ৪৯৫ ॥
সোঽবদদভিজাতজনো 'বাল্যাৎ প্রভৃতি ত্বয়া ন মুক্তোঽস্মি'[১] ।
সংন্যসনবুদ্ধিরধুনা[২] কথমুজ্ঝসি'[৩] বিষয়নিঃস্পৃহং সুহৃদম ॥' ৪৯৬ ॥
'এবম্' ইতি সোঽভিধায় স্থিরমতিনিয়মৈস্তপোধনৈর্জুষ্টম্ ।
গুণপালিতেন সহিতঃ সুন্দরসেনো জগাম বনম্ ॥" ৪৯৭ ॥

৫১ ত্বয়া চ ন বিমুক্তঃ (গ)। ৫২ বুদ্ধিমধুনা (গ)। ৫৩ কথমুজ্ঝতি (গ)।

কান্তানুবৃত্তম্

"এবং ভবন্তি'[১] বেশ্যাঃ স্বার্থৈকরতা ব্যপেতসদ্ভাবাঃ ।
অভিলষিতবিষয়সিদ্ধেঃ কা হানিস্তদপি যুষ্মাকম্ ॥ ৪৯৮ ॥
রমণহৃদয়ানুবর্তনচতুরচতুঃষষ্টিকর্মকুশলানাম্ ।
ন স্পৃশতি তত্ত্বচর্চা পণ্যবধূনাং বিদগ্ধচেতাংসি ॥ ৪৯৯ ॥

১ ভবন্ত (গ)।

তুমি কুসুমপুরে চলিয়া যাও, আমি শেষ আশ্রম (৪৬) গ্রহণ করিয়া নিয়ত অবিদ্যা (৪৭) নাশের জন্য সম্যক্ চেষ্টা করিব।"

সদ্বংশজাত সে (অর্থাৎ গুণপালিত) উত্তর করিল—"বাল্যকাল হইতে তুমি আমাকে কোন সময়েই ত্যাগ কর নাই, এক্ষণে সন্ন্যাসগ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া কেন বিষয়-নিস্পৃহ মিত্রকে ত্যাগ করিতেছ?"

"তবে তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া তপস্বিগণপালিত নিয়মসকল পালনে কৃতসংকল্প হইয়া সুন্দরসেন গুণপালিতের সহিত বনে চলিয়া গেলেন॥ ৪৯০-৪৯৭ ॥

এখন (বল দেখি), বেশ্যাগণ যদি স্বার্থপর ও অনুরাগহীনা হইয়া থাকে, তথাপি তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে কি ক্ষতি হয়? নায়কের হৃদয়ানুরঞ্জনে চতুর চতুঃষষ্টি কাম-কলায় (১) কুশলা পণ্যবধূদিগের তত্ত্বচর্চা (২) বিদগ্ধদিগের চিত্তকে

৪৬ সন্ন্যাস আশ্রম। ৪৭ জীবজগদ্ব্রহ্মস্বরূপ তত্ত্বগ্রহণ রূপা। "একাত্ম্যাপ্রতিপত্তির্যা স্বাত্মানুভবসংশ্রয়া। সাঽবিদ্যা সংসৃতেবীজং তন্নাশো মুক্তিরাত্মনঃ।"

১ চতুঃষষ্টি কামকলাকে এককথায় বলে 'নন্দিনী'। আলিংগন, চুম্বন, নখচ্ছেদ্য, দশনচ্ছেদ্য, সংবেশন, সীৎকৃত, পুরুষায়িত ও ঔপরিষ্টক এই আটটী বিষয়ের প্রত্যেকের আট প্রকার ভেদে চৌষট্টি কামকলা। ২ সে অনুরাগবতী কিম্বা নহে, তাহার স্নেহ প্রকৃত কিম্বা ছলনা, তাহার যে প্রবৃত্তি তাহা লাভের জন্য বা অনুরাগের জন্য এই সকল বিচার।

বলিতপ্লুতচিত্রগতিস্থিতিবোধৈ[2]শ্চোদনানুবৃত্ত্যা চ।
রাগস্পর্শেন বিনা বিশতি মনঃ সাদিনাং তুরগঃ ॥ ৫০০ ॥
গন্ধোঽপি কুতঃ প্রেম্নঃ পরভৃতহারীতগৃহকপোতানাম্।
উজ্জ্বলরন্ত্যসমেষুং বিকৃতবিশেষৈস্তথাপি তে যূনাম্ ॥ ৫০১ ॥
আহিতমুক্তাহার্যঃ সম্যক্‌সকলপ্রয়োগনিষ্পত্ত্যা।
ভাববিহীনোঽপি নটঃ সামাজিকচিত্তরঞ্জনং কুরুতে ॥ ৫০২ ॥
যেঽপি ধনক্ষয়দোষং পশ্যন্তি জড়া বিলাসিনীশ্লেষে।
প্রষ্টব্যাস্তে ভবতা কিমকৃতকশিপুব্যয়া দারাঃ ॥ ৫০৩ ॥

২ স্থিতিবেগৈ (গ)।

স্পর্শ করে না। অশ্ব তাহার বলিত, প্লুত ও চিত্রগতি (৩), স্থিতির বোধ ও চালনার অনুসরণাদির দ্বারা অনুরাগের স্পর্শমাত্র ব্যতীত আরোহীর মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়। প্রেমের গন্ধমাত্র বর্তমান না থাকা সত্ত্বেও কোকিল, হারীত, গৃহকপোত প্রভৃতি পক্ষিসকল তাহাদিগের নিজ নিজ কূজন দ্বারা (রতকূজিতের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া) যুবকদিগের কামোদ্দীপন করে। নেপথ্যবিধি (৪) গ্রহণ করিয়া ও ত্যাগ করিয়া, সকল প্রকার (অংগভংগাদি) প্রয়োগ যথাযথ ভাবে নিষ্পন্ন করিয়া নট অন্তরে ভাববিহীন হইয়াও (৫) সামাজিকজনের চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকে। যে সমস্ত জড়বুদ্ধিব্যক্তি বিলাসিনীদিগের আলিংগনে ধনক্ষয়ের ভয় করিয়া থাকে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও তাহাদিগের পত্নীসকলের অন্নবস্ত্রের

৩ অশ্বশাস্ত্রে অশ্বের পাঁচ প্রকার গতির উল্লেখ আছে। বর্তমান কালেও অশ্বারোহিগণ এই সকল গতির বিষয় অবগত আছেন। কথ্য বাংলা ভাষায়—'ছাড়তক', 'দুলকী', 'কদম' প্রভৃতি শব্দ এবং ইংরাজীতে trot, canter, gallop প্রভৃতি শব্দ অনেকেরই পরিচিত। "বিক্রমো বল্গিতমুপকণ্ঠমুপজবোজবশ্চেতি পঞ্চধারাগতয়স্তুরগশিক্ষায়াম্" [কামসূত্রটীকা ২।৭।৩২]

৪ নেপথ্যবিধি একটী কলা—জয়মংগলায় লিখিত আছে "দেশকালাপেক্ষয়া বস্ত্রমাল্যাভরণাদিভিঃ শোভার্থং শরীরস্য মণ্ডনাকারাঃ" (১।৩।১৬)। অভিনয় শাস্ত্রে সাজ-পোষাক ও মুখের আকৃতি পরিবর্তন করিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ যে নাটকের পাত্রপাত্রীর রূপের অনুকরণ করেন তাহাকে বুঝায়। ইংরাজীতে বলে make up। 'নেপথ্য' বলিতে বুঝায় সাজঘর বা green room। তথায় যাহা করা হয় তাহাই 'নেপথ্যবিধান'।

৫ 'ভাব' হইতেছে রসানুকূল শারীরিক ও মানসিক বিকার, তাহা বহুবিধ, যথা, 'রতি' প্রভৃতি অষ্টবিধ 'স্থায়িভাব', 'নির্বেদ' প্রভৃতি তেত্রিশটী 'ব্যভিচারী ভাব' এবং 'স্তম্ভ' প্রভৃতি আটটী 'সাত্ত্বিক ভাব'।

ন চ লাভ এক এব প্রবর্তনে[৩] কারণং মনুষ্যেষু।
রাগাদয়োঽপি তাসাং[৪] বৈশিকশাস্ত্রপ্রণেতৃভিঃ[৫] কথিতাঃ ॥৫০৪॥
কা বা বিভূতিরাপ্তা সুন্দরসেনাত্তয়া তপস্বিন্যা।
যদ্বিরহকুলিশভিন্না মুমোচ সা জীবিতং ক্ষণার্ধেন ॥ ৫০৫ ॥
উত্তমতরুণপ্রকৃতিঃ পুলকাদিকসূচিতান্যদুরশক্তিঃ[৬]।
স্ফুটসন্নিহিতবিভাবো নিবার্যতে কেন শৃংগারঃ ॥ ৫০৬ ॥
অন্তঃকরণবিকারং গুরুপরিজনসংকটেঽপি কুলটানাম্।
জানন্তি অভিযুক্তা ভ্রূভংগাপাংগমধুরদৃষ্টেন ॥ ৫০৭ ॥

৩ প্রবর্ততে (ক)। ৪ সন্তি গ), (খ-অসংশোধিত পাঠে)।
৫ বৈশেষিকশাস্ত্রবেদিভিঃ (ক)। ৬ ন্যতনুসক্তি (গ)।

জন্য কি অর্থব্যয় হয় না? বৈশিক শাস্ত্রকারগণ (৬) বলেন তাহারা (অর্থাৎ বেশ্যারা) যে লোকের (হৃদয় রঞ্জনে) প্রবৃত্ত হয় তাহাতে লাভই তাহার একমাত্র কারণ নহে অনুরাগাদিও বটে *। সেই বেচারী (চারুলতা) সুন্দর সেনের নিকট হইতে কিই বা এমন সম্পত্তি পাইয়াছিল যে তাহার বিরহরূপ বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ (হৃদয়া) হইয়া সে ক্ষণার্ধ মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। রূপ যৌবনসম্পন্ন উত্তম তরুণ ও তরুণী যাহার প্রকৃতি (৭) (অর্থাৎ কারণ স্বরূপ), পুলকাদি (সাত্ত্বিক ভাবের) দ্বারা যাহা সূচিত এবং সান্নিহিত (আলম্বন ও উদ্দীপন) বিভাবে (৮) যাহা পরিস্ফুট সেই অসামান্যশক্তি শৃংগারকে নিবারণ করে এমন শক্তি কাহার (৯)? কুলটাদিগের মনোবিকার, গুরুজনদিগের সান্নিধ্য সত্ত্বেও, তাহাদের প্রণয়িগণ (১০),

৬ দত্তক, বিশাখিল, বাৎস্যায়ন প্রভৃতি বৈশিকশাস্ত্রকারগণ। যে শাস্ত্রে বেশ্যাদিগের কর্তব্য অকর্তব্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহকে 'বৈশিক' শাস্ত্র বলে।

* অর্থাৎ বেশ্যাগণ যে কেবলমাত্র অর্থলোভে কামিগণের প্রতি প্রণয় প্রদর্শন করে, তাহা নহে, তাহারাও কুলাংগনার ন্যায় নায়কের প্রতি আন্তরিক ভাবে অনুরাগবতী হইয়া থাকে। ৭ উত্তম তরুণ ও তরুণী যাহার 'প্রকৃতি' বা কারণ অর্থাৎ তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া যাহার অভিব্যক্তি।

৮ শৃংগাররসের 'আলম্বন বিভাব', অর্থাৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া শৃংগাররসের উদ্ভব হয়, তাহা হইতেছে—'নায়ক-নায়িকা'। এবং তাহার 'উদ্দীপনবিভাব' হইতেছে—স্ত্রীদিগের বিলাস, চন্দ্রোদয়, বসন্তঋতু, মদ্যপান ও নৃত্যগীতাদি। এই আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব সন্নিহিত হইলে শৃংগাররস পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

৯ রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবযুক্ত, রূপযৌবনসম্পন্ন, তরুণ নায়ক-নায়িকারূপ আলম্বন বিভাবিত, মাল্যচন্দনাদিতে উদ্দীপিত কটাক্ষাদি দ্বারা অনুভাবিত, ব্রীড়াদি দ্বারা সঞ্চারিত যে শৃংগাররস, তাহা কে নিবারণ করিতে পারে?

১০ উৎক্ষিপ্ত, চতুর, রেচিত, কুঞ্চিত, সহজ, পতিত ও মধুর এই সাত প্রকার 'ভ্রূবিলাস'।

অন্যা বিহায় পতিগৃহমবিচিন্তিতকুলকলংকজনগর্হাঃ[৭] ।
রাগোপরক্তহৃদয়া যান্তি দিগন্তং মনুষ্যমাসাদ্য[৮] ॥ ৫০৮ ॥
অপমানঃ পতিবিহিতো গুরুপরিকরতীব্রতা গৃহে দৌঃস্থ্যম্ ।
শীলক্ষতয়ে যাসাং তাসামতিরাগতোঽন্যনরসক্তিঃ ॥ ৫০৯ ॥
যা অপ্যচলিতবৃত্তা ভর্তুশ্চরণাব্জতৎপরাঃ[৯] প্রমদাঃ ।
তা অপি রাগবিযুক্তা[১০] স্তিষ্ঠন্ত্যৌচিত্যমাত্রেণ ॥ ৫১০ ॥
তস্মাদন্যভিগমনং[১১] বিবিধনিমিত্তং নিবার্যতে[১২] কেন ।
নিজপরপণ্যস্ত্রীণাং রাগাধীনং তু হৃদয়নির্বহণম্ ॥" ৫১১ ॥
এবংবিধদৃষ্টান্তৈরুপপত্তিযুতৈস্তথেদৃশৈর্বাক্যৈঃ ।
অন্যৈরপি চাটুপদৈরাবর্জিতমানসং গম্যম্[১৩] ॥ ৫১২ ॥
বিহিতস্বাপবিবোধং[১৪] কিঞ্চিৎপ্রকটীকৃতক্রমগ্লান্যা[১৫] ।
উৎপাদিত জৃম্ভিকয়া পরিরভ্য ঘনং নিশাপগমে ॥ ৫১৩ ॥

৭ গেহাঃ (ক)। ৮ মনুষ্যলাভায় (ক), মনুষ্য আসজ্য (গ)।
৯ ভর্তুঃ পরিচরণ তৎপরাঃ (খ)। ১০ বিযুক্তা (ক, গ)। ১১ তস্মাদাত্মাভিগমনং (ক), তস্মাত্তান্যভিগমনং (গ)। ১২ বিধার্যতে (ক)। ১৩ মানসো গম্যঃ (গ)। ১৪ স্বাপরবোধং (ক)। ১৫ শ্রমং দাক্ষাৎ (ক), শ্রমগ্লান্যা (গ)।

তাহাদিগের ভ্রূভংগি, অপাংগ ও মধুর দৃষ্টিপাত দ্বারা জানিতে পারে। অনুরাগরক্তহৃদয় অনুকূলকামিনীগণ আবার কুলকলংক ও লোকনিন্দার কথা চিন্তা না করিয়াই পতিগৃহপরিত্যাগকরতঃ (মনের) মানুষকে লইয়া পৃথিবীর অপর প্রান্তে চলিয়া যায়। পতিকৃত অপমান, গুরুজনদিগের দুর্ব্যবহার, গৃহের (দারিদ্র্যাদি) দুরবস্থা ইত্যাদি বর্তমানসত্ত্বেও পরপুরুষের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগই তাহাদের শীলক্ষয়ের কারণ। যে সকল প্রমদা পতির প্রতি অনুরাগবিহীনা হইয়াও ভ্রষ্টচরিত্রা না হইয়া স্বামীর পরিচর্যায় তৎপর থাকে, তাহারাও কর্তব্যমাত্র মনে করিয়া নিজ কার্য করিয়া যায়। সুতরাং ব্যভিচারের যে এই সকল বিবিধ কারণ আছে তাহা কে নিবারণ করিবে? স্বীয়া, পরকীয়া বা পণ্যবধূদিগের হৃদয়ের নিষ্ঠা তাহাদের অনুরাগের উপরই নির্ভর করে।" ॥ ৪৯৮—৫১১ ॥

এইরূপ দৃষ্টান্ত সকলের দ্বারা ও এইরূপ যুক্তিযুক্ত সংশয়চ্ছেদক বাগ্‌বিন্যাসের দ্বারা কিংবা অন্যপ্রকার চাটুবাক্যাদির দ্বারা নায়কের মন প্রসন্ন করিবে। রাত্রি

বক্রদৃষ্টিপাতকে 'অপাংগ' বলে, যথা, "অপাংগে তারবিক্ষেপঃ কটাক্ষ ইতি কথ্যতে।" তাহার লক্ষণ যথা—"যদ্‌গতাগত বিশ্রান্তি বৈচিত্র্যেণ বিবর্তনম্। তারকায়াঃ কলাভিজ্ঞাস্তং কটাক্ষং প্রচক্ষতে।" 'মধুর' বা 'স্নিগ্ধ' দৃষ্টির লক্ষণ যথা—"ব্যাকোশা স্নেহমধুরা স্মিতপূর্বাভিলাষিণী। অপাংগ ভ্রুকুতা দৃষ্টিঃ স্নিগ্ধেয়ং রতি-ভাবজা।"

বিঘটিতবিনিমুদ্রদৃশা[১৬] বিলোক্য ককুভঃ সুদীর্ঘনিঃশ্বাসম্ ।
বক্তব্যমিতি ভবত্যা 'রজনি খলে কিং প্রভাতাঽসি ॥ ৫১৪ ॥[১৭]
অবলা বিষহেত কথং দৃঢ়শক্তিমনুষ্য[১৮]রতিরসপ্রসরম্ ।
মদন জনিতোঽনুরাগো[১৯] ন বিদধ্যাদ্‌যদি বলাধানম্ ॥ ৫১৫ ॥
ধন্যা[২০] চক্রাহ্ববধূঃ[২১] প্রিয়তমসংঘটনসময়সংপ্রাপ্ত্যা ।
শশিনা বিযুজ্যমানা কুমুদিনি কিং[২২] ক্ষীণপুণ্যাঽসি ॥ ৫১৬ ॥
বিকসিতসুরভিমনোহরসংস্থানং সরসকুসুমমপ্রাপ্তম্ ।
ন করোতি তথা পীড়ামাস্বাদিতবিচ্যুতং[২৩] যথা ভৃংগ্যাঃ[২৪] ॥৫১৭॥
বিজ্ঞাপয়ামতস্ত্বাং রচিতাঞ্জলিমৌলিনা[২৫] বিধায় নতিম্ ।
পরিচারকজনমধ্যে গণনীয়াঽহং প্রসাদেন ॥' ৫১৮ ॥ (যুগ্মম্)[২৬]

১৬ পুটমুদ্রদৃশা (গ)। ১৭ (বিশেষকং) (গ)। ১৮ মনুষ্য (ক, গ)। ১৯ মদনতুলিতানুরাগো (ক)। ২০ 'ক' পুস্তকে নাস্তি। ২১ বধূ (ক)। ২২ কুমুদবতিক্ষীণ (গ)॥ ২৩ বিচ্যুতিং (ক)। ২৪ ভৃংগঃ (ক)। ২৫ ঞ্জলিমাবিধায় (ক)। ২৬ 'গ' পুস্তকে নাস্তি।

প্রভাত হইলে নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া (সুরত) শ্রমের গ্লানি কিঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়া মুখবিকাশ করিতে করিতে বিজৃম্ভণ বা গাত্রভংগ সহকারে (১১) (নায়ককে) নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চক্ষু ঈষৎ উন্মীলিত করিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ সুদীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিবে—

"খলে, রাত্রি, তুমি কি প্রভাতা হইয়াছ? মদনজনিত অনুরাগ যদি বলাধান না করে, তাহা হইলে অবলাগণ কিরূপে দৃঢ়শক্তি পুরুষের রতাবেগ সহ্য করিতে পারে? ধন্য সেই চক্রবাক্‌-বধূ, যে এখন প্রিয়তমের সহিত সংযোগের সময় পাইয়াছে (১২) আর কুমুদিনি, তুমি চন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চলিয়াছ, তোমার কি দুর্ভাগ্য! একবার (মধু) আস্বাদন করিয়া পুষ্প হইতে বিচ্যুত হওয়ার জন্য ভৃংগের যে মনোবেদনা তাহা বিকসিত, সুগন্ধ ও মনোহর-দর্শন সরস কুসুমকে না পাওয়ার পীড়া অপেক্ষা অধিকতর (১৩) সুতরাং তোমাকে করজোড়ে

১১ 'জৃম্ভিকা' শব্দের অর্থ নিদ্রাত্যাগ সূচক বিকাশাদিরূপ (অর্থাৎ হাই তুলিয়া) অংগবিন্যাস। যথা—"আস্যেন্দোঃ পরিবেষবভ্রতি-পতেশ্চাপেয়কোদণ্ডবদ্ ধম্মিল্লাম্বুমুচঃ স্ফুরদ্দ্যুতিবদাসজ্যৌ ক্ষিপন্তীভুজৌ। বিস্ফিয্যদবলিলক্ষ্য নাভিবিগলন্নীব্যুন্নমন্মধ্যমং কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিদুদঞ্চদঞ্চলমহো কুম্ভস্তনী জৃম্ভতে॥"

১২ প্রবাদ যে রাত্রে চক্রবাক্‌ দম্পতি পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নদীর বিভিন্ন তীরে অবস্থান করে এবং প্রভাতে আবার মিলিত হয়।

১৩ লব্ধ বস্তু হারাইবার কষ্ট অলব্ধ বস্তু না পাওয়ার কষ্ট অপেক্ষা অধিকতর বেদনাদায়ক।

অথ দীপিতরাগাংগৈরপহস্তিতলাভবিভ্রমোপচিতৈঃ[২৭]।
মৃদুভির্শ্চিত্তা[২৮]নুগতৈরুপচারৈঃ পাতিতস্য বিশ্বাসে ॥ ৫১৯ ॥
"অবলোকিতোঽসি লম্পট কিমপি[২৯] বদন্ কর্ণসন্নিধৌ নিভৃতম্[৩০]
শংকরসেনা[৩১]ধাত্র্যা অদ্য ময়া জালমার্গেন ॥ ৫২০ ॥
মালত্যা সহকিঞ্চিদভিধাসি[৩২] সখী[৩৩] মমেতি ন বিরোধঃ।
যত্তু চিরং স্নিগ্ধদৃশা পশ্যসি তাং অত্র মে শংকা ॥ ৫২১ ॥

২৭ মার্গসংভ্রমোপচিতৈঃ (ক), দিক্‌ক্রমোপচিতৈঃ (গ)। ২৮ শ্চিত্রা (ক)। ২৯ কিমপি (গ)। ৩০ নিয়তম্ (ক)। ৩১ সংকটসেনা (ক, গ)। ৩২ কেলিং বিদধাসি (গ)। ৩৩ সখে (ক)।

প্রণাম করিয়া নিবেদন করিতেছি—অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তোমার পরিচারিকা-দিগের মধ্যে স্থান দিও।"* ॥ ৫১২—৫১৮ ॥

অনন্তর হে কামোদধি, অনুরাগের বিবিধ বিধানে সমুদ্দীপিত, সম্পূর্ণরূপে লাভের বিভ্রমরহিত (১৪) ও মনোমত মৃদু উপচারদ্বারা তাহার বিশ্বাস উৎপাদন পূর্বক তাহাকে বলিবে—

"হে লম্পট, আজ শংকরসেনার ধাত্রী নিভৃতে তোমার কাণে কাণে কি যেন বলিতেছিল তাহা আমি গবাক্ষের জালির ভিতর দিয়া দেখিতে পাইয়াছি (১৫)। মালতী আমার সখী তাহার সহিত (১৬) যদি কিছু আলাপ কর তাহাতে আমার

* এই কয়েকটী শ্লোকে কবি নায়িকার বিয়োগ দুঃখের সূচনা করিতেছেন। দীনতা দেখাইয়া নায়িকা কি ভাবে নায়ককে দয়ার্দ্র মানস করিবে বিকরালা মালতীকে সেই উপদেশ দিতেছে। ইহার পর নায়ককে ঈর্ষাসূচক বাক্‌বিন্যাসের দ্বারা অধিকতর অনুরক্ত করিবার কৌশল বর্ণিত হইতেছে।

১৪ অর্থাৎ এরূপভাবে তাহার মনোরঞ্জন করিবে তোমার কথায় বা ব্যবহারে তোমার মনে যে লাভের আকাংক্ষা আছে তাহা সে যেন কোন মতে বুঝিতে না পারে। সে যেন মনে করে তোমার প্রেম স্বার্থ গন্ধহীন।

১৫ বিপ্রলম্ভ শৃংগারের চারিটী বিভাগ—পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ। তাহার মধ্যে মানের দুইটী বিভাগ যথা—'সহেতুক' ও 'অহেতুক'। নায়ককে অন্য নায়িকার প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে দেখিলে, নায়কের অংগে ভোগচিহ্ন দেখিলে, নায়কের মুখে ভ্রমবশতঃ অন্য নায়িকার নাম শুনিলে, নিদ্রাকালে স্বপ্নে নায়ক অন্য নায়িকার সহিত প্রেমালাপ করিতেছে তাহা প্রকাশ পাইলে বা এই সমস্ত অনুমান করিয়া লইলে নায়িকার মান হয়। প্রথমে অন্য নায়িকার প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি করিলে হয় 'লঘু মান'; তাহার পর শুধু দৃষ্টি ছাড়াইয়া অন্য নায়িকার সহিত আলাপাদিতে অনুরাগবৃদ্ধিসূচক তাহার চেষ্টা লক্ষ্য করিলে 'মধ্যম মান' হয়। তাহার পর ভোগচিহ্নাদি দেখিলে হয় 'গুরুমান'। এই শ্লোক কয়টীতে লঘু ও মধ্যম মানের কারণই উল্লিখিত আছে গুরুমানের নাই। ১৬ এই মালতী সম্ভবতঃ অন্য এক মালতী—যাহার সহিত নায়িকা মালতীর সখীত্ব থাকা সম্ভব।

ত্বামাগতা ন বীক্ষিতুমনুবধ্য ন যাচিতঃ প্রযত্নেন।
আহূয় বদ কিমর্থং তাম্বূলং গ্রাহিতা কমলদেবী ॥ ৫২২ ॥
কঞ্চুকমপকর্ষন্ত্যাঃ প্রকটীভবদংস৩৪কক্ষকুচপার্শ্বম্।
সাভিনিবেশং দৃষ্টং ভবতা কিং কুন্দমালায়াঃ ॥ ৫২৩ ॥
পরিহাসেন গৃহীতা যচ্চাংশুকপল্লবে ত্বয়া রামা।
আচ্ছিদ্যাপক্রান্তা কিং মাম৩৫বলোক্য পৃষ্ঠতঃ সহসা ॥ ৫২৪ ॥
বিজ্ঞানেন খ্যাতাং কুসুমলতাং ত্বং তু বর্ণয়স্যনিশম্।
নৃত্যন্তীং মৃগদেবীং বিস্ফারিতলোচনঃ পশ্যন্ ॥ ৫২৫ ॥
কারণমত্র ন বেদ্ম্যহমৃজুপন্থানং প্রসিদ্ধমুৎসৃজ্য।
বক্রেণ যদেষি সদা৩৬ মাধবসেনাগৃহাগ্রেণ ॥' ৫২৬ ॥

৩৪ ভবদংসকুচ (ক)। ৩৫ ত্বাম্ (ক)। ৩৬ পথা (গ)।

তোমার সংগে বিরোধ নাই কিন্তু যখন তুমি তাহার প্রতি একক্ষণ ধরিয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাক তখনই আমার শংকা হয়। (১৭) কমলদেবী বিশেষ করিয়া কেবলমাত্র তোমারই সহিত দেখা করিতে আসে নাই (১৮) তবে সে না চাহিতেই তাহাকে সযত্নে ডাকিয়া কিসের জন্য তাম্বূল দান করিয়াছিলে? কাঁচলী খুলিবার সময় কুন্দমালার স্কন্ধ, কক্ষ ও কুচপার্শ্ব প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা তুমি অভিনিবেশসহ দেখিতেছিলে কেন? যদি পরিহাস ভরেই রামার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়াছিলে তবে কেন পিছনে আমাকে দেখিয়া তাহার অঞ্চল ছাড়িয়া দিলে? সেও সভয়ে সহসা পলাইয়া গেল? কুসুমলতা নানারূপ বশীকরণাদি জানে, বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে, তুমি নিত্য তাহার সহিত কেন কথা বল আর মৃগদেবীকে নৃত্য করিতে দেখিলে তোমার চক্ষু বিস্ফারিত হয় কেন? সুবিদিত সহজ পথে না আসিয়া সকল সময়েই বাঁকা পথে মাধব সেনার বাটীর সম্মুখদিয়া তোমার আসার কারণ কি, তাহাত' আমি জানি না।"

১৭ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর সংস্করণের পাঠ অনুসারে অর্থ হইবে—"মালতী আমার সখী' তাহার সহিত 'কেলি' (flirt) কর, তাহাতে আমার আপত্তি নাই—"

১৮ গৃহে কোন ব্যক্তি আসিলে তাম্বুল দান শিষ্টাচার কিন্তু যে অভ্যাগত নহে এইরূপ যুবতীকে যাচিয়া তাম্বুল দান 'অভিযোগ' (wooing)। বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—ক্রমেণ বিবিক্ত দেশে গমনমালিঙ্গনং চুম্বনং তাম্বুলস্য গ্রাহণং দানান্তে দ্রব্যানাং পরিবর্তনং গুহ্যদেশাভিমর্শনংচেতি অভিযোগাঃ।" (৫।২।২৪)

ইতি সের্ষ্যোপন্যাসৈরন্যৈশ্চামর্মবেধিলঘুকোপৈঃ।
প্রণয়প্রভবৈর্বিহিতে[37] ক্ষামোদরি[38] রূঢ়রাগত্বে ॥ ৫২৭ ॥
শ্রুতিবিষয়েঽন্তরিতস্তর্জনিতস্থিতিরায়তাক্ষি সহ মাত্রা।
পরুষগিরা ত্বং কুর্যা ইত্থং মিথ্যাবচঃকলহম্ ॥৫২৮॥ (অন্তঃকুলকম্)
'অক্লেশোপনতধনঃ প্রেমপ্রহ্বো নিরর্গলত্যাগঃ।
ভট্টানন্দস্য[39] সুতো নিধিভূতোঽভব্যয়া ত্বয়া ত্যক্তঃ ॥৫২৯ ॥
ব্যসনোপহতবিবেকো দানৈকরতিঃ[40] স্বদারবিদ্বেষী।
মামবিগণয্য মূঢ়ে নির্ভর্ৎসিত এব কেশবস্বামী ॥ ৫৩০ ॥
অগণিতরাজাপায়োঽবিচ্ছিন্নায়ঃ স্বভাবতস্ত্যাগী।
কিমুপেক্ষিতোঽনুরক্তো[41] বামধিয়া শৌল্কিকাধ্যক্ষঃ[42] ॥ ৫৩১ ॥
পিতুরেক এব পুত্রশ্চতুর্থবয়সো[43] গদাভিভূতস্য।
দ্রবিণবতঃ প্রভুরাত্তো নিরাকৃতো ভূরিকাময়া সোঽপি ॥৫৩২॥
স্বকরেণ পরিত্যক্তা ত্বয়া বিভূতিঃ করোমি কিং পাপা।
সর্বভরেণোপনতং বসুদেবমনাদরেণ পশ্যন্ত্যা ॥ ৫৩৩ ॥

৩৭ বিদিতে (গ)। ৩৮ শাতোদরি (গ)। ৩৯ ভট্টমহানন্দসুতো (গ)। ৪০ দৈবৈকগতি (গ)। ৪১ স্বকরেণ পরিত্যক্তো (ক)। ৪২ শৌণ্ডিকাধ্যক্ষঃ (ক)। ৪৩ তৃতীয়বয়সো (ব)।

এইরূপ ঈর্ষাসূচক ভণিতার দ্বারা বা অন্য কোনরূপ অমর্মবেধী, লঘু কোপান্বিত অথচ প্রণয়গর্ভ বাক্যের দ্বারা তাহার অনুরাগকে আরও দৃঢ় করিবে। ॥ ৫১৯—৫২৭ ॥

হে আয়তাক্ষি, নায়কের অলক্ষ্যে থাকিয়া অথচ তাহার শ্রুতিগোচরে মাতাকে দিয়া কর্কশ বাক্যে এইরূপ মিথ্যা বাক্‌কলহ বাধাইবে—

"অনায়াসলব্ধ-বিত্ত, প্রেমনম্র, ত্যাগে অপ্রতিবন্ধ, অপরিমিত ঐশ্বর্যশালী ভট্ট আনন্দের পুত্রকে হে ভাগ্যহীনা তুমি ত্যাগ করিলে কেন? হে মূঢ়ে পানাদি ব্যসন দ্বারা নষ্টবিবেক, প্রভূত ধনদাতা, স্বদারবিদ্বেষী কেশব স্বামীকে তখন আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া কেন ভর্ৎসনা করিয়াছিলে? যে রাজরোষ গ্রাহ্য না করিয়া (উৎকোচাদি গ্রহণে) অবিচ্ছিন্ন আয় করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য স্বভাবতঃ দানশীল, সেই অনুরক্ত শৌল্কিকাধ্যক্ষকে হে বিকৃতবুদ্ধে, কি জন্য উপেক্ষা করিয়াছিলে? রোগাক্রান্ত বৃদ্ধপিতার একমাত্র পুত্র, অর্থশালী যে প্রভুরাত্ত তাহাকেও তুমি (তোমার বর্তমান নায়কের নিকট হইতে) অধিকতর ধনলাভের আশায় প্রত্যাখ্যান করিলে। সর্বপ্রকার (অন্নবস্ত্রাদি) ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ (সার্থকনামা) বসুদেবকে অনাদরের দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া তুমি স্বহস্তে ঐশ্বর্যকে বিসর্জন দিয়াছ! হতভাগিনী আমি আর কি করিব?"

পুরুষান্তরসংঘর্ষাৎপ্রোৎসাহিতচিত্তবৃত্তিনিরপেক্ষম্[৪৪]।
বসু বিসৃজতি যো রভসাত্তস্য ন বার্তা ত্বয়া পৃষ্টা ॥ ৫৩৪ ॥
চিত্রাদিকলাকুশলঃ স্মরশাস্ত্রবিচক্ষণো[৪৫] বৃষপ্রকৃতিঃ।
উপকুর্বন্নপি সর্বো বিদ্বেষিগণে ত্বয়া ক্ষিপ্তঃ ॥ ৫৩৫ ॥
চন্দ্রবতীমাভরণং দত্তং মধুসূদনস্য পুত্রেণ।
পশ্যন্তী বিভ্রাণাময়ি রাগিণি কিং ন হ্রীতাঽসি[৪৬] ॥ ৫৩৬ ॥
গ্রামোৎপত্তিরশেষা[৪৭] প্রবিশন্তী সিংহরাজ[৪৮] বিনিয়োগাৎ।
মন্মথসেনাবাসং[৪৯] লঘয়তি তে রূপসৌভাগ্যম্ ॥ ৫৩৭ ॥
আস্তামপরো লাভো নৃপবল্লভ[৫০]নন্দিসেনতনয়েন।
শিবদেব্যা উপচারঃ ক্রিয়তে যত্নেন[৫১] পর্যাপ্তম্ ॥ ৫৩৮ ॥
পশ্যেদং ধবলগৃহং পাশুপতাচার্যভাবশুদ্ধেন।
কারিতমনংগদেব্যা বিভূষণং পত্তনস্য সকলস্য ॥ ৫৩৯ ॥

৪৪ সংঘর্ষাপ্রোৎসাহিতচিত্তবৃত্তিরনপেক্ষম্ (খ)। ৪৫ বিলক্ষণো (ক)। ৪৬ জিহ্রেষি (গ)। ৪৭ মশেষাং পশ্যন্তী (ক)। ৪৮ সিংহরাগ (ক)। ৪৯ বাসে (ক, গ)। ৫০ ভট্টাধিপ (ক, খ)। ৫১ যত্নেন (ক)।

"অন্যকামীর সহিত সংঘর্ষে প্রোৎসাহিতচিত্তবৃত্তি হইয়া যে নিরপেক্ষভাবে সহসা অর্থবর্ষণ করিয়া থাকে, তুমি তাহার কুশলবার্তাও জিজ্ঞাসা করিলে না। চিত্রাদি কলাকুশল কামশাস্ত্রবিচক্ষণ বৃষপ্রকৃতি (১৯) সর্বকে, উপকার করা সত্ত্বেও, শত্রুমধ্যে গণ্য করিয়াছ। মধুসূদনের পুত্র যে আভরণ দিয়াছে চন্দ্রাবতী তাহা পরিয়াছে; তাহাকে দেখিয়া ওলো অনুরাগিনি, (২০) তোমার লজ্জা হইতেছে না? (গ্রামপতি) সিংহরাজের অনুগ্রহে গ্রামের অশেষ উৎপন্ন দ্রব্য মন্মথ সেনার গৃহ পূর্ণ করিতেছে ইহাতে তোমার রূপ সৌভাগ্য ম্লান হইতেছে। অন্য লাভের কথা ছাড়িয়া দিলেও রাজার প্রিয়পাত্র নন্দিসেনের পুত্র (যাহাকে তুমি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে সে) যত্নে (বসন ভূষণাদি উপহারে) শিবদেবীর যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে। পাশুপতাচার্য ভাবশুদ্ধ অনংগদেবীর জন্য সৌধনির্মাণ

১৯ বৃষজাতীয় নায়কবিশেষ। বৃষজাতীয় পুরুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে শব্দদীপিকায় লিখিত আছে—"উপকারপরোনিত্যং স্ত্রীবশঃ, শ্লেষ্মলস্তথা। দশাংগুলশরীরশ্চ ধীমান্ ধীরো বৃষোমতঃ" বাৎস্যায়নের মতে বৃষ নবাংগুলগুহ্য সুতরাং অলঘুদীর্ঘগুহ্য হওয়ায় সকল কামিনীপ্রিয়। রতিরহস্য অনুসারে বৃষজাতীয় পুরুষ শূর, সমুচিতভাষী, রতিতন্ত্রজ্ঞ, প্রিয়কার্যকারী, আখ্যান-শিল্পকুশল, পরিচার, স্মরশীল ও প্রেক্ষারসিক হয়।

২০ শ্লেষ করিয়া বলা হইতেছে; অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রীতি দ্বারা নায়কের প্রতি অনুরক্তা; এই অনুরাগে স্বার্থ থাকে না সুতরাং লাভের আশাও নাই।

আপণিকার্থস্ত কুতো রাজা লভতে চতুর্থমপি ভাগম্ ।
হট্টপতিরামসেনপ্রসাদতো নর্মদা যমুপভুংক্তে ॥ ৫৪০ ॥
পুংস্ত্বাখ্যাপনকামো ন স্ত্রী ন পুমানৃকিল প্রভুস্বামী ।
অনুবধ্নন্নুপহসিতস্ত্বয়া জড়ে[৫২] স্বার্থমনপেক্ষ্য ॥ ৫৪১ ॥
বাজীকরণৈকমতির্নরনাথানুগ্রহেণ বিখ্যাতঃ ।
প্রত্যাখ্যাতঃ স তথা রবিদেবঃ কিংকরত্বমাকাংক্ষন্ ॥ ৫৪২ ॥
কিং কন্দর্পকুটুম্বে জাতোঽসাবুত বশীকরণযোগম্[৫৩] ।
কমবৈতি সিদ্ধং[৫৪] যেনাকৃষ্টাঽসি সর্বভাবেন ॥ ৫৪৩ ॥
বাল্যে তাবদযোগ্যা পশ্চাদপি বৃদ্ধভাবপরিভূতা ।
তারুণ্যে রাগহৃতা যদি গণিকা ভ্রমতু তদ্ভিক্ষাম্ ॥ ৫৪৪ ॥

৫২ জড়ঃ (ক, গ)। ৫৩ যোগাৎ (ক)। ৫৪ কামপ্যবৈতিসিদ্ধিং (ক), জানাতি কমপিসিদ্ধং (খ)।

করিয়া দিয়াছে চাহিয়া দেখ তাহা সমগ্র নগরীর ভূষণ স্বরূপ। হট্টপতি রামসেনের অনুগ্রহে নর্মদা যাহা উপভোগ করে (তাহার তুলনায়) রাজা 'আপণিকে'র আয় স্বরূপ কিই বা পান?—তাহার চতুর্থভাগ মাত্র (২১)। স্ত্রীও নয় পুরুষও নয় এমন যে ক্লীব প্রভুস্বামী সে আপন পুরুষত্ব খ্যাপন করিবার জন্য তোমার অনুগ্রহ লাভের আকাংক্ষা করিলে, হে মূর্খে, তুমি আপন স্বার্থ চিন্তা না করিয়া তাহাকে উপহাস করিয়াছিলে। বাজীকরণ (২২) প্রয়োগজ্ঞ রাজার অনুগৃহীত বৈদ্য রবিদেব তোমার দাস হইতে চাহিয়াছিল তুমি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে। এই লোকটা কি কামদেবের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে না কোনরূপ বশীকরণযোগে সিদ্ধ যে তোমাকে সকল প্রকারে আকৃষ্ট করিয়াছে? গণিকাগণ বাল্যে (অপরিণত বয়সের জন্য) এবং বার্ধক্যে বৃদ্ধতাহেতু অযোগ্যা (২৩) সে যদি তারুণ্যে অনুরাগবশে এক পুরুষের প্রতি আসক্তা হইয়া পড়ে তাহা হইলে

২১ 'আপনিকের' অর্থাৎ বাজারের ক্রয়বিক্রয়ের যে শুল্ক হট্টপতির প্রাপ্য তাহার চতুর্থ ভাগ রাজার প্রাপ্য কিন্তু হট্টপতি যাহা উপার্জন করেন তাহা সমস্তই গণিকা নর্মদাকে দান করেন সুতরাং রাজা নর্মদা যাহা পায় তাহার চতুর্থ ভাগ মাত্র পান।

২২ "যেন নারীষু সামর্থ্যং বাজিবল্লভতে নরঃ। যেন চাভ্যধিকং বীর্জং বাজীকরণমেব তৎ।" (চরক)। বৈদ্যক, তন্ত্রশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র সমূহে বহু বাজীকরণবিধি উল্লেখ আছে।

২৩ বাল্যাবস্থায় অপক্কবয়স্কতার জন্য সম্ভোগের পক্ষে অযোগ্যা সুতরাং ধনোপার্জনেও অযোগ্যা সেইরূপ বার্ধক্যে অতিপক্কতা হেতু অযোগ্যা। গণিকাদিগের পক্ষে তারুণ্যই একমাত্র ধনোপার্জনের কাল। তখন যদি সে কোন নায়কের প্রেমে পড়িয়া সে বিষয়ে শৈথিল্য করে তবে তাহার [illegible] পরিণামে ভিক্ষাবৃত্তিই সম্বল হয়।

উপনয় ভাণ্ডকমেতদ্‌যদর্জিতং মামকেন দেহেন।
বিদধামি তীর্থযাত্রামাস্স্ব[55] সুখং প্রেয়সা সার্ধম্ ॥* ৫৪৫ ॥
(অন্তঃকুলকম্)

'আর্যজননিন্দিতানাং পাপৈকরসপ্রধান[56]নারীণাম্।
এতাবানেব গুণো যদভীষ্টসমাগমো নিরাবরণঃ ॥ ৫৪৬ ॥
নো ধনলাভো লাভো লাভঃ খলু বল্লভেন সংযোগঃ।
অক্ষিগতাদর্থাপ্তির্ন ভবতি মনসঃ প্রসাদায়[57] ॥ ৫৪৭ ॥
গাঢ়ানুরাগভিন্নং তারুণ্যরসামৃতেন[58] সংসিক্তম্।
ন ভজতি সহৃদয়হৃদয়ং বিভবার্জনসম্ভবা চিন্তা ॥ ৫৪৮ ॥
লাভঃ স এব পরমঃ পর্যাপ্তং তেন তৃপ্তাঽস্মি।
বিনিবেশ্য যদুৎসংগে নিক্ষিপতি মুখে[59] মুখেন তাম্বূলম্ ॥৫৪৯॥

৫৫ মাঃ স্ব (ক)। ৫৬ প্রকাশনৈক (ক), প্রকাশ (গ)। ৫৭ প্রমোদায় (গ)। ৫৮ তারুণ্যসুখামৃতেন (ক)। ৫৯ নিক্ষিপতি মুখে স তাম্বূলম্ (ক)।

তাহার ভিক্ষাই সম্বল হয়। আমি আমার দেহপণ্য দ্বারা (সারা জীবনে) যাহা কিছু উপার্জন করিয়াছি সেই অর্থভাণ্ড আমাকে আনিয়া দাও আমি তীর্থ যাত্রা করি, তুমি তোমার নাগরকে লইয়া সুখে বাস কর।" * ৫৩৮—৫০৫ ॥

"আর্যজননিন্দিতা, কেবলমাত্র পাপরসপ্রধানা সামান্যা (২৪) নারীগণের একমাত্র গুণ হইতেছে তাহার নিরাবরণ প্রিয়-সমাগম (২৫)। ধনলাভ লাভ নহে, বল্লভের সহিত সমাগমই প্রকৃত লাভ। যে ব্যক্তি চোখের বালি (২৬) তাহার নিকট অর্থপ্রাপ্তি মনে আনন্দ দেয় না; গাঢ় অনুরাগ দ্বারা বিকশিত, তারুণ্য রসামৃতে অভিষিক্ত সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে অর্থোপার্জনের উপায় সম্বন্ধীয় চিন্তা স্থান পায় না। সে যখন আমাকে কোলে বসাইয়া আমার মুখে তাহার মুখ হইতে (চর্বিত) তাম্বূল প্রদান করে তাহাই আমার পরম লাভ, তাহাতেই আমি যথেষ্ট

* এই পর্যন্ত নায়িকার মাতার উক্তি; তাহার পর নায়িকা তাহার উত্তর কি বলিবে বিকরালা তাহাই বলিতেছে।

২৪ সামান্যা = সামান্য বনিতা, বেশ্যা।

২৫ স্বীয়া নায়িকা গুরুজন সান্নিধ্য হেতু এবং পরকীয়া পতিভয়ে নায়কের সহিত বিনা দ্বিধায় নিঃশংকে মিলিতে পারে না কিন্তু গণিকা বা সামান্যা নায়িকার সে বাধা নাই, তাহাই তাহার একমাত্র গুণ। যথা—"ঈর্ষা কুলস্ত্রীষু ন নায়কস্য, স্বচ্ছন্দকেলি ন পরাংগনাসু। বেশ্যাসু চৈতদ্‌দ্বিতয়ং প্রসিদ্ধং সর্বস্বমেতাস্তদহো স্মরস্য॥" (শৃংগারতিলকম্, রুদ্রট)

২৬ 'অক্ষিগত' শব্দের অর্থ হইতেছে "দ্বেষ্য" অর্থাৎ যাহার সহিত বিদ্বেষ রহিয়াছে।

সুরতশ্রমবারিকণান্ পরিমার্ষ্টি নিজাংশুকেন গাত্রেষু।
যত্নুরসি নিধায় বিহসংস্তস্য[৬০] ন মূল্যং বসুন্ধরা সকলা ॥ ৫৫০ ॥
শিথিলিতনিজদারবতির্ময়ি সক্তমনা অনন্যকর্তব্যঃ।
যদসৌ জিতনলরূপস্তিরস্কৃতং তেন গাণিক্যম্ ॥ ৫৫১ ॥
বহুকুসুমরসাস্বাদং কুর্বাণা মধুকরী বিধিনিয়োগাৎ[৬১]।
ঈদৃক্ প্রসববিশেষং[৬২] লভতে খলু যেন ভবতি কৃতকৃত্যা ॥৫৫২॥
অয়ি সরলে তাবদিমা উপদেশগিরো বসন্তি[৬৩] কর্ণান্তঃ।
যাবন্নান্তর্ভূতং তচ্চেতসি মামকং চেতঃ ॥ ৫৫৩ ॥
শ্রীরস্তু দুর্গতির্বা, বেশ্মনি বাসো ভবত্যরণ্যে[৬৪] বা।
স্বর্লোকে নরকে বা, কিং বহুনা, তেন মে সার্ধম্ ॥ ৫৫৪ ॥

৬০ বহুসংস্তস্য (ক)। ৬১ মধুকরীব বিধিযোগাৎ (ক)। ৬২ পুরুষবিশেষং (ক)। ৬৩ বিশন্তি (গ)। ৬৪ মহত্যরণ্যে (গ)।

তুপ্ত (২৭)। সুরতশ্রমে আমার গাত্র হইতে স্বেদকণা সকল নিঃসৃত হইলে সে যখন আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া সহাস্যে তাহা আপন বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইয়া দেয় সমগ্র বসুন্ধরাও তাহার তুল্য মূল্য হয় না। নল অপেক্ষাও রূপবান্ সে যখন নিজ দারার প্রেম বিস্মৃত হইয়া আমাতে আসক্ত-চিত্ত হইয়া অন্য সকল কার্য ভুলিয়া যায় তখন গণিকাকুলে আমার তুল্য গর্ব করিবার মত কাহাকেও দেখি না। মধুকরী যখন বহুফুলে মধুপান করিতে করিতে বিধাতার অনুগ্রহে এইরূপ বিশেষ পুষ্প লাভ করে সে তখন কৃতার্থ হইয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহার হৃদয়ের সহিত আমার হৃদয় মিলিয়া এক হইয়া যায় ততক্ষণ মাত্র হে সরলে, (২৮) তোমার এই সকল উপদেশ বাক্য আমার কর্ণান্তে লগ্ন হইয়া থাকিবে (২৯)। তাহার সহিত মিলিত থাকিলে আমার ঐশ্বর্যই বা কি আর দারিদ্র্যই বা কি? অট্টালিকায় বাসই বা কি আর অরণ্যে বাসই বা কি? কি আর বেশী বলিব

২৭ মুখে মুখে পান দেওয়া অত্যন্ত প্রণয়ের লক্ষণ। নৈষধ-চরিতে লিখিত আছে— "জাগর্তি তত্র সংস্কারঃ স্বমুখাদ্ ভবদাননে। নিক্ষিপ্যাবাচিষ' যত্তা তাম্রাতাম্বূলকালিকাঃ।" (২০।৮১) ইহার বিপরীতটী আছে "তালাকার পয়োধরে তন্মুভুবস্তন্ত্রাধিকার প্রিয়ে তাম্যন্মধ্যলতে তড়িৎসমরুচে তন্বীসমালাপিনি। তাটংকান্ততরঙ্গিকাক্ষিযুগলে তন্বঙ্গি তাম্রাধরে তারানাথ নিভাননে তবমুখাৎ তাম্বূলমাদীয়তাম্।"

২৮ এ ক্ষেত্রে "সরলে" শব্দে অল্পবুদ্ধিশালিনি ইহাই সূচিত হইতেছে।

২৯ অর্থাৎ আমার কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিবে না।

ইদমাস্তেঽলংকরণং দুর্জননি গৃহাণ কিং মমৈতেন।
তেনৈব ভূষিতাঽহং গুণনিধিনা ভট্টপুত্রেণ॥' ৫৫৫ ॥
উচিতস্থাননিযুক্তান্যপনীয় বিভূষণানি সাবেগম।
এবমভিধায় যাস্যসি মাতুঃ পুরতঃ সমুৎসৃজ্য ॥৫৫৬॥ (কুলকম)
ইতি রাগাৎ[৬৫] 'স শ্রুত্বা চেতসি কুরুতে কদাচিদেবমিদম্।
'স্নেহাধিষ্ঠিতমনসামবিধেয়ং নাস্তি নারীণাম ॥ ৫৫৭ ॥
জননীং জন্মস্থানং বান্ধবলোকং বসূনি জীবং চ।
পুরুষবিশেষাসক্তাঃ সীমন্তিন্যস্তৃণায় মন্যন্তে ॥ ৫৫৮ ॥
রণশিরসি হতে বজ্রে বজ্রোপমযন্ত্রনির্গতগ্রাবণা।
প্রাণান্ মুমোচ গণিকা ন মন্ত্রবিধিনা হৃতা[৬৬] নাম ॥ ৫৫৯ ॥
কালবশেনায়াসীৎ পঞ্চত্বং দাক্ষিণাত্যমণিকণ্ঠঃ।
প্রেমোপগতা বেশ্যা তেনৈব সমং জগাম ভস্মত্বম্ ॥ ৫৬০ ॥

৬৫ রাগান্ধঃ (খ)। ৬৬ হৃতা রামা (গ), কৃতাময়ারামা (ক)।

স্বর্গই বা কি আর নরকই বা কি সবই আমার নিকট সমান। দুষ্টা মাতা, এই রহিল, এই সব অলংকার তুমি নাও ইহাতে আমার কি প্রয়োজন? সেই গুণনিধি ভট্টপুত্রই আমার ভূষণ" (৩০)

এই বলিয়া অংগের বিভিন্ন স্থান হইতে অলংকার সকল আবেগ সহকারে উন্মোচন করিয়া তাহা মাতার সম্মুখে রাখিয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইবে। ৫৪৬—৫৫৬॥

ইহা শুনিয়া অনুরাগবশে সে (ভট্টপুত্র) মনে করিতে পারে—

"অন্তরে প্রেম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে নারীগণের অকরণীয় কিছু নাই। পুরুষবিশেষে আসক্তা সীমন্তিনী, জননী, জন্মস্থান, আত্মীয়-স্বজন, অর্থ এমন কি জীবন পর্যন্ত তৃণতুল্য জ্ঞান করে। বজ্র যুদ্ধক্ষেত্রে যন্ত্র নির্গত বজ্রোপম প্রস্তর খণ্ডের আঘাতে নিহত হইলে (তাহার প্রিয়া) গণিকা (শোকে) প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল (৩১)। তাহাকে মন্ত্রাদি দ্বারা বশীকরণ করা হয় নাই (৩২)। দাক্ষিণাত্য-বাসী মণিকণ্ঠ কালবশে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে (তাহার) প্রেমোপগতা বেশ্যা তাহার

৩০ রত্নসিংহ মুনি কৃত 'প্রাণপ্রিয়' কাব্যে ইহার অনুরূপ একটী শ্লোক আছে—"সংভোগ কেলি কুশলং রমণং রসজ্ঞাঃ। স্ত্রীণামকৃত্রিমবিভূষণমামনন্তি॥" (৮৬)।

৩১ এই 'বজ্র' সম্ভবতঃ জয়াপীড়ের শ্যালক 'জজ্জ'কে কল্পনা করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (রাজতরংগিণী দ্রঃ)।

৩২ অর্থাৎ সহজ প্রেমেই সে নায়কের প্রতি অনুরক্তা ছিল।

ভাস্করবর্মণি যাতে সুরবসতিং বারিতাঽপি ভূপতিনা।
তদ্দুঃখমসহমানা প্রবিবেশ বিলাসিনী দহনম্ ॥ ৫৬১ ॥
জ্বালাকরালহুতভুজি নগ্নাচার্যঃ পপাত নরসিংহঃ।
তস্মিন্নেব শরীরং নিজমজুহোচ্ছোকপীড়িতা দাসী[৬৭] ॥ ৫৬২ ॥
প্রীতিভরাক্রান্তমতিস্ত্রিদশালয়জীবিকাং ক্রমোপগতাম্।
অংগীচকার মুক্ত্বা কদম্বকা[৬৮] ভট্টবিষ্ণুমামৃত্যোঃ ॥ ৫৬৩ ॥
দেশান্তরাদুপেতা প্রসাদমাত্রেণ বীক্ষিতা বনিতা।
তত্যাজ ন পাদযুগং সমরে নিহতস্য বামদেবস্য ॥ ৫৬৪ ॥
ভট্টকদম্বকতনয়ে যাতে বসতিং পরেতনাথস্য।
চক্রে দেহত্যাগং রণদেবী বারযোষিতাং মুখ্যা ॥ ৫৬৫ ॥

৬৭ বেশ্যা (গ)। ৬৮ জীহল্লা মিশ্রপুত্রমামৃত্যোঃ (গ), জীর্ণা খলু মিশ্র···(ক)।

সহিত সহমরণে ভস্ম হইয়া গিয়াছিল। ভাস্করবর্মা সুরলোকে গমন করিলে তাহার দুঃখ সহিতে না পারিয়া নৃপতি কর্তৃক বাধা দেওয়া সত্ত্বেও বিলাসিনী (৩৩) অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিল। নগ্নাচার্য (৩৪) নরসিংহ প্রজ্বলিত হুতাশনে নিপতিত হইলে (৩৫) তাহার শোকে অভিভূতা (তাহার প্রিয়া) দাসী সেই অগ্নিতেই আত্মাহুতি দান করিয়াছিল। কদম্বকা (৩৬) বাল্যকাল হইতে স্বর্গের ন্যায় সুখৈশ্বর্যে লালিতা হইয়াও আনন্দিত চিত্তে সেই সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমরণ (দরিদ্র) ভট্টবিষ্ণুকে (৩৭) বরণ করিয়া লইয়াছিল। (৩৮) দৃষ্টিপাত মাত্রে অনুগৃহীতা (৩৯) বাসুদেবের বিদেশ হইতে আনীতা স্ত্রী, সে সময়ে নিহত হইলে, তাহার পদযুগল ত্যাগ করে নাই। ভট্ট কদম্বকের পুত্র যমরাজের আলয়ে গমন করিলে বাররমণীগণের শ্রেষ্ঠা রণদেবী (তাহার শোকে) দেহ ত্যাগ করিয়াছিল।

৩৩ 'বিলাসিনী' অর্থে বেশ্যা অথবা তন্নাম্নী নায়িকা।

৩৪ নির্গ্রন্থ বা দিগম্বর জৈনদিগের আচার্য। দিগম্বর জৈন সন্ন্যাসীগণ বস্ত্র পরিধান করিতেন না। তাঁহাদিগের মতে "সুখানুভবনে নগ্নো, নগ্নো জন্মসমাগমে। বাল্যে নগ্নঃ শিবো নগ্নো, নগ্নশ্ছিন্নশিখোযতিঃ। নগ্নত্বং সহজং লোকে বিকারো বস্ত্রবেষ্টনম্। নগ্না চেৎ কথং বন্ধ্যা সৌরভেয়ী দিনে দিনে।" (যশস্তিলকচম্পূ)।

৩৫ হঠাৎ (by accident) অগ্নিতে পতিত হইতেও পারেন অথবা 'স্বর্ণপুরুষ সিদ্ধি' প্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষায় নিজ শরীর বলিদানার্থ অগ্নিপ্রবেশ করিতে পারেন।

৩৬ অথবা 'জীহল্লা' (পাঠান্তর)।

৩৭ মিশ্রপুত্র (পাঠান্তর)। ৩৮ 'কাব্যমালা' সংস্করণের পাঠ মতে—তারুণ্য হইতে মিশ্রপুত্রকে বরণ করিয়া এখন বৃদ্ধা হইয়াও আমরণ তাহাকে ত্যাগ করে নাই।

৩৯ অর্থাৎ সে এত পতির প্রতি অনুরাগিনী যে পতি কেবল স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিলেই

অস্যামেব নগর্যাং দ্রবিণমদাৎ কালসঞ্চিতমশেষম্।
প্রেম্নাহহকৃষ্টা গণিকা মিশ্রাত্মজনীলকণ্ঠায় ॥ ৫৬৬ ॥
ইয়মপি ময়ি বিহিতাস্থা মাতৃবচঃকলুষিতা গতা ক্বাপি।
ত্যক্ত্বাহহভরণং সর্বং প্রবিজৃম্ভিত[৬৯]মন্যুসংবেগা ॥ ৫৬৭ ॥
উৎসৃষ্টালংকরণাং পরিশেষিতমাতৃমুক্তপরিবারাম্।
সন্তর্পয়ামি সম্প্রতি সর্বস্বেনাপি হরিণাক্ষীম্ ॥ ৫৬৮ ॥
গেহেন কিং প্রয়োজনমন্যৈরপি বন্ধুদারপরিবারৈঃ।
সংসারগ্রহকারণমেকা খলু মালতী মম হি ॥ ৫৬৯ ॥
অমৃতকরাবয়বৈরিব ঘটিতা যা[৭০] দৃঢ়তরং পরিষ্বক্তা[৭১]।
চেতো নয়তি সমত্বং ব্রহ্মণ আনন্দরূপস্য ॥ ৫৭০ ॥
আবির্ভবদাত্মভবক্ষোভক্ষতধীরতা ঘনং[৭২] রভসাৎ।
বিগলিতকুচযুগলাবৃতিরালিংগতি মালতী ধন্যম্ ॥ ৫৭১ ॥

৬৯ পরিবর্ধিত (ক)। ৭০ সা (গ)। ৭১ পরিষ্বজ্য (গ)। ৭২ ধীরতাত্ত্ব ধৃতরভসা (ক)।

এই নগরীতেই (৪০) মিশ্রপুত্র নীলকণ্ঠকে তাহার প্রেমে আকৃষ্টা গণিকা তাহার বহুদিনের সঞ্চিত ধনরাশি দান করিয়াছিল। এই (মালতীও) আমার প্রতি অনুরাগবতী, মাতার বাক্যে উদ্বিগ্নচিত্তা হইয়া সকল আভরণ পরিত্যাগপূর্বক উদ্দীপিত ক্রোধবশে কোথায় যেন চলিয়া গেল। পরিত্যক্তালংকারা এবং মাতার আশ্রয় ত্যাগ করায় স্বল্পাবশিষ্টপরিজনসম্পন্না এই হরিণাক্ষীকে আমি আমার সর্বস্ব দিয়া সন্তুষ্ট করিব। আমার স্বগৃহে কি প্রয়োজন? আত্মীয়, দারা অথবা পরিজনেই বা কি আবশ্যক? মালতীই আমার সংসারে থাকিবার একমাত্র কারণ"। ৫৫৭—৫৬৯॥

"সে তাহার সুধাকর তুল্য (হস্তপদাদি) অবয়বের দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলে চিত্ত ব্রহ্মানন্দের সাজুয্য লাভ করিয়া থাকে (৪১)। মনসিজের আবির্ভাব হেতু উদ্ভূত ব্যাকুলতা দ্বারা যাহার ধৈর্যচ্যুতি হইয়াছে এমন যে মালতী সে বিগলিত-কুচযুগলাভরণা হইয়া যাহাকে রভসতরে নিবিড় আলিঙ্গন করে সে ব্যক্তি ধন্য।

সে আপনাকে অনুগৃহীতা মনে করিত। বসন ভূষণ বা অত্যাধিক প্রেম এমন কিছু তাহাকে বাসুদেব দেয় নাই শুধু সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিত তাহাতেই সে সন্তুষ্টা ছিল।

৪০ বারাণসীতে।

৪১ এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশটী আর্যায় মালতীর জন্য নিজ পরিজনবর্গকে পরিত্যাগ করার কারণ সমর্থন করিতেছে। মালতীর অবয়ব চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় সুখস্পর্শ। যথা "কিং কৌমুদীঃ শশিকলাঃ সকলা বিচূর্ণ্য, সংযোজ্য চামৃতরসেন পুনঃ প্রযত্নাৎ।

নির্দয়তরৌষ্ঠখণ্ডনসব্যথহুংকারমূর্ছিতং সুরতে।
অহহেতি বচস্তস্যা অপুণ্যভাজো ন শৃণ্বন্তি ॥ ৫৭২ ॥
স্মৃতিজন্মজনিতবিকৃতিব্রততিচ্ছন্নং করোতি সংসারম্।
আবদ্ধস্মরতসংগরবিমর্দসংক্ষোভিতা দয়িতা ॥ ৫৭৩ ॥
গাঢ়তরাশ্লিষ্টবপুর্ভজতে কান্তা প্রমোদসম্মোহম্।
শিথিলীকৃতা তু কিঞ্চিদ্বিবিধবিকারং সমুচ্ছ্বসিতি ॥ ৫৭৪ ॥
সন্ত্যন্যা অপি সত্যং পুরুষোচিতকর্মপণ্ডিতাঃ প্রমদাঃ।
সৃষ্টাহনয়া[১৩] তু নিয়তং বিপরীতরতক্রিয়াগোষ্ঠী ॥ ৫৭৫ ॥
ভঙ্গীবাহ্যবিশেষান্[১৪] প্রোদ্দামানঙ্গজন্মনস্তস্যাঃ।
কুহরিতরেচিতকম্পিতসম্পাদননৈপুণং করোতি জড়ান্[১৫] ॥৫৭৬॥

১৩ তয়া তু (গ)। ১৪ বিশেষানুদ্দামা (গ), বিশেষাহুদ্দামা (ক)। ১৫ কৃজম্ (ক)।

নির্দয়তর অধর-খণ্ডনে তাহার সব্যথ-হুংকৃতি-পরিব্যাপ্ত সুরতকালে 'আ হা হা' বাক্য অপুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ শুনিতে পায় না (৪২)। রতিযুদ্ধ প্রবর্তিত হইলে অঙ্গাদির নিপীড়নে সংক্ষুব্ধা এই দয়িতা মনোভবজনিত বিবিধ বিকাররূপ লতাসমূহদ্বারা সংসারকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে (৪৩)। দেহ গাঢ়তর ভাবে আশ্লিষ্ট হইলে কান্তা সুখাধিক্যে মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং আলিঙ্গন কিঞ্চিৎ শিথিল করিলে সোচ্ছ্বাসে বিবিধ বিকার প্রকাশ করিয়া থাকে (৪৪)। সত্য বটে পুরুষোচিত কর্মে পারদর্শিনী অনেক প্রমদা (৪৫) আছে কিন্তু এই (মালতীই) নিশ্চয় বিপরীত রতিক্রীড়ার গোষ্ঠী সৃজন করিয়াছিল (৪৬)। উদ্দাম-কাম বেগশালিনী তাহার রতকালোচিত

কামস্য ঘোরহরহুংকৃতিদগ্ধমূর্তেঃ সঞ্জীবনৌষধিরিয়ং বিহিতা বিধাত্রা।" (উদ্ভট) উপনিষদে স্ত্রীর সহিত আলিঙ্গনকে ব্রহ্মানন্দের সহিত তুলনা করা হইতেছে, যথা— "তদ্‌যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদনান্তরং" (পঞ্চদশী ১১।৫৪)।

৪২ অর্থাৎ কামী যখন নির্দয়ভাবে তাহার অধরখণ্ডন করে তখন সে বেদনায় হুংকার করিতে করিতে যে 'আহাহা' শব্দ করে তাহা যে ব্যক্তি শুনিতে পায় সে পুণ্যবান্। নির্জনে রতিকালে কামীভিন্ন কে আর সেই শব্দ শুনিবে সুতরাং তাহার সহিত রতিসুখ উপভোগকারী কামীকেই প্রকারান্তরে পুণ্যবান্ বলা হইতেছে।

৪৩ রতিযুদ্ধ প্রবর্তিত হইলে প্রিয়ার কামবিকারের বৈচিত্র্যের রমণীয়তা অবলোকনকারী কামীর নিকট সমস্ত সংসার শৃংগাররসময় বলিয়া মনে হয় ইহাই ভাবার্থ।

৪৪ অর্থাৎ দৃঢ় আলিংগনে আবদ্ধা কান্তা সুখাধিক্যে মূর্ছিতা হইয়া পড়ে এবং সেই আলিংগন কিঞ্চিৎ শিথিল করিলে সে উচ্ছ্বাসভরে বিবিধ বিকৃতাদির দ্বারা আপন কামবিকার প্রকাশ করিয়া থাকে। ৪৫ প্রকৃষ্টো মদঃ তারুণ্যসৌন্দর্যকলাবত্ত্বাদি উৎকর্ষজঃ গর্বঃ যস্যা সা।

৪৬ অনেক প্রগল্‌ভা নায়িকাই বিপরীত রতক্রীড়ায় পারদর্শিনী আছে বটে কিন্তু

ললিতাংগহারজৃম্ভিত বলিতস্মিতবেপনানি মালত্যাঃ।
পশ্যন্ জহাতি কামো রতিমোহনচেষ্টিতেষু বহুমানম্ ॥ ৫৭৭ ॥
ন গ্রাম্যং পরিহসিতং, নাবিভ্রমতরলিতা[১৬]ক্ষিবিক্ষেপঃ।
সুরতানুদ্যোগবিধৌ[১৭] দোহদদানং ন পুষ্পবাণস্য ॥ ৫৭৮ ॥
নার্থপরো নয়নরসো,[১৮] ন পরাশয়বেদনে বিচক্ষণতা।
নাসৌষ্ঠবং প্রসংগে, ন চান্য[১৯]গুণকীর্তনেষু ভারত্যাঃ ॥ ৫৭৯ ॥

১৬ লিতোঽক্ষি (গ)। ১৭ সুরতোদ্যোগ-নিরোধো (গ)। ১৮ লপনরসৌ (গ)। ১৯ নোত্মনগুণ (গ)।

কুহরিত(৪৭),রেচিত(৪৮) এবং কম্পিত(৪৯)প্রভৃতি সম্পাদনের কৌশল জড় ব্যক্তিগণকে তন্ত্রীবাদ্য বিশেষের ন্যায় প্রাণবন্ত করিয়া তুলে *। মালতীর ললিত (৫০), অঙ্গহার (৫১), জৃম্ভিত (৫২), বলিত (৫৩), স্মিত (৫৪) ও বেপথু (৫৫), প্রভৃতি স্বাভাবিক চেষ্টিত সমূহ দেখিয়া মদন (নিজপত্নী) রতির সুরত-চেষ্টিতের অহঙ্কার ত্যাগ করেন। বৈদগ্ধ্যের জন্মভূমি ও গুরুজঘনভারে মন্দগতিশালিনী তাহার পরিহাসে গ্রাম্যতা নাই, তরল কটাক্ষ বিক্ষেপে বিভ্রমের (৫৬) অভাব

মালতীর তাহাতে এত নৈপুণ্য যে মনে হয় সেই এ বিষয়ে গোষ্ঠী (club) সৃজন করিয়া তাহা সকল তরুণীজনকে শিক্ষা দিয়াছে।

৪৭ রতিকালের কূজন ; বীণা পক্ষে, 'চিকারী' যথা—করস্য কিঞ্চিৎ সাংগুষ্ঠ সকলাংগুলি, কুঞ্চনে। কনিষ্ঠাংগুষ্ঠ সংস্পর্শস্তন্ত্র্যাঃ স্যাৎ কুহরঃ করঃ॥ (সংগীতরত্নাকর ৬।৮৭)।

৪৮ রতকালীন নিঃশ্বসিত ; বীণাপক্ষে, 'মীড়'। ৪৯ রতকালীন শিহরণ ; বীণাপক্ষে, ঝংকার। রেচিত, কম্পিত ও কুহরিত এই তিনটীকলা কণ্ঠসংগীতেও উক্ত হইয়া থাকে যথা—রেচিতঃ শিরসি জ্ঞেয়ঃ কম্পিতস্তু কলাত্রয়ম্। কণ্ঠে নিরুদ্ধপবনঃ কুহরো নাম জায়তে॥ (ভরতঃ ১১।৪৫—৪৬)।

* এই শ্লোকে মালতীর সহিত বীণার তুলনা করা হইতেছে। বীণাদি জড় যন্ত্র যেমন শিল্পীর হাতে পড়িয়া মীড়, ঝংকার ও চিকারীর সাহায্যে প্রাণবন্ত হইয়া উঠে সেইরূপ রতিকলাকুশল চণ্ডবেগা মালতীর সহিত স্তব্ধকাম জড় ব্যক্তিও সুরত কালোচিত কুহরিত, রেচিত ও কম্পিতাদি সম্পাদনে নৈপুণ্য অর্জন করিয়া প্রাণবন্ত হইয়া উঠে।

৫০ "ভ্রূনেত্রাদি ক্রিয়াশালী সুকুমার বিধানতঃ হস্তপদাংগ বিন্যাসস্তরুণ্যা ললিতং বিদুঃ।" (নাগরসর্বস্বম্ ১৩।৩৫) অর্থাৎ ভ্রূনেত্রাদির ক্রিয়া দ্বারা সৌকুমার্য বিধান করিয়া হস্তপদাদি অংগবিন্যাসকে বলে 'ললিত'। ৫১ বিলাসভরে ইতস্ততঃ অংগচালনা। "অংগানামুচিতেদেশে প্রাপনং সবিলাসকম্" (সংগীতরত্নাকরঃ ৭।১১৬)। ৫২ আলস্য বা নিদ্রাবেশ হইলে হাই তুলিবার সময়ে যে অঙ্গভঙ্গী তাহাকে 'জৃম্ভিত' বলা হয়। ৫৩ অঙ্গবিবর্তন।

৫৪ "স্মিতং চালক্ষ্যদশনং দৃক্ কপোল বিলাসকৃৎ" (রসার্ণবসুধাকরঃ ২।২৩০)।

৫৫ হর্ষ, ত্রাস ও ক্রোধাদিজনিত কম্পন। ৫৬ বিলাস।

নাপরপুরুষশ্লাঘা, ন ত্যাগঃ কালদেশবেশস্য।
বৈদগ্ধ্যজন্মভূমেগুরুজঘনভরেণ মন্দযাতায়াঃ ॥৫৮০॥ (বিশেষকম্)
চক্রাহ্বপরিষ্বজনং হংসসমাশ্লেষনকুলপরিরম্ভম্।
পারাবতাবগূহনমাচরতি সুমধ্যমা যথাবসরম্॥ ৫৮১ ॥

নাই, সুরতের উদ্যোগবিধানে মদনকে দোহদদান (৫৭) করিতে হয় না, তাহার নয়নরসে (৫৮) অর্থপরতার আভাস নাই, পরের অভিপ্রায় জানিবার কৌশল সে জানে না (৫৯), তাহার কার্যকালে এবং অপরের গুণকীর্তনে ভাষার অসৌষ্ঠবতা নাই (৬০), সে আমাব্যতীত অপর পুরুষের শ্লাঘা করে না, কাল ও দেশানুযায়ী বেশভূষা ধারণ করিতে সে ভুলে না (৬১)। সেই সুমধ্যমা (৬২) উপযুক্তসময়ে (৬৩) চক্রবাক আলিঙ্গন (৬৪), হংস সমাশ্লেষণ (৬৫), নকুল পরিরম্ভন (৬৬) ও

৫৭ গর্ভিনী নারীর যে স্পৃহা বা সাধ। প্রসবের অল্পদিন পূর্বে গর্ভিনী নারীকে স্পৃহনীয় বস্তু দান করাকে 'দোহদদান' বলে। কয়েকটী পুষ্পবৃক্ষের পুষ্পাদি সমৃদ্ধির জন্য এইরূপ দোহদ দানের ব্যবস্থা আছে যথা, "স্ত্রীণাং স্পর্শাৎ প্রিয়ঙ্গুর্বিকশতি, বকুলঃ সীধুগণ্ডূষসেকাৎ পাদাঘাতাদশোকস্তিলককুরবকৌ বীক্ষণালিংগনাভ্যাম্ মন্দারো নর্মবাক্যাৎ পটুমৃদুহসনাচ্চম্পকো বক্ত্রবাতাচ্চূতো গীতান্নমেরুর্বিকশতি চ পুরো নর্তনাৎ কর্ণিকারঃ॥"

৫৮ নেত্রাসক্তি, স্নিগ্ধদৃষ্টি। ৫৯ অর্থাৎ সে এমন সরল যে পরের মনের কথা জানিবার জন্য যে ধূর্ততার প্রয়োজন তাহা তাহার নাই। ৬০ অর্থাৎ কোন কার্য করিবার সময়েও সে রমণীয় ভাষা ব্যতীত গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ করে না। অপরের গুণকীর্তনেও সে রমণীয় বাক্য প্রয়োগ করে অর্থাৎ পরনিন্দা করে না। ৬১ দেশ ও কাল অনুযায়ী বেশভূষা করা একটী কলাবিশেষ তাহাকে 'নেপথ্য-প্রয়োগ' বলে যথা—"দেশকালাপেক্ষয়া বস্ত্রমাল্যাভরণাদিভিঃ শোভার্থং শরীরস্য মণ্ডলাকারাঃ" (কাঃ সূঃ টীকা ১।৩।১৬)। ৬২ শোভন মধ্যভাগ যাহার যথা "প্রদ্যুম্নেন জগজ্জয়ায় বিধৃতং মধ্যে দৃঢ়ং মুষ্টিনা তৎসংগ্যা রসনির্ভরং বপুরিদং মুখ্যং ধনুঃ কান্তবম্। তেনোর্ধ্বং সরসশ্চচাল কুচয়োর্ব্যাজেন, মুষ্টেঃ পুনর্মুদ্রাণাং ত্রিষতস্তদা পরিণতং তস্মিন্ বলীনাং ত্রয়ং" (মদালসা চম্পূঃ ১।৬৯)। ৬৩ সাধারণতঃ আলিঙ্গনের সময় হইতেছে—"কোপপ্রশমনে ভীতৌ বিয়োগে পুনরাগমে। সম্ভোগে চ সমাশ্লেষো বিশেষেণ সুখাবহঃ॥" ৬৪ সাধারণতঃ প্রচলিত কামশাস্ত্রসমূহে এই সকল আলিঙ্গনের উল্লেখ নাই। দেহে দেহ সংঘটন করিয়া পরস্পরের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া আলিঙ্গনকে 'চক্রবাক' আলিঙ্গন বলে। ৬৫ পুনরাবৃত্তিময় আশ্লেষ ও বিশ্লেষ করিয়া হংসের ন্যায় আলিঙ্গন করাকে 'হংসালিংগন' বলে। ৬৬ নকুলের ন্যায় গাঢভাবে ক্রোড়ে আবদ্ধ করাকে 'নকুলালিংগন' বলে। যথা—"গলদংগং ঘনস্নেহং মুক্তবাষ্পং স্ফুরৎ স্পৃহম্। আলিলিংগ চিরং কান্তাং নকুলো নকুলীমিব॥" (যোগবাশিষ্ঠ ৬।১০।১৩—১৪)।

অবক্রবচন[৮০]হাস্যব্যবহৃতিহৃতমানসস্য জায়স্তে।
অনুকূলসুন্দরা অপি ভরণীয়াঃ কেবলং দারাঃ ॥ ৫৮২ ॥
সূচয়তি পৃথক্করণং ভ্রাতৃণাং, বক্তি বিষমশীলত্বম্।
বিবৃণোতি গৃহবিসংস্থামভিনন্দতি পিতৃকুলস্য গুণবত্তাম্ ॥৫৮৩॥
অন্যসুতপক্ষপাতং কথয়তি মাতুস্তিরস্করোতি পতিম্।
পার্শ্বনিমগ্নাং জায়াং মানয়তি[৮১] বিমুচ্য কার্মুকং[৮২] মদনঃ ॥'৫৮৪॥
(যুগ্মম্)

৮০ বদন (ক)। ৮১ জায়া মা যাতু (গ)। ৮২ কামুকং (ক)।

পারাবত উপগূহন (৬৭) করিয়া থাকে। তাহার বক্রোক্তি, হাস্য, ব্যবহার ইত্যাদিতে যাহার হৃদয় আকৃষ্ট হয় সে ব্যক্তি তাহার অনুকূলা ও সুন্দরী পরিণীতা ভার্যাকে (ভাল না বাসিয়া) কেবল (অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা) ভরণপোষণ করিয়া থাকে (৬৮)। জায়া পতির পার্শ্বে শয়ন করিয়া তাহাকে ভ্রাতাদিগকে পৃথক্ করণের পরামর্শ দেয়, তাহাদের অসৎ স্বভাবের কথা বলে, গৃহের অব্যবস্থার কথা বর্ণনা করে, পিতৃকুলের গুণবর্ণনা করে, পতির মাতার অন্যপুত্রের প্রতি পক্ষপাতের কথা বলে, পতিকে তিরস্কার করে তথাপি মদন ধনুর্গ্রহণ না করিয়াই পতিকে স্ত্রীর বশীভূত করে (৬৯)।" ॥ ৫৭০—৫৮৪ ॥

৬৭ সামনা-সামনি মুখে মুখ দিয়া যে আলিঙ্গন তাহাকে বলে 'পারাবত' আলিঙ্গন।

৬৮ অর্থাৎ বিবাহিত ব্যক্তি তাহার হাস্য বক্রোক্তিও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। গৃহে সুন্দরী সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি সে কোনরূপ প্রীতি প্রদর্শন করে না কেবল কর্তব্যমাত্র মনে করিয়া অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা তাহাকে পোষণ করে।

৬৯ বিবাহিত ব্যক্তি স্ত্রীর প্রতি আসক্ত না হইয়াও রাত্রে সে যে তাহাকে উপদেশ দেয় (curtain lecture) সে তাহার অযৌক্তিকতা বুঝিয়াও যন্ত্রচালিতের মত তদনুসারে কার্য করে। ইহাতে প্রেমের আকর্ষণ নাই কেবল স্ত্রীর গঞ্জনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই তাহা করে। বিকবালা বলিতেছে যদি পূর্বোক্ত 'কান্তানুবৃত্ত' দ্বারা ভট্টপুত্র মালতীর প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে সে মনে করিবে সাধারণ বিবাহিতা স্ত্রীর যে সকল দোষ থাকে মালতীর তাহা নাই সুতরাং যেমন করিয়াই হউক পুনরায় তাহাকে লাভ করিতে হইবে।

অর্থাগমোপায়ঃ

এবং কৃতেঽপি সুন্দরি যদি তিষ্ঠতি নায়কঃ প্রকৃত্যৈব।
ইত্থং পথি পরিমোষস্তৎসখ্যা নৈপুণেন বক্তব্যঃ ॥ ৫৮৫ ॥
"গৃহকার্যব্যগ্রতয়া চিত্তগ্রহণায় বা কুলস্ত্রীণাম্।
নায়াতে ভবতি, সখী প্রাবৃড়্ ঘনকলুষিতে দিশাং চক্রে ॥৫৮৬॥
প্রগ্রীবক[১]শয়নগতা স্ফারীভবদাত্মসম্ভববিকারা।
ত্বদ্‌বর্ত্মনিহিতনেত্রা গীতামন্যেন গীতিকামশৃণোৎ ॥ ৫৮৭ ॥
(যুগলকম্[২])

১ প্রাগ্রীবক (ক)। ২ (ক, খ) পুস্তকে নাস্তি।

সুন্দরি, এইরূপ করা সত্ত্বেও যদি নায়ক প্রকৃতিস্থ (১) থাকে তাহা হইলে সখী তাহার নিকট নৈপুণ্যসহকারে পথে চৌর কর্তৃক (আভরণাদি) অপহরণের কথা এই ভাবে বর্ণনা করিবে (২)।

"গৃহকার্যে অথবা কুলললনাদিগের হৃদয়হরণে ব্যাপৃত হইয়া (৩) আপনি না আসায়, দিক্‌চক্রবাল প্রাবৃটের ঘনমেঘজালে অন্ধকার হইয়া গেলে প্রাসাদে নিরাশ হইয়া শয্যায় শায়িতা মেঘদর্শনে উদ্দীপিত-মদনবিকারা (৪) সখী আপনার আগমনপথে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া অপর এক ব্যক্তি কর্তৃক গীত এই গীতিকাটী শুনিতে পাইল—

১ নায়কের স্বভাবের যদি কোন পরিবর্তন না হয় অর্থাৎ মিথ্যা কলহে প্রতারিত হইয়া সে যদি মালতীর প্রতি পূর্বোক্তরূপ অনুরাগী না হয়।

২ জননীর সহিত মিথ্যা কলহ বাধাইয়া নায়ককে নিজের প্রতি অধিকতর অনুরাগী করিতে যদি নায়িকা অশক্তা হয় তবে তাহাকে কি করিতে হইবে তাহা কবি বিকরালার মুখ দিয়া পরবর্তী ২০টী শ্লোকে প্রকাশ করিতেছেন। এ সম্বন্ধে কামশাস্ত্রকারগণ বলেন— স্বাভাবিকই হউক আর প্রাযত্নিকই হউক, সংকল্পিতই আর অসংকল্পিতই হউক যদি উপায়ের সহিত স্বভাব ও প্রযত্ন মিলিত হইয়া অর্থাগমের জন্য প্রযুক্ত হয় তবে দ্বিগুণ ধনই দিবে। এই উপায়গুলির মধ্যে বক্ষ্যমান উপায় সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন বলেন "তদভিগমননিমিত্তো রক্ষিভিশ্চৌরৈর্বালংকারপরিমোষঃ" অর্থাৎ নায়কের অভিগমনার্থ আগমনকালে পথস্থিত রক্ষিগণ (police) কর্তৃক ও চৌর কর্তৃক অলংকার অপহৃত হইয়াছে বলিয়া নায়কের প্রতীতি জন্মাইবে।

৩ অর্থাৎ 'পরকীয়া কুলবতীদিগের চিত্ত আকর্ষণের জন্য প্রলোভনার্থ ব্যাপৃত ছিলে সুতরাং অনুরক্তা সামান্যার কথা কেন স্মরণ করিবে!' এইরূপ ঈর্ষাসূচক উক্তিতে নায়কের অনুরাগ বর্ধনের চেষ্টা সূচিত হইতেছে।

৪ শৃঙ্গার রসের আলম্বন বিভাব যেরূপ নায়ক নায়িকা, সেইরূপ তাহার উদ্দীপন

'যদি জীবিতেন কৃত্যং সম্ভাবয় বিরহিণি প্রিয়ং তূর্ণম্‌ ।
ঘনরসিতস্য হি পুরতঃ কদলীদলকোমলঃ কুলিশপাতঃ ॥' ৫৮৮ ॥
আকর্ণ্য মামবাদীদ্ধন্যাস্তা যুবতয়ঃ সখি কঠোরাঃ ।
যা বিষহন্তে দীর্ঘং প্রিয়তমবিরহানলাসারম্‌ ॥ ৫৮৯ ॥
মম তু দিনান্তরিতেঽপি প্রেয়সি লব্ধা সহায়সামগ্রীম্‌ ।
বিদধাতি মকরকেতন উৎকলিকাবিধুরিতং হৃদয়ম্‌ ॥ ৫৯০ ॥
উৎকণ্ঠয়তি নিতান্তং[৩] সমীরণো বকুলকুসুমসন্নাহঃ[৪] ।
প্রচ্যাবয়ন্তি ধৈর্যান্মধুরধ্বনিভিঃ কলাপভৃতঃ ॥ ৫৯১ ॥
সতড়িন্মিলদ্বলাকামসিতাম্বুধরাবলীং সমুদ্যন্তীম্‌ ।
উৎসহতে সা বীক্ষিতুমবিরলমালিংগিতো যয়া কান্তঃ ॥ ৫৯২ ॥

৩ ভৃশং মাং (গ)। ৪ গন্ধাঢ্যঃ (গ)।

'ওগো বিরহিণি, জীবনে তোমার
সাধ যদি কিছু থাকে,
প্রিয় অভিসারে যাও ত্বরা ক'রে
ঐ শোন মেঘ ডাকে—
মেঘ গরজনে কঠোর কুলিশে
বিরহিনী মনে করে
স্নিগ্ধ কোমল কদলীর দল
পড়ে যেন শিরোপরে।'

ইহা শুনিয়া সে আমাকে বলিল—'সখি, ধন্য সেই কঠোর হৃদয়া যুবতীগণ যাহারা প্রিয়তমের দীর্ঘবিরহানলের প্রবলধারা (অনায়াসে) সহ্য করিয়া থাকে; আমার বেলায় কিন্তু প্রিয় একদিন অদর্শন হইলে মকরকেতু উদ্দীপনসহায় সামগ্রী লাভ করিয়া হৃদয়কে উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল করিয়া তুলে (৫)। বকুলকুসুমগন্ধেসুরভিত সমীরণ আমাকে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলে, কোকিলগণ তাহাদিগের মধুর শব্দে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইয়া দেয়। যে (তরুণী) অবিরত কান্তের আলিঙ্গনবদ্ধা হইয়া থাকে সেই কেবল তড়িদ্বতী বলাকাসমন্বিতা সমুদ্যতা মেঘাবলীর (৬)

বিভাব হইতেছে চন্দ্র, মলয়পবন, মেঘ, পিকরব, কেকাধ্বনি, ভ্রমর গুঞ্জন, নৃত্য, গীত, বাদ্য, মাল্য, চন্দন, আসব প্রভৃতি এই সকল দ্রব্য দর্শনে, স্পর্শনে, শ্রবণে ও আস্বাদনে মদন উদ্দীপিত হয়। রমণীর দেহের গোপন অঙ্গাদির দর্শনও উদ্দীপক। ৫ সুখ সাধনের জন্য ঈপ্সিত বস্তুর প্রতি মনকে আগ্রহান্বিত করিয়া তুলে। "সর্বেন্দ্রিয় মুখাস্বাদো যত্রাস্তীতি মনঃ প্রিয়ঃ। তৎপ্রাপ্তীচ্ছাং সসংকল্পামুৎকণ্ঠাং কবয়ো বিদুঃ।" [ভাবপ্রকাশঃ]।

৬ মেঘাবলী—মেঘপংক্তি। বিদ্যুতের সহিত মেঘের দাম্পত্য কবিগণের প্রসিদ্ধ

স্বেচ্ছাগমনলঘুত্বং বহুলাপায়ং নিশাসু পস্থানম্।
ন বিচারয়ন্তি মহিলা অভীষ্টজনসংগতাবুৎকাঃ ॥ ৫৯৩ ॥
ক্রিয়তাং ভূষণশোভা ত্বরয়তি মে মানসং মনোজন্মা।
রঞ্জয়তি মনো নিতরাং কলধৌতনিবেশিতং রত্নম্ ॥" ৫৯৪ ॥
ঘনজলদাবৃতককুভি প্রদোষসময়ে প্রদোষগমনায়।
বিদধানয়া কুবুদ্ধিং রাগান্ধে কিমিদমারব্ধম্ ॥ ৫৯৫ ॥

প্রস্তি চাহিয়া থাকিতে পারে। প্রিয়জনের সহিত মিলনের জন্ত উৎকণ্ঠিতা রমণী তাহার নিকট স্বইচ্ছায় গমনের জন্ত যে লঘুত্ব (৭) এবং রাত্রিকালে পথে চলিবার যে বহুবিধ কষ্ট বা বাধা (৮) রহিয়াছে তাহার বিচার করে না। মদন আমার মনকে অভিসারের জন্ত উৎসাহিত করিতেছে অতএব শীঘ্র আমাকে ভূষণে সাজাইয়া দাও—স্বর্ণে নিবেশিত রত্নে (নায়কের) মন অত্যন্ত রঞ্জিত হইয়া উঠে (৯)।"

"ইহা শুনিয়া তাহার মাতা পরুষবাক্যে তাহাকে এই বলিয়া সাবধান করিল—'এই সন্ধ্যাকালে চারিদিক ঘন মেঘে আবৃত হইয়াছে, অয়ি রাগান্ধে (১০), এই

কল্পনা। যথা—"মা ভূদেবং ক্বচিদপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রযোগঃ" (মেঘদূতম্ ৩।৫৪) পুনশ্চ "মুদির ইব রিরংসুর্বিদ্যুতাঽঽত্মীয় পত্ন্যা" (হীর সৌভাগ্য কাব্যম্ ১৫।২৭)। 'বলাকা' শব্দের অর্থ 'বকপংক্তি'। মেঘের নিকট বলাকার সঞ্চরণ গর্ভ ধারণের সূচনা করে যথা—"গর্ভাধানক্ষম পরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ" (মেঘদূতম্ ১।৯)। মল্লিনাথ তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন "উক্তং চ কর্ণোদয়ে—'গর্ভ বলাকা দধতেঽভ্রযোগান্নাকে নিবদ্ধাবলয়ঃ সমন্তাৎ'। কথিত আছে বর্ষাকালে বকগণ বৃক্ষশাখে বসিয়া থাকে এবং বকাঙ্গনাসকল তাহাদিগকে আহারাদি দ্বারা পোষণ করিবার জন্ত আকাশে সঞ্চরণ করে। এই শ্লোকে কবি সম্ভবতঃ এই কথা বলিতে চাহেন—কতকগুলি মেঘ তাহাদিগের বিদ্যুৎরূপ প্রিয়া সকলের সহিত সঙ্গত আছে আর কতকগুলি পরকীয়া বলাকার সহিত মিলিত হইতেছে ইহাতে বহু সংযোগীযুগ্মের সন্দর্শনে বিয়োগিনীর অতীব সন্তাপ জন্মাইতেছে। যথা—"গর্জদ্ভিঃ সতড়িদ্বলাকশবলৈর্মেঘৈঃ সশল্যং মনঃ"। (মৃচ্ছকটিকম্)।

৭ অর্থাৎ স্বয়ং উপযাচিকা হইয়া নায়কের নিকট অভিসারের জন্ত যে সম্মানের হানি তাহা অনুরাগবতী নায়িকা গ্রাহ্য করে না। যথা—"গজকদম্বকমেচকমুচ্চকৈর্নভসি বীক্ষ্য নবাম্বুদমম্বরে। অভিসসার ন বল্লভমংগনা ন চকমে চ কমেকরসং রহঃ" (শিশুপাল বধম্ ৬।২৬)। ৮ কণ্টক বিদ্ধ হওয়ার বা সর্প দংশনের ভয়। ৯ "সা সম্ভবদ্ভিঃ কুসুমৈর্লতেব জ্যোতির্ভিরুদ্যদ্ভিরিব ত্রিযামা। সরিদ্বিহংগৈরিব লীয়মানৈরামুচ্যমানাভরণা চকাশে॥ আত্মানমালোক্য চ শোভমানমাদর্শবিম্বে স্তিমিতায়তাক্ষী হরোপযানে ত্বরিতা বভূব স্ত্রীণাং প্রিয়ালোকফলো হি বেষঃ॥" (কুমারসম্ভবম্ ৭।২১-২২)

১০ কামাকুলিত চিত্তে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। যথা—"ন পশ্যতি মদোন্মত্তো স্বার্থী দোষং ন পশ্যতি। ন পশ্যতি চ জন্মান্ধঃ কামান্ধো নৈব পশ্যতি॥"

বচনপ্রপঞ্চসারং জায়াশ্রিতমন্যদেশসম্বন্ধম্।
পুরুষমভিগন্তুকামা নবেয়মভিসারিকা দৃষ্টা ॥ ৫৯৬ ॥
জলধৌততিলকরচনাং গলদম্ভো-৫লুলিতকেশান্তাম্।
তিম্যত্তনুলীনাবৃতিচণ্ডানিলসলিলপাতকণ্টকিতাম্ ॥ ৫৯৭ ॥
অবিভাবিতসমবিষম-৬প্রস্খলদংঘ্রিং সহায়করলগ্নাম্।
পুরতোঽধ্বনঃ প্রমাণং মুহুর্মুহুঃ সাধ্বসেন পৃচ্ছন্তীম্ ॥ ৫৯৮ ॥
অন্যস্ত্রীষু চ পত্যৌ ব্যগ্রে কৃচ্ছ্রেণ কথমপি প্রাপ্তাম্।
তৎকালযোগ্যপরিজননিবেদিতামিতি বিকল্প্য সহ সচিবৈঃ৭ ॥৫৯৯॥
কিং প্রেম্নোঽয়ং মহিমা কিমুতানন্ত্যং ধনপ্রলোভস্য।
কিংবান্যতঃ প্রবৃত্তা প্রবেশিতা৮ বাতবর্ষেণ ॥ ৬০০ ॥

৫ দম্ভোবিন্দু (গ)। ৬ সমবিষমাং (খ)। ৭ বিকল্পসদৃশবিধৌ (খ)। ৮ প্রবেপিতা (খ)।

সময়ে বিপদের মধ্যে যাইবার জন্য তুমি দুর্মতি করিতেছ কেন? বাক্‌চাতুরীসার, জায়াশ্রিত (১১), দূরদেশবাসী পুরুষের প্রতি অভিগমাকাংক্ষিণী এই অভিসারিকা (১২) নূতন দেখিতেছি। জলে তোমার তিলকরচনা (১৩) ধুইয়া যাইবে, বিস্রস্ত কেশরাশি বাহিয়া জল ঝরিতে থাকিবে, সিক্ত বসন দেহের সহিত মিশিয়া থাকিবে (১৪) প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টিপাতে দেহ কণ্টকিত হইবে, অন্ধকারে পথের উঁচুনীচু বুঝিতে না পারায় স্খলিতপদে সহায়ের (১৫) হাত ধরিয়া বারবার সভয়ে—আর কতদূর পথ আছে—জিজ্ঞাসা করিতে করিতে কোনমতে স্বীয় ভার্যায় ব্যাপৃতচিত্ত নায়কের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইবে। তৎকালযোগ্য (১৬) পরিজন কর্তৃক (তোমার আগমনবার্তা) নিবেদিত হইয়া 'ইহা কি প্রেমের মহিমা, কিম্বা

১১ পত্নীসঙ্গত সুতরাং অপরা নায়িকার অপেক্ষা করে না।

১২ "উদ্দামমন্মথমহাজ্বরবেপমানা রোমাঞ্চকণ্টকিতগাত্রলতাং বহন্তী। নিঃশংকিনী ব্রজতি যা প্রিয়সংগমায় সা নায়িকা নিগদিতাত্বভিসারিকেতি।" পুনশ্চ "মদেনমদনেনাপি প্রেরিতা শিথিলত্রপা। যোৎসুকাঽভিসরেৎ কান্তং সা ভবেদভিসারিকা।"

১৩ সখী অথবা প্রিয় স্ত্রীদিগের ললাটে, কপোলযুগলে কুচদ্বয়ে, ভুজশিখরে (upper-arms) ও কণ্ঠে শোভাবর্ধনার্থ বা স্নেহজ্ঞাপনার্থ যে পত্রাবলী অংকিত করিয়া দেয়। কুচদ্বয়ে আম্রপল্লব অংকিত করে, কারণ, কুচযুগলকে আম্রফল কল্পনা করিয়া তাহার উপর পল্লব অংকিত করে অথবা করপল্লব দ্বারা কুচগ্রহণ করার ইঙ্গিতও ইহার কারণ হইতে পারে। গণ্ডস্থলে চুম্বনস্থান বলিয়া তাহার দ্যোতক শুকাদি পক্ষী অংকন করে, ললাটে সৌভাগ্য প্রকাশক তোরণাকার 'ললাটিকা' নামক তিলক রচনা করে।

১৪ সুতরাং দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত কি নগ্ন তাহা বুঝা যাইবে না। ১৫ সখী বা পরিচারক।

১৬ সেই সময়ে নায়ক অন্তঃপুরে ভার্যার নিকট একান্তে থাকায় কয়েকটী বিশিষ্ট পরিচারক ভিন্ন অন্যান্য দাসদাসীর তথায় প্রবেশ নিষেধ।

'সন্নিহিতকলত্রাণামনুচিতম্' ইতি বাহ্যলোকসংবদনাৎ।
অন্যস্মিন্ দবসিতে বিসর্জিতামিষ্টমালতীকেন ॥ ৬০১ ॥
লোকেন হাস্যমানাং বিভ্রাণাং* বাসসী জলক্লিন্নে।
রূপমদমুৎসৃজন্তীং বৈলক্ষ্যাদবিহসিতেন নতবদনাম ॥ ৬০২ ॥
পশ্চাত্তাপগৃহীতাং কণ্টকদর্ভাগ্রভিন্নপাদতলাম্।
অস্মদ্বচঃ স্মরন্তীং দ্রক্ষন্ত্যভিসারিকাং সুকর্মাণঃ ॥' ৬০৩ ॥
ইতি পরুষমভিধানাং মাতরমবধীর্য যুষ্মদভ্যাশম।
চৌরহতকা ব্রজন্তীং বিদ্রাবিতরক্ষিণঃ সখীং মুমুষুঃ ॥" ৬০৪ ॥
(মহাকুলকম)

১ বিভ্রাণং (ক)।

অত্যন্ত ধনলোভ, অথবা অন্য কোথাও যাইতে যাইতে ঝড়-বাদলে এখানে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে (১৭)?' মন্ত্রণাদাতা মিত্র বা ভৃত্যের সহিত এইরূপ আলোচনা করিয়া (১৮) 'যাহার গৃহে স্ত্রী রহিয়াছে তাহার এরূপ কার্য অনুচিত' প্রতিবেশিগণের এইরূপ উক্তির ভয়ে সেই মালতীর মঙ্গলাকাংক্ষী (১৯) তোমাকে অপর কোন আশ্রয় স্থানে পাঠাইয়া দিবে। তোমার বসনযুগল (২০) সিক্ত হইয়া যাওয়ায় লোকে তোমাকে দেখিয়া হাসিবে। রূপপ্রসাধন অবলুপ্ত হওয়ায় লোকের মৃদুহাস্যে (২১) লজ্জিত (২২) হইয়া নতবদনে অনুতপ্ত হৃদয়ে কণ্টক ও কুশাংকুরে ক্ষত বিক্ষত পদতলে আমাদের নিষেধ বচন স্মরণ করিতে করিতে অভিসার হইতে তুমি যখন বাড়ী ফিরিবে তখন তোমাকে দেখিয়া লোকে নিজেকে পুণ্যবান্ মনে করিবে (২৩)।'

মাতার এই নিষেধ অবজ্ঞা করিয়া আপনার নিকট আগমনকালে দুরাত্মা

১৭ ইহাতে নায়কের অনুরাগের শৈথিল্য বা কৃত্রিমতা সূচিত করিতেছে।

১৮ তমুসুখরামের সংস্করণের পাঠ অনুসারে নায়ক নিজমনেই পূর্বোক্ত সম্ভাবনা সমূহ আলোচনা করিতেছে কিন্তু তদপেক্ষা এই পাঠ সরলতর।

১৯ নায়িকার মাতা শ্লেষ করিয়া নায়ককে 'মালতীর মঙ্গলাকাংক্ষী' বলিতেছে।

২০ প্রাচীনকালে রমণীগণ দুইটি বসন ব্যবহার করিত একটা 'অধোবসন' ও আর একটা 'উত্তরীয়'। ২১ বিহসিতের লক্ষণ যথা—"সশব্দং মধুরং কালাগতং বদনরাগবৎ। আকুঞ্চিতাক্ষিগণ্ডং চ বিদুর্বিহসিতং বুধাঃ।" (সঙ্গীত রত্নাকরম্ ৭।১৪৩৮)

২২ মূলে 'বৈলক্ষ্য' শব্দ আছে তাহার লক্ষণ যথা—"আত্মনশ্চরিতে যস্মিন্ জ্ঞাতেঽন্যৈর্যত্র জায়তে। অপত্রপেতি মহতী তদ্বৈলক্ষ্যমুদাহৃতম্।" নিজের অভব্য ব্যবহার অপরে জানিতে পারিয়াছে এই মনে করিয়া যে অত্যন্ত লজ্জা।

২৩ মাতা শ্লেষ করিয়া বলিতেছে 'সংকটে পতিত তোমার এই হাস্যোৎপাদক মূর্তি দেখিয়া লোকে কৌতুক অনুভব করিবে'।

এষা প্রপঞ্চরচনা যদি ভবতি বৃথা[১০] পুরস্তস্য।
বণিগিদমুপেত্য বক্ষ্যতি সহায়সংচোদিতো ভবতীম ॥ ৬০৫ ॥
'পূর্বং দত্তস্যোপরি মুক্তাহারস্য কেদরাস্ত্রিংশৎ।
পরিচারিকয়া নীতা অন্যানপি মৃগয়তে বয়স্য[১১]কৃতে ॥ ৬০৬ ॥
যত্তু ঘনসারকুংকুমচন্দনধূপাদি মুক্তকং দত্তম্।
তৎ সংপুটকে লিখিতং শৃণু পিণ্ডলিকাং করোমি তেপুরতঃ ॥৬০৭॥

১০ বৃথা পুনঃ পুর (গ)। ১১ ব্যয়স্য (গ)।

চৌরগণ রক্ষিদিগকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিয়া সখীর (অঙ্গ হইতে) সমস্ত অলংকার অপহরণ করিয়াছে।" ৫৮৫—৬০৪ ॥

এইরূপ ছলনা যদি তাহার নিকট ব্যর্থ হয় তাহা হইলে পরিচারিকাদির দ্বারা পূর্ব হইতে শিক্ষিত কোন বণিক্ তোমার গৃহে আসিয়া তোমাকে এইরূপ বলিবে (২৪)—

"তোমার মুক্তাহার বন্ধক রাখিয়া পূর্বে যাহা দিয়াছিলাম তাহার উপর পরিচারিকা আরও ত্রিশ 'কিদার' (২৫) লইয়া আসিয়াছে। এখন আবার তোমার বয়স্যের জন্য ব্যয়হেতু আরো অর্থ চাহিতেছে। আমি যে কর্পূর, কুংকুম, চন্দন ও ধূপাদি ভাগে ভাগে দিয়াছি (২৬) তাহা আমি সমস্ত খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছি;

২৪ বারাঙ্গনা দিগের উপায়সাধ্য অর্থাহরণের কৌশল সমূহের মধ্যে পূর্বোক্ত কৌশলটাতে অকৃতকার্য হইলে বিকরালা অপর একটী কৌশলের কথা বলিতেছে। এ সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন "অলংকারৈকদেশবিক্রয়ো নায়কান্যার্থে। তয়া শীলিতস্য চালংকারস্য ভাণ্ডোপকরস্য বা বণিজোবিক্রয়ার্থং দর্শনম্।" (কাঃ সূ ৬।৩।১৮-১৯) অর্থাৎ নায়কের সমক্ষে নায়কেরই জন্য আপনার কিয়দংশ অলংকার বিক্রয় (ইহাতে নায়ক অধিকতর বাধ্য হইয়া অর্থদান করে) এবং নিজের নিত্য ব্যবহার্য অলংকার ও গৃহের উপকরণ দ্রব্য তৈজসপত্র বণিককে বিক্রয়ার্থ দেখাইবে (পরামর্শমত বণিক নায়কের সমক্ষে যে কথা প্রকাশ করিবে তাহাতে সে নায়িকার অভাব বুঝিতে পারিয়া তাহা পূরণ করিবে)।

২৫ কুষান বংশের 'কিদার' নামক একটী শাখা খৃষ্টীয়পঞ্চম শতকে (৪২৫—৭৫) উত্তর পশ্চিম ভারতে গান্ধার অঞ্চলে রাজত্ব করিত তাহারা পারসীক প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা যে মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিল তাহা 'কিদার' নামে পরিচিত। কাশ্মীরের নৃপতিগণ এই 'কিদার' মুদ্রা স্বরাজ্যে প্রচলিত করেন—প্রথমে দ্বিতীয় প্রবরসেন তাহার পর কর্কোটবংশীয় কয়েকজন নৃপতি। জয়াপীড় বিনয়াদিত্যের সময় এই মুদ্রা কাশ্মীরে প্রচলিত ছিল। এই কাব্যের ঘটনাস্থল বারাণসী তথায় ঐ মুদ্রা প্রচলিত কোন সময়েই ছিল কিনা জানা যায় না। যশোবর্মার সময় কনৌজে ইহা প্রচলিত ছিল।

২৬ বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন "অলংকারভক্ষ্যভোজ্যপেয়মাল্যবস্ত্রগন্ধদ্রব্যাদি ব্যবহারিষু কালিকমুদ্ধার্থমর্থপ্রতিনয়নেন তৎসমক্ষম্।" (কাঃ সূ ৬।৩।৪) অর্থাৎ অলংকার ভক্ষ্যভোজ্যপেয় মাল্যবস্ত্র গন্ধ দ্রব্যাদির মূল্য বিক্রেতাকে ক্রমে ক্রমে দিবার কথা কিন্তু নায়কের

এতাবন্তং কালং নাবসরেঽভ্যর্থিতা[12] ময়া ত্বমসি।
রিক্তং ভাণ্ডস্থানং সাম্প্রতমিতি যাচনং[13] ক্রিয়তে ॥' ৬০৮ ॥
এবংবাদিনি তস্মিন্‌কিঞ্চিল্লজ্জানতেক্ষণং[14] দৃষ্ট্বা।
প্রিয়পূর্বং প্রশ্রিতয়া বাচা বাচ্যঃ সবৈলক্ষ্যম ॥ ৬০৯ ॥
'হারস্তবৈব তিষ্ঠতু মধ্যস্থস্থাপিতেন মূল্যেন।
শেষং ততো যদন্যত্তদ্দিবসৈঃ পূরয়িষ্যামি ॥' ৬১০ ॥
ইয়মপি কপটগ্রথনা পূর্বসমা চেত্তদেদমভিধেয়ম ।
"আশংকন্তেঽনিষ্টং কাতরহৃদয়া হি যোষিতঃ প্রায়ঃ ॥ ৬১১ ॥
অপটুশরীরে স্বামিনি বিজ্ঞপ্তা ভগবতী ময়া গত্বা।
'ভবতু নিরাময়দেহো জীবিতনাথস্তব প্রসাদেন ॥ ৬১২ ॥
সম্পন্নবাঞ্ছিতার্থা বল্যুপহারেণ পূজয়িষ্যামি।'
সামগ্রীবিরহেণ তু ন বিতীর্ণং তত্র[15] মে শংকা ॥"৬১৩॥(বিশেষকম্)

১২ নাবষ্টভ্যার্থিতা(গ)। ১৩ যাচনা(গ)। ১৪ লজ্জানতাং ক্ষণং স্থিত্বা (গ)। ১৫ বিতীর্ণস্তত্র(গ)।

শোন, আমি তোমাকে হিসাব দিতেছি। এত দিনের মধ্যে আমি তোমাকে এই ঋণ সম্বন্ধে কিছু বলি নাই কিন্তু সম্প্রতি আমার ভাণ্ড শূন্য হইয়াছে সেই জন্য চাহিতেছি।"

সে এইরূপ বলিলে লজ্জায় আনন কিঞ্চিত আনত করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া 'প্রিয়' ইত্যাদি সান্ত্বন বাক্যে সম্বোধন করিয়া কিঞ্চিৎ দীন ভাবে সলজ্জে তাহাকে এইরূপ বলিবে—"মধ্যস্থ দ্বারা মূল্য নিরূপণ করিয়া হারটী তুমিই রাখিয়া দাও বাকী যাহা থাকিবে তাহা ধীরে ধীরে কিছুদিনে শোধ করিয়া দিব।"

এই কপটবাক্যও যদি পূর্বের ন্যায় ব্যর্থ হয় তাহা হইলে এইরূপ বলিবে—"কাতরহৃদয়া রমণীগণ দয়িতের দেহ অসুস্থ হইলে অনিষ্টাশংকা করে তাই (তুমি অসুস্থ হইলে) আমি ভগবতীর মন্দিরে গিয়া এই বলিয়া মানত করিয়াছিলাম 'মা তোমার অনুগ্রহে প্রাণনাথ আমার আরোগ্য হইয়া উঠুন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে বলি উপহার দ্বারা তোমার পূজা করিব,' এখন পূজার সামগ্রী সংগ্রহ করিতে না পারায় পূজা দিতে পারি নাই তাই আমার আশংকা হইতেছে (২৭)।"

সম্মুখেই তাহা বিক্রেতা কর্তৃক প্রার্থনা করাইয়া (কৌশলে নায়কের নিকট হইতে তাহা আদায় করিবে)। ২৭ বাৎস্যায়ন এই সম্বন্ধে বলিতেছেন—"ব্রতবৃক্ষারামদেবকুলতড়াগোদ্যানোৎসবপ্রীতিদায়ব্যপদেশঃ।" (কাঃ সূঃ ৬।৩।৬) অর্থাৎ ব্রত, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, আরাম প্রতিষ্ঠা, দেবালয় প্রতিষ্ঠা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, উৎসব ও যৌতুক দানের কথা ছলক্রমে শুনাইবে।

অস্মিন্ ব্যর্থীভূতে রিক্তীকৃতশূন্য[১৬]বেশ্মনো দাহম্ ।
উৎপাদ্য মন্দগামিনি সর্ববিনাশঃ প্রকাশমুন্নেয়ঃ[১৭] ॥৬১৪॥
স্নিগ্ধত্বমলং বুদ্ধ্বা সহভোজনশয়নবসনলিংগেন ।
এভিরুপায়দ্বারৈঃ কান্তো রিক্ত[১৮]স্তুয়া কার্যঃ ॥ ৬১৫ ॥

১৬ শীর্ণবেশ্মনো (গ)। ১৭ প্রকাশ্যুপনেয়ঃ (গ)। ১৮ র্নাতিবিরক্ত (ক) গাঢ়বিবিক্ত (গ)।

ইহাও ব্যর্থ হইলে হে মন্দগামিনি, গৃহ হইতে দ্রব্যাদি সরাইয়া শূন্যগৃহে আগুন লাগাইয়া দিয়া সর্বনাশ হইল বলিয়া প্রকাশ করিবে (২৮)।

একত্রে ভোজন, শয়ন ও অবস্থান এই সব লক্ষণ হইতে তাহার স্নেহ যে প্রগাঢ় তাহা বুঝিয়া পূর্বোক্ত উপায়গুলি দ্বারা (২৯) নায়কের সমস্ত ধন অপহরণ করিবে। ৬০৫—৬১৫ ॥

২৮ বাৎস্যায়ন বলিতেছেন—"দাহাৎ কুড্যচ্ছেদাৎ প্রমাদাদ্ভবনেচার্থনাশঃ। তথা যাচিতালংকারাণাং নায়কালংকারাণাং চ।" (কাঃ সূঃ ৬।৩।৮) অর্থাৎ গৃহদাহ সন্ধিচ্ছেদ (সিঁধচুরি) বা অনবধানবশতঃ ভবন মধ্যেই নিজধন নাশের কথা জানাইবে। কেবল নিজের ধনের নহে অপরের নিকট হইতে চাহিয়া আনা ও নায়কের গচ্ছিত অলংকারও এই গৃহদাহে নষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিবে।

২৯ কামুককে ত্যাগকরা উচিত বলিয়া মাতার পুত্রীর সহিত মিথ্যাকলহ (৫২৯-৪৫); মিথ্যাকলহকালে মাতাকে অলংকার প্রদান (৫৪৬—৫৬), পথে চৌরকর্তৃক অলংকার অপহরণ (৫৮৫-৬০৪); বণিকের ঋণ (৬০৫—১০), দেবতার প্রসাদের জন্য মানত (৬১১—৬১৩), গৃহদাহ (৬১৪)।

অথনিষ্কাসনক্রম

বার্ধুষিককদর্থনয়া ভোগধ্বংসাৎ সহায়বচনৈর্বা।
অবধারিতেঽপি নিপুণং বরগাত্রি বিলুপ্তসারত্বে ॥ ৬১৬ ॥
পরুষবচোনির্ধারণমায়ত্যামীহিতোপঘাতীতি[১]।
যত্নাদমী বিধেয়া গম্যস্য বিমোক্ষণোপায়াঃ ॥৬১৭॥ (যুগ্মম্)
পৃথগাসননির্দেশঃ, প্রত্যুত্থানাদিকেঽপি শৈথিল্যম্।
সাসূয়সোপহাসা আলাপা, মর্মবেধি পরিহসিতম্ ॥ ৬১৮ ॥

১ মাবল্যাসাহঠোপঘাতীনি (ক)।

হে বরগাত্রি, কুসীদজীবী উত্তমর্ণের অপমানজনক কথা হইতে বা ভোগের অভাব হইতে সে যে সারশূন্য হইয়াছে (১) তাহা সম্যক্ নিশ্চিত বুঝিয়া প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় ক্রুর বচন প্রয়োগ করিয়া এবং সে যাহা কিছু করিতে ইচ্ছা করিবে তাহাতে বাধা দিয়া নিম্নলিখিত উপায়ে সযত্নে (২) কামুকের নিষ্কাসনের ব্যবস্থা করিবে।

তাহাকে পৃথক আসনে বসিতে দিবে (৩), সে আসিলে উঠিয়া দাঁড়াইতে শৈথিল্য প্রকাশ করিবে (৪), আলাপ কালে অসূয়া প্রকাশ করিবে ও উপহাস (৫) করিবে এবং মর্মভেদী পরিহাস করিবে। *

১ অর্থাৎ নায়কের উত্তমর্ণ নায়ককে ঋণের জন্য অপমান করিতেছে এবং সে আর পূর্বের ন্যায় ভোগবিলাস করে না ইহা দেখিয়া তাহার অর্থশূন্যতা স্পষ্টই বুঝা যায়।

২ গণিকাগণের পক্ষে কামুককে কৌশলে নিষ্কাসিত করা বিধেয় কারণ পরে ঐ কামুক পুনরায় বিত্তসংগ্রহ করিলে যাহাতে তাহার সহিত আবার আলাপ করা যায় তাহার উপায় করিয়া রাখা উচিত। এ সম্বন্ধে কথিত আছে—"সাধারণস্ত্রী গণিকা কলাপ্রাগল্ভ্যধৌর্তযুক্। ছন্নকামসুখার্থাজ্ঞস্বতন্ত্রাহংযুপণ্ডকান্। রক্তেব রঞ্জয়েদাঢ্যান্ নিঃস্বান্ মাত্রা বিবাসয়েৎ॥" (দশরূপকম্ ২।২১-২২)

৩ পূর্বে নায়িকা সাগ্রহে নায়কের সহিত একাসনে বসিত এক্ষণে তাহাকে পৃথক আসনে বসিতে দিয়া প্রকারান্তরে অপমান করিবে।

৪ বাড়ীর কর্তা বাড়ী আসিলে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে সম্মান দেখাইতে হয় যথা—"অভ্যুত্থানমুপাগতে গৃহপতৌ তদ্ভাষণে নম্রতা। তৎপাদার্পিতদৃষ্টিরাসনবিধিস্তস্যোপচর্যা স্বয়ম্।" ৫ "নিকুঞ্চিতাংসশীর্ষশ্চ জিহ্মদৃষ্টিবিলোকনঃ। উৎফুল্লনাসিকো হাসো নাম্নোপহসিতং মতঃ।। (সঙ্গীত রত্নাকরঃ ৭।১৪৩১)

* কবি সামান্যা নায়িকাকে উপলক্ষ্য করিয়া সাধারণ বিরক্তা নায়িকার লক্ষণগুলি বর্ণনা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে অনঙ্গকৃত 'কামসমূহে' বিস্তৃত বিবরণ আছে আমরা তাহা

তৎপ্রতিপক্ষশ্লাঘা, তদধিকগুণরাগকীর্তনাবৃত্তিঃ।
বদতি প্রিয়মাভীক্ষ্যং[২] বহুপ্রলাপিত্বদূষণাখ্যানম ॥ ৬১৯॥
বচনান্তরোপঘাতৈস্তৎপ্রস্তুতসংকথাসমাক্ষেপঃ।
তদ্‌ব্যবহারজুগুপ্‌সা, সব্যপদেশস্তদন্তিকত্যাগঃ॥ ৬২০॥
ব্যাজেন কালহরণং, স্বাপাবসরে বিবর্তনং শয়নে।
নিদ্রাভিভবখ্যাপন[৩]মুদ্বেগঃ সম্মুখীকরণে॥ ৬২১॥

২ প্রিয় আভীক্ষ্যং (গ); প্রিয়মাভীক্ষ্ণং (ক)। ৩ স্বাপন (ক)।

তাহার প্রতিপক্ষের প্রশংসা করিবে ও সেই ব্যক্তির, তাহার গুণের ও (তোমার প্রতি তাহার) অনুরাগের কথা বাড়াইয়া পুনঃ পুনঃ বর্ণনা করিবে। নায়ক বারবার প্রিয়বাক্য বলিলে—সে অনেক বাজে কথা বলে—বলিয়া দোষারোপ করিবে। সে যখন কথাবার্তা আরম্ভ করিবে তখন অন্য কথা পাড়িয়া তাহার আলাপকে অবজ্ঞা করিবে, তাহার ব্যবহারে ঘৃণা প্রদর্শন করিবে, কোন ছলে তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে।

তাহার নিকটে যাইতে বা রতিকালে ছুতা করিয়া সময় নষ্ট করিবে, শয়নকালে শয্যায় পিছন ফিরিয়া থাকিবে। সম্মুখে ফিরাইলে 'অত্যন্ত নিদ্রা পাইতেছে'

উদ্ধৃত করিতেছি—"পশ্যত্যভিমুখং নৈব সংযোগেতীব সীদতি। অসৌম্যনেত্রবদনা স্পৃষ্টাঙ্গানি ধুনোতি চ॥ ১॥ করোত্যুক্তা কথাভঙ্গং পৃষ্টা বদতি নিষ্ঠুরং। নাগ্নাসক্তা করোতীর্ষ্যাং তস্মানুমানং চ নেচ্ছতি॥ ২॥ অস্থানে কুরুতে কোপং বদনং মার্ষ্টি চুম্বিতা। বরাংগাচ্ছাদয়েৎ স্পর্শে বতেত্রেন্দ্রমুপৈতি ন॥ ৩॥ শেতে পরাংমুখীপূর্বং পশ্চাদুত্তিষ্ঠতে ধ্রুবং। কৃতং ন মন্যতে কিঞ্চিৎ দুষ্কৃতং চ প্রঘুষ্যতি॥ ৪॥ বিক্ষেপবচনং ব্রূতে দোষান্‌ বক্তি সখীপুরঃ। ব্যসনে মুদমাপ্নোতি প্রবাসে তু প্রহৃষ্যতি॥ ৫॥ অমিত্রৈস্তনুতে প্রীতিং মিত্রৈর্দ্বেষমুপৈত্যলম্‌। বিবক্তা লক্ষণৈরেভির্লক্ষ্যা যোষিদ্‌বিচক্ষণৈঃ॥ ৬॥ নির্লজ্জা ক্রূরদৃষ্টিঃ সকপটহৃদয়া গর্বিতা-নীচবৃত্তা দোষজ্ঞা ক্রোধযুক্তা কথয়তি ন গুণং নাদরং জাতু ধত্তে। নিন্দাং কর্তুং প্রবীণা সকঠিনবচনা দুঃখহীনা বিয়োগে সংযোগে দুঃখযুক্তা পরপুরুষরতা ভাষিতং নো শৃণোতি॥ ৭॥ ইষ্টং রক্ষতি সম্মতিং ন কুরুতে কান্তস্য খেদং বতে ধত্তে চুম্বনমাননে ন সহতে ব্রূতে শিরোবেদনাম্‌। দৃষ্টা দুঃখমুপৈতি দুঃখসহিতে তুষ্যত্যসদ্‌ভাবনা স্পৃষ্টাহঙ্গং বিধুনোত্যমিত্র-বশগা পত্যুঃ সুহৃদ্রোহিণী॥ ৮॥ পশ্চাজ্জাগর্তি নিদ্রাং প্রথয়তি পুরতো মন্যতে নোপকারং নালিংগত্যাদবেণ প্রকটতি ন কলাঃ কামকালে কদাচিৎ। মিথ্যা ব্রূতে সমায়া স্বপিতি ন শয়নে সংমুখী স্নেহহীনা পঞ্চত্রিংশদগুণেতি প্রিয়তমবিষয়ে কামিনী স্যাদ্‌ বিবক্তা॥ ৯॥ পরাংমুখী যা শয়নং করোতি তনোতি পীড়াং সুরতেব্যলীকম্‌। নিষ্কারণং কুপ্যতি গর্বযুক্তা বিরক্তভাবা বনিতামতা সা॥ ১০॥

গুহ্যস্পর্শনিরোধঃ, স্বভাবসংস্থাপনাঽনুযোগেষু[৪] ।
চুম্বতি বদনবিকম্পনমালিংগতি কঠিনগাত্রসংকোচঃ ॥ ৬২২ ॥
অসহিষ্ণুত্বং প্রহণনকররুহদশনক্ষতিপ্রসংগেষু ।
দীর্ঘরতৌ[৫] নির্বেদঃ, স্বপিহীতি রতাভিযোজকে ভূয়ঃ ॥ ৬২৩ ॥
তদশক্তাবনুবন্ধো, বৈদগ্ধ্যবিকাসনে[৬] তথা হাসঃ ।
রাত্র্যবসানস্পৃহয়া পুনঃপুনর্যামিকপ্রশ্নঃ ॥ ৬২৪ ॥
নিঃসরণং বাসগৃহাদুষসি সমুত্থায় তল্পতস্ত্বরয়া ।
সরভসমুদীরয়ন্ত্যা নিশা প্রভাতাপ্রভাতেতি ॥ ৬২৫ ॥
"উভয়েচ্ছয়া প্রবৃত্তং নিরুপাধি প্রেম ভবতি রমণীয়ম্ ।
অন্যোন্যসমাসক্তৌ সংস্থানমিবাভিজাতমণিহেম্নোঃ ॥ ৬২৬ ॥

৪ স্বভাবসংস্থা রতাভিযোগেষু (গ)। ৫ দীর্ঘরতে (ক, গ)। ৬ বিনাশনে (ক)।

বলিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিবে। গুহ্যদেশ স্পর্শ করিতে গেলে হস্ত নিরোধ করিবে, অনুযোগ করিলে গ্রাহ্য না করিয়া চুপ করিয়া থাকিবে, চুম্বন করিতে গেলে বদন বিধূনন করিবে, আলিঙ্গন করিলে অঙ্গ কঠিন করিয়া গাত্র সংকোচ করিবে। তাড়ন, নখাঘাত বা দশনাঘাত করিলে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবে। দীর্ঘরতে বৈরাগ্য প্রকাশ করিবে, রতাভিযোগে পুনঃ পুনঃ "নিদ্রা যাও" বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিবে। অশক্ত বুঝিলে রতির জন্য অনুরোধ করিবে, বৈদগ্ধ্য বিকাশ করিতে গেলে 'বাহাদুরী বুঝা গিয়াছে' বলিয়া উপহাস করিবে (৬)। রাত্রির অবসান কামনা করিয়া পুনঃ পুনঃ সময় জানিতে চাহিবে। প্রত্যূষে ত্বরায় শয্যা হইতে উঠিয়া শয়নকক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া সহর্ষে "রজনী প্রভাত হইয়াছে, প্রভাত হইয়াছে" বলিয়া বিজৃম্ভণ করিবে। ৬১৬—৬২৫ ॥

ইহার পর গৃহস্থিত দাসী গৃহকর্ত্রী কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া কটু ভাষায় কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া দুর্ভাগার মর্মভেদকারী নিম্নলিখিত কথাগুলি তাহাকে শুনাইয়া বলিবে (৭)—

"পরস্পরের প্রতি আসক্ত উভয়ের আপন ইচ্ছায় সঞ্জাত অকৃত্রিম প্রেম

৬ প্রথমতঃ উপক্রম করিতে গেলে বাধা দিবে তাহার পর রতারম্ভ হইলে নায়ক যদি দীর্ঘকাল রমণ করে তাহা হইলে তাহাতে সুখী না হইয়া গ্লানিপ্রকাশ করিবে, পুনরায় রতির জন্য প্রার্থনা করিলে 'নিদ্রা যাও' বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিবে। সে যদি অশক্ত হয় তখন তাহাকে রতির জন্য অনুরোধ করিবে। সে যদি নিজ রতিবৈদগ্ধ্য দেখাইতে যায় তখন তাহাকে পূর্ব অশক্ততার জন্য উপহাস করিবে।

৭ ৬২৬ হইতে ৬৬০ শ্লোক পর্য্যন্ত ৩৫টী শ্লোক লইয়া একটী মহাকুলক সুতরাং

যস্ত্বেকাশ্রয়রাগঃ পরিভবদৌর্বল্যদৈন্যনাশানাম্ ।
স নিদানমসন্দিগ্ধং[৭] সীতাং প্রতি দশমুখস্যেব ॥ ৬২৭ ॥
যানি হরন্তি মনাংসি স্মিতজল্পিতবীক্ষিতানি[৮] রক্তানাম্ ।
তান্যেব[৯] বিরক্তানাং প্রতিভান্তি বিবর্তিতানীব ॥ ৬২৮ ॥

৭ সসন্দিগ্ধং (ক)। ৮ চ ললিতস্মিতবীক্ষিতানি (ক), স্মিতবীক্ষিতজল্পিতানি (গ)। ৯ তানীব (গ)।

সুবর্ণের মধ্যে অভিজাত মণির (৮) সন্নিবেশের ন্যায় রমণীয় হইয়া থাকে। যে অনুরাগ একজনকে মাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে (৯) তাহা নিশ্চয়ই সীতার প্রতি দশাননের অনুরাগের ন্যায় পরিভব, দৌর্বল্য, দৈন্য ও নাশের আদি কারণ হয়। অনুরক্তা নায়িকাদিগের যে মৃদুহাস্য, বক্রোক্তি ও অবলোকন নায়কের মন হরণ করিয়া থাকে তাহাই আবার বিরক্তাগণ কর্তৃক প্রযুক্ত হইলে প্রতিকূল বলিয়া

এই সব কয়টী শ্লোকেব অন্বয় একত্র করা উচিত। শেষ শ্লোকটী প্রথমে না দিলে বাংলা অনুবাদ সুখপাঠ্য হয় না সুতরাং আমবা অগ্রে ৬৬০ সংখ্যক শ্লোকটীর অনুবাদ করিয়াছি।

৮ হীরকাদি বহুমূল্য বস্তুকেই 'অভিজাত মণি' বলে। যুবক যুবতীর পবস্পর ভাবনিবন্ধন যে স্নেহ তাহাকে 'নিরুপাধি' প্রেম বলে। যথা "আর্দ্রতা শিশিরত্বং যৎসর্বাবস্থাসু মানসম্। যয়োঃ পরস্পবস্যান্তে তদপি স্নেহ ঈরিতঃ॥ দ্বিধা ভবেৎ স চ স্নেহঃ কৃত্রিমাকৃত্রিমাত্মকঃ। সোপাধিঃ কৃত্রিমঃ স্নেহো নিরুপাধিরকৃত্রিমঃ॥ উপাধৌ বিনিবৃত্তে তু তজ্জন্যোঽপি নিবর্ততে। স্নেহঃ স্বভাবজো যাবদ্দ্রব্যভাবী ভবিষ্যতি॥" (ভাবপ্রকাশঃ)

৯ প্রেম যখন কেবল একপক্ষে থাকে অন্যপক্ষে থাকে না তখন 'রস' সৃষ্টি হয় না 'বসাভাস' হয়। যথা "অনুবাগোঽনুবক্তায়াং রসাবহ ইতি স্থিতিঃ। অভাবে ত্বনুরাগস্য রসাভাসং জগুর্বুধা॥" পুনশ্চ "দ্বয়োর্নোর্যত্র মিথো রতিস্তত্রৈব রসঃ। একস্যৈব রতিশ্চেদ্রসাভাস এব। একস্যা এব রতিশ্চেদ্ রসাভাস এব।" (রসতরঙ্গিনী)। একাশ্রয় রাগকে শৃঙ্গারাভাস বলে যথা "একত্রৈবানুরাগশ্চ, বহুসক্তিশ্চ যোষিতঃ। অন্যৌচিত্য প্রবৃত্তাবাচ্ছৃঙ্গারাভাস ইষ্যতে॥" অর্থাৎ একপক্ষের অনুরাগ, স্ত্রীলোকের বহুপুরুষে আসক্তি ও অনুচিতভাবে প্রবৃত্ত হইলে শৃঙ্গারাভাস হয়।

'অনৌচিত্য' সম্বন্ধে সাহিত্য-দর্পণে লিখিত আছে—'উপনায়ক সংস্থায়াং মুনিগুরুপত্নীগতায়াং চ। বহুনায়কবিষয়ায়াং রতৌ, তথাঽনুভয়নিষ্ঠায়াম্॥ প্রতিনায়কনিষ্ঠত্বে তদ্বদধমপাত্রতির্যগাদি গতে। শৃঙ্গারেঽনৌচিত্যং, রৌদ্রে গুর্বাদিগতকোপে॥" (৩।২৬৩—৪)। উদাহরণস্বরূপ সীতার প্রতি রাবণের উক্তি—"তদ্বক্ত্রং যদি মুদ্রিতা শশিকথা, তচ্চেৎস্মিতং কা সুধা, তচ্চক্ষুর্যদি হারিতং কুবলয়ৈস্তচ্চেদ্গিরো ধিঙ্মধু। ধিক্কন্দর্পধনুর্ভ্রুবৌ যদি চ তে; কিংবা বহু ক্রমহে, যৎসত্যং পুনরুক্তবস্তুবিরসঃ সর্গক্রমো বেধসঃ॥"

বিদধাতু কিমপি, কথমপি নিগৃহ্যমাণা মহূর্তমাসিষ্যে।
ইতি যত্র মনঃ[১০] স্ত্রীণাং তত্রাপি রমন্ত এব পশুতুল্যাঃ ॥ ৬২৯ ॥
যত্র ন মদনবিকারাঃ সম্ভাবসমর্পণং ন গাত্রাণাম্।
তস্মিন্মুদ্রিতভাবে পশুকর্ম্মণি পশব এব রজ্যন্তে ॥ ৬৩০ ॥
অবধীরণয়োপহতঃ প্রতিদিবসং হীয়মানসম্ভাবঃ।
অভিমানবান্ মনুষ্যো যোষিতমূঢ়ামপি ত্যজতি ॥৬৩১॥
সাক্ষিনিকোচং সখ্যাঃ পাণিতলং পাণিনা সমাহত্য।
যন্নরমুপহসতি স্ত্রী দদাতু তস্মৈ মহী রন্ধ্রম্ ॥৬৩২॥
পুরুষান্তর গুণকীর্তনমন্যোদ্দেশেন চাত্মনো নিন্দাম্।
শৃণ্বন্নপি যঃ স্বস্থঃ স্বস্থোঽসৌ কালপাশবদ্ধোঽপি ॥৬৩৩॥

১০ বচঃ (গ)।

বোধ হয় (১০)। 'সে যাহাই হউক না কেন, আমি কোন মতে কিছুক্ষণ মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া থাকিব' যে স্ত্রীদিগের এইরূপ মনোভাব তাহাদিগের সহিত যাহারা রমণ করে তাহারা পশুতুল্য। যেখানে মদন বিকার নাই (১১), প্রীতিপূর্বক অঙ্গসমর্পণ নাই (১২), সেই ভাবহীন পশুবৎ রমণে পশুগণই আনন্দ পাইয়া থাকে (১৩)। অবমাননা দ্বারা আহত হইলে ও প্রতিদিন প্রীতির হ্রাস হইতেছে দেখিলে অভিমানশালী পুরুষ বিবাহিতা স্ত্রীকেও পরিত্যাগ করে। অক্ষিপল্লব নিমীলিত ও উন্মীলিত করিয়া নয়নভঙ্গী-সহকারে সখীর করতলে চপেটাঘাত করিয়া স্ত্রী যে পুরুষকে উপহাস করে পৃথিবী তাহাকে নিজগর্ভে স্থান দিক। ছলে অপরকে উদ্দেশ্য করিয়া কথিত, অন্য পুরুষের গুণ কীর্তন ও নিজের নিন্দা শ্রবণ করিয়াও যে ব্যক্তি নির্বিকার থাকে সে সুস্থ হইলেও কালপাশে

১০ অর্থাৎ অনুরাগিণী রমণীর মৃদুহাস্য বক্রোক্তি ও কটাক্ষ অনুরাগেরই বিকাশ করে বিরক্তাগণের মৃদুহাস্যাদি শ্লেষ, ব্যঙ্গ ও বিরক্তিজ্ঞাপক।

১১ মদনবিকার অর্থাৎ কামেঙ্গিত যথা—"ওষ্ঠাগ্রংস্ফুরতীক্ষণে বিচলিতঃ কূপোদরে মৎস্যবদ্ধম্মিল্লঃ কুসুমাঞ্চিতো বিগলিতঃ প্রাপ্নোতি বন্ধং পুনঃ। প্রচ্ছন্নৌ ব্রজতঃ স্তনৌ প্রকটতাং শ্রোণীতটং দৃশ্যতে, নীবী চ স্খলতি স্থিতাঽপি সুদৃঢ়ং, কামেঙ্গিতং যোষিতাম্॥" (রতিরহস্যম্ ৪।২৬)।

১২ অর্থাৎ আলিঙ্গনকালে অঙ্গ সঙ্কুচিত করে।

১৩ এই প্রকার রমণে কেবল পশুর ন্যায় কামকণ্ডূতি নিবৃত্তি করা হয়। যথা "পরপুরুষরাগিণীনাং বিমুখীনাং প্রণয়কামবামানাম্। পুরুষপশবো বিমূঢ়া রজ্যন্তে যোষিতাম্ রিকাঃ॥" (কলাবিলাসঃ ৩।৫০)।

অবগম্যাভিপ্রায়ং স্বামিন্যাঃ পরিজনোঽপি যং পুরুষম্।
অবহসতি তিরস্কার্যং তস্য ন মূল্যং বরাটিকাঃ পঞ্চ ॥৬৩৪॥
তত্ত্বাতত্ত্বসমুত্থব্যবহৃত্যোর্যোঽন্তরং ন জানাতি।
স্থানং ভবতি স পশুপতিরপসংশয়মর্ধচন্দ্রলাভস্য ॥৬৩৫॥
ক্রমগলিত[১১]গৌরবাংশো রিক্ততয়া লাঘবং পরাপতিতঃ।
অপ্রাপ্তপবিচ্ছেদঃ প্লবতেঽসৌ যুবতিসবিতি কুমনুষ্যঃ ॥৬৩৬॥
যত্নেন কপটঘটিতান্ শৃংগারোদ্দীপনার্থমনুভাবান্।
রতিশিল্পজীবিকাভির্মূঢ়াস্তত্ত্বেন গৃহ্নন্তি ॥৬৩৭॥

১১ কৃশিত (ক, গ)।

আবদ্ধ। স্বামিনীর অভিপ্রায় বুঝিয়া পরিজনগণ যে তিরস্কার্য পুরুষের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে তাহার মূল্য পাঁচটী কড়িও নহে। যে ব্যক্তি 'তত্ত্ব' (১৪) ও 'অতত্ত্ব' হইতে সমুত্থিত ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে না পারে সে পশুপতি হইতে অভিন্ন সুতরাং তাহার পক্ষে অর্ধচন্দ্র লাভ করাই উচিত (১৫)। যেমন পণ্যদ্রব্যবাহী জীর্ণ তরণী, অভ্যন্তরস্থ গুরুভার দ্রব্যাদি ক্রমশঃ জলে গলিয়া নিঃসারিত হইয়া যাওয়ায়, লঘু হইয়া কূল না পাইয়া নদীর স্রোতে ভাসিয়া যায় (১৬) সেইরূপ ধনহীনতা হেতু ক্রমশঃ সমাদরের পরিমাণ হ্রাস হইয়া যাওয়ায় অবজ্ঞাত এবং তিরস্কৃত হইয়াও অপ্রবুদ্ধ জড়বুদ্ধি পুরুষ কোন যুবতীর আসক্তি লাভ করিতে পারে না, ভাসিয়া যায় (১৭)। কামমুগ্ধ মূঢ়ব্যক্তিগণ কামকলা যাহাদের জীবিকা

১৪ মনে যাহা আছে বাক্যে তাহার প্রকাশ এবং বাক্যানুসারে ক্রিয়া এইরূপ অন্তরের সহিত অনুবর্ত্তনকে 'তত্ত্ব' বলে এবং তাহার বিপরীতই 'অতত্ত্ব'।

১৫ মূঢ় কামীকে একপক্ষে বলীবর্দ অন্যপক্ষে মহাদেবের সহিত তুলনা করা হইতেছে। যে ব্যক্তি আন্তরিক ও কৃত্রিম ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারে না সে বলদের ন্যায় অতি মূঢ় সুতরাং সে সহজে না যাইলে তাহাকে অর্ধচন্দ্র অর্থাৎ গলহস্তদ্বারা নিষ্কাসিত করা উচিত। পক্ষে, যে ব্যক্তি 'তত্ত্ব' ও 'অতত্ত্বে'র অতীত সেই মহাদেবের অর্ধচন্দ্রই শিরোভূষণ। 'তত্ত্ব' অর্থে সাংখ্যমতে মূল প্রকৃতি, মহৎ অহংকার, মন, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মহাভূত এই চতুর্বিংশতি প্রকার।

১৬ নৌকাকে জলে স্থিরভাবে ভাসাইতে হইলে কিছু গুরুভার দ্রব্য আগে চাপাইতে হয় তাহাকে ইংরেজীতে ballast বলে ইহার অভাবে জাহাজ বা বৃহৎ নৌকা স্থির থাকিতে পারে না এবং তাহাকে ঠিকভাবে গন্তব্যস্থানে লইয়া যাওয়া যায় না।

১৭ কামীদিগের অর্থের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে গণিকাগণের সমাদরও হ্রাস পাইতে থাকে। পরে একেবারে ধনশূন্য হইলে তাহার প্রতি গণিকার কোন আকর্ষণ থাকে না। মূঢ়কামী গণিকার এই বিরক্তির ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাহার অনুরাগ ব্যতিরেকেও তাহাতে আসক্ত থাকিয়া আপনার সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনে।

যা ধনহার্যা নার্যো নির্মর্যাদাঃ স্বকার্যতাৎপর্যাঃ।
সহ তাভিরপীহন্তে বত মন্দাঃ সংগতমজর্যম্ ॥৬৩৮॥
অপরোক্ষধনো গম্যঃ শ্রীমানপি নান্যথেতি নির্দিষ্টম।
কন্দর্পশাস্ত্রকারৈঃ কুতঃ কথা লুপ্তবিভবস্য ॥৬৩৯॥
ব্যাসমুনিনাঽপি গীতৌ দ্বাবেব নরাধমৌ লোকে।
* যোঽনাঢ্যঃ কাময়তে কুপ্যতি যশ্চাপ্রভুত্বযুক্তোঽপি ॥৬৪০॥
ক্ষীণদ্রব্যে দেহিনি দারা অপি নাদরেণ বর্তন্তে।
কিমুতাদানৈকরসাঃ শরীরপণবৃত্তয়ো দাস্যঃ ॥৬৪১॥

* ইতঃ ৬৫১ আযাংক পর্যন্তঃ পাঠঃ 'ক' পুস্তকে প্রভ্রষ্টঃ।

সেই গণিকাদিগের কপটতা দ্বারা অনুষ্ঠিত শৃঙ্গারোদ্দীপক অনুভাব সকল (১৮) অকৃত্রিম বলিয়া মনে করে। কি বলিব, যে সকল নারী স্বার্থপরা, অর্থের দ্বারা সহজে বশীভূতা ও মর্যাদাহীনা, জড়মতি পুরুষগণই তাহাদিগের সহিত সৌহার্দ্য-সজ্জতা আকাংক্ষা করে। কামশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন অপরোক্ষধন (১৯) কামীই (গণিকাদিগের) গম্য অন্যথা বিভবশালী হইলেও সে গম্য নহে সুতরাং যাহার সম্পৎ লুপ্ত হইয়াছে তাহার তো কথাই নাই। ব্যাসমুনিও বলিয়াছেন জগতে এই দুই প্রকার নরাধম আছে—প্রথম, যে নির্ধন হইয়াও (স্বাচ্ছন্দ্য) কামনা করে এবং দ্বিতীয় যে প্রভুত্বহীন হইয়াও কোপ প্রকাশ করে (২০)। বিগতবিভব মনুষ্যের বিবাহিতা পত্নীও তাহাকে আদর করে না সুতরাং দেহপণ্যের বিনিময়ে

১৮ অলংকার, উদ্ভাসর ও বাচিক এই তিন প্রকার অনুভাব। ভাব, হাব, হেলা, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, প্রগল্‌ভতা ঔদার্য, ধৈর্য, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃতি এই কয়টি হইতেছে অলংকার; নীবী প্রভৃতি সংস্রন, গাত্রমোটন, জৃম্ভা ইত্যাদি হইতেছে উদ্ভাস্বর এবং আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অপলাপ, সন্দেশ, অতিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দেশ ও ব্যপদেশ হইতেছে বাচিক অনুভাব।

১৯ অর্থাৎ ধন যাহার প্রত্যক্ষেই রহিয়াছে চাহিলেই বা ইচ্ছা করিলেই দিতে পারে। যে ব্যক্তির ধন নিজ আয়ত্তে নাই সে প্রভূত সম্পৎশালী হইলেও গম্য নহে যেমন ধনীর নাবালক পুত্র। "ন যস্য হস্তে তরমূল্যমস্তি স কিং সমারোহতি নাবমগ্রে।" (সময় মাতৃকা ৫।৮৫)।

২০ "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সুখিনৌ ন কদাচন। যশ্চাধনঃ কাময়তে যশ্চ-কুপ্যত্যনীশ্বরঃ।" (মহাভারতম্—উদ্যোগ ৩৩।৬১)। যে ব্যক্তি নির্ধন সে যদি অন্ন, বস্ত্র, নারী প্রভৃতি ভোগের বস্তু কামনা করে সে যেরূপ উপহাসাস্পদ হয় সেইরূপ যে ব্যক্তির কর্তৃত্ব নাই বা বাহুবল নাই সে যদি কোপ প্রকাশ করে তাহারও তাদৃশ দুর্দশা হয়।

অবিদিতহেয়াদেয়াস্তির্যঞ্চোঽপি ত্যজন্তি পীতরসম্ ।
কুসুমং, কিমু কার্যবিদো বেশ্যা নরমাত্তসর্বস্বম্ ॥৬৪২॥
উৎপাদয়তি সদানো রাগং রাগাত্মকো যথা নিয়তম্[১২] ।
নির্দানোঽপি[১৩] সদা নো নিঃসন্দেহং তথৈব মনুজন্মা ॥৬৪৩॥
যদতীতং তদতীতং, ভাবিনি লাভে চ নাস্তি বহুমানঃ ।
তৎকালহস্তনিপতিতমনিয়তপুংসাং মুদে বিত্তম্ ॥৬৪৪॥
পীড়িতমধু মধুজালং তুচ্ছীভূতং চ মন্মথগ্রস্তম্ ।
মুঞ্চন্তি মদনশেষং ক্ষুদ্রাশ্চ প্রকটরামাশ্চ ॥৬৪৫॥

১২ যথাভ্যধিকম্ (গ)। ১৩ নির্দেহং নির্দানোঽপি (গ)।

অর্থোপার্জন যাহাদের একমাত্র ব্যবসায় (২১) সেই গণিকাগণের কথা কি বলিব। কোন্ দ্রব্যটী গ্রহণযোগ্য কোন্‌টী পরিত্যাজ্য এইরূপ জ্ঞানরহিত তির্যক্ যোনি ভ্রমরগণও পীতরস (২২) কুসুমকে ত্যাগ করে আর স্বকার্যজ্ঞা বেশ্যা দেহমাত্র সার হৃতসর্বস্ব পুরুষকে তো ত্যাগ করিবেই। দানশীল, অনুরক্ত মনুষ্য যেমন নিয়ত অনুরাগ উৎপাদন করে সেইরূপ (ধনাভাবে বা কৃপণতার জন্য) অদাতা ব্যক্তি যে কখনও অনুরাগ উৎপাদন করিতে পারে না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অনেক-পুরুষভোগ্যা গণিকাদিগের নিকট যাহা অতীত তাহা অতীত, ভাবী লাভে তাহাদের শ্রদ্ধা নাই (২৩), বর্তমানে করতলগত অর্থেই তাহাদের আনন্দ হয়। মধুমক্ষিকাগণ যেমন মধুনিষ্কাসিত করিয়া লইলে মধুচ্ছিষ্ট (২৪) মাত্র অবশিষ্ট মধুচক্রকে পরিত্যাগ করিয়া যায় সেইরূপ গণিকাগণ মদনমাত্র অবশিষ্ট (২৫)

---

২১ এখানে দেহই পণ এবং অর্থ পণ্য। কথিত হইয়াছে "ধনহীনঃ স্বপত্নীভিস্ত্যজ্যতে কিং পুনঃ পরৈঃ।" পুনশ্চ, "কষ্টং নির্ধনিকস্য জীবিতমহো দারৈরপি ত্যজ্যতে।" "দাসী দাসী তাবৎ যাবৎ পুরুষস্য কিঞ্চিদস্তি করে। ক্ষীণধনপুণ্যরাশের্দুষ্প্রাপা স্বর্গনগরীব।" সময়মাতৃকা ৮।১১৫)

২২ যে পুষ্পের মধু পান করা হইয়াছে এক্ষণে আর মধু অবশিষ্ট নাই।

২৩ "হ্যো ভুক্তং নাদ্যতৃপ্তিকরং" (সময়মাতৃকা ৮।১১৪) অর্থাৎ গতকাল যাহা ভোজন করা হইয়াছে অদ্য তাহা তৃপ্তিকর নহে এবং "বরমদ্য কপোতঃ শ্বো ময়ূরাৎ।" (কা, সূ, ১।২) অর্থাৎ আগামী কাল ময়ূর পাইব তাহা অপেক্ষা অদ্য কপোত পাইতেছি সেই ভাল। ইংরাজীতে আছে "It is better a bird in hand than two in bush."

২৪ মধুচ্ছিষ্ট=মোম। ২৫ মৌচাকে মধু বাহির করিয়া লইলে মোম পড়িয়া থাকে তখন মৌমাছি তাহা পরিত্যাগ করিয়া যায় সেইরূপ অর্থশালী কামীর অর্থ নিঃশেষিত হইলে কামমাত্র অবশিষ্ট থাকে তখন গণিকাগণ তাহাকে পরিত্যাগ করে।

একঃ ক্রীণাত্যহ্ন, প্রাতর্ভবিতা তথাঽপরঃ ক্রেতা।
অন্যবশে ক্ষণমেকং, ন বিক্রয়ঃ শাশ্বতোঽস্তি বেশ্যানাম্ ॥৬৪৬॥
সন্দর্শিতপরমার্থং ভ্রূক্ষেপকটাক্ষদৃষ্ট[১৪]হসিতাদি।
শৃণ্বন্তি যে সকর্ণাস্তৎকৃতমন্যত্র সংক্রান্তম্ ॥৬৪৭॥
যদি নাম নিরাকরণে ন সমর্থা ছিন্নকার্যবন্ধেঽপি।
কাচিন্মহানুভাবা বোদ্ধব্যং তদপি চেতনাবদ্ভিঃ ॥৬৪৮॥
তেনার্থেনোপকৃতং তয়াঽপি তস্য স্বদেহদানেন।
তচ্চাতীতং সম্প্রতি, নিরর্থকঃ শুষ্কশৃংগারঃ ॥৬৪৯॥

১৪ দৃষ্টি (গ)।

কামীকে পরিত্যাগ করে। আজ তাহাকে একজন ক্রয় করে, পরদিন অন্য একজন ক্রেতা হয়, কিছুক্ষণের জন্য সে অপর একজনের বশীভূতা হয়, (অন্য দ্রব্যের ন্যায়) বেশ্যাগণ চিরকালের জন্য বিক্রীত হয় না (২৬)। যাহার কাণ আছে সেই তাহার অন্যত্রসংক্রান্ত (২৭) সত্যবৎ প্রতীয়মান ভ্রূবিলাস, কটাক্ষদৃষ্টি ও বিহসিতের (২৮) অর্থ (অন্যের মুখ হইতে শুনিয়া) বুঝিতে পারে (২৯)। যদি কোন উদারহৃদয়া গণিকা কার্যবন্ধন (৩০) ছিন্ন হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও কামুককে (চক্ষুলজ্জাবশতঃ) নিষ্কাসিত করিয়া দিতে না পারে তাহা হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে হাবভাবে তাহার বিরক্তি বুঝিতে পারা উচিত। কামী অর্থ দিয়া গণিকার উপকার করিয়াছে সেও দেহদান করিয়া তাহার প্রত্যুপকার করিয়াছে, তাহা

২৬ গণিকা কাহারও চিরকালের জন্য কেনা হইয়া থাকে না আজ একজনের, কাল অন্যের এবং কোন লোকের রক্ষিতা অবস্থাতেও সে অর্থ লইয়া অল্পকালের জন্য অপরকে দেহ দান করে। যথা "বেশ্যানামনেকৈঃ সহ রমণ ক্রোড়োচিতা। নির্যাত্যেকো বিশত্যন্যঃ পরোদ্বারি প্রতীক্ষতে।" (তন্ত্রাখ্যায়িকা ৫।৫৫)।

২৭ অন্যকামুকে সংক্রান্ত। অর্থাৎ যে ভ্রূ বিলাসাদিপূর্বে নিজের সম্বন্ধে ছিল এখন তাহা পরের সম্বন্ধে হইয়াছে।

২৮ "বিকাসিতকপোলান্তমুৎফুল্লাননলোচনম্। কিঞ্চিল্লক্ষিতদন্তাগ্রং হসিতং তদ্বিদো বিদুঃ।"

২৯ অর্থাৎ নায়িকা কামীর সম্মুখে অপরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভ্রূবিলাসাদি করিতেছে, কামী মনে করিতেছে এ সমস্ত পূর্বের ন্যায় তাহারই উদ্দেশ্যে কৃত কিন্তু সে যদি বুদ্ধিমান্ হয় তাহা হইলে অপর ব্যক্তির মুখ হইতে সেই ভ্রূবিলাসাদি যে তাহার উদ্দেশ্যে নহে, অপরের উদ্দেশ্যে তাহা বুঝিতে পারে। এই শ্লোকটির অর্থ কষ্ট কল্পিয়া করিতে হয়।

৩০ দেহদান ও অর্থদানের সম্বন্ধ।

অবধীরণা রসায়নমপমানো ভবতি যস্য পরিতুষ্টৈঃ।
যোগ্যোঽসৌ পুরুষবরঃ খরতরনির্ভৎ'সনোক্তিলগুড়ানাম্[১৫] ॥৬৫০॥
দীপজ্বালাললনে ব্রজতঃ খলু নির্বৃতিং তয়োস্ত্বিয়ান্ ভেদঃ।
প্রথমা স্নেহেন বিনা, তথাঽপরা স্নেহযোগেন ॥৬৫১॥
ধর্মঃ কামাদভিনবগুণবান্নিঃস্বস্য[১৬] মদনরোগবতঃ।
অর্থোঽর্থবতোঽভিগমাৎ, কামঃ[১৭] সমরত[১৮]নরোপভোগেন ॥৬৫২॥
যস্য ন ধর্মপ্রাপ্তৌ নার্থায ন কামসাধনোপায়ঃ।
স পুমান্ সচ্চরিতনরৈঃ[১৯] পর্যনুযুক্তঃ কিমাচষ্টে ॥৬৫৩॥

(সন্দানিতকম্)

১৫ নির্ভৎ'সিতোক্তিকুলটানাম্ (গ)। ১৬ কামনবাভিনবগুণবল্লিঃস্বস্য (ক), কামনমভিনবগুণবন্নিঃস্বস্য (গ)। ১৭ অর্থোঽনর্থবতোঽভিগমকামঃ(ক)। ১৮ সমরতি (গ)। ১৯ ধনৈঃ(খ)।

এখন অতীত হইয়া গিয়াছে সুতরাং শুষ্ক শৃঙ্গার (৩১) নিরর্থক। অবজ্ঞা যাহার রসায়ন (৩২), অপমানে যাহার সন্তোষ হয়, সেই পুরুষবরকে (৩৩) লগুড় দ্বারা খর তাড়না করাই উচিত। দীপশিখা ও ললনা উভয়েই নির্বাণ লাভ করে— প্রথমটী স্নেহের অভাবে, দ্বিতীয়টী স্নেহযোগে (৩৪)। (বেশ্যাগণ) মদনরোগশালী, অভিনব-গুণবান্ নিঃস্বব্যক্তিতে রতি দান করিয়া 'ধর্ম লাভ করে, অর্থবান্ পুরুষকে অভিগমন করিয়া 'অর্থ' লাভ করে এবং 'সমরত' (৩৫) নরের উপভোগে 'কাম' লাভ করিয়া থাকে (৩৬)। যে পুরুষ (গণিকাদিগের) ধর্ম, অর্থ বা কাম

৩১ অর্থাৎ কামুকের দ্রব্যদান ও বেশ্যার দেহদান এই উভয় কার্য না হওয়ায় তাহা নীরস অর্থাৎ মিথ্যা বা কপট শৃঙ্গার কারণ "পুংস স্ত্রিয়াং স্ত্রিয়ঃ পুংসি সংভোগং প্রতি যা স্পৃহা। স শৃঙ্গার ইতি খ্যাতঃ ক্রীড়ারত্যাদিকারকঃ॥" উভয়ের উপকাররূপ কারণের অভাবে শৃঙ্গার কার্য সম্ভব বা আন্তরিক নহে।

৩২ সর্বেন্দ্রিয় পুষ্টিকারক আস্বাদ্যপদার্থ = tonic। ৩৩ পুরুষগর্দভ।

৩৪ স্নেহ = তৈল, অনুরাগ। অর্থাৎ তৈল বিনা দীপ নির্বাপিত হয় এবং অনুরাগে ললনা মোক্ষসুখ লাভ করে।

৩৫ সমপ্রমাণ গুহ্যশালী স্ত্রীপুরুষের রতিকে 'সমরত' বলে। পুরুষের আধিক্য হইলে 'উচ্চরত' এবং স্ত্রীর আধিক্য হইলে 'নীচরত' হয়। (পরিশিষ্ট দ্রঃ)।

৩৬ এইভাবে গণিকার তিন পুরুষার্থের সিদ্ধির কথা কবি বর্ণনা করিয়াছেন। "আর্তেষু দীয়তে দানং, শুক্ললিংগস্য পূজনম্। অনাথপ্রেতসংস্কারমশ্বমেধফলং ভবেৎ" সুতরাং নিঃস্ব মদনার্তকে রতিদান করিয়া বেশ্যার 'ধর্মলাভ' বা প্রথম পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়। "পুণ্যপ্রাগলভ্য লভ্যায় বেশ্যাপণ্যায় মংগলম্। যত্র প্রতীপাঃ শাস্ত্রস্য কামাদর্থপ্রসূতয়ঃ।" (সত্য হরিশ্চন্দ্র নাটকম্ ৪।৭) সুতরাং ধনবানের সম্ভোগে অর্থপ্রাপ্তিরূপ দ্বিতীয় পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় এবং

কামোদ্বেগগৃহীতং ধূর্তৈ রুপহস্যমানশৃংগারম্ ।
দারিদ্র্যহতং যৌবনমবুধানাং কেবলং বিপদে ॥৬৫৪॥
ব্যপগতকোষে রাগিণি যাতি লয়ং পানমাত্রলাভকৃতে[২০] ।
ক্ষুদ্রা মধুকরিকাঽজে ন তু গণিকা চিন্তিতস্বার্থা[২১] ॥৬৫৫॥
যাসাং কার্যাপেক্ষা সকটাক্ষনিরীক্ষণেঽপি বেশ্যানাম্ ।
দর্শনমাত্রক্ষুভিতৈর্বঞ্চ্যন্তে তাঃ কথং পুরুষৈঃ ॥৬৫৬॥
ক্লেশায় দুর্ভগানাং মানস্তুতি[২২]গাত্রভংগবিন্যাসঃ ।
গণিকাভিনয়চতুষ্টয়মাকৃষ্ট্যৈ স্বাপতেয়পুষ্টানাম্ ॥৬৫৭॥

২০ লাভব্রতা (খ)। ২১ স্বার্থে (ক)। ২২ নানাস্থিতি (গ)।

সাধনের উপায় স্বরূপ না হয়, সে, সদাচারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক তাহার বেশ্যাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কি বলিবে (৩৭)?”

“কামোদ্বেগ দ্বারা আক্রান্ত, শৃঙ্গার বিষয়ে বিটগণ কর্তৃক উপহসিত (৩৮), দারিদ্র্যপীড়িত মূর্খদিগের যৌবন কেবল দুঃখের কারণই হইয়া থাকে (৩৯)। মধুকোষনিষ্কাসিত করিয়া লইলেও পদ্মের রক্তরাগে আকৃষ্ট হইয়া মধুপানের লোভে ক্ষুদ্রা মধুকরীগণ তাহার উপর আসিয়া বসে কিন্তু স্বার্থসাধনে ব্যাপৃতচিত্তা গণিকাগণ তাহা করে না (৪০)। যে বেশ্যাদিগের সকটাক্ষ নিরীক্ষণও কেবল প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য তাহারা দর্শনমাত্রে বিচলিতচিত্ত পুরুষগণ কর্তৃক কেন বঞ্চিত হইবে? মান, স্তুতি, গাত্রভঙ্গ ও বিন্যাস গণিকাদিগের এই অভিনয় চতুষ্টয় (৪১)

“কামস্তু বিষয়াতিসক্তচেতসোঃ স্ত্রীপুংসয়োর্নিবতিশয় সুখস্পর্শবিশেষঃ। পরিবারস্তু তস্য যাবদিহ রম্যমুজ্জ্বলং বস্তু। ফলং পুনঃ পরমাহ্লাদনং পরস্পরবিমর্দজন্মস্মর্যমানমধুরমুদীরিতাভিমানমনুত্তম-সুখমপরোক্ষং স্বসংবেদ্যমেব।” (দশকুমার চরিতম্ উ-২) সুতরাং সমরত নরের উপভোগে তৃতীয় পুরুষার্থ সিদ্ধি হইতেছে।

৩৭ অর্থাৎ যাহার সহিত রমণে বেশ্যাদিগের কোন পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় না অথচ সে যদি বেশ্যাগমন করিয়া আপন ধর্ম হানি করে তাহা হইলে তাহার কি বলিবার আছে। নিজেরও অপকার হয় অপরেরও কোন উপকার হয় না সুতরাং তাহা নিরর্থক।

৩৮ অর্থাৎ শৃঙ্গারে পটুত্ব না দেখাইতে পারিয়া।

৩৯ “মূর্খোদ্বিজাতিঃ স্থবিরো গৃহস্থঃ কামী দরিদ্রো ধনবাংস্তপস্বী। বেশ্যাকুরূপা নৃপতিঃ কদর্যো লোকে ষড়েতানি বিড়ম্বিতানি।”

৪০ মধুমক্ষিকাগণ বোধশক্তিহীন তাহারা প্রফুল্লকমলের রক্তরাগে আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে গিয়া বসে তাহাতে যে মধুকোষ নাই তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না কিন্তু চতুরা গণিকাগণ ধনহীন ব্যক্তির সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহতে আসক্ত হয় না।

৪১ অভিনয় চতুর্বিধ যথা আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক। নেত্র, ভ্রূ, নাসিকা, অধর, কপোল ও চিবুক এই ছয়টি উপাঙ্গ দ্বারা নিষ্পন্ন হয় আঙ্গিক, বাক্যে নিষ্পন্ন হয়

কিং ধক্ষ্যতি ভৌমোঽপি জ্বলনঃ খলু তাদৃশং কুলাংগারম্ ।
যো দহ্যতেঽবিরামং[২৩] বিরক্ত দাসীতিরস্কারৈঃ ॥৬৫৮॥
গৃহমেতদীশ্বরাণাং কান্তারং দুষ্প্রবেশমন্যেষাম্ ।"
ফুৎকৃতমিদমুত্তুজয়া,[২৪] 'ন মালতী কামসত্রদানপরা' ॥৬৫৯॥
ইতি চোদিতগৃহচেটী[২৫] নিগদতি কটুকাক্ষরাণ্যকৃতলক্ষ্যা[২৬] ।
আকর্ণয়তো বাচো দৈবোপহতস্য মর্মভিদঃ[২৭] ॥৬৬০॥ (মহাকুলকম্)
এবমভিধীয়মানো বুধ্যতি যদি নো পশুর্নরাকারঃ ।
তদিদং সুন্দরি বাচ্যঃ প্রশ্রিতবচসা ত্বয়া কামী ॥৬৬১॥

২৩ ন বিরসং (খ)। ২৪ মিদং স্বভুজয়া (ক, খ)। ২৫ তুদিত নিজ চেটী (ক), চোদিতনিজ (গ)। ২৬ লক্ষ্মা (ক)। ২৭ মর্মরুক্ষঃ (ক, গ)।

ধনিদিগকে (৪২) আকৃষ্ট করিবার জন্য এবং দরিদ্রদিগের ক্লেশের জন্য (৪৩)। যে নীরস (৪৪) ব্যক্তি বিরক্ত বেশ্যার তিরস্কারে দগ্ধ না হয় তাদৃশ কুলাঙ্গারকে (৪৫) পার্থিব অগ্নি (৪৬) কি দগ্ধ করিতে পারে? এই গৃহ (৪৭) ধনেশ্বরদিগের জন্য, অপরের পক্ষে ইহা দুষ্প্রবেশ্য অরণ্য স্বরূপ।"

(অবশেষে দাসী) হাত দুটী উর্ধ্বে তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিবে "মালতী কামের দানসত্র খুলে নাই।" ৬২৬—৬৬০ ॥

ইহাতেও সেই নরাকার পশু যদি না বুঝিতে পারে তাহা হইলে সুন্দরি, তুমি (স্বয়ং) বিনীতবচনে কামীকে এইরূপ বলিবে—

বাচিক, বেশরচনাদিতে নিষ্পন্ন হয় আহার্য, স্তম্ভস্বেদাদি সাত্ত্বিক বিকারে নিষ্পন্ন হয় সাত্ত্বিক। অর্থাৎ কথা না বলিয়া সাত্ত্বিক ভাবের দ্বারা সাত্ত্বিক অভিনয়, গুণকীর্তনাদি স্তুতি দ্বারা হয় বাচিক, গাত্রভঙ্গাদিতে হয় আঙ্গিক এবং বিন্যাস অর্থাৎ যোগ্য ভূষণাদি ও প্রসাধনে আহার্য অভিনয় হয়।

৪২ এই সমস্ত অভিনয় বেশ্যারা ধনবান্‌দিগের চিত্ত ও বিত্তহরণের জন্য করিয়া থাকে।

৪৩ যাহারা দরিদ্র তাহারা বেশ্যাদিগের এই অভিনয় দেখিয়া কামানলে দগ্ধ হয় অথচ অর্থাভাবে তাহার সঙ্গলাভ করিতে না পারিয়া ক্লেশ অনুভব করে।

৪৪ নীরস অর্থে অর্থহীন বুঝাইতে পারে অথবা যে ব্যক্তি সন্তপ্তান্তঃকরণে স্নেহকথাশূন্য হইয়াছে তাহাকেও বুঝাইতে পারে।

৪৫ নীরস কাষ্ঠ সহজদাহ্য; বেশ্যার তিরস্কারের অগ্নিজ্বালা যাহাকে দগ্ধ না করিতে পারে সে দগ্ধাবশিষ্ট অঙ্গারবিশেষ এবং সে বেশ্যাসক্ত হওয়ায় কুলের অঙ্গার স্বরূপও বটে।

৪৬ অগ্নি ত্রিবিধ যথা ভৌম (অর্থাৎ পার্থিব), দিব্য ও ঔদর্য, কাষ্ঠাদি ইন্ধন হইতে যাহা সৃষ্টি হয় তাহা ভৌম, জল, বায়ু হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ, উল্কা, বজ্র প্রভৃতি দিব্য এবং ভুক্ত অন্ন পানাদি পরিপাককারী উদরস্থ অগ্নি ঔদর্য বা জাঠরাগ্নি।

৪৭ অর্থাৎ মালতীর গৃহ।

'প্রীয়ত এব তবোপরি হৃদয়ং মে, কিন্তু গুরুজনাধীনা।
মাতৃবচোতিক্রমণং ন সমর্থা সংবিধাতুমহম্ ॥৬৬২॥
অর্হসি তাবদতস্ত্বং গন্তুমিতঃ কতিপয়াম্বপি দিনানি।
পুনরপি ভবতৈব সমং ভোক্তব্যং জীবলোকসুখম্ ॥"৬৬৩॥

"তোমার উপর আমার হৃদয় পড়িয়া আছে, কিন্তু আমি গুরুজনদিগের অধীনা সুতরাং মাতার কথা ঠেলিয়া কিছু করিবার সামর্থ্য আমার নাই সেইজন্য এখন কিছুদিনের জন্য তোমার এখান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত (সময় হইলে) পুনরায় তোমার সহিত সংসার-সুখ ভোগ করা যাইবে।*"॥ ৬৬১-৬৬৩॥

* কামী যখন কিছুতেই যাইবে না তখন তাহাকে স্পষ্ট করিয়া চলিয়া যাইতে বলিতে হইবে। এইরূপ কামী সম্বন্ধে ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার 'সময়মাতৃকা'য় বলিয়াছেন—"হেমন্ত মার্জার ইবাতিলীনঃ স চেন্ন নির্যাতি নিবধ্যমানঃ।" (৫।৭১)। এইরূপ ঘৃণা লজ্জাহীন কামীকে নিষ্কাসিত করা সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন বলিতেছেন—"অন্তে স্বয়ং মোক্ষশ্চ" (কা-সূ ৬।৩।৪) অর্থাৎ যতক্ষণ পারা যায় অপরের দ্বারা বিরক্তি লক্ষণ বুঝাইয়া নায়ককে নিষ্কাসিত করা উচিত অবশেষে নিতান্ত না যাইলে স্বয়ং মুখ ফুটিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিবে কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই নায়িকার রূঢ় হওয়া উচিত নহে কারণ এই নিষ্কাসিত নায়ক ভবিষ্যতে সম্পদ্ লাভ করিতে পারে তখন তাহাকে যাহাতে পুনরায় শোষণ করা যায় তাহারও পথ করিয়া রাখিতে হইবে।

অথ বিশীর্ণপ্রতিসন্ধানম্

নির্বাসিতেঽথ তস্মিন্ যঃ কামী পূর্বমুজ্ঝিতো ভুক্ত্বা।
তস্য প্রাপ্তবিভূতের্যুক্তিরিয়ং ভিন্নসন্ধানে ॥৬৬৪॥
উপবনলীলাবিহরণহাবোজ্জ্বলমঞ্জুলস্য সহ তেন।
বর্ণনমিতিবৃত্তস্য স্মরজবিকারাশ্চ, বীক্ষিতে তস্মিন্ ॥৬৬৫॥
ইদমুপবনমতিধন্যং নির্ভরমালিংগিতং সুরভিলক্ষ্ম্যা।
মৎকণ্ঠাশ্রিত[১]পাণির্বভ্রাম স যত্র জীবিতাধীশঃ ॥৬৬৬॥

১ মৎস্কন্ধার্পিত (গ)।

তাহাকে এইরূপে গৃহ হইতে নিষ্কাসিত করিয়া দিয়া যে কামীকে পূর্বে উপভোগ করিয়া ত্যাগ করিয়াছিলে সে পুনরায় ঐশ্বর্য লাভ করায় তাহার 'ভাঙ্গা প্রেম' যোড়া দিবার জন্য এইরূপ করিবে (১)।

পূর্বে যে তাহার সহিত হাবোস্তাসিত (২) মনোহর উপবনলীলা ও বিহারাদি (৩) উপভোগ করিয়াছিলে সেই সকল বৃত্তান্ত (তাহাকে শুনাইয়া) বর্ণনা করিবে এবং সে যাহাতে দেখিতে পায় সেইরূপভাবে কামজ-বিকারাদি প্রদর্শন করিবে।

(সখীদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিবে) "বসন্তশ্রীকর্তৃক প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গিত এই অতিধন্য (৪) উপবনে আমার সেই প্রাণেশ্বর বাহুদ্বারা আমার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন।"

১ বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—"বর্তমানং নিষ্পীড়ার্থমুৎসৃজন্তী বিশীর্ণেন সহ সন্দধ্যাৎ।" (৬।৪।১) অর্থাৎ বর্তমান নায়কের সমস্ত অর্থশোষণ করিয়া লইয়া পূর্বে যাহার অর্থশোষণ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং এক্ষণে যে পুনরায় বিত্তশালী হইয়াছে সেইরূপ কামীর সহিত পুনর্মিলনের চেষ্টা করিবে। কথা সরিৎসাগরে এই সম্বন্ধে লিখিত আছে—"দোলাগ্র-দূতো রাগো হি বেশ্যাপশ্চিমসন্ধ্যয়োঃ। মিথ্যৈব দর্শয়েদ্ বেশ্যা তং নটীব সুশিক্ষিতা। রঞ্জয়েত্তেন সা পূর্বং দুহ্যাদ্রক্তং ততো ধনম্। দুগ্ধার্থং চ ত্যজেদন্তে প্রাপ্তার্থং পুনরাহ্বয়েৎ।" (১০।১।৬২-৩)।

২ হাবের দ্বারা রমণীয় অর্থাৎ নায়িকার বহুবিধ শৃঙ্গার চেষ্টিতের দ্বারা যে উপবনক্রীড়া ও বিহারাদি রমণীয় হইয়াছিল। তাহার স্মরণেও ভাবাদির পুনরুদয় হয়। তুলনীয় উদাহরণ—"ঋতুমাল্যালংকারৈঃ প্রিয়জনগান্ধর্বকাব্যসেবাভিঃ। উপবনগমনবিহারৈঃ শৃঙ্গার-রসোঽপি সংভবতি।"

৩ 'পুষ্পাবচয়', 'দোলক্রীড়া' প্রভৃতি হইতেছে 'লীলা' এবং 'পরিভ্রমণ' 'জলকেলি' প্রভৃতি হইতেছে 'বিহার'।

৪ 'উপবন' 'নপুংসক তাহাকে তরুণী' 'বসন্তশ্রী' আলিঙ্গন করায় তাহা অতিধন্য অথবা প্রিয়তমের স্মৃতির সহিত বিজড়িত বলিয়া অতি ধন্য।

সখ্য ইতো ভ্রমরকুলত্রাসিতয়া প্রিয়তমো ময়া সহসা।
বক্রীভবৎপয়োধরমুপগূঢ়োঽধীর-সীৎকারম্ ॥৬৬৭॥
রণদিন্দিন্দিরবৃন্দে কূজৎকলকণ্ঠরাবরমণীয়ে।
অত্রাতিমুক্তকগৃহে মরুদীরণবিধূতকুসুমসংছন্নে ॥৬৬৮॥
ময়ি জাতাধিকরাগো বলবতি মদনে সহায়সামগ্র্যা।
কান্তঃ পল্লবশয়নে নো তৃপ্তিমগাদ্বিবিক্তকার্যেষু ॥৬৬৯॥

(যুগলকম্)

২ গূঢ়ো ধীর (ক, খ)। ৩ বার (ক, গ)।

"সখীগণ, এইখানে ভ্রমর ভয়ে ভীতা (৫) হইয়া আমি সহসা (৬) ধীরে ধীরে সীৎকার করিতে করিতে (৭) প্রিয়তমকে এমন প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিলাম যাহাতে আমার পয়োধরযুগল (তাহার বক্ষে নিষ্পিষ্ট হইয়া) খর্ব হইয়া গিয়াছিল (৮)। ভ্রমর-ঝংকৃত (৯), কোকিলকণ্ঠরবে রমণীয়, পবনান্দোলনে বিচ্যুত কুসুমসমূহে আচ্ছন্ন এই উদ্যানের মাধবীলতাকুঞ্জে সহায়-সামগ্রী (১০) দ্বারা মদন উদ্দীপিত হওয়ায় আমার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইয়া (১১) কান্ত কিসলয়শয্যায় (শয়ন করিয়া) বাহ্য ও আভ্যন্তর সম্ভোগে কোনমতে তৃপ্তি পাইতেছিলেন না (১২)।"

৫ ইহাকে 'চকিত' নামক নায়িকালংকার বলে ইহার লক্ষণ যথা—"ত্রাসেন লজ্জয়া বাঽপি নিজবল্লভসন্নিধৌ। সম্ভ্রমাতিশয়ো যস্তচ্চকিতং সূত্রকৃন্মতে।"

৬ পূর্বে ৫৮১ শ্লোকের টীকায় আলিঙ্গনের সময়ের কথা বলা হইয়াছে কিন্তু অযাচিতভাবে নায়িকা যদি নায়ককে আলিঙ্গন করে তাহা হইলে তাহা নায়কের নিকট সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য।

৭ আলিঙ্গন কালে নায়ক নায়িকার অধরাদি দংশন করায় সুখবেদনায় সে পুনঃ পুনঃ ধীরে ধীরে সীৎকার করিয়াছিল।

৮ এই আলিঙ্গনকে 'স্তনালিঙ্গন' বা 'কুচোপগূহন' বলে ইহার লক্ষণ যথা—উরসি কমিতুরুচ্চৈরাবিশন্তীব গাঢ়াৎ স্তনভরমুপধত্তে যৎ স্তনালিংগনং তৎ।" (রতিরহস্যম্ ৬।১২)।

৯ ইন্দিন্দির—ভ্রমর।

১০ উদ্দীপন বিভাব (৫০৬ শ্লোকের টীকা দ্রঃ)।

১১ অর্থাৎ আমাকে উপভোগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া।

১২ পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন চুম্বনাদি বাহ্যসম্ভোগ ও বিবিধ রতিবন্ধে রমন করিয়াও যেন তৃপ্তি পাইতেছিলেন না। এই শ্লোকদ্বয়ে রতি-সম্ভোগের উপযুক্ত পরিবেশটী ফুটিয়া উঠিয়াছে যথা—ভ্রমর ঝংকার হইতেছে 'বাদ্য', কোকিলরব হইতেছে 'গীত' এবং পবনসঞ্চারে কুসুমলতার আন্দোলন হইতেছে 'নৃত্য'। সুতরাং নৃত্যগীতবাদ্য সম্বলিত তৌর্যত্রিকদ্বারা কামোদ্দীপনা সূচিত করিতেছে। পুষ্পময় ভ্রমরগণের গুঞ্জন দ্বারা স্থানটীর সৌগন্ধ্য,

প্রেংখাপ্রহরণযুক্ত্যা[৪] বিধ্যন্‌পার্শ্বদ্বয়ং নখৈর্ধূর্তঃ।
চক্রে মাং মদনময়ীং ব্রততিপ্রেংখামিমাং সমারূঢ়াম্[৫] ॥৬৭০॥
স্পৃহনীয়োঽয়মশোকঃ স্পৃষ্টো যো বল্লভেন[৬] হস্তেন।
অস্মদবতংসকার্থং নূতনদলপল্লবান্ বিদারয়তা[৭] ॥৬৭১॥
অস্মিন্ সহকারতলে অঙ্কোৎসংগে সলীলমাসীনা।
অশৃণবমহমিতি বাচঃ পশ্যন্তীবিলসিতানি তরুণানাম্ ॥৬৭২॥
'উত্থাপয় মানরসে'[৮] দয়িতং চরণাগ্রনিপতিতং তূর্ণম্।
অত্যাকৃষ্টং ত্রুট্যতি সুদৃঢ়মপি প্রেমবন্ধনং মুগ্ধে ॥৬৭৩॥

৪ প্রেঙ্খৎ প্রহবণ (ক), প্রেংখোলনস্থ যুক্ত্যা (গ)। ৫ ব্রতপুষ্পমিমাং সমাধিরূঢ়াম্ (ক)। ৬ যদ্দুর্লভেন (ক)। ৭ বিচারয়তা (ক, গ)। ৮ -মানবশে (ক)।

"আমি এই লতানির্মিত দোলায় আরূঢ়া হইলে সেই ধূর্ত দোলাসঞ্চালনের ছলে আমার পার্শ্বদ্বয় নখদ্বারা বিদ্ধ করিয়া (১৩) আমাকে কামাকুলা করিয়া তুলিয়াছিল।"

"আমার কর্ণভূষা (১৪) নির্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে নূতন পল্লব ছিন্ন করার সময় প্রিয়তমের হস্তস্পর্শ লাভে এই অশোকতরু ধন্য হইয়া গিয়াছে। ৬৬৪ ৬৭১।

"এই সহকার তরুতলে লীলাভরে তাহার ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া আমি তরুণ-তরুণীগণের বিলাস দেখিতে দেখিতে তাহাদিগের এই সকল আলাপ শুনিয়াছিলাম—

[কোন মানিনী নায়িকাকে তাহার সখী উপদেশ দিতেছিল]—'ওগো মানিনী, চরণ-সম্মুখে পতিত (১৫) দয়িতকে শীঘ্র উঠাইয়া লও, ওগো মুগ্ধে,

---

কোকিল-রবে ইহার সঙ্গীতত্ত্ব ও মন্দসুগন্ধি পবন সঞ্চালনে বৃন্তচ্যুত কুসুমসমূহে কুঞ্জভূমি আস্তীর্ণ হওয়ায় সুরত শ্রমাপহরত্ব ও পুষ্পালংকৃতত্ব সূচিত হইয়াছে। বিহারযোগ্য স্থান সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—"বিহারং ভার্যয়া কুর্যাদ্ দেশেঽতিশয় সংকৃতে। রম্যে শ্রব্যাংগনাগানে সুগন্ধে সুখমারুতে।"

১৩ পার্শ্বদ্বয় ধরিয়া দোলা দিবার সময় নখদ্বারা 'কাতুকুতু' দিয়াছিল। কামসূত্রের টীকায় পার্শ্বদেশে 'লেখা' নামক নখাংকন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে "গ্রীবাত্রিকপৃষ্ঠপার্শ্বোরুমূলবাহবু নাতিদীর্ঘস্থানবিশেষা দ্ব্যঙ্গুলা ত্র্যাঙ্গুলা বা প্রত্যগ্রশিখরা নিষ্পাদ্যা" (কা-সূ-টী ২।৪।১৭) অর্থাৎ গ্রীবা, ত্রিক, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, উরুমূল ও বাহুতে স্থানবিশেষে নাতিদীর্ঘ দুই অঙ্গুলির দ্বারা বা তিন অঙ্গুলির দ্বারা সমানভাবে নখরেখা অংকিত করা বিধেয়।

১৪ অশোকের নবপল্লবে কর্ণভূষণ করার কথা বহু কাব্যে দৃষ্ট হয় যথা—"কুসুমমেব ন কেবল মার্তবং নবমশোকতরোঃ স্মরদীপনম্। কিসলয় প্রসবোঽপি বিলাসিনাং মদয়িতা দয়িতা শ্রবণার্পিতঃ।" (রঘুবংশম্ ৯।৩১)।

১৫ 'মান' সম্বন্ধে 'ভরতশাস্ত্রসার সংগ্রহে' লিখিত আছে—"যেন প্রেমানুবন্ধেন

তিষ্ঠন্নপি যাতসমঃ[১] কিং তেন নিবারিতেন সখি পশুনা।
যামীতি নিষ্প্রকম্পা বিনিঃসৃতা যস্য সাধরে বাণী ॥৬৭৪॥
আয়ুঃসারং যৌবনমৃতুসারঃ কুসুমসায়কবয়স্যঃ।
সুন্দরি জীবিতসারো রতিভোগরসামৃতস্বাদঃ ॥৬৭৫॥

১ উত্তিষ্ঠন্নপি যাতঃ (ক)।

(জান না কি) প্রেমরজ্জু সুদৃঢ় হইলেও অতিরিক্ত আকর্ষণে তাহা ছিঁড়িয়া যায় (১৬)।'

[নায়কের অরসিকতায় রুষ্টা কোন উত্তমা নায়িকা সখীকে বলিতেছিল]—'চলিয়া যাইবার সময় দাঁড়াইয়া—আমি যাইতেছি—এই কথা বলিতেও যাহার অধর কম্পিত হইল না সেই (নর) পশুকে নিবারণ করিয়া কি হইবে (১৭)?'

[কোন জ্ঞাতযৌবনা মুগ্ধা অথবা মানিনী নায়িকাকে কোন রসিকব্যক্তি বলিতেছিল]—'সুন্দরি, আয়ুর সারাংশ হইতেছে যৌবন, (১৮) ঋতুসকলের

স্বাতন্ত্র্য হৃদয়ংগমম্। বধ্নাতি ভাবকৌটিল্যং স মান ইতি গীয়তে। স্ত্রীনামীর্ষ্যাকৃতঃ কোপো মানোহন্যাসংগিনি প্রিয়ে। পত্যৌ কোপো ভবেন্মানো জ্ঞাতকান্তান্তরস্পৃহে। অপরাধভবঃ কোপো মৃনোর্মান উদাহৃতঃ। স চ প্রণয়মানঃ স্যাদীর্ষামান ইতি দ্বিধা। তত্র প্রণয়মানস্যাদন্যোন্যাজ্জাতি লংঘনে। রমণেন রমণ্যা বা কৃতং তচ্চ দ্বিধা ভবেৎ। ঈর্ষামানঃ স যঃ কোপোজ্জাতেহন্যাসংগিনি প্রিয়ে। অভাষণমুপালম্ভো ভর্ৎসনং তাড়নং তথা। বৈমুখ্যমশ্রু চামর্ষ ইত্যাদ্যৈঃ সোহনুভাব্যতে। তজ্জ্ঞানশ্রবণাদ্দ দৃষ্টৈরনুমানত্রিধা ভবেৎ। শ্রবণং দূতিকাদিভ্যো দৃষ্টিঃ সাক্ষাদ্বিলোকনম্। অনুমানং স্বপ্নভোগ গোত্র প্রস্খলনাদিভিঃ।" নায়িকা যতই কুপিতা হউক না কেন কান্তকে চরণে পতিত দেখিলে তাহার সেই মান শিথিল হইয়া যায়। যথা "ব্রীড়াযুক্তোহপি যা যোষিদতিরুষ্টাহপি যা ভবেৎ। পাদে পতন্তং পুরুষমনুবর্তেত সর্বদা।"

১৬ অমরুশতকে অনুরূপ শ্লোক আছে—"ভিন্নস্নেহরসা ভবন্তি পুরুষা দুঃখানুবর্ত্যা যতঃ"।

১৭ নায়ক অরসিক সে নায়িকার প্রেম অপেক্ষা আপন কার্যকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করে। দশকুমারচরিতে আছে "অযোগ্যশ্চ পুমানবজ্ঞাতুং চ প্রবৃত্তঃ, তৎকিমিত্যপেক্ষ্যতে।" (৬, ৩)।

১৮ কালিদাস যৌবন সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"অথ মধুবনিতানাং নেত্রনির্বেশনীয়ং মনসিজতরুপুষ্পং রাগবন্ধপ্রবালম্। অকৃতকবিধিসর্বাঙ্গীণমাকল্পজাতং বিলসিতপদমাদ্যং যৌবনং স প্রপেদে।" (রঘুবংশম্ ১৮।৫২) ইহাতে 'মধু' শব্দে 'রস' 'পুষ্প' শব্দে 'গন্ধ', 'প্রবাল' শব্দে মৃদু 'স্পর্শ' এবং 'আকল্পজাত' অর্থাৎ আভরণসমূহ বলিতে 'রূপ' সূচিত করিতেছে এইরূপে যৌবনকে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই জ্ঞানগ্রাহ্যচতুর্বিন্দ্রিয়ের বিষয় সম্পত্তি বলা হইয়াছে। অন্যত্র কালিদাস বলিয়াছেন "অসংভৃতং মণ্ডনমঙ্গযষ্টেরনাসবাখ্যং করণং মদস্য। কামস্য পুষ্পব্যতিরিক্তমস্ত্রং বাল্যাৎপরং সাহথ বয়ঃ প্রপেদে।" (কুমার ১।৩০)।

রম্যং কুসুমস্তবকং কুরু মে প্রিয় কৈংকিরাতমবতংসম্ ।
তিষ্ঠতু বা কিমনেন প্রত্যগ্রমশোককিসলয়ং চারু ॥৬৭৬॥
আস্তামাস্তামেতৎ প্রাপয় মাং সিন্দুবারমভিরামম্ ।
নহি নহি, রাজতি সুতরাং চূতদ্রুমমঞ্জরী কর্ণে ॥৬৭৭॥
ধিক্‌তারুণ্যমকান্তং, ধিক্‌কান্তং যৌবনেন রহিতং চ ।
ধিক্তদ্‌দ্বয়মপি মন্মথসামর্থ্যবিকাসিতং[১০] বিনা সুরতম্ ॥৬৭৮॥

১০ শাস্ত্রবিকাসং (ক, খ) ।

শ্রেষ্ঠ হইতেছে মদনসখা (১৯) (বসন্ত) এবং জীবনের সার হইতেছে রতি-ভোগরূপ-অমৃতরসের আস্বাদ (২০) ।'

[কোন স্বাধীনভর্তৃকা প্রগল্‌ভা নায়িকা প্রণয়ীকে আদরগর্ভ বাক্যে তাহার কর্ণভূষণ রচনা করিয়া দিতে বলিতেছিল]—'হে প্রিয়, কিংকিরাত (২১) পুষ্পগুচ্ছে আমার কর্ণভূষণ রচনা কর ; থাম, উহাতে আবশ্যক নাই অশোকের সুন্দর নবপল্লবই ভাল ; থাক্‌-থাক্, আমাকে সিন্দুবার পুষ্প (২২) আনিয়া দাও ; না—না, চূতমঞ্জরীই কর্ণে ভাল মানাইবে ।'

[কোন বিলাসিনী তরুণী আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিল] 'কান্তহীন তারুণ্যকে (২৩) ধিক্, যৌবনহীন কান্তকেও (২৪) ধিক্, এবং কামশাস্ত্রানুসারে সুরত (২৫) লাভ না হইলে উভয়কেই ধিক্ ।'

যৌবনের সংজ্ঞা এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে "রতিব্যায়ামসহনো মত্তেভস্যেব মত্ততাম্ । বিধত্তে যুবভাবো যস্তদ্‌যৌবনমুদাহৃতম্ ॥" ভবভূতি তাঁহার মালতীমাধবে বলিয়াছেন "যত্র মদনঃ প্রগল্‌ভব্যাপারশ্চরতি হৃদি, মুগ্ধশ্চ বপুষি ।" (৯।২৯)

১৯ কালিদাস কুমারসম্ভবে বলিয়াছেন "মধুশ্চ তে মন্মথ সাহচর্যাদসাবনুক্তোঽপি সহায় এব ।" এবং ভগবদ্‌গীতায় কথিত হইয়াছে "মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ।"

২০ "সংসারেঽস্মিন্নসারে পরিণতিতরলে দ্বে গতী পণ্ডিতানাং, তত্ত্বজ্ঞানামৃতাম্ভঃপুলকিতমনসাং যাতু কালং কদাচিৎ । নোচেন্মুগ্ধাঙ্গনানাং স্তনজঘনভরাভোগ সম্ভোগিনীনাং স্থূলোপস্থস্থলীষু স্থগিতকরতলস্পর্শলোলোদ্যতানাম্ ॥" (শৃঙ্গারশতকম্)

২১ রক্তাশোকবৃক্ষ কিম্বা ঝাঁটিফুল ।

২২ নির্গুণ্ডী বৃক্ষ—নিসিন্দা ।

২৩ অর্থাৎ তরুণ অবস্থায় যদি কান্ত নিকটে না থাকে তখন সে তারুণ্যের কোন মূল্য নাই । নারীর ষোল বৎসর হইতে ত্রিশ বৎসর বয়সকে তারুণ্য বলে । যথা "বালেতিগীয়তে নারী যাবৎ ষোড়শ বৎসরম্ । ততঃ পরং চ তরুণী সা যাবৎত্রিংশতং ভবেৎ । তদূর্ধ্বমধিরূঢা স্যাদ্ যাবৎ পঞ্চাশতং পুনঃ । বৃদ্ধাততঃ পরংজ্ঞেয়া সুরতোৎসব বর্জিতা ।" (নাগর সর্বস্বম্ ১৬।২-৩)

২৪ বালক বা বৃদ্ধপতি তরুণীর পক্ষে বিড়ম্বনা ।

২৫ "নারী বিহীন শয়নং নবপঞ্চবাণশাস্ত্রৈর্বিহীনসুরতং রসহীনবাণী । লজ্জাগুণপ্রিয়-বিযুক্তবরাঙ্গনা চেত্যেতানি ষণ্ঢরতবৎসততং বৃথা স্যুঃ ।" (শৃঙ্গারদীপিকা ১৫) ।

জনিতোঽপ্যপরাধশতৈর্বামে তস্মিংশ্চিরপ্ররূঢ়োঽপি।
অধিগতমধুনা সখ্যা ন বসন্তমতীত্য বর্ততে মানঃ ॥৬৭৯॥
বর্ষশতস্য হি সারঃ কাললবঃ[১১] প্রথমমেলকস্থানম্।
সচকিতমাগচ্ছন্তী সোৎকলিকৈর্যত্র[১২] দৃশ্যতে রমণী ॥৬৮০॥
কিং নির্মিতোঽসি ধাত্রা নবোঽপবঃ কিমু বসন্তগুণ এষঃ।
কুসুমশরপূর্ণতূণঃ কিমুতাভবদন্য এব[১৩] কন্দর্পঃ ॥৬৮১॥

১১ কলেবরঃ (ক)। ১২ সোৎকলিকা যত্র (খ)। ১৩ এব (খ)।

[কোন গুরুমানবতী নায়িকার বহুদিনের মান সহসা ভঙ্গ হওয়ায় সখী আশ্চর্য হইয়া তাহাকে বলিতেছিল]—'হে বামে, তাহার প্রতি তোমার মান শত অপরাধে বদ্ধমূল হইলেও এখন তোমার সখী (আমি) বুঝিতেছি বসন্তঋতু অতিক্রম করিয়া উহা থাকিতে পারে না (২৬)।'

[কোন নায়িকার সখী অপরাকে বলিতেছিল]—'নায়ক যখন রমণীকে উৎকণ্ঠিতা (২৭) হইয়া সভয়ে প্রথম সমাগমের স্থানে (২৮) আসিতে দেখে, সেই ক্ষুদ্র সময়টুকু সে তাহার জীবনের শতবর্ষ পরমায়ুর সারাংশ বলিয়া মনে করে।'

[কোন সুন্দর নায়ককে দেখিয়া তাহার রূপমুগ্ধা কোন তরুণী বলিতেছে]—"এ ব্যক্তি বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি কিম্বা অন্য এক মূর্তিমান্ বসন্ত অথবা কুসুমশরপূর্ণতূণধারী অপর এক কন্দর্প!" (২৯)

যৌবনশালী কান্ত লাভ হইলেও সে যদি কামশাস্ত্র অনুসারে সুরতের সুষ্ঠু প্রয়োগ করিতে না পারে, তবে তরুণীর পক্ষে তাহা পীড়াদায়ক, সুতরাং মন্মথশাস্ত্রবিকাশকারী সুরত বিনা সকান্ত তারুণ্য ও সযৌবন কান্ত উভয়ই বৃথা!

২৬ ইহাতে উত্তম নায়িকাত্ব সূচিত হইবে। বসন্তের প্রভাবে গুরুমানবতীরও মান শীঘ্র ভঙ্গ হয়। যথা—"অশিথিলপরিস্পন্দঃ কুন্দে তথৈব মধুব্রতো নয়নসুহৃদো বৃক্ষাশ্চৈতে ন কুড্মলশালিনঃ। দলতি কলিকা চৌতী নাস্মিংস্তথা মৃগচক্ষুষামথ চ হৃদয়ে মানগ্রন্থিঃ স্বয়ং শিথিলায়তে॥"

২৭ উৎকণ্ঠিতা নায়িকার লক্ষণ যথা "বাগঙ্গপ্যলভ্যাবিষয়ে বেদনা মহতী তু যা। সংশোষণী চ গাত্রাণাং তামুৎকণ্ঠাং বিদুর্বুধাঃ॥ সর্বেন্দ্রিয় সুখাস্বাদো যত্রাস্তীত্যভিধীয়তে। তৎপ্রাপ্তীচ্ছাং সসংকল্পাং তামুৎকণ্ঠাং বিদুর্বুধাঃ॥" (রসিকজনমনোল্লাসিনী)।

২৮ অর্থাৎ প্রথম মিলনের জন্য সংকেতিত স্থান। "অটব্যামন্ধকারে বা শূন্যে বাঽপি সুরালয়ে। উদ্যানে সবিৎকুঞ্জে প্রদেশে গহিতেঽথবা॥ পরদারেষু সংকেতঃ কর্তব্যো রতিসিদ্ধয়ে। দূতীবক্ত্রেণ নিশ্চিত্য স্বয়ং তত্র পুরা ব্রজেৎ॥"

২৯ সময়-মাতৃকায় অনুরূপ শ্লোক আছে—"দগ্ধেঽন্ধকদ্বিষা রোষাৎপুরাণে পঞ্চসায়কে। নবং বিনির্মমে কামমৃতুরাজং প্রজাপতিঃ॥" (৭।৪)।

নো পশ্যসি যদি কুকুভঃ প্রচুরোদ্দলকুসুমসুরভিরমণীয়াঃ[১৪]।
পরভৃতকূজনমিশ্রং ন শৃণোষি যদি দ্বিরেফঝংকারম্ ॥৬৮২॥
গন্ধং যদি চ ন লভসে বাসিতদিগ্ব্যোম সুমনসাং হৃদ্যম্।
অনুভবসি যদি স্পর্শং নো শীতলদাক্ষিণাত্যপবনস্য ॥৬৮৩॥
রসনেন্দ্রিয়ৈকশেষঃ পরসঙ্কার্যো জনেন পরিভূতঃ[১৫]।
নার্হসি ততোঽপি মুক্ত্বা[১৬] নিজাশ্রমং গন্তুমন্যতো
নিতরাম্[১৭]॥৬৮৪॥ (কুলকম্)

অস্মিন্ সরসি সলীলং করযন্ত্রবিনির্যদম্বুধারাভিঃ।
দয়িতেন তাড়িতাহং ময়াপ্যসাবাহতো মৃণালিকয়া ॥৬৮৫॥

১৪ রমণীয়ঃ (ক, গ)। ১৫ রসনে ন্দ্রিয়ৈকশেষঃ খলু পঙ্কাখো গুণেন পবিভূতঃ (ক), ···পরমঙ্কায়া···(গ)। ১৬ ত্বদিতি ত্যক্তো (ক, গ)। ১৭ নিরতঃ (গ)

[কোন নায়িকার প্রণয়ীকে অপর এক নায়িকা মিষ্টান্ন আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিবার ছলে অপহরণ করিবার চেষ্টা করিলে সে বলিতেছিল]— 'যদি প্রচুর বিকসিত কুসুমসুরভিতে রমণীয় দিক্‌সমূহ তোমার নয়নগোচর (৩০) না হয়, যদি কোকিলকূজনমিশ্রিত ভ্রমর ঝংকার তোমার কর্ণগোচর (৩১) না হয়, আকাশসুরভিত করিয়া মনোজ্ঞকুসুমসমূহের আঘ্রাণ (৩২) যদি না লাভ কর, যদি শীতল মলয় পবনের (সুমধুর) স্পর্শ (৩৩) অনুভব না কর তথাপি কেবলমাত্র রসনেন্দ্রিয়পরায়ণ (৩৪) হইয়া পরের কথায় লোক হাসাইয়া নিজের আশ্রম (এই উপবন) ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করা তোমার কখনও উচিত নহে।" ॥ ৬৭২—৬৮৪ ॥

"এই সরোবরে (জলক্রীড়াকালে) দয়িত কর্তৃক করযন্ত্র- (৩৫) বিনির্গত জলধারায় আমি তাড়িতা হইয়াছিলাম এবং আমিও তাহাকে মৃণালের দ্বারা

৩০ ইহাতে তৈজস ইন্দ্রিয় যে চক্ষু তাহার তৃপ্তির অভাব ধ্বনিত হইতেছে।

৩১ ইহাতে আকাশ গুণক শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তির অভাব সূচিত হইতেছে।

৩২ ইহাতে পার্থিব ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তির অভাব জ্ঞাপন করিতেছে।

৩৩ ইহাতে বায়বীয় স্পর্শেন্দ্রিয়ের তৃপ্তির অভাব সূচনা করিতেছে।

৩৪ অর্থাৎ চতুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকারক এই উপবন ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিদায়ক অন্যস্থানে গমন করা বুদ্ধিমানের কার্য নয়। এই বুদ্ধিহীনতার জন্য লোকে উপহাস করিবে।

৩৫ 'করযন্ত্র' অর্থে 'পিচকারী' বা অন্য কোন যন্ত্র নহে। কূর্ম মুদ্রার ভঙ্গীতে বামহস্ত চিৎ করিয়া, অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিয়া অপর চারি অঙ্গুলী উপরিস্থ দক্ষিণ হস্তের হস্তপৃষ্ঠে করিয়া

পুনরন্তর্জলমগ্নো মামুপগম্যাবিভাবিতঃ সহসা
উচ্চিক্ষেপ সহাসং হাসিতসন্নিহিতপরিবারঃ ॥৬৮৬॥
সংসক্তাদ্রাবরণং জঘনং ননু পশ্যতস্তদা তস্য।
প্রথমাকাংক্ষাকৃতং ভেজে সম্ভোগশৃংগারম্[১৮] ॥৬৮৭॥
কালপ্রদেশবেষ[১৯]ব্যাপারস্থিতিবিশেষঘটনাভিঃ।
চিররূঢ়োঽপি হি যূনাং নবত্বমুপনীয়তে রাগঃ ॥৬৮৮॥
সাদরমর্পয়তোংগং[২০] গোত্রস্খলনাপরাধিনস্তস্য।
সখ্যঃ স্মরামি সহসা বিলক্ষতাং ক্লিষ্ট[২১]হসিতস্য ॥৬৮৯॥

১৮ শৃঙ্গারঃ (গ)। ১৯ ভোগ (ক)। ২০ হঙ্গং (খ)। ২১। ক্ষতাক্লিষ্ট (খ)।

আঘাত করিয়াছিলাম। কখন আবার সে জলমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া অদৃশ্যভাবে আমার নিকটে আসিয়া সন্নিহিত সখীগণকে হাসাইয়া হাসিতে হাসিতে সহসা (জলমধ্য হইতে) উঠিয়া পড়িয়াছিল (৩৬)। আর্দ্র বসন দেহে অত্যন্ত মিশিয়া যাওয়ায় আমার জঘনদেশ পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছিল তাহা দেখিয়া তাহার মনে সম্ভোগশৃঙ্গারের (৩৭) আকাংক্ষার আকৃতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কাল, স্থান বেশ, ব্যাপার, স্থিতি ও বিশেষ ঘটনা প্রভৃতি দ্বারা যুবকযুবতীদিগের পুরাতন অনুরাগ নূতন হইয়া উঠে। হে সখীগণ, আমাকে আদর করিয়া পদ্ম উপহার দিবার সময় আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে গিয়া অপরার

এবং তদ্রূপ দক্ষিণ হস্তের চারি অঙ্গুল বামহস্তের পৃষ্ঠে সংলগ্ন করিয়া বামহস্তের প্রসারিত অঙ্গুষ্ঠের মূলে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ তর্জনীর সংলগ্ন করিয়া একটী ক্ষুদ্র ছিদ্রের সৃষ্টি করিতে হইবে তাহার পর উভয় হস্ত জলমধ্যে লইলে করকোষে যে জল সঞ্চিত হইবে, তাহা উভয় হস্তের চাপে ঐ ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া বাহির কবিতে হইবে। ইহাই করযন্ত্র।

৩৬ ইহা একপ্রকার ক্রীড়া। বাৎস্যায়ন কামসূত্রের কন্যাসংপ্রযুক্তক অধিকরণের এক-পুরুষাভিযোগ প্রকবণে বলিয়াছেন "জলক্রীড়ায়াং তদ্দূরতোঽপ্সু নিমগ্নঃ সমীপমস্যা গত্বা স্পৃষ্ট্বা চৈনাং তত্রৈবোন্মজ্জেৎ।" (৩।৪।৬) অর্থাৎ 'জলক্রীড়ায় তাহা হইতে দূরে জলে নিমগ্ন হইয়া তাহার নিকটে গিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া সেইস্থানে জল হইতে উঠিয়া পড়িবে।' বর্তমান আর্যার 'উচ্চিক্ষেপ' অর্থে 'স্বম্ উচ্চিক্ষেপ' এই অর্থ ধরিলে বাৎস্যায়নের সূত্রানুগ অর্থ হয়, এবং 'মাম্ উচ্চিক্ষেপ' এই অর্থ ধবিলে 'সহসা আমাকে জল হইতে তুলিয়া ধরিয়াছিল' এইরূপ অর্থ হয়।

৩৭ সম্ভোগ সম্বন্ধে 'রসিকজনমনোল্লাসিনী'তে লিখিত আছে—"কামোপচারঃ সম্ভোগঃ কামঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ সুখম্। সুখমানন্দজং ভেদং পরস্পরবিমর্দতঃ। উপচারস্তথাঽঽনন্দকারকং কর্ম কথ্যতে। অনুকূলৌ নিষেবেতে যত্রান্যোন্যং বিলাসিনৌ। দর্শনস্পর্শনাদীনি সম্ভোগঃ স উদাহৃতঃ।" কোন কবি লিখিয়াছেন "পাঞ্চাল্যাঃ পদ্মপত্রাক্ষ্যাঃ স্নায়ন্ত্যা জঘনং ঘনম্। যাঃ স্ত্রিয়ো দৃষ্টবত্যস্তাঃ পুংভাবং মনসা যযুঃ।"

প্রত্যগ্রনখব্রণিতস্তনান্তরে ক্ষিপতি[22] লোচনে স্পৃহয়া।
প্রেয়সি হ্রীতা[23]চ্ছাদনমকরবমহমব্জিনীপত্রম্ ॥৬৯০॥
ক্ষিপ্তাতর্কিতমম্ভো গর্ভিতনলিনীপলাশপুটমারাৎ[24]।
আহতয়া যদ্বিরুতং স্বস্থধিয়া নৈব[25]শক্যতে কর্তুম্ ॥৬৯১॥
সুশ্লিষ্টো হাব[26]বিধির্মদনালসগাত্রজৃম্ভিতং ললিতম্[27]।
গূঢ়স্থানপ্রকটনমংগুলিবিস্ফোটনং, স্মিতং সুভগম্ ॥৬৯২॥
নীবীবন্ধবিমোক্ষো, মুহুর্মুহুঃ কেশপাশবিশ্লেষঃ।
স্বাধরদশনগ্রহণং, বালকপরিচুম্বনং, রতোৎসুকতা ॥৬৯৩॥
সাকাংক্ষিতং ক্ষিপন্ত্যাস্তরলায়তলোচনং[28] মুহুঃ কান্তে।
উদ্দিশ্য তদ্বয়স্যকমিতি শোকগ্রস্তবর্ণগিরঃ[29] ॥৬৯৪॥ (কুলকম্)

২২ স্পৃশন্তি (ক)। ২৩ প্রেমসিতা (ক), প্রেয়সি তচ্ছা (খ)।
২৪ পটভাবাৎ (ক); পুটভাবাৎ (খ)। ২৫ তন্ন (গ)। ২৬ দূর (ক)।
২৭ স্খলিতম্ (গ)। ২৮ লোচনে (খ)। ২৯ বস্তুগিরঃ (গ)।

নাম উচ্চারণ করায় (৩৮) নিজকে অপরাধী মনে করিয়া সে যে লজ্জায় ক্লিষ্ট হাসি হাসিয়াছিল, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে। (তৎকর্তৃক) সদ্যনখক্ষতযুক্ত আমার স্তনান্তরে প্রিয় যখন সস্পৃহনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছিল তখন আমি পদ্মপত্রদ্বারা তাহা ঢাকিয়া ফেলিয়াছিলাম (৩৯)। পদ্মপত্ররচিত সম্পুটে জল ভরিয়া সে যখন অতর্কিতে তাহা আমার অঙ্গে দূর হইতে নিক্ষেপ করিয়াছিল আমি তখন যেরূপ চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম তাহা সাধারণ অবস্থায় আমার পক্ষে করা সম্ভব নহে (৪০)" ॥ ৬৮৫-৬৯১ ॥

তাহার পর সুশ্লিষ্টভাবে হাবাদির বিকাশ, মদনালসে গাত্রজৃম্ভণ, ললিত অঙ্গক্ষেপ, গূঢ়স্থান প্রদর্শন, অঙ্গুলিবিস্ফোটন মনোহরস্মিত, নীবীবন্ধবিমোচন, বারংবার বদ্ধকেশকলাপ খুলিয়া পুনরায় বন্ধন, দন্তে নিজ অধর পীড়ন, নিকটস্থ বালককে চুম্বন, রতোৎসুক্য প্রদর্শন ও কান্তের প্রতি মুহুর্মুহু চঞ্চল আয়তনয়নে

৩৮ ইহাকে 'গোত্রস্খলন' বলে। বহু নায়িকানুরক্ত শঠনায়ক ভ্রমক্রমে এক নায়িকাকে ডাকিতে গিয়া যে অপরা নায়িকার নামোচ্চারণ করে তাহাকে 'গোত্রস্খলন' বলে।

৩৯ 'গ' পুস্তকের পাঠ অনুসারে অর্থ হয় "...লজ্জায় পদ্মপত্র দ্বারা ঢাকিয়া..." কিন্তু 'খ' ও 'গ' উভয় পুস্তকের পাঠই ভ্রমাত্মক। 'খ' পুস্তকের পাঠে মাত্রার ন্যূনতা হয় ও 'গ' পুস্তকের পাঠে যতিভঙ্গ দোষ হয় সুতরাং আমরা যে সংশোধিত পাঠ দিয়াছি তাহাতে উভয় দোষ নিবারিত হয়।

৪০ অর্থাৎ সহসা আক্রান্ত হইয়া ত্রাসে চীৎকার করিয়াছিলাম। 'ত্রাস' একটি

যস্যার্থে ন[৩৭] বিগণিতাঃ প্রহ্বাত্মানো মহাধনাঃ কুলজাঃ।
সোঽস্য হৃদয়েন তস্যাং ত্বয়ি তিষ্ঠতি বাহ্যবৃত্তেন ॥৬৯৯॥
তামেব সমাচরণাং সদ্ভাবেন প্রবর্তিতাং নিপুণাঃ[৩৮]।
বিন্দতি তত্র কুশলাঃ স্নেহবিরূপে[৩৯] প্রভেদেন ॥৭০০॥
ভবতু, বিরূঢ়প্রেম্ণঃ সংকর্মবিবেচনে মনোবৃত্তিঃ[৪০]।
নারোহতীতি[৪১] সৈবং[৪২] নিবেদিতং পারিচিত্যেন[৪৩] ॥৭০১॥
ইতি দুর্জনাহি[৪৪]নিঃসৃতবাগ্‌বিষ[৪৫]দূষিতসমস্তবপুষো মে।
ঈর্ষারুষঃ প্রবৃদ্ধাশ্চিররূঢ়প্রণয়খণ্ডন প্রভবাঃ ॥৭০২॥
লঘুহৃদয়তয়া তস্মাদ্দুর্ভাষিতবজ্রপাতবিহতানাম্।
বক্তৃ[৪৬]বিশেষবিতর্কো ন স্পৃশতি প্রায়শো মনঃ স্ত্রীণাম্ ॥৭০৩॥

৩৭ যস্যা ন খলু (ক), যস্য ন খলু (গ)। ৩৮ নিপুণৈঃ। ৩৯ বিরূক্ষ (গ)। ৪০ তব তু বিরূঢ়প্রেম্নস্তৎকর্মবিচেতনং মনোবৃত্তিম্ (গ)। ৪১ নারোহতি তু (গ); মারোহতীতি (ক)। ৪২ মৈবেং (গ)। ৪৩ পবিজনেন…(ক)। ৪৪ …নাহি (ক, গ)। ৪৫ বাগভি (ক)। ৪৬ বক্ত্র (ক)।

চিত্রলতা(৪৭)। যাহার জন্য তুমি আসক্তি-নম্র সৎকুলজাত মহাধনী ব্যক্তিগণকে গ্রাহ্য কর নাই, সে কিনা আজ সেই রমণীর হৃদয়ে বাস করিতেছে। তোমার নিকটে তাহার বাস এ কেবল ব্যাহ্যিক অভ্যাস বশতঃ (৪৮)। যে সকল ব্যবহার প্রেমদ্বারা প্রবর্তিত, তাহা বুদ্ধিমান লোকে বুঝিতে পারে; স্নেহ ও বিরূপতার মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে তাহারা পটু (৪৯)। যাহাই হউক, প্রবৃদ্ধানুরাগ ব্যক্তির হিতাহিত কর্ম নিরূপণে মনোবৃত্তি প্রসারিত হয় না সেই জন্য তোমার সহিত (আমার) পরিচয় থাকায় তোমাকে জানাইলাম (৫০)।'" ॥ ৬৯৯-৭০২ ॥

"দুর্জনরূপ সর্পের মুখনিঃসৃত এইপ্রকার বাক্‌বিষে আমার সমস্ত দেহ দূষিত হওয়ায় আমার ঈর্ষ্যাজাতরোষ বর্ধিত হইয়াছিল তাহাই বহুদিনের প্রবৃদ্ধপ্রণয় খণ্ডিত হওয়ার কারণ। লঘুহৃদয়া বলিয়াই দুর্বাক্যরূপ বজ্রপাতে বিমূঢ় রমণীগণের

৪৭ এই শ্লোকে তিনটী তুলনা রহিয়াছে—(১) অপ্সরা রম্ভা ও চিত্রলতার মধ্যে (২) রম্ভা অর্থাৎ কদলীতরু ও চিত্রলতা অর্থাৎ 'রাংচিত্তা'র মধ্যে এবং (৩) মালতী ও চিত্রলতা নাম্নী ন্যূনগুণা বেশ্যার মধ্যে।

৪৮ অনুরূপ উদাহরণ আছে—"স এবান্যো জাতঃ সখি, পরিচিতাঃ কস্য পুরুষাঃ।"

৪৯ অর্থাৎ "তোমার প্রতি বাহ্যিক আদর দেখাইলেও তাহার হৃদয় আমি জানি" ইহাই তাৎপর্য্য।

৫০ অর্থাৎ "তুমি তোমার প্রিয়ের প্রতি একান্ত অনুরক্ত বলিয়া তুমি আপন হিতাহিত

প্রিয়মপি বদন্[৪৭] দুরাত্মা ক্ষিপতি বিপৎসাগরে দুরুত্তারে।[৪৮]
আসাদ্য প্রাণভৃতো মৃতয়ে পরিলেঢ়ি জিহ্বয়া খড়্গঃ[৪৯] ॥৭০৪॥
অতি কোমলমতিপরিমিতবর্ণং লঘুতরমুদাহরতি শঠঃ।
পরমার্থতঃ স হৃদয়ং দহতি পুনঃ কালকূটঘটিত ইব ॥৭০৫॥
হিতমধুবাক্ষরবাণী[৫০]ব্যবহারমনুপ্রবিশ্য তল্লীনম্[৫১]।
সরলা দুরাশয়ানামুপঘাতং ফলত এব বিন্দতি[৫২] ॥৭০৬॥
পরসন্তাপবিনোদো যত্রাহনি ন প্রযাতি নিষ্পত্তিম।
অন্তর্মনা অসাধুর্ন গণয়তি তদায়ুষো মধ্যে[৫৩] ॥৭০৭॥
দিবসাংস্তানভিনন্দতি বহু মনুতে তেষু জন্মনো লাভম।
যে যান্তি দুষ্টবুদ্ধেঃ পরোপতাপাভিযোগেন ॥৭০৮॥

৪৭ বদতি (ক)। ৪৮ বিপক্ষস্বশমুধারে (ক)। ৪৯ খড়্গ (?; (ক)। ৫০ বাণীং (খ)। ৫১ তন্মানম্ (ক), তল্লীনাম্ (খ)। ৫২ বিন্দন্তি (ক); ঘাতফলেন বিন্দন্তি (খ)। ৫৩ মুখোমধ্যে (ক)।

মন অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাহাকে কোন্ কথা বলা উচিত বা অনুচিত তাহা বিচার পারে না। প্রিয়কথা বলিয়াও দুরাত্মা ব্যক্তি (লোককে) দুস্তর বিপৎসাগরে নিক্ষেপ করে। খড়্গ প্রাণিগণকে পাইয়া তাহাদিগের মৃত্যু ঘটাইবার জন্য জিহ্বাদ্বারা লেহন করে (৫১)। শঠব্যক্তি অতি কোমলস্বরে এবং অতি পরিমিত কথায় অতি মনোজ্ঞভাবে উপদেশ দেয় কিন্তু তাহা পরিণামে কালকূটের ন্যায় হৃদয়কে দগ্ধ করে (৫২)। দুরাশয়দিগের হিতকারী মধুরাক্ষর বাণী অনুসারে কার্য করিয়া সরলা রমণী তাহার মধ্যে যে আঘাত নিহিত আছে তাহা ফল হইতে বুঝিতে পারে (৫৩)। যেদিন অপরকে দুঃখ দিয়া আনন্দলাভের চেষ্টা সফল না হয় সেদিনটী কিন্তু অসাধুব্যক্তি তাহার আয়ুর মধ্যেই গণনা করে না। দুষ্টবুদ্ধি

বুঝিতে পারিতেছ না আমি তোমার মঙ্গলাকাংক্ষী তাই তোমাকে সাবধান করিলাম।" ইহাই তাৎপর্য্য।

৫১ পশুজননী আপন শাবককে জিহ্বাদ্বারা লেহন করিয়া স্নেহপ্রকাশ করে কিন্তু খড়্গ তাহার 'ধার' রূপ জিহ্বা দ্বারা লেহন করিলে জীবের মস্তক দেহচ্যুত হয়, ইহাই দুর্জনের প্রকৃতি। কথিত আছে "স্পর্শন্নপি গজো হন্তি, জিঘ্রন্নপি ভুজঙ্গমঃ, হসন্নপি চ বেতালো মানয়ন্নপি দুর্জনঃ।"

৫২ "কো বেত্তি গুণবিভাগং হস্তেন কথং পরীক্ষতে জাতিঃ। দুর্জ্ঞেয়ং কুটিলানাং চেষ্টিতমন্তদবচশ্চান্যৎ॥" (সময় মাতৃকা ৮।৩৮)

৫৩ অর্থাৎ আপাতমধুর বাণীতে ভুলিয়া সেই অনুসারে কার্য করে কিন্তু পরিণামে যখন বিষময় ফল হয় তখন সেই বাণীর গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে।

মন্বাদিমুনিবরৈরপি কালত্রয়বেদিভিঃ সুদুর্জ্ঞেয়ম্ ।
তৎসুকৃতং যস্য ফলং রভসাগতবল্লভাশ্লেষঃ ॥৭১৯॥
যাতেঽপি নয়নমার্গং[১২] প্রেয়সি যস্যাঃ স্মৃতির্বলীকেষু ।
মন্যে তাং প্রতি নিয়তং কুণ্ঠিতশরপঞ্চকো মদনঃ ॥৭২০॥
জীব্যত এব কথঞ্চিদ্ধিগ বৃত্তিমিমাং মহদ্ভিরবগীতাম্ ।
বিজহাতি যন্ন গণিকা তদ্বাঞ্ছিতরমণলাভলোভেন ॥৭২১॥
কণ্টকিনঃ কটুকরসান্ করীরবদরাদি[১৩]বিটপতরুগুল্মান্ ।
উপভুঞ্জানা করভী দৈবাদাপ্নোতি মধুরমধুজালম্ ॥৭২২॥

১২ মার্গে (ক, গ)। ১৩ খদিরাদি (খ)।

প্রতি মন আকৃষ্ট হয় এমন লোক সহস্র সহস্র লোকের মধ্যেও দুর্লভ। মনুপ্রভৃতি ত্রিকালজ্ঞ মহামুনিগণের নিকট সেই পুণ্য অতি দুর্জ্ঞেয় যাহার ফল রভসাগত (৫৯) বল্লভের আলিঙ্গন। প্রিয় নয়নপথে পতিত হইলেও যে তাহার পূর্বাপরাধ স্মরণ করে আমার মনে হয় তাহার প্রতি নিশ্চয় মদনের পঞ্চবাণ নিক্ষেপ ব্যর্থ (৬০)। যেমন করিয়াই হউক জীবন ধারণ করিতে হইবে, সুতরাং গণিকা, সাধুজননিন্দিত তাহার এই বিকৃত বৃত্তি, বাঞ্ছিত প্রণয়িলাভের লোভে ত্যাগ করে না (৬১)। উষ্ট্রী কটুরসবিশিষ্ট কণ্টক-সমাকীর্ণ করীর, বদর (৬২) প্রভৃতি বিটপী, তরুগুল্মাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে, দৈবাৎ তাহার ভাগ্যে সুমিষ্ট মধুচক্র লাভ

৫৯ বেগে আসিয়া প্রিয় স্বয়ং যে প্রিয়াকে আলিঙ্গন করে।

৬০ অর্থাৎ যে মানিনীর মান বহুকাল অদর্শিত প্রিয়কে দেখিয়া ভঙ্গ না হয় তাহার হৃদয় অতি কঠিন। অমরুক অতিশয় অনুরাগবতী মুগ্ধা বা মধ্যা উত্তমা মানিনী নায়িকাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—"ভ্রূভঙ্গে রচিতেঽপি, দৃষ্টিরধিকং সোৎকণ্ঠ মুদ্বীক্ষতে, রুদ্ধায়ামপি বাচি, সস্মিতমিদং দগ্ধাননং জায়তে। কার্কশ্যং গমিতেঽপিচেতসি, তনু রোমাঞ্চমালম্বতে ; দৃষ্টে নির্বহণং ভবিষ্যতি কথং মানস্য তস্মিন্ জনে।"

৬১ চাণক্যরাজনীতিসারে লিখিত আছে—"পরাধীনা নিদ্রা, পরপুরুষ চিত্তানুসরণং, মুদা শূন্যং হাস্যং, রুদিতমপি শোকেন রহিতম্। পণে ন্যস্তঃ কায়ঃ, করজদশনৈর্ভিন্নবপুষামহো কষ্টা বৃত্তির্জগতি গণিকানাং বহুভয়া।" অর্থাৎ নিদ্রা পরের অধীন, পরপুরুষের চিত্তানুসরণ, অপরের আনন্দে শূন্যহাস্য, শোক না হইলেও অপরের শোকে রোদন, পণের বিনিময়ে দেহ দান, নখক্ষত ও দশনক্ষতে দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়। জগতে গণিকাদিগের এই বহুভয়পূর্ণ বৃত্তি অতি কষ্টকর। এইরূপ ঘৃণ্যবৃত্তি হইলেও যদি কামিদের মধ্যে একজনও অনুরাগী পাওয়া যায় কেবলমাত্র সেই লোভে বেশ্যাগণ ইহা ত্যাগ করে না।

৬২ করীর—একপ্রকার কণ্টকবৃক্ষ ; বদর—কুলগাছ। উষ্ট্রের কাঁটা গাছ খাওয়ার কথ

কা স্ত্রী ন প্রণয়িবশা, কা বিলসিতয়ো মনোভববিহীনাঃ।
কো ধর্মো নিরুপশমঃ, কিং সৌখ্যং বল্লভেন রহিতানাম্ ॥৭২৩॥
স্বাচ্ছন্দ্যফলং বাল্যং, তারুণ্যং রুচিরসুরতভোগফলম্।
স্থবিরত্বমুপশমফলং, পরহিতসম্পাদনং চ জন্মফলম্ ॥৭২৪॥
অভিদধতীমিদমালীমবকর্ণ্য[১৪] গৃহীতয়েব ভূতেন[১৫]।
যৌবনসুখেন সার্ধং ময়ৈব যূয়ং[১৬] পবিচ্ছিন্নাঃ ॥৭২৫॥
অধুনাঽনু[১৭]তাপপাবকমধ্যগতা পচ্যমানসর্বাংগী।
নিষ্ফলজন্মপ্রাপ্তির্জীবাম্যুচ্ছ্বাস[১৮]মাত্রেণ ॥৭২৬॥

১৪ মবগম্য (ক, গ)। ১৫ গৃহীতযৌবনভূতেন (ক)। ১৬ তনয়েরেধ গৃহ (ক)। ১৭ অধুনাশু (?) তাপ (ক)। ১৮ জীবত্যুচ্ছ্বসিত (ক)।

ঘটিয়া থাকে (৬৩)। কেমন সে নারী যে প্রণয়ীর বশ নহে? কিসের সেই বিলাস যাহা কামহীন? কিসের সেই ধর্ম যাহাতে শান্তি লাভ হয় না? কিসের সেই সৌখ্য যাহাতে বল্লভের সাহচর্য নাই?" ॥ ৭১৮-৭২৩ ॥

"'বাল্যজীবন স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, তারুণ্য মনোরম সুরত ভোগের জন্য, স্থবিরত্ব শান্তির জন্য (৬৪) এবং মনুষ্যজন্ম পরহিত সম্পাদনের জন্য (৬৫)।' সখীকে এই কথা বলিতে শুনিয়া ভূতগ্রস্তের মত আমি যৌবন সুখের ও তোমার সহিত বিচ্ছেদ করিয়াছিলাম। অধুনা অনুতাপানলে আমার সর্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যাওয়ায়

---

৬৩ তুলনীয় শ্লোক যথা—"করভদয়িতে, যত্তৎপীতং সুদুর্লভমেকদা মধু বনগতং তস্যালাভে বিরৌষি কিমুৎসুকা। কুরু পরিচিতৈঃ পীলোঃ পত্রৈর্ধৃতিং মরুগোচরৈঃ, জগতি সকলে কস্যাবাপ্তিঃ সুখস্য নিরন্তরং ॥

৬৪ পুরুষের জীবনকে বিভিন্ন মতে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে কাহারও মতে বয়স ত্রিবিধ যথা—"বয়স্তু ত্রিবিধং বাল্যং মধ্যমং বার্ধকং তথা। ঊনষোড়শবর্ষস্তু নরো বালো নিগদ্যতে। মধ্যো ষোড়শসপ্তত্যোর্মধ্যমঃ কথিতো বুধৈঃ॥ চতুর্ধা মধ্যমং প্রাহুর্বা দ্বাত্রিংশতো মতঃ। চত্বারিংশৎসমা যাবত্তিষ্ঠেদ্ বীর্যাদি পূরিতঃ। ততঃ ক্রমেণক্ষীণঃ স্যাদ্যাবদ্ ভবতি সপ্ততিঃ। ততস্তু সপ্ততেরূর্দ্ধং ক্ষীণধাতুরসাদিকঃ।...কাসশ্বাসাদিভিঃ ক্লিষ্টো বৃদ্ধোভবতি মানবঃ॥" (ভাবপ্রকাশঃ)। কেহ কেহ ক্রমবর্ধমান অবস্থাকে প্রথম বয়স এবং ক্ষীয়মান অবস্থাকে দ্বিতীয় বয়স বলিয়াছেন। এইরূপে মাত্র দুইটী ভাগ করিয়াছেন। অপরে কৌমার, যৌবন, মধ্যত্ব ও বৃদ্ধত্ব এই চারি অবস্থা নির্দেশ করিয়াছেন। কবি এখানে বয়সকে তিন ভাগই করিয়াছেন। বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—কামং চ যৌবনে, স্থবিরে ধর্মং মোক্ষং চ॥" (২।১।২।৩—৪)

৬৫ বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতায় ক্ষেমেন্দ্র লিখিয়াছেন—"ক্ষণক্ষয়িণি কায়েঽস্মিন্ নলক্ষ্য পরিণামিনি। পরোপকারসারৈব জন্মযাত্রা শরীরিণাম্॥" (১০৮।১৭৪)

হস্তদ্বয়ান্তর্গতমুপচারয়[10]পরিব্যয়েন[11] সংস্কৃত্য।
ভুক্ত্বা যাবন্মাংসং ত্যক্ষসি চর্মাস্থিশেষিতং মৎস্যম্ ॥৭৩৫॥
শৃণু সুশ্রোণি যথাঽস্মিন্ কমলেশ্বরপাদমূলমঞ্জর্যা।
প্রবরাচার্যদুহিত্রা রাজসুতশ্চর্বিতশ্চ মুক্তশ্চ ॥৭৩৬॥

১০ চার (খ)। ১১ যেন (ক)।

স্ফূর্তিহীন সুপরিপুষ্ট জড় ব্যক্তিকে মৎস্যের ন্যায় আকৃষ্ট করিয়া হস্তদ্বয় মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া উপচারাদি মশলাদ্বারা সংস্কার করিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত মাংস আছে ততক্ষণ ভক্ষণ করিয়া চর্মাস্থিসার করিয়া ত্যাগ করিবে (৭৩)।

হে সুশ্রোণি, এইস্থানে কমলেশ্বরপাদোদ্ভূতা (৭৪) প্রবরাচার্যের দুহিতা মঞ্জরী কর্তৃক কিরূপে এক রাজপুত্র চর্বিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছিল শ্রবণ কর— ॥ ৭৩২-৭৩৬ ॥

---

৭৩ মৎস্যের সহিত কামুক পুরুষের তুলনা করিয়া ভর্তৃহরির শৃঙ্গারশতকে উক্ত হইয়াছে "বিস্তারিতং মকরকেতনধীবরেণ স্ত্রীসংজ্ঞিতং বড়িশমত্র ভবাম্বুরাশৌ। যেনাচিরাত্তদধরামিষ লোলমর্ত্যমৎস্যান্ বিকৃষ্য বিপচত্যনুরাগবহ্নৌ ॥" সময়মাতৃকায় কামুক নিষ্কাসন সম্বন্ধে লিখিত আছে "প্রাপ্তে কান্তে কথমপি ধনাদানপাত্রে চ বিত্তে, ত্বং মে সর্বং ত্বমসি হৃদয়ং জীবিতং চ ত্বমেব। ইত্যুক্ত্বা, তং ক্ষপিতবিভবং কঞ্চুকাভং ভুজঙ্গী ত্যক্ত্বা, গচ্ছেৎসধনমপরং, বৈশিকোঽয়ং সমাসঃ।" (৫।৮৯)

৭৪ 'কমলেশ্বরপাদমূল মঞ্জরী' শব্দের দুইটী অর্থ হইতে পারে (১) কমলেশ্বর নামক দেবতার মন্দিরের সেবাদাসী অথবা (২) কমলেশ্বর নামক কোন মঠাধিকারীর ঔরসজাতা ব্যভিচারোৎপন্না কন্যা মঞ্জরী।

"আসীচ্ছ্রীসিংহভটো নাম্না নৃপতির্মহীয়সাং শ্রেষ্ঠঃ।
তস্যাত্মজোঽধিতস্থৌ (?স্থৌ) নিবেশনং দেবরাষ্ট্র[১]-সম্বদ্ধম্ ॥৭৩৭॥
স কদাচিদ্‌বৃষভধ্বজদিদৃক্ষয়া পরিমিতাপ্তপরিবারঃ।
অনুবর্তমান আগাত্তারুণ্যোদীর্ণবেশচরিতানি ॥৭৩৮॥
মূর্ধ[২]-ত্রিভাগসংস্থিতবৃহদম্বরচীরকেশসংযমনঃ।
অল্পাচ্ছগাত্ররাগো[৩] ঘনকুংকুমলিপ্তকর্ণকেশাগ্রঃ ॥৭৩৯॥
সিদ্ধার্থবীজদন্তুরললাটতিলকোপযুক্ততাম্বূলঃ।
শ্রবণনিবেশিতকুণ্ডলটিট্টিভকপ্রায়কন্ধরাভরণঃ ॥৭৪০॥

১ দেবরাজ (ক, খ)। ২ পূর্ব (ক)। ৩ অল্পতররাগসান্দ্রো (ক)।

মহত্তম নরপতিদিগের শ্রেষ্ঠ সিংহভট নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র (সমর ভট) দেবরাষ্ট্রের (১) অন্তর্গত নগরে বাস করিতেন। তারুণ্যোদ্দীপ্ত বেশ ও আচারের অনুবর্তনকারী (২) সেই রাজপুত্র একদা অল্পসংখ্যক পরিজনসহ বৃষভধ্বজ (বিশ্বনাথের) দর্শনেচ্ছায় এইস্থানে আগমনকরেন। তাঁহার মস্তকের তিন ভাগ আবৃত করিয়া একখণ্ড বস্ত্রের চীর দ্বারা তিনি কেশসংযমন করিয়াছিলেন। (৩) তাঁহার গাত্রে স্বচ্ছভাবে মৃষ্ট অঙ্গরাগ, (৪) কর্ণসমীপবর্তী কেশাগ্র ঘন কুংকুম দ্বারা লিপ্ত, (৫) ললাটে (পিষ্ট) শ্বেতসর্ষপে রচিত দন্তুরতিলক (৬), (বদনে) যথেষ্ট তাম্বূল,

---

১ দেবরাষ্ট্র মহারাষ্ট্রের প্রাচীন নাম। 'ক' ও 'খ' পুস্তকে 'দেবরাজ সংবদ্ধম এই পাঠ' আছে, তাহাতে অর্থ হয় সিংহভটের পুত্র সমরভট বারাণসীতে দেবরাজ নামক কোন নৃপতির গৃহে বাস করিতেছিলেন।

২ অর্থাৎ তাহার বেশভূষা ও আচার তরুণজনোচিত।

৩ অর্থাৎ তিনি মহারাষ্ট্রীয় প্রথায় দীর্ঘ অল্পপরিসর বস্ত্রখণ্ডে পাগড়ী বাঁধিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মস্তকের ত্রিচতুরাংশ আবৃত করিয়াছিল। প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

৪ দেহে অল্প পরিমাণে অঙ্গরাগ লিপ্ত করাই আভিজাত্যের লক্ষণ। যাহারা সহসা ধনশালী হয়, তাহারাই অঙ্গে প্রচুর অঙ্গরাগ লেপন করে।

৫ কর্ণসমীপস্থ অলক ঘন কুংকুম লেপ (Saffron paste) দ্বারা লিপ্ত করিয়া বৃত্তাকারে ঘুরাইয়া দেওয়া প্রাচীন যুগে দাক্ষিণাত্যবাসী পুরুষদিগের কেশপ্রসাধনের একটি রীতি ছিল।

৬ 'দন্তুর তিলক' অর্থে radiated mark অর্থাৎ তারকাকার ছটাসম্পন্ন তিলক রেখা।

কেয়ূরস্থানগতস্বর্ণাবৃত[4]মন্ত্রগর্ভজতুগুড়কঃ।
মণিবন্ধনবিন্যস্ত প্রবলাংকুর[5]জাতরূপমণিমালঃ ॥৭৪১॥
ধৃতবেত্রদণ্ডকূর্চকপরিবেষ্টিতসাসিধেনুখড়্গশ্চ।
মৃদুতবপটিকাবরণঃ শব্দোল্বণচুর্চু[6]রাংক[6]চরণত্রঃ[7] ॥৭৪২॥
'গম্ভীরেশ্বরদাস্যাং লগ্নঃ[8] কিল তব[9] বয়স্যকো বীরঃ[10]।
প্রাপ্সতি সাঽপি দুরাশা বর্ষত্রিতয়েন যন্ময়া প্রাপ্তম্ ॥৭৪৩॥

৪ স্বর্ণভৃত (ক, গ)। ৫ প্রচলাংকুর (ক, খ)। ৬ লুচ্চুবাক (গ)
৭ চরণান্তঃ (ক)। ৮ নগ্নঃ (ক)। ৯ তব (ক)। ১০ ধীব (গ)।

গলদেশে টিট্টিভাকার আভরণ, (৭) কেয়ূরস্থানে স্বর্ণমণ্ডিত মন্ত্রগর্ভ লাক্ষাদ্বারা আবদ্ধ (কবচ), (৮) মণিবন্ধে প্রবাল ও সুবর্ণের মণিমালা, (৯) হস্তে সশীর্ষ বেত্রদণ্ড, (১০) কটিবন্ধে ছুরিকা ও অসি, (১১) লঘুতরবস্ত্রের পটিকাদ্বারা (জংঘাবয়) আবৃত, (১২) এবং চরণে চুর্চুরশব্দকারী পাদুকা (১৩)। ৭৩৭—৭৪২॥

সেবাচতুর অগ্রগামী সেবকগণ পথ হইতে লোক সরাইয়া দিলে তিনি বিটচেটিকা সমাকীর্ণ মন্দিরাভিমুখে যাইতে যাইতে তাহাদের মুখ হইতে এই প্রকার আলাপ শুনিতে পাইলেন—

[কোন গণিকা কোন বিটকে বলিতেছিল]—"তোমার বয়স্য বীর কি গম্ভীরেশ্বরের সেবাদাসীর সহিত লগ্ন (১৪) হইয়াছে?—তাহারও আমার ন্যায় তিন বৎসরের মধ্যেই আশা ভঙ্গ হইবে (১৫)।"

৭ টিট্টিভ বা টিটির পাখীর আকার বিশিষ্ট স্বর্ণ হার। দুইটী টিটির পক্ষী মুখোমুখী রহিয়াছে—এইরূপ প্রশস্ত স্বর্ণ নির্মিত পাটা।

৮ স্বর্ণ নির্মিত মাদুলী—তাহার একপ্রান্ত লাক্ষাদ্বারাবদ্ধ।

৯ একটি bead প্রবালের এবং একটি স্বর্ণের, এইভাবে গ্রথিত মণিমালা (bracelet)

১০ হাতলওয়ালা বেতের ছড়ি।

১১ 'পরিবেষ্টিত সাসিধেনু খড়্গশ্চ' অর্থাৎ অসিধেনুনা খড়্গেন চ সহ পরিবেষ্টিত। অসিধেনু = ছুরিকা

১২ প্রাচীনকালে মোজাপরার পরিবর্তে জংঘায় পটী বাঁধা রেওয়াজ ছিল, বর্তমানে তাহা সৈন্য, কনষ্টেবল, চাপরাশী প্রভৃতির পোষাক হইয়াছে।

১৩ মূলে আছে 'শব্দোল্বন চুর্চুরাংক চরণত্র' অর্থাৎ শব্দেষু উল্বনঃ (স্পষ্টঃ) যঃ চুর্চুর (ইত্যয়মনুকরণ শব্দ), সঃ অংকঃ (চিহ্নং) যয়োঃ তাদৃশৌচরণত্রৌ।

১৪ 'লগ্ন' শব্দের অর্থ 'আসক্ত'।

১৫ অর্থাৎ তোমার বয়স্য বঞ্চক ও কৃপণ। ঐ গণিকা অর্থলোভে তাহার প্রতি আসক্তা হইয়াছে কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যেই সে তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিবে, কারণ আমিও ভুক্তভোগী।

দর্শয়তি দিশঃ ফলিতা অমৃতগভস্তিং করেঽবতারয়তি[11] ।
সুরদেবি চন্দ্রবর্মা নির্বস্তুক[12]বাক্‌প্রপঞ্চেন ॥৭৪৪॥
ত্বামনুযান্তং সম্প্রতি পশ্যামি[13] কুরংগিকেঽত্র[14] বসুশেণম্ *।
সুনিরূপিতা[15] ভবিষ্যতি বিষমা[16] গুড়জিহ্বিকা তস্য ॥৭৪৫॥
বঞ্চয়তি জনং[17] যোঽসৌ হরিণি হরো[18] ধূর্ততাভিমানেন[19] ।
লিখতি শতং[20] দশবৃদ্ধ্যা স নিমগ্ন[21]স্তরলিকাবর্তে ॥৭৪৬॥
গৃহ্নাসি যৎপটান্তে মম পশ্যত এব মন্দ[22] মদিরাক্ষীম্ ।
অত আবয়োরবশ্যং সা বক্ষ্যতি[23] নোক্তমন্তরং ভবতা[24] ॥৭৪৭॥

১১ করেণ বাবয়তি (ক)। ১২ স্ববতকৃতিচন্দ্রবর্ম্মানির্বর্ণক (ক), ...চন্দ্রবর্ম্ম।... (গ)। ১৩ যামি (ক)। ১৪ কুবংগিকাক্ষি (ক); কুবংগি (খ)। * বসুশেষম্ (ক, গ) ১৫ অনুরূপিকা (ক)। ১৬ ভবিষ্যসি বিষম° (ক); ভবিষ্যসি বিষমা (গ)। ১৭ চর্চয়তি জলং (গ)। ১৮ হান্তা (ক, গ)। ১৯ ভূর্তাভিমানেন (ক)। ২০ শুভং (ক)। ২১ নিমজ্জতি (ক, গ)। ২২ মন্দ (গ) ২৩ বক্ষ্যসি (ক); মা বক্ষ্যসি (গ)। ২৪ ভবতি (গ)।

[কোন গণিকা কোন বিটের বাচালতার কথা বলিতেছিল]—"সুরদেবী, চন্দ্রবর্মা সারহীন বাক্যপ্রপঞ্চে শুষ্ক কাষ্ঠে ফল ধরাইয়া দেয়, সুধাকরকে হাতে ধরিয়া আনে।"

[কোন গণিকা কোন বিটকে অপরার অনুগামী হইতে দেখিয়া বলিতেছিল] "ওলো কুরঙ্গি, বসুসেন দেখিতেছি এখন তোমার অনুসরণ করিতেছে, তাহার জিভটা যে গুড় মাখান, তাহা এইবার ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।"

[কোন বঞ্চক কোন মায়াবিনী গণিকার কবলে পড়ায় অন্য এক গণিকা তাহার সখীকে বলিতেছিল]—"হরিণি, যে হর ধূর্ততার অহংকারে লোককে বঞ্চনা করিয়া থাকে—শত (মুদ্রা ঋণ) দান করিয়া (নিজ খাতায়) দশগুণ করিয়া লিখিয়া রাখে, (১৬) সে এখন (মায়াবিনী) তরলিকার আবর্তে পড়িয়াছে।"

[কোন বিট তাহার বয়স্যকে তাহার অসাবধানতার কথা বলিয়া তিরস্কার করিতেছিল]—"আমার সম্মুখে তুমি যখন সেই মদিরাক্ষীর বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিয়াছ, তখন ওহে মূর্খ, তুমি (তাহাকে) অন্তরের কথা না বলিলেও সে আমাদিগের উভয়ের গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দিবে (১৭)।"

---

১৬ হর নামক ধূর্ত ব্যক্তি অধমর্ণকে যে ঋণদান করে তাহার দশগুণ সে জাল করিয়া আপন খাতায় লিখিয়া রাখিয়া তাহাকে বঞ্চনা করে, সে এইবার ততোধিক ধূর্ত গণিকার পাল্লায় পড়িয়াছে ইহাই ভাবার্থ।

১৭ উভয় মিত্র এক গণিকাকে উপভোগ করিবে বলিয়া গোপনে পরামর্শ করিয়াছিল কিন্তু তাহার একজন অনবধান প্রযুক্ত অপরের সম্মুখেই তাহার আসক্তি প্রকাশ করিল

যোঽয়ং গৃহীতবৃষিকঃ[২৫] কুশকর্ণো[২৬] বিধৃতদণ্ডকাষায়ঃ।
লোকস্পর্শাশংকী কৃতাপসারো[২৭] বিলোকয়ন্ পার্শ্বৌ[২৮] ॥৭৪৮।
কুর্বাণো মৌনব্রতমুৎপাদিতসকলবৈষ্ণবপ্রীতিঃ[২৯]।
হরিশাসনং প্রপন্নস্ত্রিপুরান্তকদর্শনাপদেশেন ॥৭৪৯॥
স্ত্রৈণং পশ্যতি যুক্ত্যা সাকাংক্ষং বর্জিতান্যজনদৃষ্টিঃ।
কুমুদিনি মম হৃদয়গতং ভবিতব্যং ব্যাজলিংগিনানেন ॥৭৫০॥
(অস্তুবিশেষকম্)

পশ্যত্যদৃশ্যমানো, নিরীক্ষিতো বীক্ষতে পরাং কুকুভম্।
ব্রূতে কিঞ্চিৎসস্পৃহমভিযুক্তো ভবতি কীলিতধ্বানঃ ॥৭৫১॥
ন জহাতি সমাসন্নং, নোৎসহতে পার্শ্বগোচরে স্থাতুম্।
এষ মনুষ্যো মন্যে নিষ্প্রতিভঃ সাভিলাষশ্চ ॥৭৫২॥
(অন্তর্যুগলকম্)

২৫ গৃহীতভৃসিঃ (ক)। ২৬ কুমুদাবর্ণা (ক), বৃশকর্ণী (গ)। ২৭ লোকস্পৃসা শশাংকা কৃতাবসরো (ক)। ২৮ পার্শ্বে (ক)। ২৯ শ্রদ্ধঃ (গ)।

[কোন গণিকা কোন দণ্ডীর বেশবিরুদ্ধ আচার দেখিয়া তাহা হইতে নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধির কথা বিবেচনা করিতেছিল]—"দণ্ডগ্রহণ ও কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া এই যে কুশকর্ণ বৃষি হস্তে (১৮) লোকস্পর্শের আশংকায় উভয় পার্শ্বে চাহিতে চাহিতে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া হরিশাসনের (১৯) শরণাগত হইয়া সকল বৈষ্ণবের প্রীতি উৎপাদনপূর্বক বিশ্বনাথের দর্শনচ্ছলে অপরের অলক্ষ্যে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে সাভিলাষে সমাগত স্ত্রীসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে (২০) তাহাতে কুমুদিনী, আমার মনে হইতেছে এই কপট জটাভেকধারী সন্ন্যাসীর দ্বারা আমার মনোভিলাষ সিদ্ধ হইবে।"

[কোন গণিকা কোন জড় কামুককে দেখিয়া বলিতেছে]—"না তাকাইলে তাকায়, দেখিলে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরায়, সস্পৃহভাবে কিছু বলিতে চায় (অথচ)

অথচ অন্যজন তাহাতে কোনরূপ আপত্তি করিল না দেখিয়া গণিকাটী বুঝিতে পারিবে যে তাহাদের মধ্যে একটা গোপন বন্দোবস্ত আছে এবং সে তাহা প্রকাশ করিয়া দিবে। ইহাই অপর মিত্রটী আশংকা করিতেছিল।

১৮ যতিদিগের আসনকে বলে 'বৃষি'।

১৯ নারদপঞ্চরাত্র, বৈখানসাদি বৈষ্ণব আগমাদিধ নিয়মানুবর্তী।

২০ সাভিলাষ দৃষ্টিও মৈথুনের অন্তর্গত যথা "স্মরণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্। সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিবৃত্তিরেবচ। এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥" উক্ত কপটসন্ন্যাসী এইরূপ ভাবে চাহিতেছিল যাহাতে অপরে দেখিতে না পায়।

তেঽতীতাঃ খলু দিবসাঃ[৩০] ক্রিয়তে নর্ম ত্বয়া সমং যেষু।
অধুনাঽঽচার্যানী ত্বং পাশুপতাচার্যসম্বন্ধাৎ ॥৭৫৩॥
ভ্রমসি যথেষ্টং তাবৎ কুর্বাণো যুবতিপল্লবগ্রহণম্।
লোলিকদাস ন যাবন্নরদেবী পানিকাং ব্রজতি[৩১] ॥৭৫৪॥
এবংপ্রকারবাচ্যপ্রসক্তবিটচেটিকা[৩২]সমাকীর্ণম্।
সেবাচতুরপুরঃসর[৩৩]বিজনীকৃতবর্ত্ম[৩৪] দেবকুলম্ ॥৭৫৫॥
(আদিমহাকুলকম্)
সম্পাদিত[৩৫]হরপূজো নিষ্ঠুরযাষ্টীকনিয়মিতে লোকে।
ত্বরিতনিয়োগিস্থাপিতমাসনমধ্যাস্ত সমরভটঃ[৩৬] ॥৭৫৬॥

৩০ তে নীতা দিবসাঃ খলু (ক)। ৩১ ত্বয়া চ দ্রবিণকুলং পাশিকাং বিশতি (ক), পাশিকাং বিশসি (গ)। ৩২ প্রকামবামাপ্রসক্তবিটবীটিকা (ক); ......বাক্য......(গ)। ৩৩ সবং (গ)। ৩৪ ধর্ম (ক)। ৩৫ উৎপাদিত (ক, গ)। ৩৬ মধ্যাপ্রসমবত্তত্ত্বসংপূর্ণম্ (ক)।

অভিযোগ করিলে স্বরবদ্ধ হইয়া যায়, নিকটে আসিলে ছাড়িয়া চলিয়া যায় না অথচ কাছে থাকিতেও সাহস পায় না এইরূপ এই লোকটীকে দেখিয়া মনে হয় ইহার মনে মনে ইচ্ছা আছে অথচ প্রতিভা নাই (২১)।"

[কোন গণিকা উচ্চতর অবস্থাপন্ন ব্যক্তির প্রণয়িনী হওয়ায় তাহার পূর্বপ্রণয়ী ঈর্ষ্যাবশে তাহাকে এইরূপ বলিতেছিল]—"তোমার সহিত যখন নর্মালাপ করিতাম, সেই সকল দিন গত হইয়াছে, কারণ তুমি এখন পাশুপতাচার্যের প্রণয়িনী হইয়া আচার্যাণী হইয়াছ।"

[কোন গণিকা পানশালার নিকট কোন শঠবিটকে যুবতীগণের সহিত রহস্য করিতে দেখিয়া বলিতেছিল]—"ওহে লোলিকদাস, যুবতীগণের বসনাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া যাবৎ না নরদেবী পানশালায় (২২) আগমন করে তাবৎ যথেচ্ছভ্রমণ কর।" ॥৭৪৩—৭৫৫॥

শিবপূজা শেষ করার পর যষ্টিধারী নিষ্ঠুর প্রহরীগণ জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করিলে এবং ত্বরিতকর্মা সেবকগণ আসন স্থাপন করিলে সমরভট উপবেশন করিলেন।

২১ ইহা একটী জড় কামুকের উদাহরণ। তাহার অন্তরে কামনা আছে প্রেম করিবার, অথচ সাহস নাই। নায়িকার দিকে সে সাকাংক্ষ দৃষ্টিপাত করে অথচ নায়িকা তাকাইলে চোখ ফিরাইয়া লয়, কিছু যেন বলিবার ভাব করে অথচ স্পষ্টভাবে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমতা আমতা করিয়া কিছু বলিতে পারে না, কাছে যাইলে সরিয়াও যায় না অথচ কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করে।

২২ মূলে আছে 'পাণিকা'। তনসুখরাম অর্থ করিয়াছেন 'প্রপা' বা জলসত্র। আমাদের মনে হয় 'আপাণ' বা পাণশালা।

অগ্রোপবিষ্টনর্তকবাংশিকগাতৃ[৩৭]প্রকাশযুবতিগণঃ।
শ্রেষ্ঠিপ্রমুখবণিগ্‌জনঢৌকিততাম্বূলকুসুম[৩৮]পটবাসঃ ॥৭৫৭॥
বিবিধবিলেপনখরটিতচক্রধব[৩৯]খড়্গধারিণাহশূন্যঃ।
পৃষ্ঠত আত্তকৃপাণৈঃ শরীরবক্ষৈশ্চ[৪০] বিশ্বস্তৈঃ ॥৭৫৮॥
তাম্বূলকরংকভৃতা সন্দংশগৃহীতবীটিকাগ্রহণে।
ঈষৎস্পৃষ্টং[৪১] কুর্বন্ মন্দং খটকামুখেন বামেন ॥৭৫৯॥

৩৭ মংশিগ্রাহ (ক)। ৩৮ কুমুদ (ক, গ)। ৩৯ খবাটিংক···(ক) ···চক্রকবর (গ)। ৪০ শিবোভির্বক্ষৈশ্চ (ক, গ)। ৪১ পৃষ্ঠং (ক)।

তাঁহার সম্মুখে নর্তক, বংশীবাদক, গায়ক ও গণিকাগণ বসিয়াছিল, শ্রেষ্ঠী প্রভৃতি বণিকগণ তাঁহাকে তাম্বূল কুসুম ও পটবাস (২৩) উপহার দিতেছিল। বিবিধবর্ণে বিচিত্রিত বৃহৎ চক্রাকার ঢাল (২৪) ও অসিধারিগণ সেইস্থান পূর্ণ করিয়াছিল। পৃষ্ঠভাগে ছিল (উন্মুক্ত) কৃপাণ হস্তে শরীর-রক্ষিগণ। বাম হস্তের কটকামুখের (২৫) দ্বারা তাম্বূল করংকবাহী তাঁহাকে তাম্বূল প্রদান করিলে তিনি ঈষৎ স্পর্শ করিয়া

২৩ সুগন্ধিচূর্ণবিশেষ। যথা—"নখকর্পূরকুংকুমাগুরুশিহ্লকমিতি চ কেশপটবাসঃ। ক্রমবৃদ্ধিভাগরচিতং ভাগত্রয় শর্করাসহিতম্।" অর্থাৎ নখী ১ ভাগ, কর্পূর ২ ভাগ, কুংকুম ৩ ভাগ, অগুরু ৪ ভাগ শিহ্লক ৫ ভাগ ইহার সহিত তিন ভাগ শর্করা মিশাইয়া কেশপটবাস প্রস্তুত করিতে হয়।

২৪ মূলে আছে 'চক্রক'। তনসুখরাম অর্থ করিয়াছেন 'চক্র' নামক প্রাচীন অস্ত্র কিন্তু খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ঐ যন্ত্র কখনও ব্যবহৃত হইত না এবং বিশেষতঃ তাহা ছিল যাদবদিগের অস্ত্র অর্থাৎ কাঠিয়াবাড় অঞ্চলে চক্র অস্ত্র পূর্বে ব্যবহৃত হইত। ইহার প্রকৃত অর্থ চক্রাকার চর্ম বা ঢাল। ঢালের উপর বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করার রীতি চির প্রসিদ্ধ।

২৫ ইহা একটী মুদ্রা এই মুদ্রায় তাম্বূলপ্রদান করিতে হয়, যথা "কুসুমাবচয়ে মুক্তাস্রগ দাম্নাং ধারণে তথা। শরমধ্যাকর্ষণে চ নাগবল্লী প্রদানকে কস্তূরিকাদি বস্তূনাং পেষণে গন্ধবাসনে। বচনে দৃষ্টিভাবেঽপি কটকামুখ ইষ্যতে।" (অভিনয় দর্পণম্ ১২৫-১২৭)। ইহার লক্ষণ যথা "অঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধিশিখরে বক্রিতা যদি তর্জনী। কপিত্থাখ্যঃ করঃ সোঽয়ং কীর্তিতো নৃত্তকোবিদৈঃ।···কপিত্থে তর্জনী চোর্ধ্বমুচ্ছ্রিতাঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা। কটকামুখ হস্তোঽয়ং কীর্তিতো ভরতাগমৈঃ। (অভিনয় দর্পনম্ ১২১—৫) অথবা "তর্জনীমধ্যমামধ্যে পুংখোঙ্গুষ্ঠেন পীড্যতে যস্মিন্ নানামিকা যোগ স হস্ত কটকামুখঃ।" অর্থাৎ হস্তমুষ্টি বদ্ধ করিয়া পরস্পর সংশ্লিষ্ট তর্জনী ও মধ্যমাকে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা অনামিকা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিয়া ধরিলে যে মুদ্রা হয় তাহাকে কটকামুখ বলে। এ ক্ষেত্রে তাম্বূলকরংকবাহী বামহস্তের পরস্পর সংশ্লিষ্ট তর্জনী ও মধ্যমা এবং অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে তাম্বূল ধরিয়া সমরভটকে প্রদান করিতেছিল।

পার্শ্বাবস্থিতনর্মপ্রিয়সচিবন্যস্তপূর্বতনুভাগঃ।
পপ্রচ্ছ[৪২] কুশলবার্তাং স বনিগ্ জননর্তকপ্রভৃতীন্ ॥৭৬০॥
(চক্কলকম্)

অর্থ বৈতালিক উচ্চৈকপসংহৃতলোককলকলে ধীরম্।
অভিতুষ্টাব তমিত্থং প্রসন্নগম্ভীরযা বাচা ॥৭৬১॥
"জয় দেব পরবলান্তক গুরুচরণারাধনৈককৃত[৪৩]চিত্ত।
বরবনিতাজঘনাসন[৪৪] দারিদ্র্যতমঃপ্রচণ্ডকরজাল[৪৫] ॥৭৬২॥
রণবীরবংশভূষণ গুরুবসুধাদেবপূজনপ্রহ্ব।
শরণাগতাভয়প্রদ হিতবান্ধববন্ধুজীবমধ্যাহ্ন[৪৬] ॥৭৬৩॥

৪২ পৃচ্ছংশ্চ (ক)। ৪৩ শুভ (ক)। ৪৪ জনমোহন (ক, খ)। ৪৫ জাল (গ); দাম (ক)। ৪৬ কামার্গস্ম্ (ক)।

(২৬) সন্দংশ দ্বারা বীটিকাগ্রহণ করিতেছিলেন। পার্শ্বে অবস্থিত প্রিয় নর্মসচিবের দেহে পূর্বতনুভাগ বিন্যস্ত করিয়া তিনি বণিকগণ ও নর্তক প্রভৃতিকে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন (২৭)॥ ৭৫৬—৭৬০॥

অনন্তর লোককোলাহল প্রশমিত হইলে বৈতালিক (২৮) উচ্চৈঃস্বরে সেই ধীর রাজপুত্রকে প্রসন্ন গম্ভীর বাক্যে (২৯) এইরূপ বলিল—

"হে দেব, শত্রুসৈন্যনিসূদন, গুরুচরণারাধনায় একাগ্রচিত্ত, বরবনিতাজঘনাসন, (৩০) দারিদ্র্যান্ধকারবিনাশক তীব্রকরমার্তণ্ড, রণবীরবংশভূষণ, (৩১) গুরুব্রাহ্মণ-পূজাবনতচিত্ত, শরণাগতের অভয়দাতা, মিত্র-বান্ধব-বন্ধুজীবের মধ্যাহ্নস্বরূপ (৩২),

২৬ সন্দংশ একটী মুদ্রা। 'সন্দংশ' শব্দের অর্থ সাঁড়াশী বা চিমটা; মুদ্রাটীও অনুরূপ যথা "তর্জন্যঙ্গুষ্ঠ সংযোগস্ত্বগ্রতস্থ্য যদা ভবেৎ। অভুগ্নতলমধ্যশ্চ স সন্দংশ ইতি স্মৃতঃ॥" অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর অগ্রভাগ দিয়া চিমটার ন্যায় গ্রহণ।

২৭ পূর্বে ভট্টপুত্র চিন্তামণির বর্ণনাতেও সহচরের অঙ্গে পূর্বদেহাংশ বিন্যস্ত করার কথা আছে (৭০ আর্যা দ্রঃ)

২৮ বৈতালিকের লক্ষণ যথা—"তত্তৎপ্রহরকযোগ্যৈ রাগৈস্তৎকালবাচিভিঃ শ্লোকৈঃ। সময়মেব বিতালং গায়ন্ বৈতালিকো ভবতি।" (ভাবপ্রকাশঃ)

২৯ পাঠকের গুণ সম্বন্ধে পাণিনীয় শিক্ষায় লিখিত আছে—"মাধুর্যমক্ষরব্যক্তিঃ পদচ্ছেদস্তু সুস্বরঃ। ধৈর্যং লয়সমর্থং চ ষড়েতে পাঠকা গুণাঃ॥"

৩০ সুন্দরী রমণীর জঘনদেশ যাহার আসন অর্থাৎ যে সর্বদা সুন্দরী রমণীর সহিত রতি উপভোগ করে।

৩১ হয় 'রণবীর' নামক কোন বিখ্যাত ভূপতির বংশধর অথবা যুদ্ধে বীর বলিয়া খ্যাত রাজবংশের ভূষণস্বরূপ।

৩২ হিতবান্ধববন্ধুজীবমধ্যাহ্ন—হিতকারী ও বান্ধবরূপ বন্ধুজীব পুষ্পসমূহের মধ্যাহ্নস্বরূপ।

ঈদৃক্‌প্রতাপদহনো ভাবৎকো[৪৭] ব্যাপ্তগগনদিক্‌চক্রঃ।
দৃষ্টো জলায়মানো[৪৮] রিপুবনিতাতিলকশোভাসু ॥৭৬৪॥
এষ বিশেষঃ স্পষ্টো বহ্নেশ্চ ত্বৎপ্রতাপবহ্নেশ্চ।
অংকুরতি তেন দগ্ধং দগ্ধস্থানেন নোদ্ভবো ভূয়ঃ ॥৭৬৫॥
শ্রীফলভুক্‌পত্ররবৃতো বিগ্রহরসিকো বিমুক্তশস্ত্ররতিঃ।
রাজস্থিতিং[৪৯] ন মুঞ্চতি হৃতলক্ষ্মীকোঽপি তব বিপক্ষগণঃ ॥৭৬৬॥
দদতো বাঞ্ছিতমর্থং সদাঽনুরক্তস্য[৫০] তব গৃহং ত্যক্ত্বা।
স্ত্রীচাপলেন কীর্তির্নগ্নাসক্তা গতা ককুভঃ ॥৭৬৭॥

৪৭ তাদৃক্‌ প্রতাপদহনঃ স তাবকো (ক, খ)। ৪৮ জলাবসানো (ক)। ৪৯ রাজ্য— (ক, খ)। ৫০ দানে বক্তস্ত (ক)।

আপনার জয় হউক। আপনার এইরূপ প্রতাপবহ্নি গগনদিক্‌চক্রবালকে পরিব্যাপ্ত করিলেও তাহা রিপুবনিতাদিগের তিলকশোভার পক্ষে জলধারার ন্যায় (৩৩) প্রতীয়মান হয়। বহ্নি এবং আপনার প্রতাপবহ্নির মধ্যে পার্থক্য এই যে, অগ্নিতে দগ্ধবস্তু পুনরায় অংকুরিত হয় কিন্তু আপনার প্রতাপাগ্নিতে যাহা দগ্ধ হয় তাহার আর পুনরায় উদ্ভব হয় না। শ্রীফলভুক্‌, পত্ররবৃত, বিগ্রহরসিক ও বিমুক্তশস্ত্ররতি আপনার বিপক্ষগণ লক্ষ্মীহারা হইয়াও রাজপদ পরিত্যাগ করে না (৩৪)। কীর্তি, বাঞ্ছিত অর্থপ্রদানকারী সদানুরক্ত আপনার গৃহত্যাগ করিয়া, স্ত্রীচাপল্যবশতঃ নগ্নাসক্তা

বন্ধুজীব বা বান্ধুলীপুষ্প মধ্যাহ্নে বিকসিত হয়। সুতরাং এই রূপকের দ্বারা সমরভটকে মিত্র ও বান্ধবের পুষ্টিকর্তা বুঝাইতেছে।

৩৩ জলধারার তিলক শোভা মুছিয়া যায়। আপনি রিপুগণকে বধ করিয়া তাহার বণিতাগণের বৈধব্য দশা উপস্থিত করিয়াছেন, ইহাই তাৎপর্য্য। বিধবাগণ সিন্দুর ও তিলকাদি দ্বারা প্রসাধন করে না।

৩৪ শ্রীফলভুক—(১) রাজ্যসুখভোগী (২) বিল্বফল ভোজনকারী; পত্ররবৃত (১) বাহনাদিযুক্ত (২) পত্রাচ্ছাদিত দেহ; বিগ্রহরসিক (১) যুদ্ধপ্রিয় (২) দেহমাত্র রক্ষা করিতে কৃতযত্ন; বিমুক্তশস্ত্ররতি—(১) সমস্ত শত্রু নিহত হওয়ায় শস্ত্রধারণে যাহার প্রয়োজন নাই (২) আপনার দ্বারা নিরস্ত্র হওয়ায় তাহাদিগের শস্ত্রপ্রীতি চলিয়া গিয়াছে।

এই শ্লোকে বিল্বভোজনকারী পত্রাচ্ছাদিত কেহ শরীরমাত্র রক্ষা করিতে কৃতযত্ন ও অস্ত্রহীন রিপুগণকে প্রকারান্তরে রাজ্যসুখভোগী বাহনাদিযুক্ত যুদ্ধপ্রিয় শত্রুনির্মূলকারী রূপে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

৩৫ 'নগ্ন' শব্দের অর্থ 'অর্থসম্পদহীন বিবস্ত্র দরিদ্র' এবং বন্দী বা স্তুতিপাঠক। এখানে বন্দিগণ আপনার কীর্তি গান করিয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়াছে, ইহাই তাৎপর্য।

ভবতো ভবতো ধৈর্যং, তেন হি ভিন্নোঽন্ধকো[৫১] রিপুঃ প্রণতঃ।
মুক্তাস্ত্বয়া তু[৫২] বহবো রিপবোঽপি[৫৩] প্রেক্ষকাঃ[৫৪]
সমরে ॥৭৬৮॥
অটতা জগতী[৫৫]মখিলামিদমাশ্চর্যং ময়া পরং দৃষ্টম্।
ধনদোঽপি নয়নানন্দন পরিহরসি যদুগ্রসম্পর্কম্ ॥৭৬৯॥
ইদমপরমদ্ভুততমং যুবতিসহস্রৈর্বিলুপ্যমানস্য।
বৃদ্ধির্ভবতি ন হানির্নতব সৌভাগ্যকোষস্য ॥৭৭০॥
অপরং বিস্ময়জননং ধবলত্বং নাপযাতি[৫৬] যত্তবতঃ।
ললনালোচনকুবলয়দলত্বিষা শবলিতস্যাপি ॥৭৭১॥
হৃদয়েষু কামিনীনামেকোঽনেকেষু বসসি যেন ত্বম্।
জনকঃ কুসুমাস্ত্রপাণেঃ পুরুষোত্তম তেন[৫৭] বিশ্বরূপোঽসি ॥৭৭২॥

৫১ হন্তকো (ক)। ৫২ স্বয়েতি (ক) ত্বয়া হি (গ)। ৫৩ রিপবস্তু (ক, গ)। ৫৪ প্রেক্ষকা। ৫৫ ধাত্রী (ক, গ)। ৫৬ নোপযাতি (ব)। ৫৭ জনকঃ কুসুমাস্ত্রভৃতঃ······(খ), জনকঃ কুসুমাস্ত্রভৃতস্তেন ত্বং (ক)।

হইয়া দিগন্তে চলিয়া গিয়াছে (৩৫)। হর হইতেও আপনার ধৈর্য অধিক কারণ তিনি প্রণত রিপু অন্ধকাসুরকে শূলবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন (৩৬) কিন্তু আপনি সমরে বহু দর্শকবৎ (অর্থাৎ শস্ত্র ত্যাগকারী) শত্রুকেও মুক্তিদান করিয়াছেন। সমগ্র বসুন্ধরা ভ্রমণ করিয়া আমি এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিতেছি হে নয়নানন্দকারী, ধনদ হইয়াও আপনি উগ্রসম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন (৩৭)। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, সহস্র যুবতীকর্তৃক উপভুক্ত হইয়াও আপনার সৌভাগ্যকোষ ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া বর্ধিত হইতেছে। (৩৮) অপর একটি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কুবলয়দলসদৃশ ললনালোচনের নীলকান্তিদ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়াও আপনার (দেহবর্ণের) ধবলত্ব অপনীত হয় নাই (৩৯)। হে কুলধনুর

৩৬ পুরাণাদিতে লিখিত আছে অন্ধকাসুর শিবভক্ত ছিল তথাপি দেবতাগণকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি তাহাকে বধ করিয়াছিলেন।

৩৭ ধনদ—(১) ধনদানকারী, পক্ষে (২) কুবের, উগ্র—(১) ক্রুর, পক্ষে (২) শিব। শিব ও কুবেরের সখ্য পুরাণ প্রসিদ্ধ। মেঘদূতে কালিদাস লিখিয়াছেন—"মত্বা দেবং ধনপতিসখং যত্র সাক্ষাদ্বসন্তং" (৭১)।

৩৮ বহু রমণীভোগে আপনার সৌন্দর্য হ্রাস না হইয়া বর্ধিত হইতেছে, ইহাই তাৎপর্য।

৩৯ কুবলয়সন্নিভ নয়না সুন্দরী রমণীগণ আপনাতে নিতান্ত আসক্ত, ইহাই তাৎপর্য।

ইহার একটি অনুরূপ শ্লোক আছে "যত্র যত্র বলতে শনৈঃ শনৈঃ সুভ্রুবো নয়নকোণবিভ্রমঃ। তত্র তত্র শতপত্রধোরণী তোরণীভবতি পুষ্পধন্বনঃ।"

কিং বহসি বৃথা গর্বং প্রিয়োঽহমিতি যোষিতাং নরাধীশ।
কাংক্ষন্তি স্ম মুরারিং ষোড়শগোপীসহস্রাণি ॥৭৭৩॥
কার্পণ্যেন যযাচে মখসময়ে যো বলিং হৃষীকেশঃ।
ন স ভবতি সমো ভবতা দানৈকনিষণ্ণহৃদয়েন ॥৭৭৪॥
ভূমিভৃতামুপরিস্থিত উন্নতয়ে সকল জীবলোকস্য।
দৃষ্টঃ[৫৮] সন্তাপহরো মেঘবদাসারদান[৫৯]দক্ষস্ত্বম্ ॥৭৭৫॥
বহুমার্গো ভদ্রযুতঃ[৬০] কুশস্তিপরো গোত্রভেদকরণ পটুঃ।
গংগাজলপ্রবাহঃ পূজ্যদিশা[৬১] কেবলং তব সমানঃ ॥৭৭৬॥

৫৮ তৃষ্ণা (গ)। ৫৯ ইব বলা ন (গ)। ৬০ [illegible]যুতঃ (গ)।
৬১ পথ্যবশাৎ (খ)।

জনক, (৪০) পুরুষোত্তম আপনি এক হইয়াও বহুকামিনীর হৃদয়ে বাসহেতু বিশ্বরূপ (নারায়ণ) স্বরূপ হইয়াছেন (৪১)। হে নরাধীশ, 'আমি রমণীগণের প্রিয় এই বৃথাগর্ব আপনি কেন করেন? মুরারিকে ষোড়শসহস্রগোপী আকাংক্ষা করিত (তাহা কি অবগত নহেন?) (৪২)। হৃষিকেশ যজ্ঞসময়ে বলির নিকট দীনভাবে দানপ্রার্থনা করিয়াছিলেন সুতরাং তিনিও সর্বদাদানপরায়ণ আপনার তুল্য নহেন (৪৩)। সকল জীবলোকের উন্নতির জন্য ভূভৃৎদিগের শীর্ষস্থ সন্তাপহর মেঘের ন্যায় আপনার 'আসার' (৪৪) দান করিবার দক্ষতা দেখিয়াছি। বহুমার্গ, ভদ্রযুক্ত, কুশস্তিপর, গোত্রভেদ-করণপটু গঙ্গাজলপ্রবাহই কেবলমাত্র পূজ্যত্ববিষয়ে আপনার সমান। আপনিই একমাত্র দোষজ্ঞ যাঁহার দ্বারা

৪০ জনক শব্দে উদ্দীপক ও পিতা। নারায়ণের পক্ষে তিনি প্রদ্যুম্নের জনক এবং রাজপুত্র পক্ষে তিনি কামিনীগণের মদনোদ্দীপক।

৪১ অর্থাৎ পুরুষোত্তম নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ প্রদ্যুম্নের জনক এবং সকলের হৃদয়ে বাস করেন বলিয়া বিশ্বরূপ। এই রাজপুত্র পুরুষদিগের মধ্যে উত্তম ও কামিনীদিগের মদনজনয়িতা এবং অখিল কামিনীগণের চিত্ত অধিবাস করিয়া আছেন বলিয়া ইনিও বিশ্বরূপ হইয়াছেন।

৪২ ইহাতে ব্যঙ্গে ব্যাজস্তুতি করা হইতেছে। এইরূপ অলংকারকে প্রতীপালংকার বলে—"প্রতীপমুপমানস্যোপমেয়ত্ব প্রকল্পনম্। অন্যোপমেয়লাভেন বর্ণ্যস্যানাদরশ্চ তৎ॥ বর্ণ্যোপমেয়লাভেন তথাঽন্যস্যাপ্যনাদরঃ। বর্ণ্যেনান্যস্যোপমায়া অনিষ্পত্তিবচশ্চ তৎ॥ প্রতীপমুপমানস্য বৈয়র্থ্যমপি মন্যতে॥"

৪৩ ইহাতে রাজপুত্রের দানবীরত্ব সূচিত হইতেছে।

৪৪ আসার—(১) ধারাবৃষ্টি, পক্ষে (২) সুহৃদ্দল।

এই শ্লোকে রাজপুত্রকে ভূমিভৃৎ অর্থাৎ নৃপতিদিগের শীর্ষস্থ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও মেঘের ন্যায় 'আসার' অর্থাৎ সুহৃদ্‌বল দানদক্ষ বলা হইয়াছে এবং তাঁহার বহু ব্যবহার রীতি, সুবর্ণ

দুর্ব্যবহারোৎপত্তির্মৌগ্ধ্যপ্রসবো বিবেকিতাপ্রসহঃ[৬২]।
একস্ত্বং দোষজ্ঞঃ কৃতীকৃতো যেন কলিকালঃ ॥৭৭৭॥
সুগতোঽপি নাজিবিমুখো, বৃষধ্বজোঽপি ন বিষাদিতাযুক্তঃ।
উদ্যতশস্ত্রোঽপি রিপৌ কথমসি সন্নাসিকো[৬৩] জাতঃ ॥৭৭৮॥
সন্মণিবনেক[৬৪]ভোগো গুরুভারসহঃ[৬৫] স্থিরাত্মতাস্থানম্[৬৬]।
নরদেব চিত্রমেতদ্যদশেষগুণৈস্ত্বমাশ্লিষ্টঃ ॥৭৭৯॥
প্রকৃতিলঘোর্যেন কৃতা জঘন্যবর্ণস্য গৌরবাপত্তিঃ।
জঘনচপলা যদার্যা স পিংগলস্তে কথং তুল্যঃ ॥৭৮০॥

৬২ বসতিঃ (গ)। ৬৩ সংন্যাসিকো (ক)। ৬৪ সুর্থক (ক)। ৬৫ গুরুকন্তারহঃ (ক)। ৬৬ স্থানে (খ)।

দুষ্টকার্যের জন্মদাতা মূঢ়তাময়, বিবেকাক্ষম কলিকাল সত্যযুগে পরিণত হইয়াছে (৪৫)। আপনি কিরূপে সুগত হইয়াও যুদ্ধবিমুখ হন নাই, বৃষধ্বজ হইয়াও বিষাদিতাযুক্ত নহেন, রিপুর প্রতি উদ্যতশস্ত্র হইয়াও সন্নাসিক হইয়াছেন (৪৬)? হে নরদেব, আপনি সন্মণি, অনেকভোগ, গুরুভারসহ এবং স্থিরাত্মতার আধার হইয়াও অশেষগুণদ্বারা শোভিত হইয়াছেন ইহা বিচিত্র (৪৭)। যিনি লঘুপ্রকৃতি জঘন্যবর্ণকে গুরুত্বদান করিয়া জঘনচপলাকে

অলংকার ধারণ, কুটিলের প্রতি শাঠ্য ও লোকের কুলভেদ করিবার দক্ষতায় তাহাকে বহুমার্গ, ভদ্রযুত, কুস্থতিপর ও গোত্রভেদকরণপটু গঙ্গাজল প্রবাহের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

৪৫ মার্গ—(১) ব্যবহার রীতি, পক্ষে (২) পথ, ভদ্র—(১) কল্যাণ, পক্ষে সুবর্ণ; কুস্থতিপর—(১) কুটিলের প্রতি শাঠ্য, পক্ষে (২) 'কু' অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রসারণপর, গোত্রভেদকরণপটু—(১) অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তি সংকুলজাত বা অসংকুলজাত তাহা বুঝিতে সক্ষম (২) পর্বতভেদদক্ষ।

৪৫ কলিকালে লোকে দুঃশীল, মূঢ় ও অবিবেকী হইয়া থাকে, কিন্তু আপনার ন্যায় দোষজ্ঞ ব্যক্তির শাসনে তাহাদিগের ঐ সকল দোষ দূর হইয়া সত্যযুগের অবতারণা করিয়াছে, ইহাই তাৎপর্য।

৪৬ এই শ্লোকে একাধারে রাজপুত্রকে বুদ্ধ ও শিবের সহিত তুলনা করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে ধর্মপরায়ণ, রণকুশল, সদা প্রফুল্ল ও শোভন নাসিকাযুক্ত বলা হইয়াছে।

সুগত—(১) শোভনমতি, পক্ষে (২) বুদ্ধ; বৃষধ্বজ—(১) ধর্মপ্রধান, পক্ষে (২) শিব; বিষাদিতাযুক্ত—(১) বিষণ্ণতাযুক্ত, পক্ষে (২) বিষ ভক্ষণ করে যে সে বিষাদী তাহার ভাব বিষাদিতা, তাহাতে যুক্ত, সন্নাসিক—(১) সুন্দর নাসিকা যাহার, পক্ষে (২) সন্ন অর্থাৎ প্রতিবন্ধ অসি যাহার।

৪৭ শেষনাগের গুণসমূহ ইঁহাতে বর্তমান অথচ ইনি অশেষ গুণশালী ইহা বলিয়া শ্লেষ, বিরোধ ও ব্যতিরেক তিনটি অলংকার যুগপৎ এই আধায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

যস্ত[৬৭] ন জাতির্নাত্মা নার্থজ্ঞানং ন মানসে প্রশমঃ।
ভবসি ভবসাররত্নং[৬৮] তেনা[৬৯]দ্বয়বাদিনা সদৃশঃ ॥৭৮১॥
তত্রাপি বৃদ্ধিযোগস্তস্মিন্নপি পুরুষগুণগণখ্যাতিঃ[৭০]।
পরিভাষা তত্রাপি ব্যাকরণান্নাতিরিচ্যসে[৭১] তেন ॥৭৮২॥
নির্ব্যাজস্তবনোঽপি ত্যক্তাক্ষেপোঽপি নিরুপমানোঽপি।
সদ্রূপক[৭২]জাতিগুণৈর্নাথ ত্বং গামলংকুরুষে ॥৭৮৩॥

৬৭ কস্য (ক, খ)। ৬৮ সাগর রত্ন (গ), সার রত্ন (ক)। ৬৯ কেন দ্ব (ক)। ৭০ স্তোক্তিঃ (ক)। ৭১ বিচ্যতে (খ)। ৭২ সজ্জাপর (ক)।

আর্যাপ্রদান করিয়াছেন সেই পিঙ্গল আপনার তুল্য হইলেন কিরূপে (৪৮)? যাহার জাতি নাই, আত্মা নাই, অর্থজ্ঞান নাই মনে প্রশম নাই সেই ভবসাগরের রত্নস্বরূপ আপনি অদ্বয়বাদীর তুল্য (৪৯)। আপনাতে বৃদ্ধিযোগ রহিয়াছে, পুরুষ-গুণ-গণ খ্যাতি রহিয়াছে, পরিভাষাও আছে সুতরাং আপনি ব্যাকরণ হইতে অধিক নহেন (৫০)। হে নাথ, ব্যাজস্তুতিরহিত হইয়া, আক্ষেপ ত্যাগ করা সত্ত্বেও,

সন্মণি—(১) সৎলোকদিগের মধ্যে মণিস্বরূপ, পক্ষে (২) ফণায় উত্তম মণিধারী, অনেকভোগ—(১) বহুবিধ সুখভোক্তা, পক্ষে (২) বহুফণাযুক্ত, উরুক্ষমাসহ—(১) পৃথিবী পালন করায়, পক্ষে (২) পৃথিবী ধারণ করায়, স্থিরাত্মতা—(১) ধৈর্য, পক্ষে (২) স্থৈর্য; অশেষ—(১) বহু, পক্ষে (২) শেষ নাগ হইতে ভিন্ন।

৪৮ ছন্দঃশাস্ত্র নির্মাতা ঋষি পিঙ্গল। জঘনচপলা নামক ছন্দ আর্যা নামক ছন্দের জাতির অন্তর্গত। ইহাতে অন্তিম অক্ষর গুরুভারাপন্ন হয় ইহার লক্ষণ যথা "লক্ষ্মৈতৎ সপ্তগণা গোপেতা ভবতি নেহ বিষমে জঃ। ষষ্ঠো জশ্চ নলঘু বা প্রথমার্দ্ধে নিয়ত মার্যায়াঃ॥" ইহাতে বলা হইতেছে আপনি ধর্মনিষ্ঠ সেই হেতু শূদ্রদিগকে উৎকর্ষ দিয়া বর্ণমর্যাদা ভঙ্গ করেন নাই।

প্রকৃতিলঘু—(১) হ্রস্ব, পক্ষে (২) হীনজাতি, জঘন্যবর্ণ—(১) অন্তিম অক্ষর, পক্ষে (২) শূদ্র, গুরুত্ব—(১) গুরুত্ব, পক্ষে (২) উৎকর্ষ, জঘনচপলা—(১) ছন্দঃ বিশেষ, পক্ষে (২) ব্যাভিচারিণী; আর্যাত্ব—(১) ছন্দোজাতি, পক্ষে (২) আর্যাত্ব।

৪৯ আপনি রাজা সুতরাং আপনার জাতি নাই, আত্মা নাই অর্থাৎ কাহারও প্রতি পক্ষপাত নাই, প্রভূত অর্থের অধিকারী সুতরাং অর্থলাভের জ্ঞান বা সুখানুভূতি আপনার নাই, সর্বদা প্রজার চিন্তায় মনে শান্তিও নাই সুতরাং আপনি অদ্বয়বাদী অর্থাৎ বুদ্ধের তুল্য॥

৫০ আপনাতে বৃদ্ধিযোগ অর্থাৎ উৎকর্ষের যোগ রহিয়াছে অর্থাৎ উত্তরোত্তর আপনার গুণোৎকর্ষ লাভ হয়, পুরুষের যে সকল গুণ তৎসমূহের খ্যাতি আপনার আছে, পরিভাষা আছে অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত বাক্য আপনি বলিয়া থাকেন। এদিকে বৃদ্ধিযোগ ('অ' স্থানে 'আ', ই ঈ স্থানে ঐ, উ ঊ স্থানে ঔ, ঋ, ৠ স্থানে আর্ হওয়াকে

অস্ত্যৈব বর্ণ নৈষা দূরালোকোত্তরা[১৩] স্থিতা কাঽপি।
বামো যথৈব শত্রুষু মিত্রেষু তথৈব বামোঽসি ॥৭৮৪॥
পূজয়সি যেন গুরুজনমভিনন্দসি যেন সাধুচরিতানি।
প্রীণয়সি যেন বিপ্রান্ নৃপনন্দন তেন বৃষভস্ত্বম্[১৪] ॥৭৮৫॥
দৈন্যমিদং যচ্ছ্লাঘা ক্রিয়তে তে রক্ষসাঽপি ন সমস্ত্য।
ন স বলমকরোদ্যোষিতি ভবাংস্তু ভুংক্তে প্রসহ্য
রিপুলক্ষ্মীম্ ॥৭৮৬॥

৭৩ দূরালোকান্তরা (ক), ভবেদ্য লোকান্তরা (গ)। ১৪ তেন তেন বৃষলত্বম (গ)।

নিরূপমাণ হইয়াও সদ্রূপক ও জাতি-গুণের দ্বারা গোকে অলংকৃত করুন (৫১)। 'আপনি যেরূপ শত্রুর প্রতি বাম সেইরূপ মিত্রের নিকট বাম' এইরূপ কোন অন্যপ্রকার বর্ণনা অত্যন্ত সাধারণ বলিয়া মনে হইবে (৫২)। আপনি যেহেতু গুরুজনদিগকে পূজা করেন, সাধুচরিত্র ব্যক্তিগণকে অভিনন্দন করেন, বিপ্রগণকে প্রীত করেন, হে নৃপনন্দন, সেইজন্য আপনি বৃষভ। আপনি রাক্ষসেরও (৫৩) তুল্য নহেন, আপনার এই দৈন্য লোকে শ্লাঘার বস্তু বলিয়া মনে করে—সে স্ত্রীলোকের প্রতি বল প্রকাশ করে নাই কিন্তু আপনি রিপু লক্ষ্মীকে বলপূর্বক

বৃদ্ধি বলে), পুরুষ (অর্থাৎ প্রথম, মধ্যম ও উত্তম পুরুষ), গুণ (অর্থাৎ ই ঈ স্থানে এ ইত্যাদি) গণ (ভ্বাদি, অদাদি প্রভৃতি দশবিধ গণ) ও পরিভাষা বা সংজ্ঞা ইত্যাদি ব্যাকরণের অঙ্গ সুতরাং রাজপুত্রের সহিত ব্যাকরণের তুলনা করা হইয়াছে।

৫১ ব্যাজস্তুতি, আক্ষেপ, উপমা, রূপক ও জাতিগুণ অর্থাৎ মাধুর্যাদি কাব্যগুণ গো বা বাক্যের অলংকার। এখানে ব্যাজস্তুতি অর্থাৎ কপট প্রশংসার বিষয়ীভূত না হইয়াও আক্ষেপ অর্থাৎ অপবাদশূন্য হইয়া অতুলনীয় স্বরূপ সম্পন্ন ও ক্ষত্রিয়োচিত গুণালংকৃত হইয়া আপনি পৃথিবী পালন করুন ইহাই তাৎপর্য।

গোঃ শব্দের অর্থ (১) পৃথিবী, পক্ষে (২) বাণী।

৫২ 'বাম' শব্দের অর্থ 'বিরূপ' এবং 'কমনীয়'। এখানে আপনি শত্রুর প্রতি বিরূপ ও মিত্রের নিকট কমনীয়—এই উভয় গুণ এক 'বাম' শব্দের দ্বারা বুঝান হইতেছে সুতরাং এই প্রকার বর্ণনা অসাধারণ তাহাই বলা হইতেছে।

৫৩ রাক্ষস শব্দে রাবণকে বুঝাইতেছে।

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার উপর বলাৎকার করেন নাই, কিন্তু আপনি বল প্রকাশে রিপুর সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে হরণ করিয়া উপভোগ করিতেছেন।

রমণীয়[৭৫] চাটুবচনস্তবনং যল্লাভহেতুরস্মাকম্।
তৎপততি তে স্বরূপে, যামি, নমঃ, সন্তু সৌখ্যানি[৭৬] ॥"৭৮৭॥

শ্রুত্বোত্তরমবদত্তং[৭৭] বন্দিনমভিনন্দ্য সাধুবাদেন।
"আস্স্ব[৭৮] কিমাকুলতা তে, যাস্যসি তুষ্টো ময়া প্রহিতঃ ॥৭৮৮॥

পুনরপি পঠ তদযুগলং গীতিকয়োর্যত্ত্বয়া পুরা[৭৯] পঠিতম্।
কক্ষান্তরিতেন মম স্থিতস্য কুলপুত্রিকারামে[৮০] ॥"৭৮৯॥

"ত্বয়ি বদতি সাধুবাদং বাগিয়মুন্মুদ্রিতা বুধসমাজে।"
অভিধায়েতি পপাঠ ত্রিস্থানবিশুদ্ধনাদেন ॥৭৯০॥

৭৫ লাবণিকা (ক, গ)। ৭৬ তৎপাতি তি স্বরূপে যাঃ নাত. সন্তু সোখ্যানী (খ)। ৭৭ শ্রুত্বানন্তবমবদদ্ (গ)। ৭৮ অস্তি (খ)। ৭৯ গীতিকয়া যৎপুরা (ক) গীতিকয়োর্যৎপুরা (গ)। ৮০ বামে (গ)।

উপভোগ করিতেছেন (৫৪)। আমরা লাভ হেতুই রমণীয় চাটুবাক্যময় স্তুতিবাদ করিয়া থাকি কিন্তু (আপনাকে যাহা বলিলাম) তাহা সমস্তই প্রকৃত, আমি এখন যাইতেছি, নমস্কার, আপনার সর্বপ্রকার সুখলাভ হউক।" ৭৬১—৭৮৭॥

বন্দীর বাক্য শ্রবণান্তর সাধুবাদে অভিনন্দন করিয়া তিনি তাহাকে বলিলেন—

"উপবেশন কর, তোমার চলিয়া যাইবার জন্য এত আকুলতা কেন? (পারিতোষিকাদি লাভে) সন্তুষ্ট হইয়া আমি বলিলে তাহার পর যাইও। আমি পূর্বে কুলপুত্রিকা নামক উদ্যান-বাটিকায় বাস করিবার সময় পার্শ্ববর্তী কক্ষ হইতে যে দুইটী গীতিকা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলে তাহা পুনরায় পাঠ কর।"

"আপনি এই বিদ্বৎ-গোষ্ঠীর মধ্যে আমাকে সাধুবাদ দিতেছেন তাহাতে প্রোৎসাহিত হইয়া আমার বাক্য বিকসিত হইতেছে।"

এই বলিয়া স্মরণ পূর্বক ত্রিস্থান বিশুদ্ধ (৫৫) কণ্ঠস্বরে সে নিম্নলিখিত গীতিকাটী পাঠ করিল—

৫৫ বক্ষ, কণ্ঠ ও শির এই তিনটী স্থান প্রাণ সঞ্চারণ স্থান, যথা—"যদূর্ধ্বং হৃদয়গ্রন্থেঃ কপালফলকাদধঃ। প্রাণসঞ্চরণস্থানং স্থানমিত্যভিধীয়তে॥ উরঃ কণ্ঠঃ শিরশ্চেতি তৎ-পুনস্ত্রিবিধং মতম্।" বিভিন্ন স্থানোদ্ভব স্বরের বিভিন্ন নাম আছে, যথা—"মন্দ্রো বক্ষসি, মধ্যমোঽপ্যথগলে, তারঃ পুনর্মস্তকে, দারব্যাং (বীণায়াং) তু বিপর্যয়াদিহ ভবেত্তারো হ্যধোধঃ ক্রমাৎ।" বক্ষ, শির ও কণ্ঠ হইতে উত্থিত স্বরকে পঞ্চম স্বর বলে, যথা "উরসঃ শিরসঃ কণ্ঠাদুত্থিতঃ পঞ্চমঃ স্বরঃ" (নারদীয় শিক্ষা—১।৫।৬)।

"একা খণ্ডনকুপিতা, বিরসাহন্যা প্রণয়[৮১]ভংগবৈলক্ষ্যাৎ।
কাচিন্নিকটতরাসনমপ্রাপ্য বিভর্তি নির্বেদম্ ॥৭৯১॥
অন্যা কলহান্তরিতা, নবপরিণয়লজ্জয়াঽপরা সহিতা
রমণীগণমধ্যগতঃ স্মরাতুরঃ কিং করোতু বহুজানিঃ ॥"৭৯২॥
(সন্দানিতকম্)

অভ্যুপপত্ত্যববোধকমস্তকচলনং বিধায় বিকৃতভ্রূঃ।
নৃত্যাচার্যমবাদীদেতস্মিন্ কিং নু[৮২] সংগীতম্ ॥৭৯৩॥

৮১ প্রেম (গ)। ৮২ স (গ)।

"খণ্ডন-কুপিতা, কলহান্তরিতা,
প্রণয় ভঙ্গে যুবতী কেহ,
হইয়া লজ্জিতা আছে বিষাদিতা
না পেয়ে পতির আদর স্নেহ।
কোন বা সতীর নিকটে পতির
বসিতে না পেয়ে হয়েছে ক্ষোভ,
নব পরিণীতা অপরা লজ্জিতা
মুখে নাহি কথা মনেতে লোভ।
বহু যার নারী বলিতে না পারি
কেমনে সবার যোগাবে মন,
এ দিকে যে হায় হ'ল মহাদায়
বড় জ্বালা দেয় পোড়া মদন! (৫৬)" ॥ ৭৮৮—৭৯২ ॥

(তাহার পর) ভ্রূভঙ্গি করতঃ (৫৭) অনুগ্রহজ্ঞাপক মস্তক-চালনা করিয়া

---

৫৬ আর্যাদ্বয়ের যথাযথ অনুবাদ এইরূপ—"একজন খণ্ডনকুপিতা, অপরা প্রণয়ভঙ্গহেতু বৈলক্ষ্যবশতঃ বিরসা, কেহ বা নিকটতর আসন না পাইয়া খিন্না হইয়াছে, অন্যা একজন কলহান্তরিতা, অপরা নবপরিণয়হেতু লজ্জাশীলা, এইরূপ রমণীসমূহমধ্যে বহুপত্নীক স্মরাতুর ব্যক্তি কি করিবে?

কবিতা করিতে গিয়া সমস্ত ভাব রাখিয়া দুইটী স্তবকে ইহা করা সম্ভব হয় নাই, কাজেই তিন স্তবকে কবিতা রচনা করিতে হইয়াছে, 'গীতিকাদ্বয়' না বলিয়া 'গীতিকাটি' বলা হইয়াছে।

৫৭ 'বিকৃতভ্রূ' শব্দে 'উৎক্ষেপ' নামক ভ্রূভঙ্গীকে বুঝাইতেছে, ইহার লক্ষণ যথা "ভ্রুবোরুদ্গতিরুৎক্ষেপঃ সমমেকৈকশোঽপি বা।" (ভরত ৮।১১৪) অর্থাৎ একত্র দুই ভ্রূর উৎক্ষেপ বা একের পর অপর ভ্রূর উৎক্ষেপ। ইহা প্রশ্নে কর্তব্য।

অনুগ্রহ বা সান্ত্বনা বুঝাইতে এইরূপ শিরোমুদ্রা করিতে হয়—"শনৈরাকম্পনাদূর্ধ্বমধশ্চাকম্পিতং ভবেৎ। সংজ্ঞোপদেশপৃচ্ছাসু স্বভাবাভাষণে তথা॥ নির্দেশ বাহনেচৈব ভবেদাকম্পিতং শিরঃ॥" (ভরত ৮।১৯-২০)

স উবাচ ততো "বণিজো নেতারো যত্র, যত্র পাত্রাণি[৮৩]।
শাঠ্যায়তনং দাস্যস্তত্র[৮৪] কুতঃ সৌষ্ঠবং নাট্যে ॥৭৯৪॥
কাচিদ্‌বলিনাঽঽক্রান্তা, কাচিন্ন জহাতি কামিনং রুচিরম্।
অন্যা পানকগোষ্ঠ্যাং নয়তি দিনং প্রীতকৈঃ সার্ধম্ ॥৭৯৫॥
নোৎসৃজতি সততমেকা পুরুষাগমনাশয়া গৃহদ্বারম্।
শূলাপালঃ কথয়তি লব্ধোৎকোচো রজস্বলামপরাম্ ॥৭৯৬॥
রংগগতাঽপি ক্ষুদ্রা শৃণোতি যদি[৮৫] পরিচিতং গৃহায়াতম্।
উদ্দিশ্য চাপি কার্যং ব্রজতি ততঃ প্রকৃতমুৎসৃজ্য ॥৭৯৭॥

৮৩ সোবাচ তত্তো বণিগ্ যত্র নেতাপাত্রাণি (ক)। ৮৪ শাঠ্যায়তনং দাস্যাস্ত (ক)। ৮৫ যং (খ)।

তিনি (অর্থাৎ রাজপুত্র) নৃত্যাচার্যকে সেই স্থানে নৃত্যগীতাদি (৫৮) কিরূপ হয় তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন—

"যেখানে বণিকগণ সভা-নায়ক, যেখানে কপটমতি বেশ্যাগণ পাত্র, সেখানে নাট্যে সৌষ্ঠব কিরূপে সম্ভব?"

—কোন বেশ্যা অধিক প্রভুত্বশালী পুরুষের বশীভূতা, কেহ তাহার মনোমত কামীকে ত্যাগ করিয়া আসিতে চাহে না, অন্য কেহ বা ভালবাসার লোকের সহিত পানগোষ্ঠীতে দিন কাটায়, কেহ বা পুরুষের আগমন আশায় কখনও গৃহদ্বার ত্যাগ করে না, আবার অন্য কেহ বা উৎকোচ দ্বারা বশীভূত শূলাপাল (৫৯) কর্তৃক আপনাকে রজস্বলা বলিয়া প্রকাশ করে (৬০); রঙ্গস্থলে গিয়া যদি কোন বেশ্যা শোনে যে পরিচিত ব্যক্তি তাহার গৃহে আসিয়াছে তাহা হইলে সে কোন কার্যের অছিলা

৫৮ মূলে 'সঙ্গীত' শব্দ আছে। সঙ্গীত শব্দে নৃত্যগীত ও বাদ্য তিনটাই বুঝায়, যথা "গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে" (সঙ্গীতরত্নাকর: ১।২১) এবং হেমচন্দ্রে লিখিত আছে "গীতবাদ্যনৃত্যত্রয়ং নাট্যং তৌর্যত্রিকং চ তৎ। সঙ্গীতং প্রেক্ষণার্থেঽস্মিন্ শাস্ত্রোক্তে নাট্যধর্মিকা॥" (২।১৯৩)

৫৯ এস্থানে সভা-নায়ক 'বণিক' এবং পাত্র 'বেশ্যা' ইহাতে নাট্য কিরূপে উত্তম হইবে। সভানায়ক এইরূপ হওয়া আবশ্যক—"শ্রীমান্ ধীমান্ বিবেকী বিতরণনিপুণো গানবিদ্যাপ্রবীণঃ সর্বজ্ঞঃ কীর্তিশালী সরসগুণযুতো হাবভাবেষ্বভিজ্ঞঃ। মাৎসর্যদ্বেষহীনঃ প্রকৃতিহিতসদাচারশীলো-দয়ালুর্ধীরোদাত্তঃ কলাবানভিনয়চতুরোঽসৌ সভানায়কঃ স্যাৎ॥" (অভিনয়দর্পণম্ ১৭) এবং পাত্রের লক্ষণ যথা" তন্বী রূপবতী শ্যামা পীনোন্নতপয়োধরা। প্রগল্‌ভা সরসা কান্তা কুশলা গ্রহমোক্ষয়োঃ। বিশাললোচনা গীতবাদ্যতালানুবর্তিনী॥ পরার্ধ্যভূষাসম্পন্না প্রসন্ন-মুখপংকজা এবং বিধগুণোপেতা নর্তকী সমুদীরিতা॥" (অভিনয়দর্পণম্ ২৩-২৫)

৬০ বর্তমানকালের 'বাড়ীওয়ালী'র ন্যায় প্রাচীনকালে পুরুষে গণিকাগণকে পালন করিত ও তাহাদের উপার্জিত ভাটীর অংশ গ্রহণ করিত।

আ তারুণ্যোচ্ছেদোৎকান্তে দৃষ্টির্যয়া ন্যস্তা।
সামাজিকমধ্যস্থা সা কথমন্যাসু[৮৬] যাতি পরভাগম্ ॥৭৯৮॥
চেতোঽন্তরা ন সত্ত্বং[৮৭], সত্ত্বে সতি চারুতা প্রয়োগস্য।
ন ভবতি সা বেশ্যানাং মদ্যামিষপুরুষনিহিত[৮৮] হৃদয়ানাম্ ॥৭৯৯॥
বয়মপি দেবনিকেতনমনংগহর্ষে গতে ত্রিদিব[৮৯]লোকম্।
আশ্রিতবন্তোঽগত্যা[৯০] তীর্থস্থানানুরোধেন ॥৮০০॥
ইহ তু কদাচিৎ কিঞ্চিদ্বৃত্তিনিরোধাভিশংকয়া নিরুৎসাহাঃ[৯১]।
রত্নাবল্যামেতা বিদধতি করপাদবিক্ষেপম্ ॥৮০১॥

৮৬ কথমন্যা সমুপযাতি (ক, খ)। ৮৭ স সত্ত্বং (ক), চেতোবশিতা সত্ত্বং (গ)। ৮৮ বেশ্যানামন্নাপি পুরুষহৃত (ক); বেশ্যানামন্নাপি পুরুষহৃত (গ)। ৮৯ ত্রিদশ (গ) ৯০ বন্তো গত্বা (ক, খ)। ৯১ হা (ক)।

করিয়া নাট্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; তারুণ্যোচ্ছেদ হইতে যাহার সুন্দর পুরুষ দেখিবামাত্র তাহার প্রতি আসক্ত হওয়ার অভ্যাস হইয়াছে, দর্শকদিগের মধ্যস্থিতা হইয়া সে কিরূপে অপর নটী হইতে ঔৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে (৬২)? মন না দিলে উৎসাহ আসে না এবং উৎসাহ হইলে তবে প্রয়োগের চারুতা হয়, মদ্য, মাংস ও পুরুষে নিবিষ্টচিত্তা বেশ্যাদিগের তাহা হয় না। অনঙ্গহর্ষ (৬৩) ত্রিদিবলোকে গমন করিলে আমরাও তীর্থ স্থানানুরোধে (এই বারাণসীতে) আসিয়া দেবালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। এখানেও বৃত্তিলোপ ভয়ে (৬৪) কদাচিৎ ইহারা কতকটা উৎসাহহীন ভাবে হস্তপদবিক্ষেপ করিয়া রত্নাবলী নাটিকার অভিনয় করিয়া

৬১ উৎকোচদানে গণিকা শূলাপালকে দিয়া রঙ্গাচার্যকে জানাইয়া থাকে যে সে রজঃস্বলা, নাট্যে যোগ দিতে পারিবে না। এদিকে সেই সময়ে সে বিত্তশালী কামীর সহিত রতিরসে নিমগ্ন থাকে।

৬২ দর্শকদিগের মধ্যে সুন্দর পুরুষকে দেখিয়া নটী তাহার প্রতি আসক্ত হওয়ায় তাহার নৃত্যকলা প্রদর্শনের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে সুতরাং সে অপরাপর নটী হইতে ঔৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে পাবে না।

৬৩ মহারাজ হর্ষবর্ধন বিদ্বৎগোষ্ঠীতে 'অনঙ্গহর্ষ' নামে খ্যাত ছিলেন। এইরূপ কালিদাসের নাম ছিল 'দীপশিখা কালিদাস' বা 'ধূমকালিদাস', ভারবির নাম ছিল 'আতপত্র ভারবি' বা 'ছত্রভারবি', মাঘের নাম ছিল 'ঘণ্টামাঘ', বেণীসংহার নাটক রচয়িতা নারায়ণ ছিলেন 'নিশানারায়ণ', বাণভট্ট ছিলেন 'ভুজঙ্গবাণ' ইত্যাদি।

৬৪ বৃত্তিলোপ ভয়ে অর্থাৎ জীবিকা লোপভয়ে বাধ্য হইয়া নাট্যের অনুশীলন করিতে হয়। নচেৎ এস্থানে কলার চর্চা হয় না।

বৎসেশভূমিকাহস্যা ইয়[12]মনুকুরুতে নরেশ্বরবয়স্যম্[13]।
বাসবদত্তাচরিতে[14]প্রয়োগমেষা বিড়ম্বয়তি ॥৮০২॥
উত্তমসাহিত্যবশাচ্ছোভাতিশয়েন মদনুবন্ধেন।
অনয়া প্রসিদ্ধিরাপ্তা সিংহলরাজাত্মজানুকৃতৌ ॥৮০৩॥
বিবিধস্থানকরচনাং[15] পরিক্রমং গাত্রবলন[16]লালিত্যম্।
কাকুবিভক্তার্থগিরো রসপুষ্টিং বাসনাস্থৈর্যম্ ॥৮০৪॥

১২ বৎসেশ্বরভূমিকয়োর্দ্ধয় (ক)। ১৩ বয়স্যঃ (ক)। ১৪ দ্বিতয় (ক)। ১৫ বচনা (ক, খ)। ১৬ চলন (গ)।

থাকে (৬৫)। এই (মেয়েটী) বৎসরাজের ভূমিকা গ্রহণ করে এ নৃপতি-বয়স্তের অনুকরণ করে, আর এ বাসবদত্তাচরিত্রের অভিনয় করিয়া থাকে (৬৬)। শোভার উৎকর্ষের সহিত উত্তমের সমন্বয় হেতু এবং আমার চেষ্টায় এই (নটী) সিংহলরাজপুত্রীর (৬৭) ভূমিকায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বিবিধ স্থানক-(৬৮)

৬৫ যন্ত্রচালিতের ন্যায় অভ্যাসবশে অভিনয় করে ইহাই ভাবার্থ। নাট্যাচার্য বিনয় পূর্বক আপনার পাত্রগণের ন্যূনতা প্রকাশ করিয়াছেন।

৬৬ পূর্বেই বলা হইয়াছে পুরাকালে রমণীগণ নাট্যে পুরুষের ভূমিকা গ্রহণ করিত। ভরত নাট্যশাস্ত্রে লিখিত আছে "ছন্দতঃ পৌরুষীং কুর্যাদ্ভূমিকাং স্ত্রীপ্রয়োগতঃ।" (২৬'৫); "স্ত্রীষুযোজ্যঃ প্রযত্নেন প্রয়োগঃ পুরুষাশ্রয়ঃ। যস্মাৎস্বভাবোপগতো বিলাসঃ স্ত্রীষু দৃশ্যতে।" (২৬।১১-১২); "ধৈর্যৌদার্যেণ সত্ত্বেন বুদ্ধ্যা তদ্বচ্চ কর্মণা। স্ত্রী পুমাংসং ত্বভিনয়েদ্‌-বেষবাক্যবিচেষ্টিতৈঃ।" (১২।১৬৭)। প্রিয়দর্শিকা নাটিকায় তৃতীয় অংকে 'উদয়নচরিত' নামক গর্ভ নাটকের প্রয়োগে 'ততঃ প্রবিশতি গৃহীতবৎসরাজনেপথ্যা মনোরমা।' এবং বৎসরাজের ভূমিকায় তাহার অনুকরণক্ষমতার এইরূপ বর্ণনা আছে "রূপং তন্নয়নোৎসবা-স্পদমিদং, বেষঃ স এবোজ্জ্বলঃ, সা মত্তদ্বিরদোচিতা গতিরিয়ং তৎসত্ত্বমত্যূর্জিতম্। লীলা সৈব, স এব সান্দ্রজলদধ্বানানুকারী স্বরঃ, সাক্ষাদর্শিত এব নঃ কুশলয়া বৎসেশ এবানয়া।" (৩।৭) ভরতও এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন "ব্যাজেন ক্রীড়য়া বাঽপি তথা ভূয়শ্চ বঞ্চনাৎ। স্ত্রীপুংসঃ প্রকৃতিং কুর্যাৎ স্ত্রীভাবং পুরুষোঽপি বা।" (১২।১৬৬)।

৬৭ রত্নাবলী নাটিকার প্রধানা নায়িকা রত্নাবলী সিংহলরাজকন্যা।

৬৮ নৃত্যাভিনয়কালে পদক্ষেপ চতুর্বিধ যথা মণ্ডল, উৎপ্লবন, ভ্রমরী ও চারী। মণ্ডলের মধ্যে স্থানক, আয়ত, আলীঢ, প্রত্যালীঢ়, প্রেংখণ, প্রেরিত, স্বস্তিক, মোটিত, সমসূচী ও পার্শ্বসূচী ইত্যাদি ভেদ আছে। স্থানকের লক্ষণ যথা—"কটিং স্পৃষ্ট্বাঽর্ধচন্দ্রাখ্যপাণিভ্যাং সমপাদতঃ। সমরেখতয়া তিষ্ঠেৎ তৎস্যাৎ স্থানকমণ্ডলম্।" স্থানকের আবার ছয়টী ভেদ আছে যথা সমপাদ, একপাদ, নাগবন্ধ ঐন্দ্রক, গরুড় ও ব্রহ্ম। (অভিনয় দর্পণম্)

সাত্ত্বিকভাবোন্মীলনমভিনয়মনুরূপবর্তনাভরণম্।
মিশ্রামিশ্রে নাট্যে[৯৭] লয়চ্যুতিং বর্ণয়ন্তি[৯৮] মঞ্জর্যাঃ ।৮০৫॥

(যুগলকম্)

এষাঽভিধানকীর্তনগুণিতস্বশরীরকুসুমশররোষা।
সহসোদ্ভিন্নমনোভবভাবদশা সিন্দুবারবিবরেণ ।৮০৬॥
পশ্যন্তী বৎসেশ্বরমন্ককার্যানুকরণভেদপরিমোষম্[৯৯]।
সাধুধ্বনিমুখবাননসামাজিকজনমনঃসু বিদধাতি ॥৮০৭॥

(যুগলকম্)

৯৭ বাচ্যে (গ)। ৯৮ বর্ণয়েচ্চ (ক)। ৯৯ কৃতিবমন্দ-পরিতোষম্ (ক)।

রচনা হেতু পরিক্রম, গাত্রবলনলালিত্য, কাকু (৬৯) দ্বারা ভিন্নার্থবাণী, রসপুষ্টি (৭০), বাসনাস্থৈর্য (৭১), সাত্ত্বিক ভাবের উন্মীলন (৭২), অভিনয়ের অনুরূপ বর্তন (৭৩) ও আভরণ প্রভৃতির দ্বারা মিশ্র ও অমিশ্র নাট্যে (৭৪) মঞ্জরীর লয়চ্যুতি (৭৫) প্রকাশিত হইয়া থাকে। (অভিনয়কালে বৎসরাজের) নামোচ্চারণে (৭৬) ইহার নিজ দেহে মদনাবেগের বৃদ্ধি, সিন্দুবার বৃক্ষান্তরাল

৬৯ শোক ভয় ইত্যাদিতে ধ্বনির বিকারকে 'কাকু' বলে যথা "ভিন্নকণ্ঠধ্বনির্ধীরৈঃ কাকুরিত্যভিধীয়তে।"

৭০ অভিনয়াদিতে বাক্য ও ক্রিয়াদি দ্বারা শৃঙ্গারাদি রসের ভাব ও বিভাবাদি বর্ণনায় তাহার পরিপোষ করিলে তবে তাহাতে সিদ্ধিলাভ হয়।

৭১ অভিনয়ে বাসনা বা ভাবনা দ্বিবিধ—নটনিষ্ঠা ও সামাজিক নিষ্ঠা। নট যখন আপন অভিনয়ে নিজ সত্ত্বা ভুলিয়া যে ভূমিকার অভিনয় করিতেছে তাহার সহিত একাত্মক হইয়া যায় তখন নটের নিষ্ঠাব পরিপূর্তি হয় এবং দর্শকও যখন পারিপার্শ্বিকতা ভুলিয়া অভিনয়োক্ত স্থান ও কালে আপনাকে কল্পনায় লইয়া যায় এবং রঙ্গমঞ্চস্থ পাত্রকে নট না মনে করিয়া ভূমিকার ব্যক্তিকেই মনে করে তখন হয় সামাজিক নিষ্ঠা এই উভয়ের সমন্বয়ে ভাবনাস্থৈর্য বা বাসনাস্থৈর্য সম্পাদিত হয়।

৭২ "স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ। বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয়ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা স্মৃতা।" ইহাই সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ।

৭৩ নাট্যে ভূমিকার অনুরূপ দেহরঞ্জন (painting) এবং আভরণ (make up) করিতে হয়। ৭৪ মিশ্রনাট্য—নৃত্যগীতাদি সমন্বিত নাট্য যথা বিক্রমোর্বশীয়, রত্নাবলী ইত্যাদি এবং অমিশ্র—নৃত্যগীতাদি বর্জিত পাঠ্য নাটক যথা 'মালতীমাধব' 'মুদ্রারাক্ষস' ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে অমিশ্রনাট্যে সূত্রধার দর্শকদিগের মনোরঞ্জনার্থ নিজ ইচ্ছামত নৃত্যগীত সংযোগ করিয়া দিয়া থাকে।

৭৫ লয়ের দ্রুতত্বকে বলে লয়চ্যুতি। "তালমন্তরালবর্তী যঃ কালোঽসৌ লয় ঈরিতঃ।" তালমানকে 'লয়' বলে।

৭৬ রত্নাবলীর প্রথমাংকে বৈতালিক স্তুতিপাঠকালে উদয়নের নামোচ্চারণ করিলে

বৎসপতিমালিখন্তী কামাবস্থাং[100] ক্রমেণ ভজমানা।
বেপথুপুলকস্বেদৈরাবহতি বিসংষ্ঠুলং হস্তম্ ॥৮০৮॥
সদৃশেঽপ্যনুভাবগণে করুণরসং বিপ্রলম্ভতো ভিন্নম্।
দর্শয়তি নিরভিকাংক্ষিতসৌখ্যং নন্নু[101] গোচরাপন্না ॥"৮০৯॥

১০০ স্থা (ক)। ১০১ মুগ্ধবন্ধন (গ)।

হইতে বৎসরাজকে দর্শনকালে (৭৭) সহসা উদ্ভিন্ন মনোভবদশার অভিনয় এত স্বাভাবিক হইয়া থাকে যে দর্শকবর্গ আন্তরিকভাবে ঘন ঘন সাধুধ্বনি করিতে থাকে। ক্রমে স্মরদশার বিবিধ অবস্থা ভোগ করিতে করিতে বৎসরাজের চিত্র অংকন (অভিনয়) (৭৮) কালে বেপথু পুলক ও স্বেদ ইত্যাদি সাত্ত্বিকভাবের উন্মীলনে ইহার হস্ত অস্থির হইয়া পড়ে। অনুভাবে সাদৃশ্য থাকিলেও সংযোগ-সুখাশা-রহিত করুণরস যে বিপ্রলম্ভ হইতে ভিন্ন (৭৯) তাহা সে অভিনয় চাতুর্যে দেখাইয়া থাকে।" নৃত্যাচার্য এইরূপ বাক্যে তাহার গুণপ্রকাশ করিলে সেই

সাগরিকারূপিণী রত্নাবলী সহর্ষে মুখ ফিরাইয়া রাজাকে দেখিয়া বলিল "কহং অঅং সো রাআ উঅঅণো ণাম, জস্‌স অহং তাদেণ দিন্না।"

৭৭ প্রথম অংকে বাসবদত্তা যখন রাজাকে পূজা করিতেছিলেন তখন সাগরিকা সিন্দুবারবৃক্ষের অন্তরাল হইতে তাঁহাকে দেখিতেছিল।

৭৮ রত্নাবলী নাটিকার দ্বিতীয়াংকের প্রথমে সাগরিকার মদনাবস্থার কথা আছে, তখন সে চিত্রফলকহস্তে উদয়নের প্রতিকৃতি অংকিত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিতেছে—"(সাবষ্টম্ভমেকমনা ভূত্বা নাট্যেন ফলকং গৃহীত্বা নিশ্বস্য) জই বি মে অদিসজ্জসেণ বেবদি অঅং অদিমেত্তং অগ্‌গহত্থো তহ বি তস্‌স জণস্‌স অণ্ণো দংসণোবাঅো ণত্থি ত্তি, তা জহা তহা আলিহিঅ ণং পেক্‌খিস্‌সং (ইতি নাট্যেন লিখতি)।"

৭৯ শৃঙ্গাররসান্তর্গত বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের চারিটী ভেদ আছে—যথা পূর্বানুরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ। এবং করুণ নবরসের অন্তর্গত একটি রস। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের করুণ, করুণ রস হইতে ভিন্ন। উভয়ের অনুভাবের পার্থক্য আছে। 'শোক' এই স্থায়িভাব হইতে উৎপন্ন, মৃতব্যক্তিকে আলম্বন করিয়া তাহার গুণাদিতে উদ্দীপিত, রোদনাদিতে অনুভাবিত দৈন্যাদিদ্বারা সঞ্চারিত চিত্তবিধুরতাসম্পন্ন রসই করুণ রস। এবং বিপ্রলম্ভের দশস্মরদশার অন্তিম দশা মরণ তাহার পূর্বাবধি অবস্থাকে বলে বিরহ। এই বিরহ দশায় একের অভাবে অপরে মৃতকল্প হইয়া যে প্রলাপাদি করে তাহাকে করুণ বলে। এই করুণ অবস্থায় নায়ক নায়িকার মিলনের সম্ভাবনা থাকে কিন্তু পূর্বোক্ত করুণরসে তাহা থাকে না। করুণরসের অনুভাব হইতেছে অশ্রুপাত, বিলাপ, পরিবেদন, বৈবর্ণ্য, স্বরভেদ, স্রস্তগাত্রতা, ভূমিপাত, ক্রন্দন, নিঃশ্বাস প্রভৃতি। এবং বিপ্রলম্ভের অনুভাব হইতেছে সন্তাপ, জাগর, কার্শ্য, প্রলাপ, ক্ষামনেত্র, বচোবক্রতা, দীনসঞ্চরণ, অনুকার, লেখলেখন, বাচন, স্বভাবনিহ্নুতি, বার্তাপ্রশ্ন, স্নেহনিবেদন, সাত্ত্বিকানুভবন, শীতপ্রয়োগসেবন, মরণোদ্যম, সন্দেশদান ইত্যাদি।

তস্মিন্নিদর্শতীত্থং[১০২] মঞ্জরিকাং সাভিলাষমবলোক্য।
পস্পর্শ রাজপুত্রঃ কিমসাবিতি[১০৩] বেত্রদণ্ডেন ॥৮১০॥

১০২ অস্মিন্ দর্শয়তীত্থং (ক, খ)। ১০৩ কিমু মামিতি (ক)।

মঞ্জর্যাখ্যানম্ (২)

বুদ্ধাঽথ তস্য ভাবং প্রসারয়ন্[১] যুবতি সংকথাকেলিম্।
ন্যক্কুর্বন্ বারবধূঃ সচিবঃ প্রশশংস বন্ধকীগমনম্ ॥৮১১॥
"দাররতিঃ সন্ততয়ে, ব্যাধিপ্রশমায় চেটিকাশ্লেষঃ।
তৎখলু সুরতং সুরতং কৃচ্ছ্রপ্রাপ্যং যদন্যনারীষু ॥৮১২॥
'সব্যাপারৈকমতেঃ পরচিন্তা নাস্তি মে কদাচিদপি[২]।
পশ্যন্ত্যাস্ত্বামীদৃশমস্য তু মে মানসং ব্যথিতম্ ॥৮১৩॥

১ সংশময়ন্ (ক)। ২ সব্যাপরৈকমতিঃ পরবিত্তার্থা ন কাচিদপ্যস্তি (ক)।

রাজপুত্র মঞ্জরীর প্রতি সাভিলাষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া "এই কি সেই" এই বলিয়া বেত্রদণ্ড দ্বারা তাহার গাত্রস্পর্শ করিলেন (৮০) ॥ ৭৯৩—৮১০ ॥

(২)

অনন্তর রাজপুত্রের সচিব তাঁহার ভাব বুঝিয়া যুবতীদিগের নর্মকেলি বিস্তারিত-ভাবে বর্ণনা করিয়া বারবধূদিগের নিন্দাপূর্ব্বক পরদার গমনের প্রশংসা করিলেন—

"ভার্য্যার সহিত রতি সন্তান লাভের জন্য, (১) বেশ্যাসঙ্গ ব্যাধি প্রশমনের জন্য, (২) পর নারীর সহিত যে কষ্টলব্ধ সুরত তাহা সত্য সত্যই সু-রত (৩)।

[ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাকে পরনারীর প্রতি দূতীর বচনের উদাহরণ দিতেছেন]

'আমি আপন কায লইয়াই ব্যস্ত অপরের কথা কখনও চিন্তা করিনা তবুও

---

৮০ ইহাতে প্রকাশ্যে নিজের অভিজ্ঞান জ্ঞাপন এবং অন্তরে অনুরাগপ্রদর্শন করা হইল।

১ "ভার্যা ধর্মফলাবাপ্ত্যৈ ভার্যা সন্তানবৃদ্ধয়ে।" (কাশীখণ্ড) পুনশ্চ "প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ স্ত্রিয়ঃ প্রিয়শ্চগেহেষু ন বিশেষোঽস্তিকাশ্চন।" (মনু ১।২৬)।

২ অর্থাৎকামবেগ প্রশমনার্থ।

৩ "দূতীগিরো যত্র ন সন্তি বক্রাঃ, পদে পদে দুর্লভতা ন যত্র। সিদ্ধির্নযস্যা নিধিতুল্যলাভা, সা কিং রতির্নাগরয়োঃ সুখায়।" (পুরুষপরীক্ষা ৩১।৭)। পুনশ্চ "অর্থাদৌষধবং কামঃ প্রভুত্বাৎ কেবলং শ্রমঃ। করবৎ স্বেষুদারেষু ত্রয়াদন্যত্র মন্মথঃ।" পুনশ্চ "কন্যাকৌতুকমাত্রকেণ বিধবা সংমর্দমাত্রার্থিনী বেশ্যা বিত্তলবেচ্ছয়া, স্বগৃহিনী-গত্যান্তরাসক্তবাৎ। বাহুতীগমনেককারণবশাৎ পুংভিঃ স্ত্রিয়ঃ সংগমং; শুদ্ধস্নেহনিবন্ধনা পরবধূঃ পুণ্যৈঃ পরৈ প্রাপ্যতে।"

যদি বেদ্মি তস্য বসতিং সামর্থ্যং যদি ভবেত্ততোঽপ্যধিকম্ ।
তদ্‌গত্বা দগ্ধবিধিং লগুড়ৈঃ[3] সংচূর্ণয়াম্যধুনা[4] ॥৮১৪॥
বপুরিদমনুপমমীদৃগ যদি বিহিতং তব কৃশাংগি[5] হত ধাত্রা ।
অনুরূপ[6]রমণবিরহাৎ কিমিতি কৃতং বন্ধ্যজন্মফলম্ ॥৮১৫॥
শৈশবমস্তু জরা বা ব্যাধির্বাহেন্দ্রিয়[7]প্রণাশো বা ।
স্বাকারং তারুণ্যং[8] ন তু কুপতিকদর্থনাগ্রস্তম্[9] ॥৮১৬॥
কেলিঃ প্রদহতি মজ্জাং[10] শৃংগারোঽস্থীনি চাটবঃ প্রাণান্ ।
ন করোতি মনস্তুষ্টিং দানমভব্যস্য গৃহভর্তুঃ ॥৮১৭॥

৩ ন শুভৈঃ (ক)। ৪ সংচূর্ণয়িষ্যামি (গ)। ৫ তেন তে ধাত্রা (ক, খ)।
৬ অধুনাপি (ক)। ৭ ক্ষৈত্রিয় প্রণাশো (খ)। ৮ আকাবাজ্ঞাকণ্যং (ক)।
৯ গ্রহস্তম্ (ক)। ১০ মজ্জঃ (ক)।

আজ তোমার এই অবস্থা দেখিয়া আমার মন ব্যথিত হইয়াছে। যদি পোড়া বিধাতার বাড়ীর সন্ধান পাই আর যদি তাহা হইতে অধিক ক্ষমতা লাভ করি তাহা হইলে এইক্ষণই সেখানে গিয়া লাঠি দিয়া তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলি। হে কৃশাঙ্গি, যদি সেই দুষ্ট বিধাতা তোমার এইরূপ অনুপম দেহ সৃজন করিলেন, তবে তিনি কেন অনুরূপ পতি না মিলাইয়া তোমার জন্মকে নিষ্ফল করিয়া দিলেন (৪)? শৈশব আছে, জরা আছে, ব্যাধি আছে, (হস্তাপদাদি) বাহ্যেন্দ্রিয়ের নাশ আছে (৫) কিন্তু এই সুন্দর দেহসৌষ্ঠব ও তারুণ্য লইয়া যেন কুপতিরূপ (৬) পীড়ার আক্রমণ না হয়। অভব্য গৃহকর্তার কেলি (৭) মজ্জাকে দহন করে, তাহার দানে মনের তুষ্টি সম্পাদন হয় না।—

৪ ইহার অনুরূপশ্লোক "লাবণ্যদ্রবিণব্যয়ো ন গণিতঃ ক্লেশো মহান্ স্বীকৃতঃ স্বচ্ছন্দস্য সুখং জনস্য বসতশ্চিন্তাজ্বরোনির্মিতঃ। এষাঽপি স্বয়মেব তুল্যরমণাভাবাদ্ বরাকী হতা, কোঽর্থশ্চেতসি বেধসা বিনিহিতস্তস্যাস্তনুং তন্বতা।" (বোদ্ধাচার্য ধর্মকীতির শ্লোকের ছায়ারূপ)। বর্তমান আর্যার ছায়া যথা "রূপকলাবিজ্ঞানং শীলং ক্ব তব, ক্ব চায়মীদৃশো ভর্তা। ধিগ্ দৈবমুচিতবিমুখং তারুণ্যং তে বিড়ম্বয়তি।" (রতিরহস্যম্ ১৩।১১)

৫ হস্তপদাদিভঙ্গ বা ছেদন। (খ) পুস্তকে 'ক্ষৈত্রিয়প্রণাশ' শব্দ আছে তাহার অর্থ রাজযক্ষ্মাদি দুরারোগ্য রোগে মৃত্যু।

৬ কুপতির প্রকার সম্বন্ধে রতি রহস্যে লিখিত আছে—"ঈর্ষালুরকৃতবেদী মৃদুবেগঃ শাঠ্যবসতিরবিদগ্ধঃ" কামসূত্রে অযত্নসাধ্যা স্ত্রীর তালিকায় কুপতির স্ত্রী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—"ঈর্ষালু পুতি চোক্ষক্লীব দীর্ঘসূত্র কাপুরুষকুব্জ বামন বিরূপ······দুর্গন্ধি রোগিবৃদ্ধ ভার্যাশ্চেতি (কাঃ সূ ৫।১।৫২)।

৭ 'বিহারে সহ কান্তেন ক্রীড়নং কেলিরুচ্যতে।' (রসরত্নহার ৮০) কেলি দ্বিবিধ বাক্‌কেলি অর্থাৎ বক্রোক্ত্যাদি এবং ক্রিয়াত্মিকাকেলি অর্থাৎ চুম্বনাদি বাহ্যরত।

—কুত আগতাঽসি, কস্মিন্ বেলামিয়তীং স্থিতা, কিমর্থমিতি।
পৃচ্ছন্নস্বস্থমনা জনয়তি গেহী[১১] শিরঃশূলম্ ॥৮১৮॥
যদি ভবতি দৈবযোগাচ্চক্ষুর্বিষয়ঃ[১২] সমুজ্জ্বলস্তরুণঃ।
তত্রাত্মানং ক্ষপয়তি[১৩] জায়াং চ রটন্ গৃহস্বামী ॥৮১৯॥
সবিবাদে পরলোকে জনাপবাদে চ জগতি বহুবাদে।
দৈবাধীনে প্রণয়ে[১৪]ন বিদগ্ধা হারয়ন্তি তারুণ্যম্ ॥৮২০॥
দুর্ভতৃকরাস্ফালনমলিনীক্রিয়মাণশোভমনুদিবসম্।
তুংগমপি পতিতকল্পং স্তনশালিনি তব[১৫] পয়োধরদ্বন্দ্বম্ ॥৮২১॥
পর্যংকঃ স্বাস্তরণঃ পতিরনুকূলো মনোহরং সদনম্।
তুলয়তি ন হি লক্ষাংশং ত্বরিতক্ষণচৌর্যসুরতস্য ॥৮২২॥

১১ রোগী (ক)। ১২ বিষয়ে (গ)। ১৩ ক্লেশয়ন্তি (ক)। ১৪ প্রলয়ে (গ)।
১৫ তৎ (ক, খ)।

কোথা হইতে আসিতেছ? এত বেলা কোথায় ছিলে? কিসের জন্য—এইসব জিজ্ঞাসা করিয়া অস্বস্থমনা গৃহপতি নিজ শিরঃপীড়া জন্মাইয়া থাকে (৮)। যদি দৈবযোগে (নিজগৃহে) কোন রূপবান্ তরুণকে চোখে পড়ে তাহা হইলে গৃহস্বামী ভার্যাকে তাড়না করে ও (তাহাকে পরপুরুষাসক্ত মনে করিয়া) নিজ দেহ ক্ষীণ করিয়া ফেলে। যখন পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে এবং জগতে বহুলোকে বহু কথা বলে সুতরাং প্রণয় দৈবাধীন ও জনাপবাদের মূল্য নাই মনে করিয়া বুদ্ধিমতী নারী তাহার যৌবন বিফলে নষ্ট করে না (৯)। প্রত্যহ কুৎসিৎ পতির করবিমর্দনে শোভা মলিন হওয়ায় হে চারু কুচশালিনী তোমার পয়োধর যুগল তুঙ্গ হইলেও পতিত-কল্প (১০)। পালংক, সুন্দর শয্যা, অনুকূল পতি, মনোহর গৃহ, সমস্তই ত্বরায় সম্পাদিত চৌর্য-সুরতের লক্ষাংশের সহিত তুলনীয় নহে (১১)।

৮ স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী মনে করিয়া দুশ্চিন্তায় শিরঃপীড়া ঘটাইয়া থাকে। এইরূপ পতি পরিত্যাজ্য ইহাই তাৎপর্য যথা "অসহ্যং হি যোষিতামনঙ্গশরনিষঙ্গীভূতচেতসামনিষ্টজন-সংবাসযন্ত্রণাদুঃখম্।" (দশকুমার চরিতম্ ৬।৩)

৯ অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হইলে পরলোকে নরক ভোগ করিতে হয় এই যে বিশ্বাস তাহার মূলে রহিয়াছে পরলোক। সে সম্বন্ধেই পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ। আর ইহলোকে জনাপবাদ? সে সম্বন্ধে তো বহুলোকের বহুমত সুতরাং প্রণয় তো দৈবাধীন তাহাতে তো কাহারও হাত নাই অতএব যৌবনকাল বিফলে নষ্ট করা বুদ্ধিমতীর কার্য নহে।

১০ উন্নতত্ব স্তনের গুণ ও পতিতত্ব তাহার দোষ। অনুরাগের অভাবে কুপতি কর্তৃক স্তনমর্দন ও তাড়নাদি পতিতবৎ অর্থাৎ ধর্মভ্রষ্টবৎ বা মহাপাতকীবৎ শোচনীয় ইহাই তাৎপর্য।

১১ কথিত আছে "অপথ্য ভোগেষু যথাঽঽতুরাণাং স্পৃহা, যথাঽর্থেষ্বতিদুর্গতানাম্।

সহসা সংকটবর্ত্মন্যবিতর্কিতসংমুখাগতেনাপি।
অভিলষিতেনোদ্‌ঘৃষ্টকমনল্প[16]শুভকর্মণা লভ্যম্ ॥৮২৩॥
প্রীতিঃ কিল নিরতিশয়া স্বর্গঃ[17] পরলোকচিন্তকৈর্গদিতঃ[18]।
তস্যাস্তু জন্মলাভো হৃদয়েপ্সিতপুরুষসংযোগাৎ ॥৮২৪॥
অতটস্থস্বাদুফলগ্রহণব্যবসায়নিশ্চয়ো যেষাম্।
তে শোকক্লেশরুজাং কেবলমুপযান্তি পাত্রতাং মন্দাঃ ॥৮২৫॥
কিং প্রতিকূলা গ্রহগতিরুত পরিণতমাত্ম[19]দুশ্চরিতম্।
স্বানুষ্ঠানাভ্যসনং[20] কিং বা তস্যাত্মযোনিহতকস্য ॥৮২৬॥

১৬ নস্ত (ক)। ১৭ নেতুঃ (ক)। ১৮ দিতা (ক)। ১৯ মন্মজন্ম (গ)। ২০ ব্যসনং (ক)।

সহসা সংকীর্ণপথে অকস্মাৎ সম্মুখাগত অভিলষিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত উদ্‌ঘৃষ্টক (১২) আলিঙ্গন লাভ অল্প তপস্যার ফল নহে। পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহারা চিন্তা করিয়া থাকেন তাঁহারা বলেন নিরতিশয় প্রীতিই স্বর্গ এবং মনোমত পুরুষসংসর্গে তাহা লাভ হইয়া থাকে। যে সকল মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি নদী স্রোতে ভাসমান সুমিষ্ট ফল গ্রহণ করিবার প্রযত্নে কৃতনিশ্চয় তাহারা কেবল শোক, ক্লেশ ও রোগভোগ করিয়া থাকে (১৩)।' ॥৮২১-৮২৫॥

[অনন্তর কিরূপে দূতী নায়িকাকে দেখিয়া মদনাহত কোন যুবার অবস্থা তাহার নিকট বর্ণনা করে তাহা বলিতেছেন]

'হয়ত গ্রহগতি প্রতিকূল, অথবা নিজের দুষ্কৃতির ফল, কিম্বা দুষ্ট বিধাতার খেয়ালের খেলা, যাহার ফলে সেই বেচারী মনে মনে তোমার সহিত একাত্মা হইয়া

পরোপতাপেষু যথা খলানাং, স্ত্রীণাং তথা চৌর্য্যরতোৎসবেষু।" এই আর্য্যার অনুরূপ আর্য্যা যথা—"সুখশয্যা তাম্বূলং বিশ্রব্ধাশ্লেষ চুম্বনাদীনি। তুলয়ন্তি ন লক্ষাংশং ত্বরিতক্ষণচৌর্য-সুরতস্য।" (কুটলায়াঃ)

১২ "উৎসবে দেবযাত্রায়াং মহাতিমির সংকুলে। বিজনে স্থানকে বাঽপি গচ্ছতোশ্চ পরস্পরম্। অঙ্গাঙ্গঘর্ষণং নাতিচিরকালং (তু যদ্ ভবেৎ)। (তদ্) দ্ ঘৃষ্টকমিত্যাহ বাৎস্যায়ন মহামুনিঃ।" (রতিরত্ন প্রদীপিকা ১৪।৭৪-৭৫)

১৩ অনভিমুখচিত্তবৃত্তিসম্পন্না যুবতী স্ত্রীকে উপভোগ করিতে যে ব্যক্তিকৃতনিশ্চয় সে মূর্খ কারণ প্রেমরহিতা স্ত্রীকে উপভোগ করিতে চেষ্টা করিলে আনন্দলাভের পরিবর্ত্তে শোকাদি লাভ হয়। এই দুই আর্য্যার উদ্দেশ্যে হইতেছে, তোমার পতি কুপতি সুতরাং তাহার প্রতি তোমার প্রীতি নাই সুতরাং তাহার সঙ্গমে সুখলেশও নাই সেইজন্য তোমা হইতে তাহার শোকাদি প্রাপ্তি হয় উভয়ের কাহারও সুখ হয় না সুতরাং সুখ প্রাপ্তির জন্য তোমার এমন এক ব্যক্তির সহিত সঙ্গত হওয়া উচিত যে তোমাতে অনুরক্ত।

যেন তপস্বী স২১যুবা স্তৌতি২২ সমীরং ত্বদংগসংস্পৃষ্টম্।
ত্বৎপাদাক্রান্তভুবে স্পৃহয়তি ককুভং ত্বদাশ্রিতাং২৩ নমতি ॥৮২৭॥
ধ্যায়তি যুষ্মদ্রূপং২৪ ত্বন্নামকবর্ণ২৫মালিকাং জপতি।
একাত্মী২৬কৃতচেতাস্ত্বদংগতঃ সৌখ্যসিদ্ধিমভিকাংক্ষন্ ॥৮২৮॥
(অন্তর্ঘুগলকম্২৭)
উৎসৃজ্যসকলকার্যং তির্যগ্২৮গ্রীবং বিলোকয়ন্ ভবতীম্।
কুরুতে গৃহাগ্ররথ্যাং যাতায়াতৈঃ শতাবর্তাম্ ॥৮২৯॥
'দৃষ্টোঽসি তয়া সুচিরং গেহাভ্যাশে পরিভ্রমনস্পৃহয়া।
সন্দেশ এষ দত্তঃ প্রাভৃতমেতত্তয়া দত্তম্২৯ ॥৮৩০॥

২১ ববস্ত্রীমু (ক)। ২২ স্পৃশতি (খ)। ২৩ ত্বদীপ্সিতাং (ক)। ২৪ চ ত্বদ্রূপং খ)। ২৫ মন্ত্র (ক)। ২৬ একাগ্রী (গ)। ২৭ অন্তর্বিশেষকম্ (গ)। ২৮ উৎসৃষ্টসর্বকার্যস্তির্যগ্‌গ্রীব' (গ)। ২৯ তব প্রহিতম্ (গ)।

তোমার দেহ হইতে সুখ লাভের আকাংক্ষা করিয়া তোমার অঙ্গস্পৃষ্ট সমীরণকে স্তুতি করিতেছে, যেস্থানে তোমার চরণ পড়িয়াছে সেই ভূমিতে (বিচরণের) চেষ্টা করিতেছে, যে যে দিকে তুমি (কার্যবশে) গমন কর সেই সেই দিকে (তোমার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া উদ্দেশ্যে) প্রণাম করে (১৪)। তোমার রূপ ধ্যান করে, তোমার নামের অক্ষরগুলি জপ করে (১৫)। সকল কার্য পরিত্যাগ করিয়া গ্রীবা বক্র করিয়া তোমাকে দেখিতে তোমার গৃহ সম্মুখস্থ পথে পুনঃ পুনঃ আবর্তনে তাহাকে শত আবর্তময় জলাশয় তুল্য করিয়া ফেলে (১৬)।' ॥ ৮২৬ ৮২৯ ॥

[অনন্তর দূতী কিরূপে নায়কের নিকট নায়িকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া নিজ দৌত্যের উপসংহার করে তাহা বলিতেছেন]

'সে তোমাকে তাহার গৃহসমীপে ভ্রমণ করিবার সময় দীর্ঘকাল ধরিয়া সাভিলাষে দেখিয়াছে এবং তাম্বুলাদি উপহার সহ এই সংবাদ দিয়াছে যে—সে গৃহ হইতে বাহির

১৪ এখনও পর্যন্ত তোমার সমাগম লাভ না হওয়ায় তোমার প্রসন্নতার জন্য তোমার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে যাহাতে তোমার সহিত সমাগম লাভ হয়।

১৫ লোকে যেমন দেবতার প্রীতির জন্য ইষ্টমন্ত্র জপ করে সেও তোমার প্রীতির জন্য তোমার নামের অক্ষরগুলি জপ করে।

১৬ পথ জলাশয় তুল্য হইল ইহা কিরূপে সম্ভবে? তোমার প্রতি তাহার ভালবাসা এত অধিক যে অসম্ভবও সম্ভব হয়। অমরুশতকে অনুরূপ একটী শ্লোক আছে—"চক্ষুঃ প্রীতিপ্রসক্তে মনসি, পরিচয়ে চিন্ত্যমানাভ্যুপায়ে, রাগে যাতেঽপ্যতিভূমিং বিকসতি সুতরাং গোচরে দূতিকায়াঃ। আস্তাং দূরে স তাবৎসরভসদয়িতালিঙ্গনানন্দলাভ স্তদ্‌গেহোপান্ত রথ্যা ভ্রমণমপি পরাং নির্বৃতিং সন্তনোতি।" (১০০)।

শুষ্যতি সাহলভমানা ভবৎকৃতে বেশ্মনির্গমাবসরম্ ।
ইতি চতুর শঠস্ত্রীভির্বিলুপ্যতে ত্বদপদেশেন ॥৮৩১॥

(অন্তর্যুগলকম্)

কিং বা কথিতৈরধিকৈরস্থানাবিষ্টচেতসস্তস্যাঃ ।
অনুতিষ্ঠ যথাযুক্তং ত্বত্তো নাশশ্চ[৩০] জীবরক্ষা চ' ॥৮৩২॥

(দূতীবচনং মহাকুলকম্)

কুলপতনং জনগর্হাং নরকগতিং প্রাণিতব্য সন্দেহম্ ।
অংগীকরোতি তৎক্ষণমবলা পরপুরুষমভিযান্তী ॥ ৩৩॥
স তু লিখতি দাসপত্রং ত্যজতি কুটুম্বং দদাতি সর্বস্বম্[৩১] ।
যাবন্ন ভবতি পুরতঃ পরযুবতিঃ প্রোজ্ঝিতাবরণা ॥৮৩৪॥
দৃষ্টং যদ্দ্রষ্টব্যং ব্যপযাতং কৌতুকং বিদিতমন্তঃ ।
ইতি যাতি মনসি কৃত্বা বিহিতবিধেয়স্ততস্তূর্ণম্ ॥৮৩৫॥

৩০ শোভা শঠ (ক)। ৩১ সর্বংচ (ক)।

হইবার অবসর না পাইয়া তোমার বিরহে শুকাইতেছে, হে চতুর, সে শঠ রমণীগণের (১৭) কৌশলে (তোমার সহিত মিলিতে না পারিয়া) মরিতে বসিয়াছে।' কি আর অধিক বলিব সে অপাত্রে হৃদয় ন্যস্ত করিয়াছে, তুমি যাহা উপযুক্ত মনে কর তাহাই কর। তোমার উপরেই তাহার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে।'" ॥ ৮৩০-৮৩১ ॥

[অনন্তর সচিব পরকীয়ারতিতে আসক্ত স্ত্রী-পুরুষের চেষ্টা ও কার্যাদি বর্ণনা করিতেছেন]

"অবলা যখন পর পুরুষের অভিগমন করে সেইক্ষণেই সে কুল হইতে পতন, জননিন্দা, নরকগতি ও জীবন নাশের আশংকা (১৮) অঙ্গীকার করিয়া লয়। পরদারাসক্ত পুরুষও যাবৎ পরযুবতী তাহার সম্মুখে ত্যক্তাবরণা (১৯) না হয় তাবৎ সে দাসখৎ লিখিয়া দেয়, কুটুম্বগণকে ত্যাগ করে ও সর্বস্বদান করে। তাহার পর কার্যসিদ্ধি হইলে—যাহা দ্রষ্টব্য তাহা দেখা হইয়াছে, মনে যে কৌতূহল ছিল তাহার

১৭ ননন্দৃ যাতৃ প্রভৃতি অথবা তুমি শঠরমণী অর্থাৎ গণিকাগণের প্রতি আসক্ত হওয়ায় তাহাদের কৌশলে তোমার সহিত মিলিতে পারিতেছে না।

১৮ কুলপতি কর্তৃক নিহত হইবার আশংকা।

১৯ বিবৃতজঘনা।

সাঽপি চ্ছিন্না চ্ছোটনগৃহীতমুক্তা বিলোকয়ন্ত্যাশাঃ।
বিশতি গৃহং সন্ত্রস্তা সর্বত্ত আশংকিতা সবৈলক্ষ্যম্ ॥৮৩৬॥
নবচারিত্রভ্রংশা স্বরচিতকুলটোদিতেষু নো নিপুণা।
পৃষ্টা 'ক্ব গতাসি ত্বং' 'ন ক্বচিদিতি' সংভ্রমাদ্‌ব্রূতে ॥৮৩৭॥
মিত দোষে বহুরোষাঃ[৩২] পুরুষা অপি চপলকৌতুকপ্রায়াঃ[৩৩]।
ত্বং চ গ্রহণে লগ্না কার্যবিমূঢ়াঽত্র তিষ্ঠামি ॥৮৩৮॥
ইতি দোলায়িতহৃদয়া স্থিরীকৃতাঽভ্যস্ত[৩৪]কর্মণা দূত্যা।
দৃষ্টেতি[৩৫] শংকমানা পদেপদে চলতি পর্ণেঽপি ॥৮৩৯॥

৩২ এ তে দোষা বহবঃ (গ)। ৩৩ কৌতুকাঃ প্রায়ঃ (গ)। ৩৪ স্বস্ত (ক)। ৩৫ দৃষ্টাভি (ক)।

নিবৃত্তি হইয়াছে—ইহা মনে করিয়া শীঘ্র তথা হইতে চলিয়া যায় (২০)। সেই পুংশ্চলীও অল্পকালমধ্যে পরপুরুষ কর্তৃক উপভুক্তা ও ত্যক্তা হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে সকল লোক হইতে আশংকিত ও সন্ত্রস্তা হইয়া সলজ্জে গৃহে প্রবেশ করে। নূতন চরিত্রভ্রংশে সে কুলটাসুলভ স্বরচিত বাক্যে (২২) নিপুণা না হওয়ায় যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—'কোথায় গিয়াছিলে?'—সে সসম্ভ্রমে উত্তর দেয়—'কোথাও না।' "॥৮৩২—৮৩৭॥

[ইহার পর সচিব পরকীয়া নায়িকার অভিসার হইতে আরম্ভ করিয়া রতি সম্ভোগ পর্যন্ত বর্ণনা করিতেছেন]

" 'চপল কৌতুকে অভ্যস্ত (২৩) পুরুষেরাও অল্পদোষে অধিক রুষ্ট হয় এবং তুমিও (লজ্জাবশতঃ) অভিসারে যাইতে হঠতা প্রকাশ করিতেছ ইহাতে আমি কি করিব ঠিক পাইতেছি না' (২৪), দূতী এইরূপে তাহার অভ্যস্ত কার্যে তাহার দোলায়িত চিত্তকে স্থির করিলে সে (অভিসার কালে) চলিতে চলিতে পদে পদে

২০ বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতায় মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র ইহার ছায়ানুরূপ একটি শ্লোক লিখিয়াছেন—"দৃষ্ট্বা বিবসনাং বৃত্তকর্তব্যঃ সর্বথা জনঃ। ভুজপঞ্জরনির্মুক্তঃ শুকবৃত্ত্যা পলায়তে।"

২১ মূলে আছে 'ছোটন গৃহীতমুক্তা'। ছোটন শব্দের অর্থ চুটকী অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা কৃত ধ্বনি ইহাতে অল্পকাল সূচিত করে। অর্থাৎ এক চুটকী সময়ের মধ্যে উপভুক্তা ও ত্যক্তা ইহাই ভাবার্থ।

২২ যে নারী পরপুরুষ সংসর্গে অভ্যস্তা সে কপটতায় পটু। নূতন পরপুরুষগামিনীর সে বিষয়ে পটুতা নাই। পরকীয়াগুণের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে "মৃষোক্তিঃ সাহসং চৈব গোপনং চ প্রতারণম্। সংকেত চেষ্টা চাতুর্যং পরকীয়গুণা মতাঃ।" (মন্দারমরন্দচম্পূ)

২৩ অর্থাৎ frolicsome বা স্ফূর্তিবাজ পুরুষেরাও অল্পদোষে অধিক রুষ্ট হয়।

২৪ দূতী বলিতেছে যে নায়ক চপলকৌতুক প্রায় বটে কিন্তু অন্য পুরুষের মত সেও

অনুদিক্ষু বিক্ষিপন্তী মুহুর্মুহুশ্চকিত[৩৬]তরলিতে নেত্রে।
প্রাপ্তা সংকেতভুবং শতগুণিতমনোরথাকৃষ্টা ॥৮৪০॥
ভয়শৃঙ্গারব্রীড়ামিশ্রীভূতানু ভাবসন্দোহম্[৩৭]।
জনয়ন্তী লোলাংশুকদৃষ্টাংসকুচনাভিঃ ॥৮৪১॥
নীবীশ্লথনারম্ভং[৩৮] নিরুন্ধতী ন ন ন[৩৯] যামি যামীতি।
নিভৃতা[৪০]স্ফুটাভিধানৈঃ পল্লবয়ন্তী স্মরস্য কর্তব্যম্ ॥৮৪২॥
নয়তীবান্তর্বিলয়ং[৪১] সংগ্রসমানেব সর্বগাত্রাণি।
যং[৪২] শ্লিষ্যতেঽঙ্গযোষা তিক্তং তস্যামৃতং পুরতঃ ॥৮৪৩॥

(নায়িকাবচনমহাকুলকম্)

৩৬ পদে পদে চকিত (ক)। ৩৭ সন্দেহম্ (ক)। ৩৮ বন্ধে (ক)। ৩৯ তং ন (ক), কিতব (খ)। ৪০ নিভৃতা (ক)। ৪১ বালেবিনয়ং (ক)। ৪২ সং (ক, খ)।

পত্রের শব্দে শংকিতা হইয়া (২৫) মনে করে বুঝিবা কেহ (তাহাকে) দেখিয়া ফেলিল। বারংবার চতুর্দিকে চকিতভাবে তরলিত নয়ন বিক্ষেপ করিয়া শতবার আবর্তিত মনোরথ কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া সংকেত স্থলে উপনীত হয়। সরভসে আগমনের ফলে তাহার বসনলোল হওয়ায় প্রিয়কে (আপন) অংসদেশ, কুচযুগল ও নাভিদেশের কিয়দংশ দেখাইয়া ও কিয়দংশ না দেখাইয়া ভয়, শৃঙ্গার ও ব্রীড়া মিশ্রিত অনুভাব সকল (২৬) প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রিয় নীবীবন্ধ মোচন করিতে আরম্ভ করিলে (২৭) তাহার হস্তরোধ করিতে করিতে 'না-না-না—আমি যাই, আমি যাই' এইরূপ স্বল্পাক্ষর অস্ফুট বাক্যে (তাহার) সুরতাভিলাষ বর্ধিত করে (২৮)। আপনার মধ্যে যেন লীন করিয়া ফেলিবে,

---

অন্যদোষে ক্রুদ্ধ হয় আমার বিলম্ব দেখিয়া সে আমার প্রতি রুষ্ট হইবে। তুমি এ সময় যাইতে মনঃস্থির করিতে পারিতেছ না, হঠতা করিতেছ ইহাতে আমার সমূহ বিপদ আমি কি করিব ঠিক পাইতেছি না।

২৫ "গীতগোবিন্দে শ্রীরাধার সখী তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত দামোদরের অবস্থা বর্ণনা করিতেছিলেন তাহাতে ইহারই ন্যায় ধ্বনি আছে "পততিপতত্রে বিচলতি পত্রে শংকিত ভবদুপযানম্।"

২৬ ভ্রূভঙ্গ প্রভৃতি ভাবব্যঞ্জক চেষ্টা।

২৭ অর্থাৎ বাহ্য সম্ভোগের পর রতারম্ভ সময়ে নীবী মোচন করিতে উদ্যত হইলে। রতিরহস্যে লিখিত আছে "অলিকচিবুকগণ্ডং নাসিকাগ্রং চ চুম্বন্ পুনরুপহিতসীৎকং তালুজিহ্বাং চ ভূয়ঃ স্ফুরিতলিখিতনাভীমূলবক্ষোরুহোরুঃ শ্লথয়তি ধৃতধৈর্যঃ ক্ষোভয়িত্বাঽথ নীবীম্।" (১০।৩)

২৮ "পদ্মাঙ্গনানাং সুরতাভ্যসুজ্ঞা মন্দোদিতা এব নিষেধবাচঃ" (মুকুন্দানন্দভাণম্ ১৩০)

"ন কৃতং তব রহসি পুরো বাষ্পাবৃতকণ্ঠকুণ্ঠয়া[৪৩] বাচা।
গেহস্বামিতিরস্কৃতিনিষ্পাদিতদুঃখবেগনির্বহণম্‌ ॥৮৪৪॥
উপধানীকৃত্য ভুজাবন্যোন্যং নির্বিশংকমাবাভ্যাম্‌।
সংবলিতোরু[৪৪] ন সুপ্তং শিথিলাংগং রতিবিমর্দখিন্নাভ্যাম্‌ ॥৮৪৫॥
আত্মগৃহাদানীতং প্রচ্ছাদ্য স্বাদু ভোজনং বিজনে।
স্বকরেণ ময়া দত্তং নিবৃতহৃদয়েন নাশিতং ভবতা ॥৮৪৬॥
ন কৃতা চরিত্ররক্ষা ন চ ভুক্তং ত্বচ্ছরীরমপযন্ত্রম্‌[৪৫]।
দৃষ্টাদৃষ্টভ্রষ্টা ক্ব যামি কিং বা করোমি দুর্জাতা ॥৮৪৭॥
অবগুণ্ঠনবিনয়রতিং[৪৬] স্বৈরালাপং চ মন্দসঞ্চারম্‌।
সম্প্রতি মম পাপায়াঃ করপিহিতমুখা হসন্তি তত্ত্বজ্ঞাঃ ॥৮৪৮॥

৪৩ বা তো বা বিবৃতকম্পয়া (ক); বা ব্যাবৃত্য...(গ)। ৪৪ সংবলিতো (ক)। ৪৫ মচ্ছরীব পর্যন্তম্‌ (ক)। ৪৬ নয়বিবর্তিং (ক), বিনয়রতী (গ)।

যেন সমস্ত দেহ গ্রাস করিয়া ফেলিবে এইরূপভাবে পরদারা (তাহার প্রণয়ীকে) যে আলিঙ্গন করে—তাহার নিকট অমৃত তিক্ত।" ॥ ৮৩০—৮৪৩ ॥

[ইহার পর রাজপুত্রের সচিব প্রণয়ীর প্রতি পরদারার প্রণয় ও শোকগর্ভ বচনের উদাহরণ দিতেছেন]

"'তোমার নিকট বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গৃহস্বামীকৃত তিরস্কার হেতু দুঃখের কথা বলিবার নির্জন অবসর পাই নাই অথবা রতিবিমর্দে শ্রান্ত হইয়া আমরা দুজনে পরস্পরের বাহু উপাধান করিয়া শিথিল অঙ্গে উরু দ্বারা পরস্পরের উরু বেষ্টন করিয়া নিঃশংকে শয়ন করি নাই (২৯)। নিজ গৃহ হইতে স্বাদু ভোজন সামগ্রী গোপনে অঞ্চলে ঢাকিয়া লইয়া আসিয়া নির্জনে সুখিত হৃদয়ে স্বহস্তে তোমাকে খাওয়াই নাই। (কি আর করিলাম) নিজ চরিত্র রক্ষাও করিলাম না অথবা অপ্রতিবন্ধে তোমার দেহভোগও করিলাম না (৩০)। দুর্ভাগিনী আমার ইহকাল পরকাল উভয়ই গেল। কোথায় যাই কি-ই বা করি। যাহারা (আমাদের প্রেমের কথা) জানে তাহারা আমাকে পাপীয়সী মনে করিয়া সম্প্রতি

পুনশ্চ "কামং নিয়মবামস্য স্বাধীনানভিলাষিণঃ। প্রায়েণবর্ধতে জন্তোর্নিষেধেনাধিকা দরঃ।" (বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ১২।২০)। পুনশ্চ "ননেতি সমুৎকম্পিতরসনাংশুক-কর্ষণে। গচ্ছামি মুঞ্চ মুঞ্চেতি কণন্তী কম্পনেপ্সিতা।" (বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা ৮১।১৩৬)

২৯ "ব্যামিশ্রৈকৈকবাহু প্রবলিত পৃথুলৈকৈকচারুরুকাণ্ডং দষ্টাদষ্টাধরোষ্ঠং দরশিথিল-তনু প্রেমমালিঙ্গ্যকান্তাঃ।" শশ্বনিঃশ্বাসবেগস্ফুরিতগুরুকুচদ্বন্দ্বসংঘৃষ্টবক্ষাঃ শ্রান্তঃ শেতে রতান্তে সুখমিহ সুকৃতী লীলয়া কামিলোকঃ।" (মুকুন্দানন্দভাণম্‌)

৩০ অর্থাৎ নিঃশংকে তোমার সহিত রতি উপভোগও করিলাম না।

যাসামাসীৎসখ্যং ময়া সমং সমবয়ঃকুলস্ত্রীণাম্।
তা বারয়ন্তি মত্তঃ কুসঙ্গ ইতি৪৭তন্নিয়ন্তারঃ ॥৮৪৯॥
ধিগ বাদান্ পরিজনতঃ সহমানাহ্নমুত্তরা হ্যধোবদনা৪৮।
তিষ্ঠামি নিরভিমানা নিজনির্মিতদোষদৌর্বল্যাৎ ॥৮৫০॥
সদ্ভির্বিধীয়মানং প্রসংগপতিতং পতিব্রতাস্তবনম্।
হৃদয়েন দূয়মানা মূঢ়া সীদামি শৃন্বন্তী ॥৮৫১॥
আসন্ন উপবিশন্তীং মাং দাক্ষিণ্যান্নিয়ন্তু৪৯মসমর্থাঃ।
অন্যোন্যমীক্ষমানা জ্ঞাতিজনাঃ সংকুচন্তি ভুঞ্জানাঃ ॥৮৫২॥
প্রকটীকৃতা ত্বয়ৈব৫০ ক্ষণমাত্রমমুঞ্চতা গৃহোপান্তম্।
অস্মাসু দৃশং মগ্নাং৫১ প্রেমস্নিগ্ধামনু৫২দ্ধরতা ॥৮৫৩॥

৪৭ কুসঙ্গতিং (ক)। ৪৮ মুহুরথাপ্যধোবদনা (ক); মন্যুরোধনতবদনা (গ)। ৪৯ মন্দাক্ষা মাং নিষেদ্ধু (গ)। ৫০ স্তয়ৈবং (ক, গ)। ৫১ অস্মানস্তদৃশাং মধ্যে (ক)। ৫২ নন্নু (ক)।

আমার অবগুণ্ঠন, বিনয়, প্রীতি, স্বৈরালাপ, মন্দগতি (৩১) সমস্ত কার্যেই মুখে হাত দিয়া হাস্য করে। যে সমস্ত সমবয়স্কা কুলস্ত্রীদিগের সহিত আমার সখীত্ব ছিল তাহাদিগকে তাহাদিগের অভিভাবকেরা কুসঙ্গ বলিয়া আমার সহিত মিশিতে দেয় না। নিজকৃতদোষের দৌর্বল্যহেতু পরিজনদিগের ধিক্কারের কোন উত্তর না দিয়া অধোবদনে নিরভিমান হইয়া তাহা সহ্য করিয়া থাকি (৩২)। প্রসঙ্গক্রমে যখন সজ্জনগণ পতিব্রত নারীদিগের স্তবন (৩৩) করিয়া থাকেন তখন আমি মনে মনে আপনার মূর্খতাকে দোষ দিয়া শুনিতে শুনিতে বিষণ্ণ হইয়া পড়ি। জ্ঞাতিবর্গ (ভোজনকালে) পার্শ্বে উপবিষ্টা আমাকে দাক্ষিণ্যবশতঃ চলিয়া যাইতে বলিতে না পারিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া (স্পর্শভয়ে) সংকুচিত হইয়া পড়ে (৩৪)। তুমিই তো ক্ষণমাত্র আমার গৃহসান্নিধ্য ত্যাগ না করিয়া এবং

৩১ এই সমস্ত কুলবধূর শীলজ্ঞাপক কার্য পূর্বে অনুষ্ঠান করিতাম তখন লোকে প্রশংসা করিত এক্ষণে আমার এই সব কার্যে তাহারা মুখে হাত দিয়া হাসে।

৩২ বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতায় ক্ষেমেন্দ্র এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "সা নষ্টা নিষ্ফলাকৃষ্টা লজ্জাকষ্টাদধোমুখী। কুমার্গেহারিতং যান্তী শীলরত্নমিবেক্ষতে॥" (৮১।১৩১)।

৩৩ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতির গুণগান অথবা "নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্। পতিশুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥" (মনু ৫।১৫৫) এই প্রকার উক্তি সকল পাঠ।

৩৪ মনুতে ব্যভিচারিণী স্ত্রী সম্বন্ধে লিখিত আছে—"অসংভোজ্যা হ্যসংযাজ্যা অসংপাঠ্যাবিবাহিনঃ। চরেয়ুঃ পৃথিবীং দীনাঃ সর্বধর্মবহিষ্কৃতাঃ॥" (৯।২৩৮)

পরগৃহবিনাশপিশুনাঃ সুভগংমন্যাভিরূপ্যকৃতদর্পাঃ।
কৃকলাসতুল্যরাগা[৫৩] ভবন্তি যুষ্মদ্বিধা এব ॥৮৫৪॥
অনভীষ্টব্যবহারপ্রভবরুষা[৫৪] পীড়িতাক্ষরা ইত্থম্।
সোপালম্ভা বিজনে[৫৫] ধন্যাঃ শৃণ্বন্তি বন্ধকীবাচঃ ॥৮৫৫॥ (কুলকম্)
পরতরুণীসম্ভাব[৫৬]স্নেহার্পিতনয়নভাগদৃষ্টস্য।
বেশ্যারচিতবিলাসাঃ কথিতাঃ পুরতঃ পুরাণতৃণতুল্যাঃ[৫৭] ॥৮৫৬॥
উপনয়তি রতি[৫৮]মহোৎসবমারাধিতদেবতাবিশেষাণাম্।
বচনমপি প্রেমার্দ্রং স্বৈরিণ্যাঃ শ্রবণমেতি পুণ্যবতাম্ ॥৮৫৭॥

৫৩ ভাগা (ক)। ৫৪ শুচা (গ)। ৫৫ বচনং (ক)। ৫৬ সংভার (ক)। ৫৭ কল্পাঃ (ক)। ৫৮ উপবনরচিত (গ)।

আমার দিকে প্রেমস্নিগ্ধ সস্পৃহ দৃষ্টিপাত করিয়া গুপ্তপ্রেম ব্যক্ত করিয়া দিয়াছ। তোমার মত পরগৃহবিনাশরত খল ও নিজ সৌন্দর্যের মনোহারিত্বে দর্পিত (৩৫) লোকেরাই কৃকলাস তুল্য অনুরাগে (সদা পরিবর্তনশীল) (৩৬) হইয়া থাকে।'

অনুচিত ব্যবহার হেতু কুলটার এইরূপ শোকে (বা রোষে) জড়িতাক্ষর নিন্দাপূর্ণ তিরস্কার বাক্য নির্জনে যাহারা শ্রবণ করে তাহারা ধন্য।" ॥৮৪৪—৮৫৫॥

[অতঃপর সচিব বেশ্যাপ্রেম অপেক্ষা পরদারার প্রেমের উৎকর্ষ বর্ণনা করিতেছেন]

"লোকে বলে যে ব্যক্তি পর তরুণীর প্রণয়স্নিগ্ধ নয়নকোণের দৃষ্টিলাভ করিয়া থাকে বেশ্যা রচিত বিলাসাদি তাহার নিকট জীর্ণ তৃণের ন্যায়। দেবতা বিশেষের আরাধনা যাহারা করিয়া থাকে তাহারাই এই (পরতরুণীর সহিত) রতি মহোৎসব লাভ করে এবং পুণ্যবান্ ব্যক্তির কর্ণেই স্বৈরিণীর (৩৭) প্রেমার্দ্র বচন

৩৫ পরকীয়া তরুণীর মোহোৎপাদনে যে আপনাকে রূপসৌভাগ্যে সৌভাগ্যশালী মনে করে।

৩৬ কৃকলাস বা গিরগিটী সর্বদা আপন বর্ণ পরিবর্তনে সক্ষম। কৃকলাসগণ সহসা লোহিতবর্ণ হইয়া উঠে এবং মুহূর্তেই তাহার গাত্রবর্ণ সহজ হইয়া যায়। ক্ষেমেন্দ্র 'সময় মাতৃকা'র পঞ্চম সময়ে কামিদিগের অনুরাগের আশীটী ভেদ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কৃকলাস রাগ সম্বন্ধে লিখিতেছেন "কৃকলাসাভিধানশ্চ স্ত্রৈণদর্শনচঞ্চলঃ।" (৫।৪৬)।

৩৭ স্বাধীন বলিয়া যে নিজের ইচ্ছামত যেখানে সেখানে যাইতে পারে ইহাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। কিন্তু মহাভারতে যে নারী চারিজন পুরুষে উপগত হইয়াছে তাহাকে স্বৈরিণী বলা হইয়াছে যথা—"নাতশ্চতুর্থং প্রসবমাপৎস্বপি বদন্ত্যত। অতঃ পরং স্বৈরিণী স্যাদ্ বন্ধকী পঞ্চমেভবেৎ" (১।১২৩।৭৭)। নারদ স্মৃতিতে চারিপ্রকার স্বৈরিণীর উল্লেখ

কা গণনা বিষয়বশে পুংসি বরাকে, পরাংগনা[৫৯]স্পৃহয়া।
ব্যাজেন বীক্ষমাণা ধ্যানধিয়াং স্পৃশতি সজ্জ্ঞানম্ ॥৮৫৮॥
শিরসা রচিতাঞ্জলয়ো দধতি নিদেশং ত্রিবিষ্টপে গণিকাঃ।
পরদাররসাকৃষ্টস্তথাপি ভেজে শচীপতিরহল্যাম্ ॥৮৫৯॥
অপ্সরসঃ কিং ন বশে[৬০] বৈদগ্ধবতাং চ কিং ন ধৌরেয়ঃ।
যেন চকারাসক্তিং গোবিন্দো গোপদারেষু ॥৮৬০॥
ত্রৈলোক্যগতা বেশ্যাঃ স্বাধীনা যাতুধাননাথস্য।
তদপি জহার কলত্রং দশরথতনয়স্য রামস্য[৬১] ॥৮৬১॥

৫৯ বরাঙ্গনা (ক, খ)। ৬০ বশা (ক, গ)। ৬১ রামভদ্রস্য (ক)।

প্রবেশ করে। ছলভরে পরাঙ্গনার প্রতি সাকাংক্ষ দৃষ্টিপাত করিলে যদি ধ্যানরত ব্যক্তির সংজ্ঞান ভঙ্গ হইয়া থাকে তাহা হইলে বিষয়াসক্ত পুরুষ তো কি ছার। স্বর্গে বেশ্যাগণ মস্তকে অঞ্জলি রচনা করিয়া আদেশ পালন করে তথাপি শচীপতি অহল্যাকে ভজনা করিয়াছিলেন (৩৮)। যে গোবিন্দ গোপদারাদিগের সহিত প্রেম করিয়াছিলেন অপ্সরাগণ কি তাঁহার বশীভূতা নহে? এবং তিনি কি বিদগ্ধদিগের অগ্রণী নহেন (৩৯)? ত্রিলোকের বেশ্যাগণ আপন বশীভূতা হওয়া সত্ত্বেও রক্ষোরাজ (৪০) কি দশরথ-নন্দন রামের ভার্যাকে হরণ করেন নাই?" ॥ ৮৫৬—৮৬১ ॥

আছে যথা "...স্ত্রী প্রসূতাঽপ্রসূতা বা পত্যাবেব তু জীবতি। কামাত্তা সংশ্রয়েদন্যং প্রথমা স্বৈরিণী তু সা॥ মৃতে ভর্তরি সংপ্রাপ্তান্দেবরাদীনপাস্য যা। উপগচ্ছেৎ পরং কামাৎ সা দ্বিতীয়া প্রকীর্তিতা॥ প্রাপ্তা দেশাদ্ধনক্রীতা ক্ষুৎপিপাসাতুর চ যা। তবাহমিত্যুপগতা সা তৃতীয়া প্রকীর্তিতা॥ দেশধর্মাননপেক্ষ্য স্ত্রী গুরুভির্যা প্রদীয়তে। উৎপন্নসাহসাঽন্যস্মৈ অন্ত্যা সা স্বৈরিণী স্মৃতা॥...পূর্বাপূর্বা জঘন্যাঽঽসাং শ্রেয়সী তূত্তরোত্তরা॥"

৩৮ স্বর্গের অপ্সরাগণ কর্তৃক সর্বদা সেবিত হইয়াও শচীপতি ইন্দ্র গুরুপত্নী অহল্যাতে উপগত হইয়াছিলেন। ইহাতে গণিকাগণ ও স্বভার্যা শচী অপেক্ষাও তিনি পরবধূ অহল্যাতে আসক্ত হইয়াছিলেন ইহাই তাৎপর্য।

৩৯ গোবিন্দ ইচ্ছা করিলেই অপ্সরাগণকে উপভোগ করিতে পারিতেন এবং তিনি বিদগ্ধবর সুতরাং আপন স্ত্রীতে রসোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন তথাপি তিনি গোপললনাগণের সহিত প্রেম করিয়াছিলেন।

৪০ রক্ষোরাজ রাবণ ত্রিলোক জয় করিয়াছিলেন এবং রম্ভা প্রভৃতি স্বর্বেশ্যাগণ তাঁহার বশীভূত ছিল তথাপি তিনি পরবধূ সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন।

অথ মঞ্জর্যা জননী নিজপক্ষসমর্থনে কৃতোৎসাহা।
আক্ষেপ্তুমাচচক্ষে নৃপসুতসচিবাশ্রিতাং বাচম্ ॥৮৬২॥
ঘটযুবতিষু প্রগল্ভো নাগরিকাদর্শনেন[৬২] হৃতপুংস্ত্বঃ।
গ্রামোষিতোঽবিদগ্ধো নিন্দতি গণিকাং ভবদ্বিধোঽবশ্যম্ ॥৮৬৩॥
নার্দ্রয়তি মনঃ পুংসামবগাহিতমীনকেতুশাস্ত্রাণাম[৬৩]।
নখদশনক্ষতিহীনং জীবৎপতিবন্ধকীসুরতম্ ॥৮৬৪॥
স্থাপয় ঘটকং তাবৎ, কুরু ভূমিতলে তৃণৈঃ সমাস্তরণম্।
সুরতোপক্রম ঈদৃক্প্রায়ো গ্রামীণ[৬৪]তরুণমিথুনানাম ॥৮৬৫॥

৬২ প্রগলভঃ সাগরিকাদর্শন (ক), ...দর্শন (গ)। ৬৩ কেতুনাস্ত্রীণাম্ (ক)।
৬৪ ঈদৃগ গ্রামীণক (ক, খ)।

অনন্তর মঞ্জরীর জননী নিজপক্ষসমর্থনে (৪১) উৎসাহিত হইয়া রাজপুত্রের সচিবের উক্তিকে খণ্ডন করিতে বলিল—

"কুম্ভদাসীতে (৪২) আসক্তচিত্ত যে সকল ব্যক্তির নগরবাসিনীকে দেখিয়া (মোহবশে) পুরুষত্ব লোপ পায় (৪৩) আপনার স্থায় সেই সকল অবিদগ্ধ গ্রাম্য ব্যক্তিই অবশ্য গণিকার নিন্দা করিয়া থাকে। জীবৎপতি বন্ধকীর (৪৪) নখদশনক্ষতহীন (৪৫) রমণে কামশাস্ত্রে কৃতবিদ্য পুরুষদিগের মন আর্দ্র হয় না। (কক্ষস্থ) কুম্ভটী (ভূতলে) স্থাপন করিয়া তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতলে শয্যা রচনা করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রাম্য তরুণমিথুন এইরূপেই সুরতোপক্রম (৪৬)

৪১ বেশ্যাভিগমন উৎকর্ষ প্রতিপাদনে।

৪২ মূলে আছে 'ঘট যুবতী'। বাৎস্যায়ন বেশ্যাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন (১) কুম্ভদাসী, (২) রূপাজীবা ও (৩) গণিকা। যশোধর তাঁহার টীকায় কুম্ভদাসী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "কুম্ভগ্রহণং নিকৃষ্ট কর্মোপলক্ষণম্। এস্থলে 'ঘটযুবতী' অর্থে গ্রাম্য তরুণীকে বুঝাইতেছে কিন্তু মঞ্জরীর মাতা তাহাকে হেয় করিবার জন্য 'কুম্ভদাসী' বলিতেছে।

৪৩ অর্থাৎ গ্রাম্যলোক নগরবাসিনী রমণীর বেশভূষা ও হাবভাবে বিমূঢ় হইয়া পরে তাহার সহিত পুরুষোচিত ব্যবহার করিতে সাহসী হয় না।

৪৪ বহু-পরপুরুষ-গামিনীকে 'বন্ধকী' বলে, এস্থানে পরপুরুষগামিনীমাত্রকেই বুঝাইতেছে।

৪৫ পাছে স্বামী বা গুরুজন দেখিয়া সন্দেহ করে এইভয়ে কুলটা নারী উপপতিকে নখদশনক্ষত করিতে দেয় না।

৪৬ গ্রাম্য তরুণমিথুন যখন অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হয় তখন তাহাদিগের পক্ষে তরুতল বা শয্যাদির ক্ষেত্রই রতির উপযুক্ত স্থান।

বহলোশীরবিলিপ্তঃ স্থিতজটককোণ[৬৫] মল্লিকামাল্যঃ।
পামরনার্যা দৃষ্টঃ স্মরোঽহমিতি মন্যতে বিটো[৬৬] গ্রাম্যঃ ॥৮৬৬॥
গৃহকর্মকৃতায়াসাং[৬৭] প্রখিন্নাং সলিলকার্যনির্যাতাম্।
উপপতিরুপৈতি হর্ষং[৬৮] নিশাগমে পামরীং প্রাপ্য ॥৮৬৭॥
কূপক্ষিপ্তঘটায়া নার্যাস্তৎকাষ্ঠনিহিতচরণায়াঃ।
বলিতগ্রীবং বীক্ষিতমুন্নয়তি মনো গ্রামবাসিনাং যূনাম [৬৯] ॥৮৬৮॥
'লগ্নোঽসি যত্র গাত্রে কথমপি দৈবেন দেবযাত্রায়াম্।
অদ্যাপি তন্নমুঞ্চতি পুলকোদ্গমকণ্টকং তস্যাঃ ॥৮৬৯॥

৬৫ বিলুপ্তস্থিতজটককণ (ক), ···বিলিপ্তস্থিত জটকলাপ (খ)। ৬৬ বিট (ক)। ৬৭ য়াস (গ)। ৬৮ হর্ষান্ (ক, গ)। ৬৯ মুন্নমতি গ্রামবাসিনোযূনঃ (ক); মুন্নময়তি মানসং যূনঃ (খ)।

করিয়া থাকে। অঙ্গে প্রচুর উশীরলেপন করিয়া মস্তকস্থ জটিল কেশের (৪৭) চূড়ায় মল্লিকার মাল্য পরিয়া গ্রাম্য বিট অশিক্ষিতা (গ্রাম্য) নারীকর্তৃক (সাভিলাষে) দৃষ্ট হইয়া আপনাকে কামদেব বলিয়া মনে করে। গৃহকর্মের পরিশ্রমে (৪৮) খিন্নদেহা সলিল কার্যে (৪৯) (গৃহ হইতে) বিনির্গতা গ্রাম্য নারীকে নিশাগমে প্রাপ্ত হইয়া উপপতির আনন্দ হয়। (জল তুলিবার জন্য) কূপে ঘট নিক্ষেপ করিয়া কূপের উপর স্থাপিত কাষ্ঠে চরণবিন্যাস করিয়া (গ্রাম্য) নারী গ্রীবা বক্র করিয়া যে কটাক্ষ করে তাহা গ্রামবাসী যুবকগণের মনকে প্রফুল্ল করিয়া দেয়। ৮৬২—৮৬৮।

[তাহার পর সে গ্রাম্য বিটের প্রতি দূতীর উক্তির বর্ণনা করিতেছে]

'দেবযাত্রায় (৫০) দৈবাৎ কোনপ্রকারে তুমি যে তাহার গাত্রে গাত্রস্পর্শ

৪৭ কেশ যথাবিধি তৈলনিষিক্ত করিয়া প্রসাধন না করায় তাহাতে জটা বাঁধিয়া গিয়াছে।

৪৮ পরিশ্রান্তা রমণীর সহিত রমণ কামশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রে নিষিদ্ধ "বহ্নিব্রাহ্মণপূজ্যবর্গ নিকটে নক্তং চ দেবালয়ে দুর্গাদৌ চ চতুষ্পথে পরগৃহেঽরণ্যে শ্মশানে দিবা। সংক্রান্তৌ শশিসংক্ষয়ে হ্য শরদি গ্রীষ্মে জ্বরাতে[?] ব্রতে সন্ধ্যায়াং চ পরিশ্রমেষু সুরতং কুর্যান্ন বিদ্বান্ ক্বচিৎ। (আয়ুর্বেদপ্রকাশম্)। অবশ্য আয়ুর্বেদ প্রকাশের অন্য এই সকল যুক্তির অনেকগুলি বিজ্ঞান সম্মত নহে। তবে পরিশ্রান্তার সহিত রতি যে নিষিদ্ধ তাহা বিজ্ঞান সম্মত।

৪৯ কূপ, তড়াগাদি হইতে জল আহরণ বা সন্ধ্যাকালে পুষ্করিণীতে স্নানকালে বহির্গতা। "উৎসবে, ব্যসনে দেবযাত্রায়াং রাত্রিজাগরে। ক্রীড়ার্থগমনে, সখ্যাঃ সম্মতায়া গৃহান্তরে। গৃহে বা প্রাতিবাসিক্যা জলার্থগমনে তথা। এবমষ্টবিধে স্থানে যোগং গচ্ছতি কামিনী।" (কামপ্রদীপম্ ২৩-২৪)।

৫০ পূর্বটিপ্পনী দ্রষ্টব্য। এইখানে কবি স্পৃষ্টকাখ্য আলিঙ্গনের বর্ণনা করিতেছেন। তাহার লক্ষণ যথা—

উচ্চেতুং কার্পাসং[১০] প্রবিষ্টয়া গহনবাটিকাং শূন্যাম্[১১] ।
টংকারিতেন সংজ্ঞা কৃতা তয়া ত্বং চ[১২]বেৎসি নো মূর্খঃ ॥৮৭০॥
আলিংগিত মুসলায়াস্তুয্যেব নিবিষ্টচক্ষুষ[১৩]স্তস্যাঃ ।
আবৃত্ত্যা ভ্রমতি পুরো জাতঃ খলু শালিকণ্ডনে বিঘ্নঃ ॥৮৭১॥
ত্বাং লোষ্টমাক্ষিপন্তং পার্শ্বস্থৈঃ স্তূয়মানসামর্থ্যম্ ।
গৃহকর্তব্যং ত্যক্ত্বা পশ্যতি সা দ্বার[১৪]রন্ধ্রেণ ॥৮৭২॥
ত্বয়ি মার্গনিকটবর্তিন্যবিচিন্তিত[১৫]খেদয়া তয়া সুভগ ।
প্রত্যাসন্নগৃহেষ্বপি কৃতঃ প্রসহ্য স্মরাতুরো লোকঃ ॥৮৭৩॥

১০ কর্পাসং (গ)। ১১ শূন্যবাটিকা গহনম্ (ক)। ১২ তু (গ)। ১৩ চেতস (ক)। ১৪ সাপশ্যদ্বাট (গ)। ১৫ বিচেতিত (ক, গ)।

করাইয়াছিলে তাহাতে তাহার পুলকোদ্গমে যে রোমাঞ্চ হইয়াছিল আজও তাহা মিলাইয়া যায় নাই। কার্পাস সংগ্রহ করিবার জন্য ঘন কার্পাসগুল্মাচ্ছাদিত নির্জন ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সে যে (তৈজসাদিদ্বারা) টংকার (৫১) করিয়া সংকেত করে তুমি মূর্খ তাহা বুঝিতে পার না। তুমি সম্মুখে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকায় আশ্লেষে (৫২) মুসল হস্তে ধরিয়া সে তোমার প্রতি নিবিষ্ট ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলে শালিতণ্ডুলকণ্ডনে (৫৩) তাহার বিঘ্ন হইয়া থাকে। পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ তোমার (বহুদূরে) লোষ্টনিক্ষেপের সামর্থ্যকে প্রশংসা করিতে থাকিলে সে গৃহকার্য ত্যাগ করিয়া দ্বারের রন্ধ্র দিয়া তোমাকে দেখিয়া থাকে। (৫৪) হে সুভগ, তুমি তাহার (গৃহসন্নিহিত) পথের নিকটবর্তী

"সম্মুখাগতায়াং প্রযোজ্যায়ামন্যাপদেশেন গচ্ছতো গাত্রেণ গাত্রস্য স্পর্শনং স্পৃষ্টকম্"
(কা, সূ ২।২।১)

অর্থাৎ নিকটে অপরলোক আছে এই সময় নায়িকা নায়কের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে অথচ সে নায়ককে আলিঙ্গন করিতে পারিতেছে না তখন নায়ক অন্য কার্য করিবার ছলে তাহার পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় নায়িকা তাহার গাত্রে যে স্তনাদির স্পর্শ দান করে তাহাকে বলে 'স্পৃষ্টক'।

৫১ ধাতুপাত্রে আঘাত বা অলংকার ঝনৎকারে কার্পাস বাটিকাস্থ নায়ককে নায়িকা সংকেত করিয়াছিল কিন্তু অবিদগ্ধ নায়ক তাহা বুঝিতে পারে নাই।

৫২ পশ্চিম দেশীয় প্রথায় মুসল দিয়া (বঙ্গদেশের ন্যায় ঢেঁকির সাহায্যে নহে) চাউল কাঁড়িবার সময় মুসলটী দৃঢ়ভাবে ধরিয়া নায়িকা নায়ককে দৃঢ় আলিঙ্গনের কল্পনা করিতেছিল।

৫৩ শালিধান্যের চাউল কাঁড়িবার সময়।

৫৪ বর্তমান কালের cricket ball ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা প্রাচীনকালের লোষ্ট

ইতি চতুরদূতিকোদিত উপচিতসৌভাগ্য গর্বপূর্ণস্য।
ঊর্মিসহস্রোল্লসিতং ভবতি মনো গ্রাম্যষিংগস্য ॥"৮৭৪॥
বিনিবার্য তৎপ্রবর্তিতবাক্য[76]বিকাসং নতোত্তমাংগেন।
শ্রীসিংহভটতনয়ং[77] সমুবাচ বচোঽথ নর্তকাচার্যঃ[78] ॥৮৭৫॥
"নায়কভূমৌ ভরতঃ[79] কুশীলবাঃ কোহলাদয়ো মুনয়ঃ।
অপ্সরসঃ স্ত্রীনাট্যে[80] গান্ধর্বে কমলজন্মনস্তনয়ঃ ॥৮৭৬॥

৭৬ বাচ্য (ক)। ৭৭ ভটস্য সুতঃ (ক,)। ৭৮ চার্যম্ (ক)। ৭৯ ভবতঃ (ক, গ)। ৮০ লাস্যে (ক, গ)।

হইলে সে নিজের কষ্টের কথা চিন্তা না করিয়া (৫৫) (দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হওয়ায়) তাহার গৃহসমীপে আগত পথিকগণকে সে হঠাৎ স্মরাতুর করিয়া তুলে। (৫৬)'—

চতুরাদূতী এইরূপ বলিলে প্রবৃদ্ধসৌভাগ্যগর্বেপূর্ণ (৫৭) গ্রাম্য লম্পটের মন সহস্র আনন্দ তরঙ্গে উল্লসিত হইয়া উঠে (৫৮)।" ॥৮৬৮-৮৭৪॥

অনন্তর নর্তকাচার্য তৎকর্তৃক আরব্ধ বাক্যবিন্যাস নিবারণ করিয়া (৫৯) আনতশিরে (৬০) শ্রীসিংহভটের পুত্রকে এইরূপ বলিলেন—

"স্বয়ং ভরত মুনি যদি নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেন, যদি কোহলাদি মুনিগণ কুশীলবের অংশ গ্রহণ করেন, অপ্সরাগণ স্ত্রীদিগের ভূমিকা গ্রহণ করে, ব্রহ্মাপুত্র

নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা হইতে উদ্ভূত। নায়িকা তাহার প্রণয়াস্পদের প্রশংসনীয় কার্যের কথা শুনিয়া তাহাকে দ্বাররন্ধ্রপথ হইতে দেখিয়া আত্মশ্লাঘা মনে করে।

৫৫ রৌদ্র বা বৃষ্টিতে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকার ক্লেশ সে অনুভব করিতে পারে না।

৫৬ নায়ককে দেখিবার আশায় বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকায় হয়ত তাহার মুখ রৌদ্রতাপে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা দেখিয়া পথিকের মনে কামভাবের উদয় হয়, কবি তাহাই বলিতে চাহিতেছেন।

৫৭ অর্থাৎ আমি এমন সুন্দর যে আমাকে পাইবার জন্য সেই তরুণী উদ্গ্রীব হইয়া আছে এই মনে করিয়া গর্বে তাহার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল।

৫৮ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে যেমন সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠে সেইরূপ উপচিত সৌভাগ্য গর্বে পূর্ণ নায়কের হৃদয় ঊর্মিসহস্রে উল্লসিত হইয়া উঠে।

৫৯ রাজপুত্রের সচিব ও মঞ্জরীর মাতার মধ্যে যে বাদানুবাদ চলিতেছিল তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া নর্তকাচার্য অন্যপ্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন।

৬০ তাঁহারই নাট্যশিষ্যা মঞ্জরীর মাতা রাজপুত্রের সচিবের সহিত কলহ করিতেছিল এই লজ্জায় অথবা চাটুবাক্যের জন্য বিনয় প্রকাশ করিয়া।

সুষিরস্বরপ্রয়োগে[৮১] প্রতিপাদনপণ্ডিতো মতংগমুনিঃ।
যদি রঞ্জয়ন্তি হৃদয়ং ভবতো,[৮২] ভূমিস্পৃশাং[৮৩] কুতঃ শক্তিঃ ॥৮৭৭॥
অভ্যধিকং ধৃষ্টত্বং প্রায়েণ হি শিল্পজীবিনো ভবতি।
আশ্রিতনর্তকবৃত্তেবিশেষতো বিজিতরংগস্থ ॥৮৭৮॥
বিজ্ঞাপয়াম্যতস্ত্বাং নরেন্দ্রনাট্যপ্রজা[৮৪]সদৃশম্।
অবলোকয়াংকমেকং মা ভবতু মম শ্রমো বন্ধ্যঃ ॥"৮৭৯॥
ইতি কথয়ন্নরর্ভতুঃ পুত্রেণ স চোদিতো ভ্রুবোন্নতয়া।
রচিতে সকলাতোদ্যে নিযোজয়ামাস সূত্রধৃতম্[৮৫] ॥৮৮০॥

৮১ প্রয়োগ (গ)। ৮২ রঞ্জয়তি ভবতো (ক)। ৮৩ ভূমিং স্পৃশতাং (ক)। ৮৪ নির্মিত নাট্যপ্রজাস্যজ্ঞা (গ)। ৮৫ স প্রকৃতম্ (ক)।

(নারদ) স্বয়ং গায়ক হন এবং বংশীবাদন চাতুর্যে পণ্ডিত মতঙ্গমুনি বংশীবাদক হন তবেই আপনার মনোরঞ্জন করিতে পারিবেন, (ক্ষুদ্র) মর্ত্যলোকবাসী আমাদের কি শক্তি। শিল্পজীবিদিগের ধৃষ্টত্ব প্রায়ই কিছু অধিক হইয়া থাকে, তাহার উপর যে নর্তকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রঙ্গে কিছু সুনাম অর্জন করিয়া থাকে তাহার ধৃষ্টত্ব আরও কিছু অধিক হয় (সুতরাং আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন)। হে নরেন্দ্র, নাট্যামোদিগণের প্রীতিকর এক অংক অভিনয় দর্শন করুন, আমার শ্রম সফল হউক।"

এইরূপ বলায় রাজপুত্র ভ্রু উন্নত করিয়া তাঁহাকে আদেশ করিলে তিনি সমস্ত আতোদ্যবাদ্য (৬১) সজ্জিত করিয়া সূত্রধারকে অভিনয় করিতে আজ্ঞা করিলেন ॥ ৮৭৫—৮৮০ ॥

৬১ আতোদ্য—বীণা, মুরজ, বংশী, কাংস্য এই চতুর্বিধ বাদ্যের স্বরমেলন (concert)।

বাংশিকদত্ত[১]স্থানকতত্ত্বাবিত[২]ভিন্নপঞ্চমে সম্যক্ ।
প্রাবেশিক্যবসানে দ্বিপদী[৩]গ্রহণান্তরেঽবিশৎ সূত্রী[৪] ॥৮৮১॥
উৎসাহভাবযুক্তঃ সামাজিকহৃদয়রঞ্জনং কুর্বন্[৫] ।
কবিনৈপুণবৎসেশ্বরচরিতস্য বিধেয়[৬]দাক্ষ্যসামগ্র্যা ॥৮৮২॥

১ দত্তক (ক)। ২ উদ্‌গ্রাহিত (গ)। ৩ শিক্যা ধ্রুবয়া দ্বিপদে (গ)। ৪ বিশন্তি সূত্রীম্ (ক)। ৫ বুধন্ (গ)। ৬ চবিত স্ববিধেয় (গ)।

বংশীর সুরে সুর মিলাইয়া ভিন্নপঞ্চমে (১) প্রাবেশিক বাদ্য (২) বংশীবাদক দত্ত স্থানকের (৩) সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্ত হইলে দ্বিপদীলয় (৪) গ্রহণ করিয়া সূত্রধার প্রবেশ করিল। সে উৎসাহভরে সভাস্থ শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিয়া কবি-নৈপুণ্য, বৎসেশ্বরের চরিত্রের মাধুর্য, নাট্যের প্রয়োগদক্ষতা প্রভৃতি বিষয়াত্মক (৫)

দামোদর গুপ্ত তাঁহার এই কাব্যে রত্নাবলীর প্রথম অংকের যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত মূলের অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ নৃপতি যে ভাবে মদনোৎসবের বর্ণনা করিতেছেন তাহার উক্তিগুলির সহিত মূল নাটকের উক্তির মিল নাই। বিদূষকের অনেক কথা কবি রাজার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। চেটীদ্বয় মহিষীর যে বার্তা রাজাকে জানাইল তাহার সহিত মূলের উক্তির কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। তাহার পর মূলে আছে সাগরিকাকে দেখিয়া মহিষী প্রমাদ গণিলেন এবং নিজেই তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন কবি তাহা কাঞ্চনমালার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। মূলে আছে রাজাই মহিষীর নিকটে আসিলে মহিষী তাঁহাকে উপবেশন করিতে বলিলেন কবি মহিষীকে রাজার নিকটে পাঠাইয়াছেন। রাণীর প্রতি রাজার উক্তি কবি নিজের ইচ্ছামতভাবে লিখিয়াছেন। কবি যে শ্লোকটী মূল নাটক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা মূলে রাণীর প্রতি রাজার উক্তি কিন্তু এই কাব্যে তাহা বয়স্যের প্রতি উক্তি।

১ মধ্যমস্বর শ্রুতিযুক্ত পঞ্চমস্বর।

২ মিশ্র গেয় নাটক অভিনয় করিবার প্রারম্ভে নান্দীপাঠের পর নেপথ্য হইতে প্রাবেশিক সঙ্গীত গীত হইত, কোন কোন নাটকে প্রাবেশিক বাদ্যমাত্র হইত।

৩ 'স্থানক' অর্থে নৃত্য বা গীতের শেষে একটী বিশেষভঙ্গী করিয়া নৃত্য বা গীতের অবসান সূচনা করা বুঝায়। (৮০৪ আর্যার টীকা দ্রষ্টব্য)।

৪ নাট্যগানে দ্বাদশভঙ্গ, ছয়টী উপভঙ্গ এবং দ্বিচত্বারিংশ লয় আছে তাহার মধ্যে প্রথমলয় হইতেছে দ্বিপদী। তাহার লক্ষণ যথা—"বিলম্বিত লয়া যত্র গুরবো দ্বিপদী তু সা। শৃঙ্গারে করুণে হাস্যে যোজ্যা চোত্তম মধ্যমৈঃ। অবস্থান্তরমাসাদ্য গাতব্যা সাঽধমৈরপি।"

৫ প্রস্তাবনায় 'প্ররোচনা' নামক অঙ্গে প্রযোজ্য নাটকের নাম, দেশ ও কালের নির্দেশ, কাব্যার্থসূচক শব্দদ্বারা সভাস্থ দর্শকগণের চিত্তরঞ্জন করিতে হয়। "নিবেদনং প্রযোজ্যস্য নির্দেশো দেশকালয়োঃ। কাব্যার্থসূচকৈঃ শব্দৈঃ সভায়াশ্চিত্তরঞ্জনম্।" রত্নাবলীতে সূত্রধার

অষ্টকলাপরিমাণাং ধ্রুবাং চ পরিকল্প্য[7] তাললয়যুক্তাম্ ।
আহূয় নটীং কৃত্বা তয়া সমং স্বগৃহকার্যসংলাপম্ ॥৮৮৩॥
সূচিতপাত্রাগমনঃ কিয়ন্তি দত্বা[8] পদানি ললিতানি[9] ।
নিশ্চক্রাম গৃহিণ্যা সার্ধং নিঃসরণগীতেন ॥৮৮৪॥

৭ ধ্রুবাং পরিক্রম্য (গ) । ৮ কিঞ্চিদ্‌গত্বা (ক, গ) । ৯ নিপুণানি (ক) ।

তাললয়যুক্ত অষ্টকলাপরিমাণ ধ্রুয়া (৬) গাহিয়া নটীকে আহ্বানপূর্বক তাহার সহিত নিজগৃহকার্যের বিষয় আলাপান্তে পাত্রের আগমনসূচক কয়েকটী ললিতপদ আবৃত্তি করিয়া (৭) (নেপথ্যে নটগণ কর্তৃক গীত) নিঃসরণ সঙ্গীতের (৮) সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীর সহিত নিক্রান্ত হইল । ৮৮১-৮৮৪ ॥

বলিতেছেন বসন্তোৎসবে মহাবাক্ত শ্রীহর্ষের রাজসভায় নৃপতিগণ সমাগত হইয়া 'রত্নাবলী' নাটিকার অভিনয় দেখিতে চাহিলে তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে তাহার পর বলিতেছেন—

"…অয়ে, আবর্জিতানি চ ময়া সকলসামাজিকানাং মনাংসীতি মে নিশ্চয়ঃ । যতঃ ।
শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ পরিষদপ্যেষা গুণগ্রাহিণী
লোকেহারি চ বৎসরাজচরিতং নাট্যে চ দক্ষা বয়ম্ ।
বস্ত্বৈকৈকমপীহ বাঞ্ছিতফলপ্রাপ্তেঃ পদং কিং পুন-
র্মদ্‌ভাগ্যোপচয়াদয়ং সমুদিতঃ সর্বো গুণানাং গণঃ ।" [রত্নাবলী ১।৫]

৬ ধ্রুবা বা ধুয়া । প্রাচীনকালের মঙ্গলগান বা রামায়ণ গান যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা ধুয়া কাহাকে বলে নিশ্চয়ই জানেন । পালা আরম্ভের পূর্বে বা পরে গীতের অংশ বিশেষকে ধুয়া বলে । ভরতনাট্যশাস্ত্রে লিখিত আছে "যানি চৈবং নিবদ্ধানি ছন্দোবৃত্তিবিধানতঃ । মুখপ্রতি-মুখাদীনি গীতাঙ্গান্যেব সর্বশঃ । যদাত্মকানি তানি স্যুর্ধ্রুবাসংজ্ঞানি নাটকে ।" ধ্রুবাযোগে গান পঞ্চবিধ যথা "প্রবেশাক্ষেপনিষ্ক্রামপ্রাসাদিকমথান্তরম্ গানং পঞ্চবিধং বিদ্যাদ্ধ্রুবাযোগসমান্বিতম্ ।" (ভরত ৩২।৩১৭) । 'কাব্যানু-শাসনবিবেক' নামক গ্রন্থে হেমচন্দ্র বলিতেছেন—"যাদৃশা লয়তালাদিনা যাদৃগর্থসূচনযোগ্যোঽভিনয়ঃ সাত্ত্বিকাদিঃ প্রধানরসানুসারিতয়া প্রয়োগযোগ্যঃ, তদুচিতার্থপরিপূরণং ধ্রুবাগীতেনক্রিয়তে ।" এই ধ্রুবা বা ধুয়া দ্বারা নাটকের পরিপূর্তি সম্পাদিত হইত ।

৭ সূত্রধার প্রস্তাবনার শেষে যে শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া যায় অংকের প্রারম্ভে পাত্র তাহাই পুনরাবৃত্তি করে এক্ষেত্রে রত্নাবলীতে সূত্রধার এই শ্লোকটি পাঠ করিয়াছিল— "দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধের্দিশোঽপ্যন্তাৎ । আনীয় ঝটিতিঘটয়তি বিধিরভিমতম-ভিমুখীভূতঃ ।" (১।৬)

৮ নৈষ্ক্রামিকীধ্রুবা যথা "অংকান্তে নিষ্ক্রমণে পাত্রাণাং গীয়তে প্রয়োগেষু । নিষ্ক্রামোপগতগুণাং বিদ্যান্নৈষ্ক্রামিকীং তাং তু ।"

আশ্রিত্য কথোদ্‌ঘাতং[১০] প্রবিবেশ ততঃ সবিস্ময়োঽমাত্যঃ।
দুর্ঘটসংঘটনেন ক্ষিতিনাথস্যোদয়েন[১১] মুদিতশ্চ[১২] ॥৮৮৫॥
প্রাসাদমারুহ্যস্তং কুসুমায়ুধপর্বচর্চরীং দ্রষ্টুম্।
নির্দিশ্য বৎসরাজং সমনন্তরকার্যসিদ্ধয়ে নিরগাৎ ॥৮৮৬॥

১০ পদোদ্‌ঘাতং (ক)। ১১ দয়ং (ক)। ১২ নমুদ্দিশ্য (ক)।

তাহার পর (সূত্রধার কথিত) কথোদ্‌ঘাত (৯) আশ্রয় করিয়া অমাত্য (১০) প্রবেশ করিলেন। তিনি দুর্ঘটসংঘটনে বিস্মিত ও নৃপতির ভাবী সমুন্নতিতে আনন্দিত হইয়াছিলেন (১১)। মদনোৎসবের চর্চরী (১২) দেখিবার

---

৯ কথোদ্‌ঘাত দ্বিবিধ যথা "স্বেতিবৃত্তসমং বাক্যমর্থং বা যত্র সূত্রিণঃ। গৃহীত্বা প্রবিশেৎ পাত্রং কথোদ্‌ঘাত দ্বিধৈব সঃ॥" (দশরূপকম্ ৩।১-১০) অর্থাৎ ইতিবৃত্তের ন্যায় সূত্রধারের বাক্য বা বাক্যাংশ গ্রহণ করিয়া অথবা তাহার বাক্যের অর্থ গ্রহণ করিয়া পাত্র প্রবেশ করে এইরূপে কথোৎঘাত দুইপ্রকার।

১০ বৎসরাজ উদয়নের অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ।

১১ অমাত্যের দুর্ঘট সংঘটনে বিস্মিত ও নৃপতির ভাবী উন্নতিতে আনন্দের কারণ এইরূপ—একজন সিদ্ধপুরুষ প্রচার করিয়াছিলেন যে যিনি সিংহল রাজ বিক্রমবাহুর কন্যা রত্নাবলীকে বিবাহ করিবেন তিনি সার্বভৌম নরপতি হইবেন। বৎসরাজ উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ প্রভুকে সার্বভৌম নরপতি করিবার ইচ্ছায় সিংহলরাজের নিকট উদয়নের সহিত সিংহল রাজকুমারীর বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। বিক্রমবাহু উদয়নের প্রধানা মহিষী বাসবদত্তার মাতুল ছিলেন সুতরাং পাছে বাসবদত্তার মনে কষ্ট হয় এইজন্য এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তার লাবনিক গ্রামে উপস্থিতিকালে অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়া মিথ্যা করিয়া বাসবদত্তার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। সিংহলে এই সংবাদ পৌছিলে যৌগন্ধরায়ণ বাভ্রব্য নামক কঞ্চুকীকে সিংহলে পাঠাইয়া দিলেন। সিংহলরাজের এখন আর কোন আপত্তি ছিলনা তিনি বসুভূতি নামক নিজ অমাত্যের সহিত রত্নাবলীকে কৌশাম্বীতে পাঠাইয়া দিলেন। পথিমধ্যে সমুদ্রে পোত ভগ্ন হওয়ায় রত্নাবলী কৌশাম্বীর বণিকগণের সাহায্যে উদ্ধার পান তাহারা তাঁহাকে যৌগন্ধরায়ণের হস্তে সমর্পণ করে। যৌগন্ধরায়ণ তাঁহার সাগরিকা নাম দিয়া বাসবদত্তার পরিচারিকারূপে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন এবং আশা করেন এই রূপবতী কুমারীকে দেখিয়া রাজা তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলে তাঁহার কার্য সহজ হইবে। সুতরাং জলমগ্না রত্নাবলীর বণিকগণ কর্তৃক উদ্ধার হইতেছে দুর্ঘটসংঘটন এবং তাঁহার সহিত নৃপতির বিবাহের সম্ভাবনা নৃপতির ভাবী সার্বভৌমত্বের আশার সূচনা করিতেছে।

১২ 'চর্চরী' কাহারও মতে বাদ্য বিশেষ, কাহারও মতে গীতভেদ, কেহ বলেন অনেক শব্দের মিশ্রণ, কেহ বলেন আনন্দসহকারে ক্রীড়া, আবার কেহ বলেন করশব্দ বিশেষ। বিক্রমোর্বশীর টীকায় রঙ্গনাথ চর্চরীকে গীতি বিশেষ বলিয়াছেন—"দ্রুতমধ্যলয়ং সমাশ্রিতা পঠতি প্রেমভরাদ্বটী যদি। প্রতিমণ্ঠকরাসকেন যা দ্রুতমধ্যা প্রথমা হি চর্চরী॥"

অথ বিশতি[১৩]স্ম নরেন্দ্রঃ প্রাসাদাগতঃ সমং বয়স্যেন।
অবলোকয়ন্ প্রমোদং[১৪]প্রমুদিতচেতাঃ স্বসৌখ্যসম্পত্ত্যা[১৫] ॥৮৮৭॥
বিস্ময়ভাবাকৃষ্টঃ প্রোৎফুল্লবিলোচনে ততো বিসৃজন্।
নৃত্যতি পৌরজনৌঘে প্রোবাচ "বয়স্য পশ্য পশ্যেতি ॥৮৮৮॥
তুল্যশিশুতরুণবৃদ্ধং সমগুপ্তাগুপ্তযুবতি সবিচেষ্টম্[১৬]।
অগণিত বাচ্যাবাচ্যং ক্রীড়ন্তি জনাঃ প্রবৃদ্ধহর্ষেণ[১৭] ॥৮৮৯॥

১৩ বিস্ময়তি (ক)। ১৪ প্রগাঢ়ং (ক)। ১৫ সমুদিতচেতাঃ স্বসৈন্যসংপত্ত্যা (ক)।
১৬ পরিচেষ্টম্ (গ)। ১৭ হর্ষবসাঃ (গ)।

জন্য বৎসরাজের প্রাসাদারোহণ সূচনা করিয়া কার্য-সিদ্ধির জন্য কি করা আবশ্যক, তাহা করিবার জন্য তিনি (স্বগৃহে) গমন করিলেন (১৩)। ৮৮৫-৮৮৬।

তাহার পর প্রাসাদশিখরে বয়স্যের সহিত নরেন্দ্র প্রবেশ করিলেন। প্রজাগণের আনন্দ দেখিয়া তিনি আপনার সুখসমৃদ্ধিতে হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন (১৪)। বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া উৎফুল্লনয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নগরবাসিগণকে নৃত্য করিতে দেখিয়া বলিলেন—

"বয়স্য, দেখ দেখ, আনন্দাতিশয্যে শিশু তরুণ বৃদ্ধ, গুপ্ত ও অগুপ্ত যুবতী (১৫) সকলেই সমানভাবে হাস্যজনক কার্য করিতে করিতে বাচ্যাবাচ্য গণনা না

সঙ্গীত রত্নাকরে চর্চরী বা চচ্চরী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—"রাগো হিন্দোলকস্তালশ্চচ্চরী বহবোহঙ্ঘ্রয়ঃ। যস্যাং ষোড়শ মাত্রাঃ স্যুর্দ্বৌ দ্বৌ চ প্রাস সংযুতৌ। সা বসন্তোৎসবে গেয়া চচ্চরী প্রাকৃতৈঃ পদৈঃ॥ চচ্চরীচ্ছন্দসেত্যন্যে ক্রীড়াতালেন বেত্যপি। যুক্তাদিচ্ছন্দসা বাহস্যচ্ছন্দোলক্ষ্যোদিতা ভিদাঃ (৪।২১২-৩)। ভাবপ্রকাশে নাট্যরাসক বিশেষকে চর্চরী বলা হইয়াছে—"কামিনীভির্ভুবো ভর্তুশ্চেষ্টিতং যত্র নৃত্যতে। রাগাদ্ বসন্তমালোক্য স জ্ঞেয়ো নাট্যরাসকঃ॥ চর্চরীতি চ তামাহুর্বর্ণতালেন তত্র তু। প্রবিশেৎকামিনীযুগ্মং সমমধ্যাদিশিক্ষিতম্॥ বামদক্ষিণ সঞ্চারৈরঙ্গৈস্তত্তৎপরিষ্কৃতম্। ততস্তদেব বর্ণান্তে আলীদ্বয়সংস্থিতম্॥ ছোটিকাদিদ্রুতং তালো বাদকানাং প্রদর্শয়েৎ।"

১৩ রত্নাবলীতে যৌগন্ধরায়ণের নিষ্ক্রমণকালীন বাক্য এইরূপ লিখিত আছে—"অয়ে, কথমধিরূঢ এব দেবঃ প্রাসাদম্। তদ্যাবদ্ গৃহং গত্বা কার্যশেষং চিন্তয়ামি।"

১৪ মূলনাটকে রাজা এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন—

"রাজ্যং নির্জিতশত্রু যোগ্যসচিবে ন্যস্তঃ সমস্তো ভরঃ
সম্যক্‌পালনলালিতাঃ প্রশমিতাশেষোপসর্গাঃ প্রজাঃ।
প্রদ্যোতস্য সুতা বসন্তসময়স্ত্বং চেতি নাম্না ধৃতিং
কামঃ কামমুপৈত্বয়ং মম পুনর্মন্যে মহানুৎসবঃ॥"

১৫ 'গুপ্ত যুবতী' অর্থে 'কুলবধূ' এবং 'অগুপ্ত যুবতী' অর্থে 'গণিকা' বুঝাইতেছে। এই বর্ণনা মূলনাটকে নাই।

পিষ্টাতকপিঞ্জরিতং সুচিরোচ্ছ্রিত[18]বিবিধ কুসুমনির্ব্যূহম্ ।
গাত্রায়াসসমুত্থিতঘননিঃশ্বাসপ্রকীর্ণপটবাসম্[19] ॥৮৯০॥
তূর্যরবব্যামিশ্রিতকরতলতালোত্ভুজং[20] প্রনৃত্যন্তম্ ।
মুহুরুপজাতস্খলনং[21] সন্দর্শিতদার্ঢ্যসৌষ্ঠবং স্থবিরম্[22] ॥৮৯১॥
অস্তু বসন্তঃ সততং স্বাধীনাভীষ্টজনসমাশ্লেষঃ[23] ।
ইতি গায়ন্তী রভসাদালিংগতি মদবশাত্তরুণী ॥৮৯২॥
ক্রীড়ন্ত্যা শ্রমরহিতং শৃংগকসলিলেন তাড়িতস্তরুণঃ ।
সীমন্তিন্যা গণয়তি[24] হৃষ্টাত্মা[25] সুভগমাত্মানম্ ॥৮৯৩॥
ভগ্নে লজ্জাসেতৌ পর্বাবসরেণ কুলবধূবদনাৎ ।
অশ্লীলোক্তি[26]জলৌঘো নির্যাতঃ কেন বার্যতে প্রসভম্[27] ॥৮৯৪॥

১৮ রুচিরোচ্ছিত (ক)। ১৯ পদগীতম্ (গ)।২০ করতালৈরন্নুজনং (ক); করতালৈরুদ্ভুজং (খ)। ২১ বৎসবলনং (ক); রপিজাতঃ (গ)। ২২ সুচিরম্ (ক) ২৩ শ্লেষাৎ (ক)। ২৪ গায়তি (ক)। ২৫ তুষ্টাত্মা (গ)। ২৬ অগ্লানোক্তি (ক)। ২৭ প্রসরন্ (গ)।

করিয়া ক্রীড়া করিতেছে। ঐ বৃদ্ধটীর (উষ্ণীষস্থ) সুচিরোচ্ছ্রিত (১৬) বিবিধ কুসুমস্তবক পিষ্টাতকচূর্ণে (১৭) পীতবর্ণ হইয়া গিয়াছে, বহুআয়াস-হেতু ঘন ঘন নিঃশ্বাসে উহার গাত্র (বস্ত্র) হইতে পটবাসচূর্ণ ঝরিয়া পড়িতেছে, তূর্যরবের সহিত ঊর্ধ্বহস্তে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে উহার ঘনঘন পদস্খলন হওয়া সত্ত্বেও (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) সে (দেহের) দার্ঢ্যসৌষ্ঠব (১৮) প্রদর্শন করিতেছে। কোন তরুণী 'এই বসন্তোৎসব চিরকাল স্থায়ী হউক, যাহাতে ইচ্ছামত অভীষ্টজনকে আলিঙ্গন করিতে পারা যায়' ইহা গাহিতে গাহিতে মদবশে (প্রিয়কে) সরভসে আলিঙ্গন করিতেছে। কোন সীমন্তিনী অবিশ্রান্ত ক্রীড়া করিতে করিতে শৃঙ্গক (১৯) নিক্ষিপ্ত সলিল দ্বারা কোন তরুণকে তাড়না করিলে সে আনন্দিতচিত্তে আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিতেছে (২০)। পর্বোপলক্ষ্যে লজ্জাসেতু ভগ্ন হওয়ায় কুলবধূগণের মুখ

১৬ উষ্ণীষে সোজা হইয়া আছে এমন কুসুমগুচ্ছ।

১৭ হরিদ্রাতণ্ডুল ও কুংকুমে প্রস্তুত চূর্ণদ্রব্য।

১৮ দেহটী কার্যক্ষম ভাবে দৃঢ় আছে তাহাই জানাইতে চায়। এই সকল বর্ণনা মূল নাটকে নাই।

১৯ 'শৃঙ্গক'—'পিচকারী' ইহার প্রাচীন নাম ছিল 'ক্ষেড়া'।

২০ রত্নাবলীতে বয়স্যের মুখ দিয়া এই বর্ণনা আছে "পেক্খ দাব ইমস্স মহুমত্তকামিনী-জণসঅংগাহ গহিদসিংগক জলপহারণচ্চন্ত ণাঅরজণজণিদকোদূহলসস···"

তুল্যব্যাপারগিরাং ললনানাং দেবনপ্রসক্তানাম্।
আর্যানার্যাবগমং বদনাবৃতিজালিকা[২৮] কুরুতে ॥"৮৯৫॥
অথ সহচরনির্দিষ্টে মদস্খলচ্চরণবিঘটিতাভিনয়ম্[২৯]।
বাসবদত্তাপ্রহিতে নৃত্যন্ত্যৌ প্রবিশত[৩০] শ্চেট্যৌ ॥৮৯৬॥
দর্শিতসরোজবর্তনমাত্রা[৩১]ভিনয়ে শরেহভি[৩২]নেতব্যে।
বিদধানে[৩৩] বীরদৃশাবায়ুধমাত্রং[৩৪] সমাশ্রিত্য ॥৮৯৭॥

২৮ মদনাবৃত্তিজ্ঞাপিকা (ক)। ২৯ মদংস্খরণঘটিতানিনয়না (ক) ৩০ বিবিশতু (গ)। ৩১ গাত্রা (ক); সাম্যা (গ)। ৩২ ক্ষিনে (ক)। ৩৩ নিদধানে (ক)। ৩৪ বীরদশামায়ুধমাত্রাং (ক)।

হইতে অশ্লীলোক্তির যে জলপ্রবাহ নির্গত হইতেছে, তাহাকে নিবারণ করিবার শক্তি কাহার? পাশকদ্যূতাসক্ত ললনাগণের সকলেরই একইরূপ চেষ্টা ও বাক্য সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে কে আর্যা আর কেই বা অনার্যা (২১) তাহা তাহাদিগের বদনাবৃতি জালিকা (২২) ভিন্ন বুঝিবার উপায় নাই।" ॥ ৮৮৭-৮৯৫ ॥

অনন্তর সহচর কর্তৃক সূচিত হইয়া কিঞ্চিৎমাত্র কমলবর্তন (২৩) নামক মুদ্রার অভিনয় দ্বারা অভিনেতব্য পুষ্পশরের দ্যোতনপূর্বক বীররসপ্রকাশক নয়নদ্বয়কে (মদনের) আয়ুধ করিয়া (২৪) মদস্খলিতব্যাকুলচরণপাতের অভিনয়ে নৃত্য করিতে করিতে বাসবদত্তাকর্তৃক প্রেরিত পরিচারিকাদ্বয় প্রবেশ করিল।

২১ 'আর্যা' অর্থে 'কুলবধূ' এবং 'অনার্যা' অর্থে বারাঙ্গনাকে বুঝাইতেছে।

২২ ওড়না বা ঐরূপ কোন প্রকার মুখাবরণ বস্ত্র সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে কাশ্মীর অঞ্চলে ব্যবহৃত হইত। তনসুখরাম ইহাকে 'বোরখা' বলিয়াছেন কিন্তু বোরখা আরব দেশ হইতে মুসলমানগণ কর্তৃক এদেশে প্রচলিত হইয়াছে এবং তাহা 'বদনাবৃতি জালিকা' নহে। এই শ্লোকের বর্ণিত বিষয় মূল নাটকে নাই।

২৩ সরোজবর্তন বা কমলবর্তন নামক হস্তাভিনয় সম্বন্ধে কোহল বলিতেছেন "পদ্মকোশাভিধৌ হস্তৌ ব্যাবৃত্তাদিক্রিয়ান্বিতৌ। আশ্লিষ্টৌ চ করৌ ক্ষেত্রে ব্যাবৃত্তপরিবর্তিতৌ। মিথঃ পরাংমুখৌ সন্তৌ সৈষা কমলবর্তনা॥" পদ্মকোশহস্তের লক্ষণ যথা "অঙ্গুল্যো বিরলাঃ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিতাস্তল নিম্নগাঃ পদ্মকোশাভিধো হস্তো তন্নিরূপণমুচ্যতে।" (অভিনয় দর্পণম্ ১৩৪)। অর্থাৎ অঙ্গুলিসকল কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন করিয়া ও কুঞ্চিত করিয়া করতল বাটীর মত নীচু করিলে পদ্মকোশ হস্ত হয়। এইরূপ দুইহস্ত পদ্মকোশ করিয়া মণিবন্ধদ্বয় পরস্পর সংলগ্ন করিয়া করপদ্ম বিভিন্ন দিকে আবর্তিত করিয়া উভয় কর-পৃষ্ঠ সংলগ্ন করা এবং পুনরায় অন্তদিকে আবর্তিত করিয়া পূর্ববৎ কর-পৃষ্ঠ সংলগ্ন করা—অবিরত এই প্রক্রিয়ার নাম কমলবর্তন।

২৪ কমলবর্তন দ্বারা মদনের পুষ্পবাণ 'অরবিন্দের' সূচনা হইল এবং চক্ষুর্দ্বয় বীরভাবাপন্ন করিয়া মদনের আয়ুধ বা ধনু করা হইল, এইভাবে মদন কর্তৃক পুষ্পবাণ ক্ষেপনের ভঙ্গী করিয়া নৃত্য মদনোৎসবেরই উপযুক্ত।

উদ্বলিতনয়নবৃত্তিঃ[৩৫] কৌতুকহৃতমানসো নরাধিপতিঃ।
নিজগাদ "নির্ভরমহো ক্রীড়িতমনয়োর্বিলাসিন্যোঃ ॥৮৯৮॥
করপীড়নোপমর্দব্যতিকরসময়ে[৩৬] কদর্থ্যমানোঽপি।
স্তনমণ্ডলে স্থিতোঽহং ত্বং পুনরাকৃষ্য কুত্রচিৎক্ষিপ্তঃ ॥৮৯৯॥
অধুনাঽন্তরয়সি[৩৭] মামিতি কোপাদিব বাণবারম[৩৮]ভিরামম্।
বহু[৩৯]চিত্রপদন্যাসৈর্বল্গন্ত্যা[৪০] হন্তি হার উচ্ছলিতঃ ॥৯০০॥
চূতলতা ধম্মিল্লস্থান[৪১]চ্যুতশেখরং দধৌ[৪২] শ্লাঘ্যম্।
অধৃত পতন্নির্যূহাং[৪৩] ন ত্বেষা মদনিকা বেণীম্[৪৪] ॥৯০১॥

৩৫ চলিতনয়নবৃত্তি (ক); চলিতনয়নপ্রবৃত্তিঃ (গ)। ৩৬ সম (ক)। ৩৭ ন্তরয়সি (ক)। ৩৮ বারবাণ (খ)। ৩৯ বর্ণ (ক)। ৪০ বদন্ত্যা (ক)। ৪১ স্নান (ক)। ৪২ শেখরেন্দবে (ক)। ৪৩ হং (ক, গ)। ৪৪ কাং (ক); কা বেণীঃ (গ)।

(বসন্তোৎসব হইতে) রাজার দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইলে কৌতুকাকৃষ্ট মানস নৃপতি বলিলেন—

"অহো, ঐ বিলাসিনী দুইটী যথেষ্ট ক্রীড়া করিতেছে; উহাদের কণ্ঠস্থ হার নৃত্যকালে উহাদের বহুবিচিত্র পদন্যাসে উচ্ছলিত হইয়া যেন 'করাশ্লেষের নিপীড়নের বিপদের সময় বিড়ম্বিত হইলেও আমি স্তনমণ্ডলে অবস্থান করিয়াছিলাম আর তুমি তখন আকৃষ্ট হইয়া কোথায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলে, এখন আমাকে (সেই স্তনমণ্ডল হইতে) বিচ্ছিন্ন করিতেছ' এই বলিয়া কোপভরে রমণীর কাঁচলীকে আঘাত করিতেছে। চূতলতা তাহার কেশপাশ হইতে চ্যুত কুসুমদামটীকে (২৫) (পড়িতে না দিয়া কৌশলে) প্রশংসনীয় ভাবে (মস্তকে) ধারণ করিয়া আছে কিন্তু এই মদনিকা স্খলিতশেখরা বেণীটীকে (স্বস্থানে) ধরিয়া

২৫ মূলে যে শ্লোকটী রাজা বলিতেছেন তাহা এইরূপ—

"স্রস্ত স্রগ দামশোভাং ত্যজতিবিরচিতা মাকুলঃ কেশপাশঃ
ক্ষীবায়া নূপুরৌ চ দ্বিগুণতরমিমৌ ক্রন্দতঃ পাদলগ্নৌ।
ব্যস্তঃ কম্পানুবন্ধাদনকরতমুরো হন্তি হারোঽয়মস্যাঃ
ক্রীড়ন্ত্যাঃ পীড়য়েব স্তনভরবিনমন্মধ্যভঙ্গানপেক্ষম্।"

এই শ্লোকটীর তৃতীয় চরণকে প্রথম চরণ, প্রথমকে দ্বিতীয়, দ্বিতীয়কে তৃতীয় ও চতুর্থকে যথাস্থানে রাখিয়া পাঠ করিলে এই কাব্যানুযায়ী অর্থ হয়। হয়ত কোন প্রাচীন পুঁথিতে এইরূপ পাঠই ছিল।

স্তনভারাবনতস্য প্রতনোর্মধ্যস্য নাস্তি তেঽপেক্ষা।
ইত্থমিব পাদলগ্নৌ ক্রীড়ন্ত্যা নূপুরৌ রসতঃ ॥৯০২॥
বহতি স্ম যং নিতম্বং কথমপি[৪৬] কৃচ্ছ্রেণ মন্দসঞ্চারা[৪৬]।
কলয়তি তং তূললঘুং[৪৭], জয়তি মনোজজন্মনো মহিমা ॥৯০৩॥
উদয়নসমনুজ্ঞাতো[৪৮] ননর্তি[৪৯] বসন্তকোঽপি মুদিতাত্মা।
হাস্যত্রপা[৫০]ভিরামং চর্চরিকার্ধেন[৫১] তন্মধ্যে ॥৯০৪॥
ধীরোদ্ধত ললিতপদৈঃ[৫২] ক্রীড়িত্বা তে চিরায় নরনাথম্।
প্রদ্যোতস্য সুতায়াঃ সন্দেশকমূচতুঃ[৫৩] সমুপগম্য ॥৯০৫॥
"আদিশতি দেব দেবী" ত্যর্ধোক্তে, তে সলজ্জ[৫৪]মন্যোন্যম্।
অবলোক্য মুখং, "নহি নহি-বিজ্ঞাপয়তি প্রণম্য বিনয়েন ॥৯০৬॥

৪৫ যানি তত্ত্বং সপানি (ক)। ৪৬ সংচারম্ (ক)। ৪৭ তন্নূনময়ং (ক)। ৪৮ জ্ঞাতঃ (গ)। ৪৯ নয়মস্তুন (ক); প্রননর্ত (গ)। ৫০ হাস্যেন্নয়া (ক)। ৫১ চর্চরিতালেন (গ)। ৫২ পদৈঃ (ক)। ৫৩ সন্দেশমথোচতুঃ (ক গ)। ৫৪ ক্তে সলজ্জ (ক, গ)।

রাখিতে পারে নাই। ইহাদের পাদলগ্ন ক্রীড়াশীল নূপুরদ্বয় যেন শিঞ্জন করিয়া বলিতেছে 'স্তনভারাবনত ক্ষীণ মধ্যদেশের কথা কি বিবেচনা করিতেছ না' (২৬)। মন্দগামিনী যে নিতম্বকে কোনমতে কষ্টে বহন করিত, সে তাহা তূলার ন্যায় লঘু মনে করিতেছে। মনসিজের মহিমার জয়।"

উদয়ন কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বসন্তকও আনন্দিতচিত্তে তাহাদের মধ্যে চর্চরী সঙ্গীতের অংশবিশেষ গাহিতে গাহিতে হাস্য ও লজ্জার মিশ্রণে মনোহর ভাবে নাচিতে লাগিল। (পরিচারিকাদ্বয়) ধীর, উদ্ধত ও ললিত পদবিক্ষেপে (২৭) বহুক্ষণ নৃত্য করিয়া নৃপতির নিকটে গিয়া প্রদ্যোততনয়ার এই বার্তা নিবেদন করিল—

"দেব, দেবী আদেশ করিতেছেন" এই অর্ধোক্তি করিয়া তাহারা সলজ্জে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "না—না প্রণাম করিয়া সবিনয়ে

২৬ প্রাচীনকালে স্ত্রী ও পুরুষে কেশপাশে পুষ্পমাল্য আবদ্ধ করিয়া রাখিত—পুরুষে তাহার উর্ধোৎক্ষিপ্ত কেশের চূড়ায় এবং স্ত্রীলোক তাহার বেণীবন্ধে। ইহার নাম ছিল শেখরকাপীড় এবং এই শেখরকাপীড় নির্মাণ কৌশল চতুঃষষ্টি কলার অন্যতম।

২৭ ধীর অর্থাৎ শাস্ত্ররীতি উল্লংঘন না করিয়া, উদ্ধত অর্থাৎ নৃত্যের জন্য উৎক্ষিপ্ত করিয়া এবং ললিত অর্থাৎ সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে।

মকরধ্বজস্য পূজাং ত্বৎপাদসরোজসন্নিধৌ কর্তুম্।
পৃথিবীমণ্ডলমণ্ডন সমীহতে মে মনোবৃত্তিঃ ॥৯০৭॥
প্রিয়রতিভোগো মদনো দয়িতবসন্তো জনস্য মনসি বসন্[৫৫]।
ভাবেন ভবান্ পূজ্যো, লোকস্থিত্যা তু[৫৬] কুসুমশরপাণিঃ ॥"
৯০৮॥
ইতি দত্বা সন্দেশং প্রকৃতিবয়ঃকালসমুচিতং ভ্রান্ত্বা।
তে মদমদনাবিষ্টে বভুবতুর্জবনিকান্তরিতে ॥৯০৯॥
অপনীততিরস্করিণী ততোঽভবন্নৃপসুতা সমং চেট্যা।
অবিদিতরত্নাবল্যা পূজোচিত[৫৭]বস্তুহস্তয়াঽনুগতা ॥৯১০॥

৫৫ মদসিবসনাম্ (ক)। ৫৬ নু (ক, খ)। ৫৭ দিত (ক)।

জানাইতেছেন—হে পৃথিবীমণ্ডলের ভূষণ, আপনার পাদসরোজের সন্নিধানে মকরধ্বজের পূজা করিবার জন্য আমার মনোবৃত্তি বাসনা করিতেছে। আপনি প্রিয়, রতিভোগকারী, মদন, বসন্ত-সখা ও জনগণের হৃদয়ে বাস করেন সুতরাং চিত্তবৃত্তিতে আপনিই পূজ্য কিন্তু লোকাচারে কুসুমায়ুধ কামদেবকে পূজা করা হয়।" (২৮)

এই সংবাদ দিয়া মদ (২৯) ও মদনাবিষ্ট তাহারা প্রকৃতি, বয়স ও কালোচিত বিলাসের সহিত রঙ্গ পরিক্রম করিয়া জবনিকার অন্তরালে চলিয়া গেল ।৮৯৬ ৯০৯।

তিরস্করিণী অপনীত হইলে (৩০) (রঙ্গমঞ্চে কাঞ্চনমালা নাম্নী) পরিচারিকার

---

২৮ মূলে চেটীদ্বয় রাজাকে যে বার্তা দিতেছে তাহা এইরূপ "অদ্য খলু ময়া মকরন্দোদ্যানং গত্বা রক্তাশোকপাদপতল সংস্থাপিতস্য ভগবতঃ কুসুমায়ুধস্য পূজা নিবর্তয়িতব্যা। তত্র আর্যপুত্রেণ সংনিহিতেন ভবিতব্যম্।" কিন্তু কবি এস্থলে বিকটকোক্ত যৌগন্ধরায়নের উক্তিরই ধ্বনি রাণীর এই বার্তার শেষ অংশে জুড়িয়া দিয়াছেন—"বিশ্রান্তবিগ্রহকথো রতিমাঞ্জনস্য চিত্তে বসন্ প্রিয়বসন্তক এব সাক্ষাৎ। পর্য্যুৎসুকো নিজমহোৎসবদর্শনায় বৎসেশ্বরঃ কুসুমচাপ ইবাভ্যুপৈতি।"

কাব্যের বর্তমান আর্যার ব্যাখ্যা এইরূপ—প্রিয়—(১) প্রিয়পতি (২) ইষ্ট। রতিভোগ—(১) সুরতাদির ভোগ যাহার (২) রতিনাম্নী পত্নী যে উপভোগ করে। মদন—(১) রূপাতিশয্যে স্ত্রীগণকে আমোদিত করে; (২) কামদেব। দয়িতবসন্তঃ—(১) বসন্তকনামক বয়স্যের সখা, (২) বসন্ত ঋতুর সখা। জনস্য মনসি বসন্—(১) প্রজাগণের হৃদয়ে আপনার স্থান, (২) মনসিজ (কামদেবের নাম)। এই ভাবে দ্ব্যর্থবোধক শব্দে কামদেবের সহিত রাজার তুলনা করা হইয়াছে।

২৯ মদ অর্থে 'যৌবনগর্ব' অথবা 'আনন্দ' বুঝাইতেছে

৩০ ইহা একটি discovered scene

অথ দৃষ্ট্বা[৫৮] সাগরিকাং প্রমাদিতাং[৫৯] পরিজনস্য নিন্দিত্বা।
কাঞ্চনমালামবদনৃপমহিষী জাতসংক্ষোভা ॥৯১১॥
"প্রেষয় কন্যামেনামবরোধং, ত্বং গৃহাণ কুসুমাদি।
যাবন্ন ভবতি বিষয়ে বীক্ষণয়োভূমিনাথস্য ॥"৯১২॥
উপগম্য ততশ্চেটী তামভ্যবদৎ[৬০] "কিমর্থমায়াতা।
মেধাবিনীং বিমুচ্য, ব্রজ, তস্মিন্মা বিলম্বস্ব ॥"৯১৩॥
বিহিতে দেব্যাদেশে মনসীদং সংবিধায় সা তস্থৌ।
"বিহগী সুসংগতায়া হস্তে নিহিতা[৬১], মনোভবসপর্যাম্ ॥৯১৪॥
অবলোকয়ামি তাবত্তিরোহিতা সিন্ধুবারবিটপেন।
তাতান্তঃপুরিকাভির্যথাঽর্চ্যতে কিং তথৈতদুত নেতি ॥"৯১৫॥
পিণ্ডীকৃতমিব রাগং হৃচ্ছয়মিব লব্ধবিগ্রহোঽকর্ষম্।
সমুপেত্য বৎসরাজং জগাদ সা "জয়তু দেব" ইতি ॥৯১৬॥

৫৮ দৃষ্ট্বা (ক)। ৫৯ প্রমাদতঃ (ক)। ৬০ স্বামবদৎ (খ)। ৬১ দত্তা (ক)।

সহিত নৃপতি (প্রদ্যোতের) দুহিতা (বাসবদত্তা)কে এবং তাঁহার অজ্ঞাতে পূজোপকরণ হস্তে (সাগরিকা নামে পরিচিতা) রত্নাবলীকে তাঁহার অনুগমন করিতে দেখা গেল। অনন্তর সাগরিকাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধা হইয়া পরিজনদিগের অসাবধানতার জন্য তাহাদিগকে নিন্দা করিয়া নৃপমহিষী কাঞ্চনমালাকে বলিলেন (৩১) "তুমি কুসুমাদি গ্রহণ করিয়া এই কুমারীকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দাও, দেখিও, যেন এ নৃপতির দৃষ্টিগোচরা না হয়।"

অনন্তর চেটী সাগরিকার নিকটে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"(সারিকা) মেধাবিনীকে রাখিয়া তুমি কিসের জন্য আসিয়াছ? সেখানে যাও, দেরী করিও না।" দেবীর এই আদেশে সে এই মনে করিয়া রহিয়া গেল যে "পাখীটিকে তো সুসঙ্গতার হাতে দিয়া আসিয়াছি সুতরাং সিন্দুবার বৃক্ষের অন্তরাল হইতে মনোভবের পূজা দেখিব—পিতার অন্তঃপুরিকাগণ যেরূপভাবে পূজা করে সেইরূপ এইখানে হয় কি না।"

এদিকে বাসবদত্তা পিণ্ডীভূতঅনুরাগস্বরূপ, উৎকৃষ্ট দেহলব্ধ, (অনঙ্গ) চিত্তবাসী মন্মথ-স্বরূপ বৎসরাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "দেবতার জয়

৩১ মূলে আছে বাসবদত্তাই স্বয়ং সাগরিকাকে সারিকাটিকে কেন মদনোৎসবে মত্ত পরিজনদিগের হস্তে দিয়া এখানে আসিয়াছ বলিয়া মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া ফিরিয়া যাইতে বলিলেন।

পরিভুক্তমপি নবত্বং শৃংগাররসং[৬২] মদনপূজনা নীতম্।
ভজমানো ভজমানাং স্বাগতবচসাঽভিনন্দ্য তামূচে ॥৯১৭॥
"ভর্গবিলোচনপাবকদাহাত,[৬৩]ঽধিকাং মনোভবো মন্যে।
প্রাপ্স্যতি তব করসংগমসুখবিরহসমুত্থিতাং পীড়াম্ ॥"৯১৮॥
সা[৬৪] মন্মথমভ্যর্চ্য (ভ্যার্চৎ ?) ক্ষিতিনাথং অনু সমধিকং,[৬৫]
তস্যাম্।
পরমাং মুদং বহন্ত্যাং বিগ্রহবন্মদনমনসি কন্যায়াম্ ॥৯১৯॥
শৃংগাররসসমুদ্রে[৬৬] সোৎকলিকং নিপতিতে তথা নৃপতৌ।
তারমধুরস্ফুটার্থং নগ্নাচার্যঃ পপাঠ নেপথ্যে ॥৯২০॥

৬২ শৃংগারং (খ)। ৬৩ হাত্য (ক)। ৬৪ অথ (গ)। ৬৫ সাধিকং (ক, খ)। ৬৬ সমুদ্রং (ক, খ)।

হউক"। (৩২) এই মদনোৎসবে নূতন করিয়া শৃঙ্গাররসকে অন্তরে বাহিরে সম্যক্ উপভোগ করিতে করিতে তিনিও সেবাপরায়ণা (বাসবদত্তা)কে স্বাগতবাক্যে অভিনন্দন করিয়া বলিলেন "আমার মনে হয় (পূজান্তে) তোমার করস্পর্শ-সুখের বিরহপীড়াকে মনোভব হরনেত্রাগ্নিদাহনজ্বালা অপেক্ষা অধিকতর পীড়াদায়ক বলিয়া মনে করিবে।" (৩৩)

তাহার পর তিনি (অর্থাৎ বাসবদত্তা) প্রথমে মন্মথকে অর্চনা করিয়া তাহার পর বিশেষ করিয়া নৃপতিকে অভ্যর্চনা করিলেন। (ইহা দেখিয়া) সেই কুমারী (সাগরিকা উদ্বরনকে) শরীরধারী মদন মনে করিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিল। তাহার পর নৃপতি শৃঙ্গাররসসমুদ্রে নিপতিত হইয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলে বৈতালিক নেপথ্য হইতে তার মধুরস্বরে স্পষ্টার্থ (এই শ্লোক) পাঠ করিলেন—

৩২ মূলে আছে রাজা মকরন্দ উদ্যানে বিদূষকের সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে অশোক-তরুতলের দিকে যাইতেছিলেন, সেখানে রাণীকে সপরিচারিকা উপস্থিত দেখিয়া অগ্রসর হইয়া বলিলেন "প্রিয়ে বাসবদত্তে!" তখন মহিষী বলিলেন "কথম্ আর্যপুত্র! জয়তু জয়তু আর্যপুত্র।" এবং রাজাকে বসিতে আসন দিলেন।

৩৩ এই সমস্ত উক্তি মূল নাটকে নাই। সেখানে অনঙ্গ সম্বন্ধে যে শ্লোক আছে, তাহা এইরূপ—"অনঙ্গোঽয়মনঙ্গত্বমদ্য নিন্দিষ্যতি ধ্রুবম্। যদনেন ন সংপ্রাপ্তঃ পাণিস্পর্শোৎসবস্তব।" (১।২২)

"নয়নানন্দমথখণ্ডিতমণ্ডলমভিরামমমৃতরশ্মিমিব।
সায়ন্তন আস্থানে ক্ষিতিপতয়ঃ সন্তু[67] দয়নং দ্রষ্টুম্ ॥"৯২১॥
উচ্চারিতেঽথ[68] নাম্নি ত্রিদশমতৌ তৎক্ষণং ব্যপেতায়াম্[69]।
উৎপন্নবিস্ময়রতির্নিদধে[70] নরভর্তুরাত্মজা হৃদয়ে ॥৯২২॥
"অয়মুদয়নঃ স রাজা তাতঃ সংস্কৃত্য মাং দদৌ যস্মৈ[71]।
হন্ত পরপ্রেষণমপি ন নিষ্ফলং সাম্প্রতং জাতম্ ॥৯২৩॥
যাবন্ন বেত্তি কশ্চিত্তাবদিতস্ত্বরিতমেব নির্যামি।"
ইতি কথমপি নায়কতো হৃত্বা দৃশমুৎসসর্জ রংগভুবম্ ॥৯২৪॥
"কন্দর্পমহমহোৎসবহৃতহৃদয়ৈর্নাবধারিতোঽস্মাভিঃ।
সন্ধ্যাতিক্রমকালঃ পশ্য ত্বং প্রিয়বয়স্যক তথাহি ॥৯২৫॥

৬৭ পতয়স্তস্থুঃ (গ)। ৬৮ হন্য (ক, খ)। ৬৯ পত্তৌ তৎক্ষণাচ্যুতপদায়াম্ (ক, খ)। ৭০ পত্যা মানং দধে (ক)। ৭১ যস্মিন্ (ক)।

"নয়ন আনন্দকারী সম্পূর্ণ মণ্ডলধারী
অভিরাম সুধাংশুর মত
দেখিবারে উদয়নে সমাগত নৃপগণে
সায়ন্তন আস্থানেতে যত।" (৩৪)

তখন, নাম উচ্চারণ হেতু তৎক্ষণাৎ দেবতা বলিয়া যে ভ্রম তাহা অপনোদন হওয়ায় (সিংহল) রাজদুহিতার হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও অনুরাগের সঞ্চার হইল— "এই সেই রাজা উদয়ন। পিতা সম্মানপূর্বক যাঁহার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। হায়, পরের দাসত্বও এখন দেখিতেছি নিষ্ফল হয় নাই। কেহ যাহাতে না জানিতে পারে, আমি সেইভাবে শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাই।" এই বলিয়া কোনমতে নায়কের উপর হইতে চক্ষু সরাইয়া লইয়া সে রঙ্গভূমি ত্যাগ করিল।

"কন্দর্পযজ্ঞ নামক মহোৎসবে চিত্ত অত্যধিক আকৃষ্ট হওয়ায় আমরা সন্ধ্যাতিক্রমণকাল বুঝিতে পারি নাই, প্রিয় বয়স্য চাহিয়া দেখ ঠিক কিনা—

৩৪ মূল নাটকের বৈতালিকের গীতটী এইরূপ—
"অস্তাপাস্তসমস্তভাসি নভসঃ পারং প্রয়াতে রবা
বাস্থানীং সময়ে সমং নৃপজনঃ সায়ন্তনে সংপতন্।
সংপ্রত্যেষ সরোরুহদ্যুতিমুষঃ পাদাংস্তবাসেবিতুং
প্রীত্যুৎকর্ষকৃতো দৃশামুদয়নস্যেন্দোরিবোদ্বীক্ষতে।"

'উদয়নগান্ত[১২]রিতমিয়ং প্রাচী সূচয়তি দিঙ্ নিশানাথম্ ।
পরিপাণ্ডুনা মুখেন প্রিয়মিব হৃদয়স্থিতং রমণী ॥'৯২৬॥
দেবি, ত্বন্মুখপদ্মঃ[১৩] পদ্মান্ বিদধাতি পশ্য বিচ্ছায়ান্ ।
অলয়োঽপি লজ্জিতা ইব শনৈঃ শনৈস্তদুদরেষু লীয়ন্তে ॥"৯২৭॥
এবমভিধায় চিত্রৈশ্চরণন্যাসৈঃ পরিক্রমং কৃত্বা ।
নৈষ্ক্রামিকয়া ধ্রুবয়া[১৪] বিনির্গতো নায়কোঽপি সহ সর্বৈঃ ॥৯২৮॥
(কলাপকম্)

১২ তটান্ত (গ)। ১৩ পদ্মঃ (ক, খ)। ১৪ নিষ্ক্রামন্ পাদুকয়া (ক); নিষ্ক্রামিকয়া···(গ)।

'(বিরহবিধুরা) রমণী তাহার অতিপাণ্ডুর বদনের দ্বারা চিত্তস্থিত প্রিয়কে যেরূপ জানাইয়া দেয়, পূর্বদিক্‌ও সেইরূপ উদয়গিরির অন্তরালস্থিত নিশানাথের সূচনা করিতেছে।' (৩৫) দেবি, ঐ দেখ, তোমার মুখপদ্ম পদ্মগুলিকে কান্তিহীন করিয়া ফেলিতেছে; অলিগণও যেন লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে পদ্মোদরে লীন হইয়া যাইতেছে।" (৩৬) এই বলিয়া বিচিত্রচরণবিন্যাসে পরিক্রম করিয়া নিষ্ক্রমণকালীন ধ্রুবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের সহিত নায়কও নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। ॥ ৯১০-৯২৮ ॥

৩৫ এই শ্লোকটী কবি ভবভূতি মূল হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৩৬ মূলের এই শ্লোকটী আরও পরিষ্কার—

"দেবী ত্বন্মুখপংকজেন শশিনঃ শোভাতিরস্কারিণা
পশ্যাব্জানি বিনির্জিতানি সহসা গচ্ছন্তি বিচ্ছায়তাম্ ।
শ্রুত্বা তে পরিবারবারবনিতাগীতানি ভৃঙ্গাঙ্গনা
লীয়ন্তে মুকুলান্তরেষু শনকৈঃ সঞ্জাতলজ্জা ইব ॥"

অংকে যাতসমাপ্তৌ গীতাতোদ্যধ্বনৌ চ বিশ্রান্তে।
প্রেক্ষণকগুণগ্রহণং নৃপসূনুঃ প্রববৃতে কর্তুম ॥৯২৯॥
"নাট্য প্রয়োগতত্ত্বে মতয়ো ন বিশন্তি মাদৃশাং প্রায়ঃ।
বাহনযানপদাতিগ্রামাদিককার্যদত্তহৃদয়ানাম ॥৯৩০॥
আস্তে লিখিতো গ্রামো[1] গৃহাণ তং সৎপ্রদেশবহুভূমিম্।
বাসয় তত্রাবাসং[2] ভবসি ততষ্ঠক্কুরো[3] দিবসৈঃ ॥৯৩১॥
'কৃতজীবনসংস্থো হি ত্বমপি কিমর্থং করোষি বিজ্ঞপ্তিম্।
অর্পয় বা যদি নেচ্ছসি কুরু স্থিতিং হস্তদানেন ॥৯৩২॥
ন চ পত্তয়ো ন সপ্তির্ন চ পোষ্যজনস্তথাপ্যসন্তুষ্টঃ।
লভমানো[4]ঽপি সদাঽয়ং চিরন্তনত্বাভিমানেন ॥৯৩৩॥

১ স্থালিখিতোঽয়ং (ক) ২ দত্বাবাসং (গ)। ৩ ঠক্কুরো (ক)। ৪ লভমানেঽপিঃ (ক, খ)।

অংক সমাপ্ত হইলে গীত ও আতোদ্যধ্বনি থামিয়া গেলে রাজপুত্র নাট্যের গুণগ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—

"নাট্যপ্রয়োগতত্ত্বে আমার ন্যায় যান, বাহন, পদাতি ও গ্রামাদির কার্যে ব্যাপৃতমনা ব্যক্তির বুদ্ধি বিশেষ প্রবেশ করিতে পারে না। এই (দানপত্রে) একটী গ্রামের বিষয় লিখিত আছে। আপনি সেই উত্তম প্রদেশস্থ বিস্তৃত ভূমিখণ্ড গ্রহণ করিয়া সেইস্থানে বাস করুন ও অপরকে বাসস্থান দিয়া কিছুদিনের মধ্যেই গ্রামের ঠাকুর (১) বা জমিদার হউন ॥ ৯২৯-৯৩১ ॥

[ইহার পর রাজপুত্র অন্যান্য প্রভুগণ কিরূপ মিথ্যাবাক্যে প্রতারিত করে তাহা বলিয়া আপনার মুক্তহস্ততার কথা জানাইতেছেন]

তোমার জীবিকার সংস্থান করিয়া দেওয়া হইয়াছে তথাপি কেন আবেদন করিতেছ? যদি ইচ্ছা না হয় বৃত্তি ছাড়িয়া দাও এবং বেতন লইয়া কায কর। (২)

ইহার পাইকও নাই, সোয়ারও নাই এবং পোষ্যজনও নাই তথাপি এ অসন্তুষ্ট; সর্বদা পাইতেছে অথচ চিরকাল অভিমান করে।

১ এখনও বিহার ও যুক্তপ্রদেশ অঞ্চলে জমিদারগণকে 'ঠাকুর' বলিয়া থাকে।

২ মূলে আছে "কুরুস্থিতি হস্তদানেন" অর্থাৎ হস্ত (পরিশ্রম) দ্বারা অর্জিত অর্থ লইয়া কায কর।

বিজ্ঞপ্তিকোন্মুখত্বং দূরত এবাবধারিতং ভবতঃ।
তূষ্ণীং ক্রিয়তামস্মাচ্ছ্রোষ্যসি কার্যং প্রতীহারাৎ ॥৯৩৪॥
যূয়ং কুটুম্বমধ্যে, ক্ব গমাতে, গোত্রপুত্রসামান্যম্[৫]।
আদায় সংবিভাগং স্বগৃহ ইবাস্তি স্থীয়তাং যথাসৌখ্যম্ ॥৯৩৫॥
অভ্যন্তরব্যয়ার্থং[৭] প্রবিলকো[৮] যো ময়া মহাদ্রংগঃ[৯]।
তত্রাপি[১০] তেহনুবন্ধো[১১] নো জানে কিং করোমীতি ॥৯৩৬॥
প্রথমতরমেব কল্পিতমনল্প[১২]ফলজীবনং[১৩] প্রদেশস্থম্।
অদ্যাপি তে ন জাতং, নিযোগিনাং[১৪] পশ্য মন্থরতাম্ ॥৯৩৭॥
এবম্প্রায়ৈরনুদিনলাভোদয়মোহকারিভির্বচনৈঃ।
ফলশূন্যৈরনুজীবী প্রতারিতঃ কঃ কিয়ৎকালম্ ॥৯৩৮॥

৫ সামান্যঃ (ক)। ৬ গৃহ এব (ক, গ)। ৭ ব্যয়ার্থেন (ক)। ৮ বিলম্বো (ক), ন বিলম্বো (খ)। ৯ যো মহাংস্তঙ্গঃ (ক); মহোদ্রংগঃ (গ)। ১০ অত্রাপি (ক)। ১১ ন ন বচো মে (ক)। ১২ প্রথমং চরমবিকল্পিতমপ্যপি (ক)। ১৩ কল জীবন (ক); হল জীবনং (গ)। ১৪ নিয়োগিতানাং মদন্তরক্রম্ (ক), প্রয়োগিনাং পশ্য মন্থরতাম্ (গ)।

তুমি যে আবেদন করিতে উদ্যত হইয়াছ তাহা দূর হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি, এখন চুপ করিয়া কাজ কর পরে প্রতীহারের মুখে আমাদের সিদ্ধান্ত শুনিতে পাইবে।

তোমরা আমার কুটুম্বের মধ্যে, কোথায় যাইবে, সন্তানাদি পোষ্যবর্গও তো সামান্যই, (আমার) যা আয় আছে, তাহার অংশগ্রহণ করিয়া আপন গৃহের মত যথা সুখে বাস কর।

অভ্যন্তর ব্যয়ের জন্য আমি যে মহাদ্রঙ্গটী (৩) পাইয়াছি, তাহাতেও তোমার অনুবন্ধ! জানি না কি করিব।

প্রথমেই তোমাকে যথেষ্ট ফলোৎপাদক প্রদেশে বৃত্তিদান করিতে মনস্থ করিয়াছি কিন্তু আজও তাহা তোমার হস্তগত হইল না, কর্মচারিগণের কার্যে দেখ কিরূপ মন্থরতা!'

এইরূপ প্রত্যহ লাভ ও পদবৃদ্ধির বিষয়ে মোহোৎপাদক নিষ্ফল বচনে অনুজীবিগণকে অতি অল্পকালই প্রতারণা করা যায়॥ ৯৩২-৯৩৮॥

৩ 'দ্রঙ্গ' অর্থে কাশ্মীরের বিবিধ পথে কর বা শুল্ক সংগ্রহের জন্য স্থাপিত ঘাঁটি। 'দ্রঙ্গ' শব্দের কাশ্মীরের ভাষায় মূলগত অর্থ বিলম্ব। যে স্থান দিয়া যাইতে বিলম্ব হয়, এই অর্থেই বোধ হয় এই শুল্ক-ঘাঁটিগুলির ঐ নামকরণ হইয়াছে। বলভীর দানপত্রে দ্রঙ্গাধিকারী, দ্রঙ্গিক, দ্রাঙ্গিক, দ্রাঙ্গী প্রভৃতি শব্দ এবং রাজতরঙ্গিনীতে দ্রঙ্গেশ বা মার্গেশ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এতদ্বিষয়ে[15] নৈপুণমত্র তু ভূমীভুজাং[16] সমাশ্রিত্য।
মুখরতয়া কথয়ামো জড়মতি[17]সামাজিকোচিতং কিঞ্চিৎ ॥১৩৯॥
সপ্তাশ্রয়ঃ ষড়াত্মা শারীরস্ত্রিঃ প্রমাণপরিমাণঃ[18]।
সত্ত্বাধিক্যাজ্জ্যেষ্ঠো[19] ব্যস্তসমস্তৈস্ত্রিভির্বিনিষ্পাদ্যঃ ॥১৪০॥
সুকুমারাবিদ্ধক্রিয়[20] উপরঞ্জকরঞ্জিতো বিবিধবৃত্তিঃ[21]।
আদেয়হেয়মধ্যের্ভাবৈঃ[22] সম্পাদিতঃ প্রয়োগোঽয়ম্ ॥১৪১॥

১৫ বিষয়ঃ (ক)। ১৬ ভূমীভৃতাং (ক); ভূমিজ্জতাং (গ)। ১৭ জড়মিব (ক, খ)। ১৮ সমাশ্রয়ঃ স মহাত্মা সশরীরস্ত্রিঃ প্রমাণপরিমাণে (ক)। ১৯ সত্ত্বাধি লোক্য ধৃষ্টো। ২০ স্বর্গনারাধিক্যক্রিয় (ক)। ২১ নৃত্তঃ (গ)। ২২ আদায় স্বমধ্যৈর্ভাবঃ (ক)।

[রাজপুত্র তাহার পর পূর্বারব্ধ নাট্যের সমালোচনা সম্বন্ধে বলিতেছেন]

এই (নাট্যের গুণগ্রহণ) বিষয়ে যাহা কিছু আমার নৈপুণ্য, তাহা রাজবংশে জন্ম বলিয়া, (তবে) মুখর বলিয়া মূর্খের মত সাধারণ সামাজিকজনোচিত কিছু বলিব—

আপনার এই নাট্যপ্রয়োগ (ষড়্জাদি) সপ্তাশ্রয়যুক্ত, (সুস্বরাদি) ষড়াত্মা প্রধান, (গীতনৃত্যাদিতে) শরীরাধীন, (লোক, বেদ ও অধ্যাত্ম এই) তিনটী প্রমাণ পরিমাণ, (বাদ্যপ্রয়োগে) সত্ত্বাধিক্যহেতু উত্তম, ত্রিবিধলয়ের আসার ও প্রসার দ্বারা বিশেষভাবে নিষ্পাদিত, (গীতবাদ্যনৃত্য অভিনয়াদি) সুকুমার ক্রিয়ার দ্বারা ওতপ্রোত, (গমকাদি) উপরঞ্জনে রঞ্জিত, (ভারতী প্রভৃতি) বিবিধ বৃত্তিযুক্ত এবং আদেয় ও হেয় এই উভয় ভাবের মধ্যে যে ভাব, তদ্দ্বারা সম্পাদিত (৪)।

৪ এই শ্লোক দুইটীতে কবি কাব্যপুরুষের ন্যায় সমাসোক্তি দ্বারা জীবাত্মাকে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—সপ্তাশ্রয়—নাটকপক্ষে ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ; জীবাত্মাপক্ষে—সপ্তরসাদি ধাতুর আশ্রয় যথা রস, রুধির, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি, রেতস্।

ষড়াত্মা—নাট্যপক্ষে সুস্বর, সরস, সরাগ, মধুরাক্ষর ও অলংকার-প্রধান; জীবাত্মাপক্ষে মনঃ ও অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, আনন্দ এই পঞ্চ কোশবিশিষ্ট জীবাত্মা।

শারীর—নাট্যপক্ষে গীত-নৃত্যাদিতে শরীরের অধীন, জীবাত্মাপক্ষে শরীরধারী।

ত্রিপ্রমাণ—নাট্যপক্ষে লোক, বেদ, অধ্যাত্ম; জীবাত্মাপক্ষে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ।

সত্ত্বাধিক্যহেতু জ্যেষ্ঠ—নাট্যপক্ষে বাদ্যপ্রয়োগে সত্ত্বাধিক্য যথা "লয়তালবর্ণপদযতিগীত্যক্ষর-বাদকং ভবেৎ সত্ত্বম্"; জীবাত্মাপক্ষে সত্ত্ব, রজস্ ও তমস্ এই তিনগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রধান যে সে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য।

ব্যস্তসমস্তৈস্ত্রিভির্বিনিষ্পাদ্য—নাট্যপক্ষে—সমা, স্রোতোবহা ও গোপুচ্ছা নামে খ্যাত তিনটী লয়ের আসার ও প্রসার বিধিদ্বারা বিশেষভাবে নিষ্পাদিত; জীবাত্মাপক্ষে—স্থূল সূক্ষ্ম

গম্ভীরমধুরশব্দং পরিরক্ষিত[২৩]গীতবিবিধভংগযুতম ।
দর্শয়তো[২৪] বৈচিত্র্যং ন ভ্রষ্টো বাদকস্য লয়কালঃ[২৫] ॥৯৪২॥
অপরিত্যক্তস্থানকরসকাকুব্যঞ্জিতস্ফুটার্থপদম্[২৬] ।
অভিরামাবিশ্রান্তং পঠিতং নিরবদ্যমখিলভাবযুতম্[২৭] ॥৯৪৩॥
নিয়মিতদীপনশমনং[২৮] দ্রুতমধ্যবিলম্বিতাললয়যুক্তম্[২৯] ।
রসবৎস্বরোপপন্নং কৃতসাম্যং সাধু গাতৃভির্গীতম[৩০] ॥৯৪৪॥

২৩ বৃংহিত (ক, খ)। ২৪ দর্শয়তে (ক)। ২৫ তদ্রর্থবাহকস্তলকাল: (ক)। ২৬ অভিভক্ততস্থানমা কাকুপরস্থাস্ফুধাপদম্ (ক)। ২৭ নিবরদ্য ভাষাস্থ (ক), নিরবদ্যমখিল ভাষাস্থ (খ)। ২৮ গমনং (ক, খ)। ২৯ তালসংযুক্তম্ (গ), তানলয়যুক্তম্ (ক)। ৩০ তমবস্বগেয়যন্তং তৎসাম্যং সাদিভিবিহিতম্ (ক)।

বাদকদিগের বাদ্যের শব্দ গম্ভীর ও শ্রুতিমধুর; গীতের বিবিধ ভঙ্গের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বৈচিত্র্য দেখাইবার সময় তাহাদের তাল কাটিয়া যায় নাই।

(নাট্য প্রয়োগে ভূমিকানুরূপ) পাঠে উচ্চারণের যথাযথ স্থান (৫) রক্ষা করা হইয়াছে, রস ও কাকুদ্বারা (৬) ব্যঞ্জিত হওয়ায় তাহার অর্থ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহা সুন্দর, অবিশ্রান্ত, নিরবদ্য ও অখিল ভাবযুক্ত।

গায়কগণের গীত চমৎকার, তাহার দীপন, ও গমন নিয়মিত, (৭) উহা দ্রুত,

কারণাদি সমষ্ট্যাত্মক বিরাট হিরণ্যগর্ভ এবং প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্বাস নামক ব্যষ্ট্যাত্মক দ্বারা নিষ্পাদিত।

সুকুমারাবিদ্ধক্রিয়—নাট্যপক্ষে গান বাদ্য নৃত্য অভিনয়াদি কোমল ক্রিয়া দ্বারা বেদান্তশাস্ত্র ওতপ্রোত; জীবাত্মাপক্ষে দয়াদি সুকুমার ক্রিয়া দ্বারা অন্বিত।

উপরঞ্জকরঞ্জিত—নাট্যপক্ষে গমক আলাপাদির দ্বারা সংযুক্ত; জীবাত্মাপক্ষে রমণীয় দ্রব্যের দর্শন ও ভোগাদি দ্বারা রঞ্জিত।

বিবিধবৃত্তি—নাট্যপক্ষে ভারতী, কৈশিকী, সাত্বতী ও আরভটী এই চারিবৃত্তিযুক্ত ("ভারতী শব্দবৃত্তিঃ স্যাদ্রসে রৌদ্রে চ যুজ্যতে। শৃঙ্গারে কৈশিকী বীরে সাত্বত্যারভটী পুনঃ।"); জীবাত্মা পক্ষে কাম, ক্রোধ, হর্ষ, শোকাদি বৃত্তি বা চিত্তবিকারযুক্ত।

আদেয় হেয়মধ্যৈর্ভাবৈঃ সম্পাদিতঃ—নাট্যপক্ষে যে সকল ভাব মনোমধ্যে উদয় হয় ও লয় হইয়া যায় অর্থাৎ সঞ্চারী বা ব্যভিচারীভাবের দ্বারা সম্পাদিত, জীবাত্মাপক্ষে কতকগুলি ভাব অর্থাৎ পদার্থ অনুকূল বলিয়া গ্রহণীয় কতকগুলি প্রতিকূল বলিয়া ত্যাজ্য এবং কতকগুলি মধ্য অর্থাৎ ঔদাসীন্যের সহিত দর্শনীয় এইরূপ ভাবের দ্বারা সম্পাদিত।

৫ উচ্চারণের স্থান যথা কক্ষ কণ্ঠ ও মূর্ধা।

৬ "কামং বিবৃণুতে কাকুরর্থান্তরমতন্দ্রিতা। স্ফুটীকরোতি তু সতাং ভাবাভিনয়চাতুরীম্।" (কাব্য মীমাংসা) 'কাকু' শব্দের টীকা ৮০৪ আর্যার টীকা দ্রঃ।

৭ 'দীপন' অর্থাৎ বর্ধমানস্বরত্ব, 'গমন' অর্থাৎ স্বরের আরোহ ও অবরোহাদি দ্বারা প্রবর্তন।

প্রকৃতিবিশেষাবস্থাপ্রতিপাদকবেষরচনসামগ্র্যা।
অনুকরণমভ্যতীতং[৩১] সিদ্ধিদ্বয়সম্পাদাধারম্[৩২] ॥৯৪৫॥
ভরতসুতৈ[৩৩]রুপদিষ্টং ক্ষিতিপতিনহুষাববোধনারীণাম[৩৪]।
মন্যে তা অপি নাট্যে শোভাসন্দোহমীদৃশং[৩৫] নাপুঃ ॥৯৪৬॥
সুশ্লিষ্ট[৩৬]সন্ধিবন্ধং সৎপাত্র[৩৭]সুবর্ণযোজিতং সুতরাম্।
নিপুণপরীক্ষকদৃষ্টং রাজতি রত্নাবলীরত্নম্ ॥৯৪৭॥
এবংবিধগুণকথন প্রসংগিনি বিভাবিতাত্মনৃপতনয়ে[৩৮]।
পঠতি স্মার্যামন্যঃ স্মৃতিবিষযমুপাগতাং প্রসংগেন ॥৯৪৮॥

৩১ অভিনযকরণেনীতা (ক)। ৩২ চারম্ (ক), ধারাম্ (খ)। ৩৩ নবসুবৈতে (ক)। ৩৪ জম্বুষানবোধকাবাণাম্ (ক)। ৩৫ তা অপি নাট্যে সর্বাঃ শোভাসন্দোহ-সদৃশং (ক)। ৩৬ আশ্লিষ্ট (ক)। ৩৭ সর্বব সুবর্ণযোজিতং সুভগাম্ (গ)। ৩৮ কথন° যসদাদিবিভাবিতার্থা তং পানসে (ক)।

মধ্য ও বিলম্বিত তাললয় সমন্বিত, সরস ও শুদ্ধস্বর (৮) এবং তাহাতে সাম্য-রক্ষিত হইয়াছে।

নাট্যের পাত্রগণ প্রকৃতি ও বিশেষ অবস্থা প্রতিপাদক বেশরচনা কার্যে অননুকরণীয়, তাহারা (পাঠ্য ও নিষ্পত্তি) উভয় বিষয়েই সিদ্ধি সম্পন্ন।

আমার মনে হয় ভরতমুনির পুত্রগণদ্বারা উপদিষ্ট হইয়া রাজা নহুষের অন্তঃপুর-বাসিনী নারীগণও নাট্যে ঈদৃশ শোভাসমূহ প্রাপ্ত হয় নাই (৯) সুতরাং সুশ্লিষ্ট সন্নিবদ্ধ এই রত্নাবলী (নাটিকারূপ) রত্নটী সৎপাত্ররূপ সুবর্ণদ্বারা যুক্ত হইয়া এবং নিপুণ পরীক্ষক কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া শোভা পাইয়াছে।" ৯৩৯-৯৪৭ ॥

নৃপনন্দন যখন এইরূপ গুণকথনপ্রসঙ্গে প্রবর্তিতচিত্ত হইয়াছিলেন তখন অন্য কোন এক ব্যক্তি প্রসঙ্গক্রমে স্মরণপথে উদিত এই আর্যাটী পাঠ করিল—

৮ স্বরোপপন্ন—রাগের অনুযায়ী স্বরযুক্ত যথা "হাস্যশৃঙ্গারয়োঃ স্বরিতোদাত্তং, বীররৌদ্রাদ্ভুতেষূদাত্তস্বরিতং, করুণবীভৎসভয়ানকেষ্বনুদাত্তস্বরিতমুৎপাদয়েৎ।" (সাহিত্য দর্শনের টীকায় রামচরণ তর্কবাগীশ কর্তৃক উদ্ধৃত)। পুনশ্চ "হাস্যশৃঙ্গারয়োঃ কার্যৌ স্বরৌ মধ্যম-পঞ্চমৌ। ষড়্জর্ষভৌ তু কর্তব্যৌ বীররৌদ্রাদ্ভুতেষ্বথ॥ নিষাদবান্ সগান্ধারঃ করুণে সংবিধীয়তে। ধৈবতশ্চাপি কর্তব্যো বীভৎসে সভয়ানকে॥" (ভরতনাট্যশাস্ত্রম্ ১৭।১০০-১০১)

৯ চন্দ্রবংশের রাজা নহুষ একবার স্বর্গরাজ্যে গিয়া অপ্সরাগণ কর্তৃক অভিনীত নাট্য দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীতে নিজ রাজধানীতে সেইরূপ দেখিতে অভিলাষী হইয়া দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিলে, দেবরাজের অনুরোধে ভরতমুনি নহুষের অন্তঃপুর-রমণীগণকে নাট্যশিক্ষা দিবার জন্য আপনার পুত্রদিগকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দেন, তদবধি ভূলোকে নাট্যের প্রচলন হইয়াছে, ইহাই প্রবাদ।

"সংগ্রামাদনপসৃতিঃ প্রেক্ষাভিজ্ঞা সুভাষিতা[৩৯]ভিরতিঃ।
আচ্ছাদনাভিযোগঃ[৪০] কুলবিদ্যা রাজপুত্রাণাম্ ॥" ৯৪৯॥

এতদ্বস্তুনি যাতে শ্রুতিমার্গং[৪১] নৃপতিনন্দনো রসতঃ[৪২]।
আরব্ধ[৪৩]কথাচ্ছেদকমাখেট*কবর্ণনং চক্রে ॥ ৯৫০ ॥

"চল লক্ষবেধকৌশলমশ্বপ্রজবে স্থিরাসনাভ্যসনম্।
ভূমিবিভাগজ্ঞানং ভবন্তি মৃগয়াভিযোগেন ॥ ৯৫১ ॥

বহতি জবেন তুরংগে নিবিড়স্থিতপাদকটকপাদাগ্রঃ।
তির্যক্‌প্রণিহিত[৪৪]কায়ো নিম্নোন্নতমগ্রতো ভুবঃ পশ্যন্ ॥ ৯৫২ ॥

যাবৎপ্রাণং ধাবত্যাকুলিতে বিশ্বকদ্রুভিভীত্যা।
গোচরপতিতে জীবে লঘুক্রিয়ঃ ক্ষিপতি মার্গণং ধন্যঃ ॥ ৯৫৩ ॥

(সন্দানিতকম)

মূলে স্থিতস্য নিভৃতং মৃগয়ুভিরুচ্চাট্য ঢৌকিতং নিকটে।
পাতয়তো মৃগমুৎপ্লুতমব্যপদেশ্যং[৪৫] সুখং কিমপি ॥ ৯৫৪ ॥

৩৯ সুভাবনা (ক)। ৪০ আচ্ছোটনা (ক, গ)। ৪১ জাতে শক্তিদ্বারং (ক)। ৪২ বভসাং (ক)। ৪৩ আবৃতা (ক)। * ইতঃ (ক) পুস্তকে ভ্রষ্টঃ। ৪৪ বিনিহিত (গ)। ৪৫ দেশ্যং (গ)।

"সংগ্রামে না অপসৃতি সুভাষিতে অভিরতি
অভিজ্ঞতা কিছু আছে নাটক দর্শনে,
মৃগয়ার অভ্যাসেতে বিরত না কোনমতে
কুলবিদ্যা এই সব রাজপুত্রগণে।"

এই কথাগুলি রাজপুত্রের কর্ণগোচর হইলে তিনি আরব্ধ বিষয় ছাড়িয়া দিয়া সানন্দে মৃগয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন—

"চললক্ষ্যবেধের কৌশল, দ্রুতগমনশীল অশ্বের পৃষ্ঠে আসনস্থির রাখার অভ্যাস, ভূমিবিভাগের জ্ঞান—মৃগয়াভিযোগে এই সকল আবশ্যক। দ্রুতবেগে অশ্বধাবিত হইলে পাদকটকের (stirrup) উপর পাদাগ্র দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিয়া দেহ সম্মুখদিকে তির্যক্‌ভাবে আগাইয়া দিয়া সম্মুখস্থ নিম্নোন্নত ভূমির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কুকুরগুলির ভয়ে আকুল হইয়া প্রাণপণে ধাবমান জীবটি দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই যে শিকারী ক্ষিপ্রতার সহিত শরক্ষেপ করিতে পারে, সে ধন্য। বৃক্ষমূলে নিভৃতে অবস্থান করিয়া শিকারিগণ কর্তৃক (বাদ্যাদি দ্বারা) তাড়িত হইয়া উল্লম্ফনে নিকটে আগত পশুকে (শরাদি দ্বারা) ভূপতিত করায় কিরূপ অনির্বচনীয় সুখ

গীতশ্রবণোৎকর্ণং নিশ্চলতৃণকবলগর্ভমুখহরিণম্।
উপবেশিতমস্পন্দং স্পৃহণীয়া এব গৃহ্ণন্তি ॥ ৯৫৫ ॥
দাবানল সন্তাপান্নির্যাতং গহনবীরুধোঽভিমুখম্।
যো নিরুণদ্ধি স ধন্যঃ সূকরমেকপ্রহারেণ ॥ ৯৫৬ ॥
ঘনবৃক্ষো-৪৬দরসুপ্তং সমুপেত্য স্বৈরমকৃতপদশব্দম্।
ব্যাধবর এব কুরুতে নির্জীবং হেলয়া শশকম্ ॥" ৯৫৭ ॥
ইতি বিদধতি সৈংহভটাবাখেটকশক্তিলাঘবশ্লাঘাম্।
হৃদযাগতামগায়ৎ প্রসংগতো গীতিকামপরঃ ॥ ৯৫৮ ॥
"আস্তাং ব্যাপাররসঃ প্রবর্তিতা সংকথাঽপি মৃগয়ায়াঃ।
অন্তরয়তি তন্মনসামাহারাদিক্রিয়োচিতং কালম্ ॥" ৯৫৯ ॥
অবধার্য গীতিকার্থং দানং প্রতি ধননিযুক্তমভিধায়।
উত্তস্থৌ সমরভটো মঞ্জরিকাং সমবলোকয়ন্ প্রেম্না ॥ ৯৬০

৪৬ কক্ষো (গ)।

হয়। গীতশ্রবণে উৎকর্ণ তৃণকবল মুখে লইয়া নিশ্চল ও নিস্পন্দভাবে উপবিষ্ট হরিণকে যাহারা (হত্যা না করিয়া) গ্রহণ করে, তাহারা স্পৃহনীয়। দাবানলের সন্তাপে গহন লতাচ্ছাদিত (আবাস) হইতে নির্গত অভিমুখে আগত শূকরকে যে ব্যক্তি (তল্লের) এক আঘাতে নিরুদ্ধ করিয়া দেয়, সে ধন্য। ধীরে পদশব্দ না করিয়া ঘন বৃক্ষোদরে প্রসুপ্ত শশকের নিকট উপস্থিত হইয়া যে হেলায় তাহাকে বধ করিতে পারে, সে ব্যাধশ্রেষ্ঠ।"

সিংহভটের পুত্র যখন মৃগয়া সামর্থ্যে ক্ষিপ্রকারিতার প্রশংসা করিতেছিলেন, এমন সময় নিমিত্ত বিশেষে স্মরণে আগত এই আর্যাটী অপর এক ব্যক্তি পাঠ করিল—

"মৃগয়া ব্যাপারে যাহা আছে রস
তাহা কি বলিব আর
সে বিষয়ে কথা আরম্ভ করিলে
শেষ নাহি হয় তার।
সময়োচিত আহারাদি ক্রিয়া
স্মরণ না থাকে তবে
মৃগয়ার কথা আলাপ করিতে
লোকে মেতে যায় যবে।"

গীতিকাটীর অর্থ অবধারণ করিয়া ধনাধ্যক্ষকে (মন্দিরস্থ দরিদ্র ও যাচকবর্গকে) দানের কথা বলিয়া সমরভট মঞ্জরীর প্রতি সপ্রেম দৃষ্টিপাত করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন ॥ ৯৪৮-৯৬০ ॥

গত্বাঽথ স্বাবসথং বিনিবর্তিতভোজনাদিকর্তব্যঃ।
মঞ্জরিকাকৃষ্টমনা অভিদধ্যৌ সচিবসন্নিধাবেবম্ ॥৯৬১॥
"ভ্রূভংগস্মিতবীক্ষিতমৃদুবক্রবচোংগহারগমনেষু।
কুসুমপ্রহরণ একো যুগপদ্বিহিতাশ্রয়ঃ কথং তস্যাঃ ॥৯৬২॥
সুন্দোপসুন্দনাশঃ ফলমাত্মভুবস্তিলোত্তমাসৃষ্টেঃ।
জনমৃতয়ে তাং সৃজতা কিং দৃষ্টং সুরহিতং তেন ॥৯৬৩॥
সুমনোভিঃ পরিকল্পিতা মৃগশাবকতরলচক্ষুষস্তস্যাঃ।
কামোচিতফলহেতুর্দেহভৃতাং দীর্ঘিকা বেণী ॥৯৬৪॥
কমলমিব বদনকমলং পিবন্তি তস্যাস্ত্রিবিষ্টপভ্রষ্টাঃ।
সদলিকমপেতদোষং সবিভ্রমং মধুমদাতাম্রম্ ॥৯৬৫॥
যঃ শৈলেন্দ্রনিতম্বং সুরতাপ্ত্যৈ সেবতে তপোনিরতঃ।
স্পৃহয়তি সোঽপি নিতম্বং সুরতাপ্ত্যৈ সমবলোক্য তন্বংগ্যাঃ ॥৯৬৬॥

অনন্তর মঞ্জরীর প্রতি আসক্তচিত্ত (সেই রাজপুত্র) নিজগৃহে গমন করিয়া ভোজনাদি কর্তব্য সমাপনান্তে বয়স্যের নিকট এইরূপভাবে আপন মনোভাব প্রকাশ করিলেন—

"তাহার ভ্রূভঙ্গ, স্মিত কটাক্ষ, মৃদু বক্রোক্তি, অঙ্গহার ও গমনে কুসুমেষু একাই যুগপৎ আশ্রয় করিয়াছেন, ইহা অতি বিচিত্র। (১) তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করিয়া আত্মযোনি ব্রহ্মার সুন্দ ও উপসুন্দের নাশরূপ ফলপ্রাপ্তি হইয়াছিল (কিন্তু) লোকের মৃত্যুর জন্য তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তিনি ইহাতে দেবতাদের কি উপকার দেখিলেন (২)? সেই মৃগশাবকতরলাক্ষীর পুষ্পসংযোগে গ্রথিত সুদীর্ঘবেণী লোকের প্রবল কামোত্তেজনার কারণ-স্বরূপ। স্বর্গভ্রষ্ট ব্যক্তিগণই তাহার অলিক-শোভিত, দোষরহিত, বিভ্রমযুক্ত, মধুসমন্বিত ঈষৎরক্তাভ কোকনদ সদৃশ বদনকমল পান করিয়া থাকে। (৩) যে ব্যক্তি সুরতা (অর্থাৎ দেবত্ব) প্রাপ্তির জন্য

---

১ অর্থাৎ তাহার ভ্রূভঙ্গী, মৃদুহাস্য, কটাক্ষ, মৃদুবক্রোক্তি, অঙ্গহার ও গমনের প্রত্যেকটিতে লোকের মদনোদ্রেক হইয়া থাকে।

২ তিলোত্তমাকে সৃজন করায় সুন্দ উপসুন্দ এই দুই অসুর নিপাত হইয়াছিল, তাহাতে দেবতাদিগের উপকার হইয়াছিল কিন্তু ইহাকে সৃষ্টি করায় মর্ত্যবাসী তাহার রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হইবে ও তাহাকে না পাইয়া মদনের দশমীদশায় পতিত হইয়া মরিবে, ইহাতে দেবতাদিগের কি ইষ্ট সাধিত হইবে? ইহাই ভাবার্থ। মহাভারতের আদিপর্বে (২০৯ অঃ হইতে ২১২ অঃ পর্যন্ত) তিলোত্তমা ও সুন্দ উপসুন্দের উপাখ্যান বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কথা সরিৎসাগরেও (১৫।১৩৫-১৪০) এই কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত আছে।

৩ পুণ্যবান্ না হইলে কেহ স্বর্গে যায় না সুতরাং 'ত্রিবিষ্টপভ্রষ্টাঃ' অর্থাৎ স্বর্গভ্রষ্ট এই

ত্রিকরো মধ্যবিভাগো বাহ্বোর্যুগলং[১] করদ্বয়োপেতম্।
জনয়তি তদপি মৃগাক্ষী সহস্রকরতোঽধিকং তাপম্ ॥৯৬৭॥
সা স্রগ্ধরা সুবদনা প্রহর্ষিণী সৈব সৈব তনুমধ্যা।
ন করোতি কস্য বিস্ময়মিতি রুচিরা মঞ্জুভাষিণী সৈব ॥৯৬৮॥
অনুকুর্বত্যা কন্যাং তথাতথা নায়কস্তয়া দৃষ্টঃ।
যেন জরৎস্বপ্যটনী-ধনুষঃ স্পৃষ্টা দশার্ধবাণেন ॥৯৬৯॥

১ বাহোর্যুগলং (গ)।

তপোনিরত হইয়া পর্বতরাজের নিতম্বদেশকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেও ঐ তরুণীর নিতম্ব দেখিয়া সুরতপ্রাপ্তির আকাংক্ষা করিয়া থাকে। (৪) ইহার মধ্যদেশ ত্রিকর (অর্থাৎ ত্রিবলি) সম্বলিত, বাহুযুগল করদ্বয়যুক্ত তথাপি এই মৃগাক্ষী সহস্রকর অপেক্ষা অধিক তাপ দিয়া থাকে। (৫) সে একাধারে স্রগ্ধরা, সুবদনা, প্রহর্ষিণী, তনুমধ্যা, রুচিরা ও মঞ্জুভাষিণী, ইহাতে কাহার না বিস্ময় উৎপাদন করে? (৬) সে যখন কুমারী রত্নাবলীর ভূমিকাগ্রহণ করিয়া নানাভাবে নায়ককে

শব্দে পুণ্যবান্ ব্যক্তি বুঝাইতেছে। মঞ্জরীর বদনের সহিত রক্তকমলের তুলনা করা হইতেছে—কমলে যেরূপ অলিসমূহ বসিয়া থাকে, তাহার বদনকমলেও সেইরূপ অলিক বা চূর্ণকুন্তল আসিয়া পড়িয়াছে, পদ্ম যেরূপ 'দোষ' অর্থাৎ রাত্রি না থাকিলে বিকসিত হয়, তাহার বদনও সেইরূপ দোষ রহিত, পদ্ম মৃদুমন্দ পবনে হিল্লোলিত হইয়া বিলাসযুক্ত এবং তাহার বদন শৃঙ্গার চেষ্টারূপ বিভ্রমযুক্ত (বিভ্রমের লক্ষণ যথা—"ক্রোধং স্মিতং চ কুসুমভরণাদি যাচ এলা তদ্বর্জনং চ সহসৈব বিমণ্ডনং চ। আক্ষিপ্য কান্তবচনং লপনং সখীভি নিষ্কারণস্থিতগতেন স বিভ্রম স্যাৎ॥" নাগরসর্বস্বম্ ১৩।১৩)। মঞ্জরীর পক্ষে 'মধু' হইতেছে তাহার 'অধরমধু' এবং পদ্মপক্ষে 'মকরন্দ'। বদনপক্ষে 'আতাম্র' শব্দে অতিশয় সৌকমার্যহেতু ঈষৎরক্তবর্ণ এবং কমলপক্ষে 'আতাম্র' অর্থে 'আ' সমন্তাৎ 'রক্তং' ইহাতে রক্তোৎপল কোকনদকে বুঝাইতেছে।

৪ এই শ্লোকে 'সুরতান্তে' ও 'নিতম্ব' এই দুইপদ শ্লোকের উভয় দলে সন্নিবেশিত হইয়া 'যমক' ও 'শব্দশ্লেষ' এই উভয় অলংকারের সৃষ্টি করিয়াছে। শৃঙ্গারশতকে এইরূপ একটী শ্লোক আছে—"মাৎসর্যমুৎসার্য বিচার্য কার্যমার্যাঃ সমর্যাদমিদং বদন্তু। সেব্যা নিতম্বাঃ কিমু ভূধরাণামুত স্মরস্মেরবিলাসিনীনাম্॥" (২৬)

৫ অর্থাৎ এই সুন্দরীর মধ্যদেশের ত্রিবলি বা ত্রিকর এবং বাহুদ্বয়ের দুই কর এই পাঁচটী কর আছে তাহাতেই সে সহস্রকর সূর্য অপেক্ষা অধিক তাপ অর্থাৎ সন্তাপ দিয়া থাকে সুতরাং সে সূর্য অপেক্ষাও বলশালিনী ইহাই ভাবার্থ।

৬ একই শ্লোকে স্রগ্ধরাদি পাঁচটী ছন্দ থাকা সম্ভব নহে অথচ সে 'স্রগ্ধরা' অর্থাৎ 'মাল্যধারিণী' 'সুবদনা' অর্থাৎ শোভনবদনশালিনী, 'প্রহর্ষিণী' অর্থাৎ হর্ষ বা আনন্দদায়িনী, 'তনুমধ্যা' অর্থাৎ ক্ষীণকটি, 'রুচিরা' অর্থাৎ মনোহরা ও 'মঞ্জুভাষিণী' অর্থাৎ মধুর ভাষণশীলা। স্রগ্ধরাদিছন্দের লক্ষণ যথা—"ম্রভ্নৈর্যানাং ত্রয়েণ ত্রিমুনিযতিযুতা স্রগ্ধরা কীর্তিতেয়ম্"।

রূপং যৌবনচিত্রিতমনংগবিকৃতানি নাট্যদীপ্তানি।
শমিনামপি শমগর্বং সংমুষ্ণন্ত্যবিকলং তস্যাঃ ॥৯৭০॥
দগ্ধেঽপি বপুষি ভীতিং ন বিমুঞ্চতি নীললোহিতসমুত্থাম্।
তৎক্ষেত্রে বসতি যতঃ প্রমদারূপেন শম্বরধ্বংসী ॥৯৭১॥
যদি বঃ পরলোকমতিঃ শৃণুত শ্রেয়স্তপোধনা মত্তঃ।
উৎসৃজ্য যাত তূর্ণং বারবধূভূষিতং স্থানম্ ॥৯৭২॥
চিরমপি বিকল্প্য নিশ্চিতিরিয়মেব স্থাপ্যতে, ন গতিরন্যা।
তন্নির্মাণে জাতা লাবণ্যময়া কণা বিধেরণবঃ ॥৯৭৩॥
আসাদ্য সমুচ্ছ্রায়ং তস্যাঃ স্তনযুগলমবিহতপ্রসরম্।
ক্ষপয়তি যজ্জনমেবং কঃ স্প্রাক্ষ্যতি[২] তদ্বিবেকবান্
পতিতম্ ॥৯৭৪॥

২ কস্তক্ষ্যতি (খ)।

অবলোকন করিতেছিল, তাহাতে (প্রেক্ষাগৃহস্থিত) বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যেও পঞ্চবাণ জ্যারোপনার্থ তাহার ধনুকের প্রান্তভাগ স্পর্শ করিতেছিলেন (৭)। তাহার রূপযৌবনমণ্ডিত যে অনঙ্গ বিকারসমূহ নাট্যাভিনয়ে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা মুনিগণেরও জিতেন্দ্রিয়ত্বের গর্ব অপহরণ করিতে পারে। যেহেতু সেই শম্বরারি প্রমদারূপে তাহার (অর্থাৎ মঞ্জরীর) দেহে বাস করিতেছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে তাঁহার দেহ দগ্ধ হইলেও নীললোহিত হইতে সমুত্থিত তাঁহার ভীতি অদ্যাপি তিরোহিত হয় নাই (৮)। হে তপোধনবৃন্দ, আপনারা যদি পরলোকের ইচ্ছা করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমার হিতবাক্য শ্রবণ করুন— শীঘ্র বারবধূ ভূষিত স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্ত স্থির করা হইয়াছে যে, বিধাতা তাহাকে নির্মাণ করিবার জন্য লাবণ্যময় পরমাণু সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহাতে আর অন্যমত নাই। তাহার যে স্তনযুগল অবিরত প্রসারতা দ্বারা উন্নতি লাভ করিয়া লোকসমূহকে পীড়া

"জ্ঞেয়া সপ্তাশ্বষড়্ভির্মরতনয়যুতা ম্লৌ গঃ সুবদনা।" "ত্র্যাশাভির্মনজরগাঃ প্রহর্ষিণীয়ম্।" "ভৌ চেত্তন্মধ্যা।" "জভৌ সজৌ গিতি রুচিরা চতুর্গ্রহৈঃ।" "সজসা জগৌ চ যদি মঞ্জুভাষিণী।" (ছন্দোমঞ্জরী)।

৭ অর্থাৎ বৃদ্ধব্যক্তিগণও তাহার ভ্রূবিলাসাদি ও হাবভাবে উদ্দীপিত-কাম হইয়াছিল।

৮ পাছে আবার হরকোপানলে পড়িতে হয়, এই ভয়ে নারী অবধ্যা—এই মনে করিয়া কামদেব নারীর রূপধারণ করিয়া মঞ্জরীর দেহে বাস করিতেছেন, সুতরাং সে অনঙ্গের ন্যায় রতি উদ্দীপন করিয়া থাকে।

স কথং ন স্পৃহনীয়ো বিষয়রতৈস্তন্নিতম্ববিন্যাসঃ।
শান্তাত্মনাঽপি বিহিতং বিশ্বসৃজা গৌরবং যস্য ॥৭৫॥
স্মরণাদ্যস্যোৎপত্তিঃ সুমনস ইষবোঽবলাশ্রয়া শক্তিঃ।
সোঽপি ব্যংগঃ প্রহরতি ধাতুরহো চিত্রমাচরিতম্ ॥১৭৬॥
তিষ্ঠন্ত্বন্যে, দৃষ্ট্বা সারং জগতাং তদংগনারত্নম্।
নষ্টপঠনাবধানো ভবতি ব্রহ্মা সনির্বেদঃ ॥৭৭॥
যদি পশ্যতি তাং শর্বস্তদপররামাসমাগমাদ্বিমুখঃ।
নিন্দতি মূর্ধ্নি সোমং স্মরাগ্নিসন্ধুক্ষণং শরীরং চ ॥৭৮॥
কেশব ইহ সন্নিহিতঃ, সাঽপি মনোহারিরূপসম্পন্না।
তদ্বক্ষঃ শ্র্যাবনভুবং³ কথমুজ্ঝতি সৈন্ধবীশংকাম ॥৭৯॥

৩ তদ্বক্ষশ্চ্যবনভুবং (গ)।

দিতেছে তাহা পতিত হইলে কোন্ বিবেকবান্ (তাহাদিগকে) স্পর্শ করিবে (৯)? শান্তাত্মা বিশ্বস্রষ্টাও যাহার গুরুত্ব সম্পাদন করিয়াছেন তাহার সেই নিতম্বের বিন্যাস বিষয়রত ব্যক্তিগণের স্পৃহনীয় হইবে না কেন (১০)? স্মরণ হইতে যাহার উৎপত্তি, পুষ্পসমূহ যাহার বাণ, অবলাকে আশ্রয় করিয়া যাহার শক্তি সে অঙ্গহীন হইয়াও আঘাত করিতেছে, হায় বিধাতার কি আশ্চর্য আচরণ। সেই জগতের সারস্বরূপ অঙ্গনা-রত্নকে দেখিয়া অন্যের কথা দূরে থাকুক, (স্বয়ং) ব্রহ্মাও বেদপাঠে অমনোযোগী হইয়া পড়ায় আপনাকে ধিক্কার দিয়া থাকেন; যদি অপররামা-সমাগমে বিমুখ মহাদেবও তাহাকে দর্শন করেন তাহা হইলে শিরস্থিত চন্দ্র ও কামাগ্নিসন্ধুক্ষিত নিজ দেহকে নিন্দা করেন; (১১) কেশব ইহার সন্নিহিত হইলে মনোহারিরূপসম্পন্না ইহাকে দেখিয়া সমুদ্রোত্থিতা (কমলা) কেন নিজ আশ্রয়রূপ

৯ এই শ্লোকে স্তনযুগলের সহিত রাজকর্মচারীর তুলনা করা হইয়াছে। যেমন কোন রাজকর্মচারী দিনদিন উন্নতি লাভ করায় কার্যে প্রতিবন্ধক হীন হইয়া প্রজাপীড়ন করিয়া থাকে এবং কোন কারণে তাহার যদি পতন হয় তখন কেহ তাহাকে স্পর্শ করে না সেইরূপ স্তনদ্বয় অপ্রতিহতভাবে পীন ও উন্নত হইয়া উঠিয়া লোকের মনে কামপীড়া দিয়া থাকে কিন্তু তাহা যখন পতিত হয় তখন আর কেহ তাহাকে স্পর্শ করিতে চাহে না।

১০ অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টা যাহাকে গৌরব দান করিয়াছেন সামান্য বিষয়রত ব্যক্তিগণের তাহা অভিলষণীয় হইবে না কেন?

১১ অর্থাৎ মহাদেব যিনি উমাব্যতীত অপর বামা সমাগমে বিমুখ তিনিও যদি মঞ্জরীকে দর্শন করেন তাহা হইলে তাঁহারও চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে এবং তিনি তজ্জন্য তাঁহার শিরঃস্থিত কামসুহৃৎ চন্দ্রকে ইহার কারণ মনে করিয়া তাহাকে নিন্দা করিবেন এবং কামাগ্নিতে সন্তপ্ত নিজ দেহকেও ইহার কারণ মনে করিয়া নিন্দা করিবেন।

উদয়ন্তি ন পণ্ডিতানাং কথমাত্মনি কৌতুকং গজেন্দ্রগতিঃ।
যন্নবরয়সাং পুংসাং বিনা ক্রিয়াযোগমুপসর্গাঃ ॥৯৮০॥
শ্রুতিকুবলয়মীক্ষণতাং কুবলয়তাং বা বিলোচনং যায়াৎ।
হরিণদৃশো যদি ন স্যাৎ কনকোজ্জ্বলকেসরং মধ্যে ॥৯৮১॥
ললনাস্তদতুল্যতয়া পুরুষা অপি তদুপভোগবিরহেণ।
গচ্ছন্তি শোষমনিশং, প্রকৃতিদ্বয়বর্জিতাঃ স্বস্থাঃ ॥৯৮২॥
দুর্বৃত্তয়োর্ন বৃত্তং শ্লাঘাস্পদমেতি তৎপয়োধরয়োঃ।
যৌ দত্বাঽমলমূর্তিং মধ্যে হাবং জনক্ষয়ং কুরুতঃ ॥৯৮৩॥
ভূমণ্ডলেঽত্র সকলে নাতঃপরমপরমদ্ভুতং কিঞ্চিৎ।
নো জাতা যদপার্থা কৃশোদরী ধার্তরাষ্ট্রৈযাতাঽপি ॥৯৮৪॥

তাঁহার বক্ষস্থল ত্যাগ করিয়াছেন, এই আশংকা কিরূপে ত্যাগ করিবেন (১২)? ইহার গজেন্দ্রগতিতে তরুণ পুরুষদিগের ক্রিয়াযোগ ভিন্নই উপসর্গ-সমূহ দেখিয়া পণ্ডিতগণের মনে কৌতুক উপস্থিত হয় না কেন (১৩)? যদি কনকোজ্জ্বল কেসরসমূহ না থাকিত, তাহা হইলে এই হরিণাক্ষীর কর্ণস্থ কুবলয়কে চক্ষু বলিয়া বা চক্ষুকে কুবলয় বলিয়া ভ্রম হইত (১৪)। ললনাগণ তাহার তুল্য না হওয়ায় (ঈর্ষাহেতু) এবং পুরুষগণ তাহাকে উপভোগ করিতে না পাইয়া (স্মরাতিবশতঃ) নিরন্তর মনস্তাপে শুষ্ক হইয়া যায়, যাহারা স্ত্রী বা পুরুষ নহে (অর্থাৎ নপুংসক) তাহারাই আত্মস্থ হইয়া থাকে। তাহার দুর্বৃত্ত পয়োধরদ্বয়ের চরিত্র প্রশংসনীয়

১২ তনসুখরাম এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"সেও (লক্ষ্মীর ন্যায়) মনোহর রূপসম্পন্না এবং তাহার বক্ষস্থলও (উন্নতি ও কাঠিন্যে) শ্রীসম্পন্ন, কেশব ইহার নিকটে আসিলে এ লক্ষ্মী কি না সে সন্দেহ কিরূপে ত্যাগ করিবেন। তিনি ইহার অপর একটি অর্থও করিয়াছেন—"কেশাদ্বোঽন্যতরস্যাম্" পাণিনির এই সূত্র (৫।২।১০৯) অনুসারে 'কেশব' অর্থে 'কেশশালিনী' এই অর্থ ধরিয়াছেন এবং তদনুসারে "মঞ্জরীর দেহ কেশপাশ-সমন্বিত তাহার বক্ষ শ্রীশালিনী এবং সে সমুদ্রের ন্যায় সৌন্দর্যশালিনী অতএব সে যে সিন্ধু নহে এই শংকালোকে কিরূপে ত্যাগ করিবে।" আমাদের মনে হয় এই অর্থ অত্যন্ত কষ্ট কল্পিত।

১৩ এই শ্লোকে দুইটি অর্থ রহিয়াছে; প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগ অর্থে 'সমাগমরূপ ব্যাপার' এবং 'উপসর্গ' অর্থে 'পীড়া'। দ্বিতীয়তঃ 'ক্রিয়াযোগ' অর্থে ব্যাকরণের 'ধাতু' যোগ এবং 'উপসর্গ' অর্থে 'প্রাদি' উপসর্গ। উপসর্গ ক্রিয়াভিন্ন থাকে না ইহাই বিশেষার্থ। একটী প্রাচীন শ্লোক আছে "'উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে' (পা ১।৪।৫৯) পাণিনেরিতি সম্মতম্। নিষ্ক্রিয়োঽপি তবারাতি সোপসর্গঃ সদা কথম্।"

১৪ পদ্মে পীতবর্ণ কিঞ্জল্কসমূহই সুন্দরীর নীলোৎপল সদৃশ নয়ন হইতে কর্ণস্থ কুবলয়ের পার্থক্য বুঝাইয়া দিতেছে ইহাই ভাবার্থ।

কৃশ এষ মধ্যদেশস্তন্ব্যা নাহার্যমণ্ডনং বোঢ়ুম্।
শক্ত ইতি কৃতং বিধিনা রোমাবলিভূষণং সহজম্ ॥৯৮৫॥
সাকম্পোঽধর, ঈক্ষণযুগলস্যাধীরতা, ভ্রুবো ভংগঃ।
তন্বংগ্যা বলমীদৃগ জয়তি জগত্তদপি নিঃশেষম্ ॥৯৮৬॥

নহে, (কারণ) তাহারা অমলমুক্তি হারকে মধ্যস্থ করিয়া অনক্ষয় করিয়া থাকে (১৫)। এই যাবৎ ভূমণ্ডলে ইহার পর আর কিছুই অদ্ভুত নাই—সেই কৃশোদরী ধার্তরাষ্ট্র-গমনা হইয়াও অপার্থা হয় নাই (১৬)। সেই তন্বীর মধ্যদেশ কৃশ বলিয়া আহার্য মণ্ডন (১৭) বহন করিতে অশক্ত মনে করিয়া বিধাতা তাহার রোমাবলিরূপ সহজ ভূষণ করিয়া দিয়াছেন (১৮)। সেই ক্ষীণাঙ্গীর অধর ঈষৎ কম্পমান, নয়নদ্বয়ে অধীরতা, ভ্রূযুগলে ভঙ্গ—এই তো বল, তথাপি সে নিখিল জগৎ জয় করিতে পারে (১৯)।

১৫ এই শ্লোকের অর্থ হইতেছে 'দুর্বৃত্ত' অর্থাৎ সুদৃঢ় পয়োধরদ্বয়ের মধ্যে অমলমুক্তি অর্থাৎ স্বচ্ছ মুক্তাবলি সমন্বিত হারটী থাকিয়া কামিগণের হৃদয়ে কামার্তি জন্মাইয়া পীড়া দিতেছে।

১৬ 'ধার্তরাষ্ট্র' শব্দের একঅর্থ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধনাদি অপর অর্থ রাজহংস (বা গেড়িহাঁস) বিশেষ অপার্থ শব্দের এক অর্থ পার্থ সংযুক্ত নহে বা অর্জুনাদি কুন্তীপুত্র সংযুক্ত নহে এবং অপর অর্থ অপ (অপগত) অর্থ (প্রয়োজন)। সুতরাং এক অর্থে যে নারী ধার্তরাষ্ট্রানুরাগিনী সে আবার পার্থের সহিত সংযোগ সম্পন্না এই বিরোধালংকার হইতেছে। অপর অর্থে সে রাজহংসের ন্যায় মন্দগতি এবং অতি রূপবতী হওয়ায় লোকনেত্রানন্দ দায়িনী সুতরাং 'সফলজন্ম'।

১৭ বেশভূষাদির দ্বারা যে শোভা সম্পাদিত হয়, তাহাকে আহার্য বলে যথা—"আহার্যশোভারহিতৈরমায়ৈঃ" (ভট্টি)।

১৮ 'নাহার্যমণ্ডনং' শব্দে 'ন অহার্যমণ্ডনং' ধরিয়া আর একটী অর্থ সম্ভব—'অহার্য' অর্থে 'পর্বত' তদনুসারে এইরূপ অর্থ হইবে—সেই তন্বীর কটিদেশ এতক্ষীণ যে কুচপর্বতদ্বয়রূপ অলংকার ধারণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব মনে করিয়াই যেন বিধাতা তাহার রোমাবলিরূপ ভূষণ সৃজন করিয়া দিয়াছেন।" কিন্তু এই অর্থে সুন্দরীর কুচপর্বতের অভাবসূচিত হয় সুতরাং ইহা ত্যাজ্য। ভরত নাট্যশাস্ত্রে লিখিত আছে—"চতুর্বিধং চ বিজ্ঞেয়ং দেহস্যাভরণং বুধৈঃ। আবেধ্যং বন্ধনীয়ং চ ক্ষেপ্যমারোপ্যকং তথা॥ আবেধ্যং কুণ্ডলাদীহ যৎ স্যাচ্ছ্রবণভূষণম্। শ্রোণি সূত্রাংগদৈর্মুক্তাবন্ধনীয়ানি নির্দিশেৎ॥ প্রক্ষেপ্যং নূপুরংবিত্তাদ্‌বস্ত্রাভরণমেব চ। আরোপ্যং হেমসূত্রাণি হারাশ্চ বিবিধাশ্রয়াঃ॥" (২১।১১-১৩)

১৯ ইহাতে রতির উদ্ভবহেতু অধর স্ফুরণকে ভয়হেতু অধরস্ফুরণ ধরিয়া নয়নের চাঞ্চল্যকে বীরোচিত ধৈর্যের অভাব মনে করিয়া এবং ভ্রূভঙ্গকে ভীতির অভিব্যক্তি মনে করিয়া সুন্দরীর অবলাত্বকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে সুতরাং এইরূপ ভীরু অবলার পক্ষে ত্রিভুবন জয় অলৌকিক ব্যাপার, ইহাই ভাবার্থ।

বহতু নিতম্বঃ স্থূলো রশনাং, হারং চ কুচযুগং পীনম্।
তদ্‌বাহুমৃণালিকয়োঃ সাপায়ং কটকযোজনমযুক্তম্ ॥৯৮৭॥
বহুলোপায়ভিজ্ঞা গুণবিষয়ে সততমাহিতপ্রীতিঃ।
বলিনঃ স্থাপয়তি বশে করভোরুর্বিগ্রহেণ মৃদুনৈব ॥"৯৮৮॥
ইতি তৎস্তুতিমুখরমুখে রাজসুতে মকরকেতনাকুলিতে*।
সমুপগতা প্রগল্‌ভা মঞ্জরিকাচোদিতা দূতী ॥৯৮৯॥
সা সপ্রণতিঃ পুরতঃ সুমনস্তাম্বূলপটলকং নিদধে।
ব্যজ্ঞাপয়চ্চ তদনু স্বাবসরে সহচরী কার্যম্ ॥৯৯০ ॥

* মীনকেতনাকুলিতে (গ)।

তাহার স্থূল নিতম্ব রশনা বহন করুক, পীনকুচযুগল হার বহন করুক (তাহাতে ক্ষতি নাই) কিন্তু তাহার মৃণালতুল্য বাহুদ্বয়ে কটকদ্বয়ের আরোপণ অনর্থকর ও অযুক্ত (২০)। বহু উপায়ে অভিজ্ঞা, গুণবিষয়ে সতত প্রীতিশালিনী সেই করভোরু মৃদুতা ও বিগ্রহদ্বারা বলশালী ব্যক্তিগণকে বশীভূত করিয়া থাকে।" (২১) ॥ ৯৬১—৯৮৮ ॥

এইরূপে মদনাকুল রাজপুত্রের মুখ যখন মঞ্জরিকার গুণগানে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে তাহারই প্রেরিত এক প্রগল্‌ভা দূতী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে পুষ্প ও তাম্বূলের পাত্রটী রাখিল, তাহার পর অবসর বুঝিয়া সহচরীর কার্য নিবেদন করিল (২২)—

২০ অর্থাৎ নিতম্ব স্থূল তাহার পক্ষে রসনার ভার বহন করা অতি সহজ ব্যাপার, কুচযুগল পীন তাহাদের পক্ষে হারের ভার বহন করা তুচ্ছ কিন্তু মৃণালতুল্য কোমল বাহুদ্বয়ের পক্ষে কটক অর্থাৎ পর্বত বহন করা অতি অসম্ভব, ইহাই ভাবার্থ। কটক শব্দের অর্থে পর্বতও বুঝায় বলয়ও বুঝায়।

২১ এই শ্লোকে বিশেষ ভঙ্গীদ্বারা তাহার অপূর্ব নীতিকৌশল সূচিত হইতেছে—'উপায়' শব্দে একপক্ষে "সাম দানং চ ভেদঃ স্যাত্তুপেক্ষা প্রণতিস্তথা। তথা প্রসঙ্গবিধ্বংসো দণ্ডঃ শৃঙ্গারহানয়ে॥ তস্যাঃ প্রসাদনে সদ্ভিরুপায়াঃ ষট্‌প্রকীর্তিতাঃ।" (শৃঙ্গারতিলকম্ ২।৪২-৪৩)। অপরপক্ষে "সাম দানং চ ভেদশ্চ দণ্ডশ্চেতিচতুষ্টয়ম্। মায়োপেক্ষেন্দ্রজালং চ সপ্তোপায়াঃ প্রকীর্তিতাঃ॥" (কামন্দকীয় নীতিসারঃ ১৮।৩)। 'গুণ' অর্থে একপক্ষে 'শরীর প্রসাধন সঙ্গীত বিলাসাদি'। অপর পক্ষে "সন্ধির্বিগ্রহো যানমাসনং দ্বৈধমাশ্রয়ঃ।" এই ষড়্‌গুণ। সুতরাং অর্থ হইতেছে—যেমন উপায়াদিতে অভিজ্ঞ ও ষড় গুণের আধার রাজনীতিবিদ্ অনুগ্রহ ও বিগ্রহদ্বারা বলশালী প্রতিপক্ষকে বশীভূত করে সেইরূপ সেই সুন্দরী পূর্বোক্ত শৃঙ্গার সম্বন্ধীয় উপায়াদিতে অভিজ্ঞা ও প্রসাধন, সঙ্গীত এবং বিলাসাদি গুণান্বিতা হইয়া মৃদুতা অর্থাৎ কোমলতা এবং বিগ্রহ অর্থাৎ নিজ দেহদ্বারা বলশালী পুরুষকে বশীভূত করে।

২২ অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে মঞ্জরী তাহাকে পাঠাইয়াছিল তাহা এইভাবে নিবেদন করিল।

"মুররিপুনাভিসরোরুহমবতংসীকর্তুমীহতে মূঢ়া।
নক্ষত্ররাজমণ্ডলমিচ্ছতি বিয়তঃ সমাদাতুম্ ॥৯৯১॥
নিশ্চেতনাঽভিকাংক্ষতি পীযূষং ত্রিদিবসদ্মনামশনম্।
অভিলষতি শয়নমুচ্চৈ নবচন্দনপল্লবাস্তরণম[৫] ॥৯৯২॥
বিদধাতি পারিজাতকসুমনোনির্ব্যূহধারণশ্রদ্ধাম্।
দুর্ব্যবসিতা জিঘৃক্ষতি নারায়ণবক্ষসো রত্নম্ ॥৯৯৩॥
অনিয়ত[৬]পুরুষস্পৃশ্যাঃ পাপা বয়মন্যথা ক্ক হীনকুলাঃ।
ক্ক চ যূযমিন্দ্রকল্পা অনল্পমনসো গুণাভরণাঃ ॥৯৯৪॥
দুষ্প্রকৃতেঃ প্রকৃতিরিয়ং তস্য তু দগ্ধাত্মজন্মনঃ কাঽপি।
অগণিতযুক্তাযুক্তো লগয়তি চেতো যদস্থানে ॥৯৯৫॥
যা হসতি সবোজবতীং বসাম্বিতা সহজরাগরক্তেতি।
ধ্যানধিয আত্মবৃত্তিং নিন্দন্ত্যেকত্র পুরুষ আসক্তাম্ ॥৯৯৬॥

৫ পল্লবাস্তরণে (গ)। ৬ স্বনিয়ত (খ)।

"মূঢ়া (রমণীই) মুরারির নাভিস্থিত পদ্মকে কর্ণভূষণ করিতে বাসনা করে (অথবা) আকাশ হইতে চন্দ্রমণ্ডলকে পাড়িয়া আনিতে ইচ্ছা করে। যে জ্ঞানহীনা সেই ত্রিদিব-নিবাসিগণের আহার্য অমৃতে আকাংক্ষা করিয়া থাকে, উচ্চপদার্থে চন্দনবৃক্ষের নবপল্লবের আস্তরণ সদৃশ শয্যার অভিলাষ করিয়া থাকে, (কিম্বা) পারিজাত কুসুমের স্তবক ধারণের স্পৃহা করিয়া থাকে (২৩)। দুঃসাহসিকা নারীই নারায়ণের বক্ষস্থ (কৌস্তভ) রত্ন পাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকে। কোথায় হীনকুলজাতা অনিয়ত পুরুষসঙ্গদোষে পাপসম্পন্না আমরা, আর কোথায় ইন্দ্রতুল্য, উদারহৃদয়, গুণালংকৃত আপনারা! কিন্তু, সেই পোড়া দুষ্টপ্রকৃতি কামদেবের কিপ্রকার এইরূপ স্বভাব, যে, উচিত অনুচিত গণনা না করিয়াই, সে (কামিনী-দিগের) চিত্ত অস্থানে আসক্ত করিয়া দেয় (২৪)।" ॥ ৯৮৯—৯৯৫ ॥

"হে নরনাথ, কি আর বলিব ত্রিপুরারির নয়নাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াও পাপিষ্ঠ কুসুমেষু দুঃসাধ্য-সাধনরূপ হঠকারিতা ত্যাগ করে নাই, যেহেতু আপনাতে অনুরক্তা

২৩ বিষ্ণুর নাভিপদ্ম বা আকাশস্থ চন্দ্রমণ্ডল আহরণ করিতে উন্মত্ত ব্যক্তিই আকাংক্ষা করে সেইরূপ দেবভোগ্য অমৃত ও উচ্চশয্যায় চন্দনপল্লবের কোমলত্ব কিম্বা স্বর্গের পারিজাত পুষ্পের স্তবক ধারণের ইচ্ছা অজ্ঞান ব্যক্তিই করিয়া থাকে।

২৪ অর্থাৎ আমরা হীনকুলজাতা নটী মাত্র আর আপনি মহৎকুলজাত রাজপুত্র আপনার সহিত আমাদের মিলন অসম্ভব কিন্তু মদনের এইরূপ দুষ্ট প্রকৃতি যে আমাদের ন্যায় হীনব্যক্তির চিত্তও আপনাদের ন্যায় মহৎ ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দেয়।

স্নিগ্ধেতি নাভিনন্দতি জন্মশতেনাপি সর্পিষো ধারাম্ ।
পঞ্চাক্ষদ্যূতগতিং নানর্থকরাগসংগতাং স্তৌতি ॥৯৭॥
ন স্তৌতি চন্দনলতাং ভুজংগপরিবেষ্টিতাং রসাদ্রেতি ।
ন শৃণোতি কীর্ত্যমানাং স্বপ্নেষ্বপি মদনমূর্ছিতাং মৎসীম্ ॥৯৮॥
বিদ্বেষ্টি করণমধ্যে রসনাং তাম্বূলরাগযুক্তেতি ।
শংসতি মতিং মুমুক্ষোরবিশিষ্টাং শশবৃষাশ্বপুরুষেষু ॥৯৯॥

হওয়ায় যে (মঞ্জরী) সহজ রাগশালিনী কমলিনীকে উপহাস করে, (২৫) যে একমাত্র (ব্রহ্মরূপ) পুরুষে আসক্ত তপস্বিগণের আত্মবৃত্তিকে নিন্দা করে, (২৬) শতজন্ম ধরিয়া স্নেহ-শালিনী ঘৃতধারাকেও অভিনন্দন করে না, (২৭) অনর্থক আসক্তিযুক্ত পঞ্চাক্ষদ্যূত ক্রীড়ার দানকে প্রশংসা করে না, (২৮) যে রসাদ্রা বলিয়া ভুজঙ্গপরিবেষ্টিতা চন্দনলতাকে প্রশংসা করে না, (২৯) স্বপ্নেও মদনমূর্ছিতা মৎস্তীর গুণগান শ্রবণ করে না, (৩০) যে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তাম্বূলরাগযুক্তা বলিয়া রসনাকে বিদ্বেষ করে, (৩১) শশ, বৃষ, অশ্ব সকলপ্রকার পুরুষে ভেদরহিত মুমুক্ষু ব্যক্তির

২৫ অর্থাৎ কমলিনীর রক্তিমতা তাহার স্বাভাবিক কিন্তু মঞ্জরী আপনার রূপগুণে আকৃষ্ট হইয়া আপনাতে অনুরাগবতী। ইহাতে 'বিষয়াত্মিকা' প্রীতি সূচিত হইতেছে। বিষয়াত্মিকা প্রীতি যথা—"প্রত্যক্ষা লোকতঃ সিদ্ধা যা প্রীতির্বিষয়াত্মিকা।" (কাম-সূত্রম্ ২।১।৭৬)

২৬ অর্থাৎ তপস্বিগণ পুরুষ হইয়া পরমপুরুষের প্রতি আসক্ত। পুরুষে স্ত্রীর প্রতিই আসক্ত হইয়া থাকে সুতরাং তাহাদের ঐ আসক্তি নিন্দার্হ ইহাই ভাবার্থ।

২৭ ঘৃতধারার স্বভাবই স্নিগ্ধত্ব; শতজন্মেও তাহার স্নিগ্ধতা ঘুচে না, সে লোক বিচার না করিয়া সকলের প্রতি সমান স্নিগ্ধ সেইজন্য নিন্দার্হ, ইহাই ভাবার্থ।

২৮ দ্যূত ক্রীড়া অনর্থকারী সেই অর্থে 'অনর্থক' শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে অথবা পাঁচটী অক্ষ বা বিভীতক (বহেড়া) লইয়া একপ্রকার ক্রীড়ায় পণবন্ধ কিছু থাকিত না, তাহা বর্তমান কালের পাঁচটী কড়ি লইয়া 'দশ পঁচিশ' খেলা। এই ক্রীড়াতে পণবন্ধ না থাকায় তাহাকে 'অনর্থক' বলা হইয়াছে। "অক্ষ" ও 'পাশক' এক নহে তনসুখরাম ভুল করিয়াছেন। ইহাতে ব্যঙ্গোক্তিতে অর্থ ও উপায়ে মঞ্জরীকে আহরণ করা দুঃসাধ্য নহে তাহাই বলা হইয়াছে।

২৯ চন্দন বৃক্ষকে লতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। চন্দন তরু স্বভাবতঃ সরস এবং লোকের বিশ্বাস যে চন্দনের সুগন্ধে সর্প সকল আকৃষ্ট হয়। এবং পক্ষান্তরে বলা হইতেছে চন্দনলতা সহজানুরাগিনী এবং সর্বদা ভুজঙ্গ বা বিটগণদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকে সুতরাং সে নিন্দনীয়া।

৩০ মৎস্তে চোখের পলক নাই, সেইজন্য কবিগণ মৎস্তীকে মদনমূর্ছিতা বলিয়া মনে করেন।

৩১ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে রসনা বা জিহ্বা তাম্বুলরাগে রঞ্জিত হয়, সে রক্তিমতা কৃত্রিম এবং মঞ্জরীর অনুরাগ অকৃত্রিম, সেইজন্য তাহাকে মঞ্জরী ঘৃণা করে, ইহাই ভাবার্থ।

নো বহু মনুতে রম্ভাং নলকূবরমভিসৃতেতি কামার্তা।
গর্হতি চ দেবগণিকামনুরক্তামুর্বশীং পুরূরবসি ॥১০০০॥

মতিকে প্রশংসা করে, (৩২), রম্ভা কামার্তা হইয়া নলকূবরের নিকট অভিসার করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে অভিনন্দন করে না, (৩৩) পুরূরবায় অনুরক্তা

৩২ যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে মনুষ্যের মধ্যে ভেদজ্ঞান নাই যথা—"বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।" এখানে শ্লেষে মঞ্জরীর শশ, বৃষ ও অশ্ব জাতীয় পুরুষের প্রতি তুল্যানুরাগ তাহাই বুঝান হইতেছে। রাজপুত্র সম্ভবতঃ শশজাতীয় পুরুষের মধ্যেই গণ্য সেইজন্য দূতীর এই উক্তি। কারণ শশজাতীয় পুরুষগণ আভিজাত্য সম্পন্ন হইলেও রতিকার্যে কামিনীদিগের প্রিয় হয় না। বাৎস্যায়ন লিঙ্গের ছয়, নয় ও দ্বাদশ অঙ্গুলি এইরূপ লিঙ্গের আয়তনভেদে পুরুষের শশ, বৃষ ও অশ্ব এই তিন প্রকার ভেদ করিয়াছেন। পরবর্তী কামশাস্ত্রকারগণের মধ্যে কেহ কেহ আবার চার (শশ, মৃগ, বৃষ ও অশ্ব), কেহ বা আবার পাঁচ (শশ, বর্কর, বৃষ, অশ্ব ও রাসভ) প্রকার ভেদ করিয়াছেন। বাৎস্যায়ন স্ত্রী বা পুরুষজাতির স্বভাব ও দেহাকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই কিন্তু কোক্কোক, পদ্মশ্রী, কল্যাণমল্ল প্রভৃতি পরবর্তী কামশাস্ত্রকারগণ তাহাদের স্বভাব ও আকৃতির বৈশিষ্ট্যও দিয়াছেন। কোক্কোকের মতে শশজাতীয় পুরুষের আকৃতি ও প্রকৃতি এইরূপ—"আতাম্রস্ফারনেত্রা লঘুসমদশনা বর্তুলাস্যাঃ সুবেশাঃ মৃদ্বাবক্তং বহন্তঃ করমতিললিতং শ্লিষ্টশাখং সুবাচঃ। বৃত্তব্যালোললীলাঃ সুমৃদু শিরসিজা নাতিদীর্ঘাং বহন্তো গ্রীবাং জানুরুহস্তে জঘনচরণয়োর্বিভ্রতঃ কার্শ্যমুচ্চৈঃ। অল্পাহারাল্পদর্পা লঘু সুরতরতা শৌচভাজো ধনাঢ্যাঃ। মানোদীর্ণাঃ শশাস্যা সুরভিরতজলাঃ কান্তিমন্তঃ সহর্ষাঃ।" বৃষজাতির লক্ষণ যথা—"স্ফারাভ্রূন্নতমস্তকাঃ পৃথুতরে বক্ষস্থলিকে বিভ্রতঃ স্থূলগ্রীবসুমাংসলশ্রুতিভৃতঃ কূর্মোদরাঃ পীবরাঃ। দীর্ঘপ্রোন্নতকক্ষলম্বিতভুজা আরক্তহস্তোদরা বক্তারঃ স্থিরপক্ষলাম্বুজদলচ্ছায়েক্ষণাঃ সাত্ত্বিকাঃ। খেলৎসিংহপদক্রমা মৃদুগিরঃ পীডাসহাস্ত্যাগিনো নিদ্রাসক্তিভৃতস্ত্রপাবিরহিতা দীপ্তাগ্নয়ঃ শ্লেষ্মলাঃ। মধ্যাস্তে সুখিনোহতিমজ্জবপুষঃ সক্ষারমেঢোদকাঃ সর্বস্ত্রীসুভগা নবাঙ্গুলমিতং লিঙ্গং বৃষা বিভ্রতি।" অশ্বজাতির লক্ষণ যথা—"বক্ত্রশ্রোত্রশিরোধরাধরবদৈরত্যন্তদীর্ঘৈঃ কৃশৈর্যে স্যুঃ পীবরকক্ষমাংসলভুজাঃ স্থূলর্জুসান্দ্রৈঃ কচৈঃ। প্রৌঢ়ের্ষ্যাঃ কুটিলাঙ্গজানুসুনখা দীর্ঘাঙ্গুলি শ্রেণয়ো দীর্ঘস্ফার বিলোললোচনভৃতঃ প্রৌঢ়াশ্চ নিদ্রালসাঃ। গম্ভীরামধুরাং গিরং দ্রুতগতিং পীনোরুকৌ বিভ্রতো দীপ্তাগ্নি প্রমদারতাঃ শুচিগিরো রেতোম্বিধাতূজ্জ্বলাঃ তৃষ্ণার্তা নবনীত শীতবহল ক্ষারস্মরাম্বুদ্রবা লিঙ্গৈর্দ্বাদশকাঙ্গুলৈর্নিগদিতা অশ্বাঃ সমোবক্ষলাঃ।"

৩৩ রম্ভা নলকূবরের রূপে কামার্তা হইয়া লজ্জাত্যাগ করিয়া তাহার প্রতি অভিসার করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে মঞ্জরী নিন্দা করিতেছে। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লিখিত আছে রম্ভা যখন নলকূবরের উদ্দেশ্যে অভিসার করিতেছিল তখন পথিমধ্যে রাবণ তাহাকে বলাৎকার করিয়াছিল (রামায়ণ ৭।২৬)

হরন্তি মনো ন হ্রিয়তে, রঞ্জয়তি ন রজ্যতে কদাচিদপি।
গৃহ্ণাতি চিত্রচরিতৈরুপকৃতিভির্গৃহ্যতে ন বহ্বীভিঃ ॥১০০১॥
প্রেমময়ীবাভাতি প্রেম তু নাম্নৈব কেবলং বেত্তি।
কণ্টকিতা ভবতি রতে রতভোগসুখং শৃণোতি লোকাত্তু ॥১০০২॥
কুরুতে বিবিক্তচাটূন্ শিল্পবিশেষেণ ন তু রসাবেশাৎ।
অনভিজ্ঞা মদনরুজামাকল্পকবেদনাং সমাবহতি ॥১০০৩॥
বালৈবার্জবরহিতা স্ফুরতীশ্বরমেত্য চন্দ্রলেখেব।
হৃতধনপতিমাহাত্ম্যা প্রবৃত্তিরিব রক্ষসাং পত্যুঃ ॥১০০৪॥

দেবগণিকা উর্বশীকে নিন্দা করে, (৩৪) যে অপরের মনোহরণ করে কিন্তু স্বয়ং হৃতমনা হয় না, অপরকে রাগযুক্ত করে কিন্তু স্বয়ং কাহারও প্রতি কখনও অনুরক্তা হয় না, যে বিচিত্র আচরণের দ্বারা অপরকে বশীকরণ করে কিন্তু বহু উপকারেও কাহারও বশীভূতা হয় না। যে প্রকাশ্যে প্রেমময়ী বলিয়া আপনাকে প্রকাশ করে কিন্তু প্রেম যাহার কাছে নামে মাত্র পরিচিত, যে রতির কথা শুনিয়া কণ্টকিতা হয় অথচ রতিভোগসুখ অপরের নিকট হইতে শ্রবণ করে, (৩৫) যে কেবল কলাপ্রদর্শন মনে করিয়াই চাটুবাক্য বলে—রসাবেশে নহে, (৩৬) যে কামপীড়ায় অনভিজ্ঞা হইয়া নাট্যে কাল্পনিক কামবেদনার অভিনয় করে, অসরলা-বালার ন্যায় যে ঈশ্বরকে লাভ করিয়া চন্দ্রলেখার মত স্ফুরিত হইয়া উঠে, (৩৭) যে রক্ষোরাজের প্রবৃত্তির ন্যায় ধনপতির মাহাত্ম্যকে অপহরণ করিয়া থাকে, (৩৮)

৩৪ দেবগণিকা উর্বশী অদিব্য নায়কের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিল বলিয়া সে হীনানুরাগিনী তজ্জন্য মঞ্জরী তাহাকে নিন্দা করিতেছে।

৩৫ রতির কথায় অর্থাৎ প্রেমকথায় কণ্টকিতা হয় কিন্তু রতিসুখ কখনো স্বয়ং অনুভব করে নাই অপরের মুখে শুনিয়াছে। ইহাতে মঞ্জরীকে অনাস্বাদিতরতিরসা বলিয়া নায়কের অনুরাগ বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে।

৩৬ মঞ্জরী নটী, সে অভিনয়-কলা প্রদর্শনে চাটুবাক্য বলে অনুরাগ বশতঃ বলে না ইহাই ভাবার্থ

৩৭ ষোড়শ বৎসর পর্যন্ত নারীকে বালা বলে বালা সাধারণতঃ সরলা কিন্তু অকালপক্ক বালিকার সরলতা থাকে না। অসরলা বালার সহিত নবোদিত শশীকলার তুলনা করা হইতেছে। নবোদিত শশীকলা বক্ররেখার ন্যায় এবং ঔজ্জ্বল্যতা রহিত। সেই শশীকলা যখন ঈশ্বর অর্থাৎ মহেশ্বরের শিরে শোভা পায় তখন তাহার ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়া যায়। তেমনি অকালপক্ক বালা যখন 'ঈশ্বরকে' অর্থাৎ কামকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মদনাবিষ্টা হয় তখন সে স্ফুরিতা হইয়া উঠে। অথবা 'ঈশ্বর' অর্থে বিত্তশালী কামী বুঝাইলে অর্থ হইবে বিত্তশালী কামীকে পাইলে সে আনন্দিতা হইয়া উঠে।

৩৮ রক্ষোরাজ রাবণ ধনপতি কুবেরের পুষ্পক-বিমানাদি সমৃদ্ধি হরণ করিয়াছিলেন।

নরনাথ, কিং ব্রবীমি, ত্রিপুরান্তকনয়নদাহদগ্ধোঽপি।
দুঃসাধ্যসাধনগ্রহমুৎসৃজতি ন পাপকুসুমাস্ত্রঃ ॥১০০৫॥
ত্বদ্দর্শনাবকাশং সংপ্রাপ্য যতো দুরাত্মনা তেন।
চিরসংভৃতকোপেন প্রারব্ধা সাঽপি হন্তুমিষুধারৈঃ ॥১০০৬॥

(কুলকম্)

অবহেলয়ৈব[১] ভবতা সংস্পৃষ্টা যেন বেত্রদণ্ডেন।
জাতঃ স এব তস্যা অনঙ্গভবমার্গণঃ প্রথমঃ ॥১০০৭॥
বিজ্ঞানার্জিতদর্পো নিভৃতং হসিতঃ সমানশিল্পাভিঃ।
ত্বয়ি সক্তদৃশঃ সখ্যা বিসংষ্ঠুলে নাট্যনির্মাণে ॥১০০৮॥
অবধীর্যাঽঽচার্যকষং ভরতোদিতদোষকরণসম্ভূতাম্।
বিস্তারিতঃ প্রযোগস্ত্বদবস্থিতিবাঞ্ছয়া তন্ব্যা ॥১০০৯॥

১ অবহেলয়েবং (খ)।

তাহাকেও সেই দুরাত্মা মদন আপনার দর্শনরূপ অবকাশ পাইয়া চির উপচিত কোপবশে বাণ বর্ষণে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছে (৩৯)।" ॥ ৯৯৬—১০০৬ ॥

"আপনি অবহেলাভরে ইহাকে বেত্রদণ্ডদ্বারাস্পর্শ করিলে তাহাই তাহার পক্ষে মদনের প্রথম বাণস্বরূপ হইয়াছিল। আপনার প্রতি সখীর নয়ন আসক্ত হওয়ায় অভিনয়কালে তাহার অসঙ্গতিতে অন্যান্য নটীগণ তাহার অভিনয় কলার্জিত গর্বকে উপহাস করিয়াছিল। আপনি যাহাতে (প্রেক্ষাগৃহে) দীর্ঘকাল অবস্থান করেন সেই ইচ্ছায় সেই তন্বী ভরতোক্ত দোষাদির জন্য (৪০) আচার্যের কোপকেও

মঞ্জরীকে রাবণের প্রবৃত্তির সহিত তুলনা করিয়া বলা হইতেছে যে সে 'ধনপতি' অর্থাৎ বিত্তশালী ব্যক্তিদিগের ধনরূপ মাহাত্ম্য হরণ করিয়া থাকে বা করিতে সক্ষম।

৩৯ অর্থাৎ মদন এপর্যন্ত তাহাকে নিজ প্রভাবে অভিভূতা করিতে পারিতেছিল না এক্ষণে সে যখন আপনাকে দেখিয়া আপনার প্রতি আকৃষ্টা হইয়াছে তখন মঞ্জরীর প্রতি তাহার যে এতদিনের কোপ সঞ্চিত ছিল তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার প্রতি অবিরত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল।

৪০ অর্থাৎ নাট্যশাস্ত্রে নাট্যপ্রয়োগের কতকগুলি নিয়ম আছে তাহাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষ প্রয়োগগুলি করিতে হয় তাহার অধিক সময় লইলে তাহা নাট্যের দোষ বলিয়া গণ্য হয়। মঞ্জরী রাজপুত্রকে অধিকক্ষণ আটকাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করিয়া নাট্যের প্রয়োগকাল বর্ধিত করিয়াছিল এবং তাহাতে সে যে নাট্যাচার্য কর্তৃক ভর্ৎসিতা হইবে তাহা সে গণ্য করে নাই। দূতীর এই উক্তি কেবল রাজপুত্রকে মঞ্জরীর প্রতি আকৃষ্ট করিতে, বস্তুতঃ মঞ্জরী সেইরূপ কোন কার্য করে নাই।

ভগ্নেঽপি প্রেক্ষণকে তদনন্তর ভূমিকাশ্রয়াবস্থাঃ।
গৃহ এব নিরবসানং বিতনোতি ন নাট্যধর্মেণ ॥১০১০॥
ধ্যায়ত একং পুরুষং পরমাত্মবিদঃ শশংস যা ন পুরা।
তানমুকুরুতে সৈব ধ্যায়ন্তী ত্বাং মহাপুরুষম্ ॥১০১১॥
গতমেবমেবমাসিতমালোকিতমেবমেবমালপিতম্।
ইতি বিস্মৃতান্যকার্যা স্মরতি কৃশাংগী ত্বদীয়লীলানাম্ ॥১০১২॥
নলকূবরো বরাকো, রতিরমণো[৮] রমণ এব কিং তেন।
অনিরুদ্ধোঽপি ন বুদ্ধো বিদগ্ধবিহিতাসু সুরতগোষ্ঠীসু ॥১০১৩॥
ন জয়ন্তোঽনন্তগুণো, ন কুমারো মারকর্মণোঽবাহ্যঃ।
কেন[৯] সমতাং নয়ামস্তমিতি সখী বহতি মানসং ক্লেশম্ ॥১০১৪॥

৮ রতিরমণে (গ)। ৯ যেন (গ)।

গণনা না করিয়া (অভিনয়ের) প্রয়োগ বিস্তারিত করিয়াছিল। নাট্যাভিনয় সমাপ্ত হইলে তাহাতে সে যে (রত্নাবলীর) ভূমিকাগ্রহণ করিয়াছিল তাহার অবস্থা গৃহে গিয়াও অভিনয় না করিয়াই প্রকাশ করিতেছে (৪১)। যে পূর্বে ব্রহ্মবেত্তাদিগকে একমাত্র পুরুষের ধ্যান করার জন্য প্রশংসা করিতনা সে এখন মহাপুরুষ আপনাকে ধ্যান করিয়া তাঁহাদিগের অনুকরণ করিতেছে (৪২)। সেই কৃশাঙ্গী এখন অন্য কার্য ভুলিয়া—'এই রকম তাঁহার চলন, এই রকম উপবেশন, এইরূপ দৃষ্টি, এইরূপ আলাপ'—এই সকল কথা বলিয়া আপনার লীলাসকল স্মরণ করিতেছে (৪৩)। 'নলকূবর আপনাপেক্ষা হীন, রতিরমণ নামে 'রমণ' তাহাতে কি হইয়াছে, অনিরুদ্ধও বিদগ্ধজনোচিত সুরতগোষ্ঠীসমূহে পণ্ডিত নহে, জয়ন্ত অনন্তগুণশালী নহে এবং কুমার সেও কামক্রিয়ার অনভিজ্ঞ সুতরাং আপনাকে

৪১ অভিনয়কালে মঞ্জরী উদয়নের বিরহে যে মদনার্তি প্রদর্শন করিয়াছিল, গৃহে গিয়া সে রাজপুত্রের বিরহে সেইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে, দূতী তাহাই বলিতে চাহে।

৪২ পূর্বে ৯১৬ শ্লোকে দূতী মঞ্জরী একমাত্র 'ব্রহ্ম' রূপ পুরুষে আসক্ত তপস্বীর আত্মবৃত্তিকে নিন্দা করে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে সেইজন্য এখন বলিতেছে—একমাত্র পুরুষকে ভজনা করেন বলিয়া যে মঞ্জরী ব্রহ্মবেত্তাগণকে নিন্দা করিত সে এখন নিজেই কেবলমাত্র আপনার ন্যায় মহাপুরুষের ভজনা করিতেছে।

৪৩ ইহা 'স্মরণ' নামক স্মরদশার অবস্থা। "অর্থানামনুভূতানাং দেশকালানুবর্তিনাম্। সাতত্যেন পরামর্শো মানসঃ স্যাদনুস্মৃতিঃ॥ তত্রানুভাবা নিঃশ্বাসঃ কৃত্যান্যুৎসাহচিন্তনে।" শৃঙ্গারতিলকের মতে ইহা প্রলাপ অবস্থা যথা—"বল্লভীতিমনো যস্মিন্ রত্যোৎসুক্যাদিতন্ততঃ। বাচঃ প্রিয়াশ্রিতা এব স প্রলাপঃ স্মৃতো যথা।" (২।১২)

আগতমাগচ্ছন্তং পুরতঃ পার্শ্বে প্রসন্নমথ কুপিতম্।
পশ্যতি ভবন্তমেকং সংকল্পনিবেশিতং বালা ॥১০১৫॥
রুচ্যঃ কান্তো[১০] হৃদ্যঃ সুভগঃ সুখদো মনোহরো রমণঃ।
ইষ্টঃ স্বামী দয়িতঃ প্রাণেশঃ কেলিকরণনিপুন ইতি ॥১০১৬॥
মুক্তান্যসমারম্ভা বরতনুরনুপপ্লুতেন চিত্তেন।
জপতি সমীহিতসিদ্ধৈ দ্বাদশনামকং মহাস্তোত্রম্ ॥১০১৭॥
'তামেব গচ্ছ যস্যামাসজ্য বিলম্বিতোঽসি গতলজ্জ।
বেলামিযতীমলমলমেতৈরধুনা শঠানুনয়ৈঃ ॥১০১৮॥
বক্ষ্যামি সাপরাধং ক্রোধস্ফুরদধরমঞ্চিতভ্রূকম্।'
ইতি বিদধাতি সুমধ্যা হৃদয়েন মনোরথা বৃত্তিম্ ॥১০১৯॥

(সন্দানিতকম্)

শান্তো (গ)।

কাহার সহিত তুলনা করিবে সখী এই ভাবিয়া মনে ক্লেশ অনুভব করিতেছে (৪৪)। সেই বালা কল্পনায় আপনাকে কখনও আগত, কখনও বা এখনই আসিবেন, কখনও সম্মুখে, কখনও পার্শ্বে, কখন প্রসন্ন, কখনও বা কুপিত এইরূপ বহুরূপে দর্শন করিতেছে (৪৫)। সেই বরতনু অন্য সকল চেষ্টা ত্যাগ করিয়া ইষ্টসিদ্ধির জন্য একাগ্রচিত্তে 'রুচ্য, কান্ত, হৃদ্য, সুভগ, সুখদ, মনোহর, রমণ, ইষ্ট, স্বামী, দয়িত, প্রাণেশ ও কেলিকরণনিপুণ এই দ্বাদশ নামাত্মক মহাস্তোত্র জপ করিতেছে।" (৪৬) ॥ ১০০৭—১০১৭ ॥

"'—হেনির্লজ্জ, যাহার প্রতি আসক্ত হইয়া আসিতে এতক্ষণ বিলম্ব করিয়াছ তাহার কাছেই যাও, থাক্ থাক্ শঠ, এখন আর অনুনয়ে কায নাই—ক্রোধে স্ফুরিত অধরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেই অপরাধীকে এইরূপ বলিব।' সেই

৪৪ ইহা বিরহদশার 'গুণ-কীর্ত্তন' নামক অবস্থা। সে নায়ককে অতি রূপবান্ নলকূবর অপেক্ষাও সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠতর, মদন অপেক্ষাও রমনীয়তর, অনিরুদ্ধ অপেক্ষা রতি-বিদগ্ধ, ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত অপেক্ষাও গুণবান্ এবং অকৃতদার কুমার অপেক্ষাও লোভনীয় মনে করে।

৪৫ ইহা উন্মাদ নামক সপ্তমী স্মরদশার অবস্থা।

৪৬ এই শ্লোকে অন্যভাবে 'স্মরণ দশা' বর্ণিত হইয়াছে। নায়িকা তাহার প্রণয়ী নায়ককে যে সকল প্রিয় নামে অভিহিত করে, তাহার একটী তালিকা 'ভাবপ্রকাশ' নামক গ্রন্থে দেখা যায়, যথা—"প্রণয়ী দয়িতঃ কান্তো নাথঃ স্বামী প্রিয়ঃ সুহৃৎ। নন্দাত্মা জীবিতেশশ্চ সুভগো রুচিরস্তথা। ইত্থং নায়কসংজ্ঞাঃ স্যুঃ স্ত্রীভিঃ প্রীতি প্রযোজিতাঃ॥"

উৎসহতে ন দ্রষ্টুং প্রতিবিম্বিতমাননং, কুতঃ শশিনম্।
কা সংকথা মৃণালে ক্ষিপতি ভুজৌ সর্বতো ব্যথিতা ॥১০২০॥
দূরে কদলীদণ্ডা ঊর্বোরপি ন সহতে সমাশ্লেষম্।
করসম্পর্কাদ্বিমুখী বিশ্রাম্যতি পল্লবেষ্বিতি বিরুদ্ধম্ ॥১০২১॥
'অয়ি মঞ্জরি, সৈব ত্বং, বিদগ্ধজনমণ্ডিতা পুরী সৈব।
কুসুমায়ুধঃ স এব, ব্যসনং কুত এতদায়াতম্ ॥১০২২॥
যস্যাঃ কামঃ কৃপণো রাগাকৃষ্টিস্তৃণোপল[১১]প্রখ্যা।
সাঽপি গতা ভূমিমিমাং, জীবন্ত্যা নেক্ষ্যতে কিমিহ ॥১০২৩॥

১১ তৃণোলপ (খ)।

সুমধ্যা মনে মনে এইরূপভাবে সংকল্পের আবৃত্তি করিতেছে (৪৭)। সে চন্দ্রকে দেখিবে কি—আদর্শে প্রতিবিম্বিত নিজের মুখখানি দেখিতেও উৎসাহিত হয় না (৪৮)। মৃণালের কথা কি বলিব, সে (বিরহ) ব্যথিতা হইয়া (শয্যার) সর্বত্র ভুজদ্বয় নিক্ষেপ করে (৪৯) কদলীকাণ্ড দূরে যাক্ সে ঊরুদ্বয়ের সমাশ্লেষও সহ্য করিতে পারে না, (৫০) নিজ হস্তের স্পর্শই তাহার অসহ্য, পল্লবে শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিবে তাহাও অসম্ভব।" ॥১০১৮—১০২১॥

"ওগো মঞ্জরী, সেই তুমি আছ, বিদগ্ধজন ভূষিতা সেই নগরী যেমন তেমনই আছে, সেই কুসুমেষুই রহিয়াছে তবে তোমার এই ব্যসন (৫১) কোথা হইতে আসিল? যাহার নিকট কাম অকিঞ্চিৎকর, অনুরাগের আকর্ষণ তৃণলতার ন্যায় তুচ্ছ; সেই এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা কি জীবন্ত লোকে দেখিতে পাইতেছে না? হে সুতনু, যত্নসহকারে শিক্ষিত (কৃত্রিম) ও স্বাভাবিক মদন চেষ্টা সমূহের মধ্যে পার্থক্য বুঝিবার সামর্থ্য, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের

৪৭ ইহা হইতেছে সংকল্পাবস্থাগত একপ্রকার বাচিক উন্মাদ অবস্থা। ইহা মধ্যা নায়িকার প্রগল্ভোক্তি।

৪৮ এই শ্লোকটী ও ইহার পরবর্তী শ্লোকে ব্যাধিনামক অষ্টমী স্মরদশার অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। চন্দ্র বিরহিনীর সন্তাপদায়ক সুতরাং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নিজ আননখানিও পাছে সন্তাপদায়ক হয় এই ভয়ে আদর্শে নিজ মুখ দেখিতেও তাহার ইচ্ছা হয় না।

৪৯ মৃণাল স্বভাবতঃ শীতল, তাহার স্পর্শে বিরহিনীর গাত্র সন্তাপ দূর হইবার সম্ভাবনা তাহা মনে করিয়া মৃণালভুজকে শয্যার চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া শয্যাকে মৃণালময় করিতে ইচ্ছা করে, ইহাই ভাবার্থ।

৫০ কদলীকাণ্ড সুশীতলস্পর্শ। তাহাকে স্পর্শ করা দূরে থাক্, কদলী কাণ্ডের ন্যায় নিজ ঊরুযুগলের আশ্লেষও সে সহ্য করিতে পারে না।

৫১ ইহা সখীগণের উক্তি। অর্থাৎ 'এই নগরী যেমন তেমনই আছে, মদন চিরকালই

অভিযোগশিক্ষিতানামশিক্ষিতানাং চ মদনচেষ্টানাম্ ।
স্তুতনু বিশেষগ্রহণে সামর্থ্যং তদ্বিদামেব ॥১০২৪॥
ব্যথয়ন্নপি সচ্ছায়ঃ পরিজনচিন্তাকরোঽপি রমণীয়ঃ ।
আধত্তে ত্বয়ি লক্ষ্মীমভিনবরাগাশ্রয়োঽধিকাং ক্ষোভঃ[১২] ॥১০২৫॥
একঃ স এব জাতো ভুবনেঽস্মিন্নসমসায়কস্পর্ধী ।
তেন শশিবিম্বফলকে স্বজন্মনা লেখিতং নিজং নাম ॥১০২৬॥
পাদস্তেন সলীলং বিন্যস্তঃ সুভগমানিনাং মূর্ধ্নি ।
সৌভাগ্যযশঃকুসুমং ধনপতিসূনোঃ কদর্থিতং তেন ॥১০২৭॥
নববঞ্চনপটুবুদ্ধিঃ সম্পাদিতকপটচাটুসংঘটনা ।
ত্বমপি বিলাসিনি গমিতা গতিমিযতীং যেন সুভগেন ॥১০২৮॥
(অন্তর্বিশেষকম্)

১২ রাগাশ্রয়ো রাগঃ (গ) ।

আছে (৫২)। (অন্তরের) পীড়াদায়ক অথচ (দেহের) কান্তিবর্ধক, পরিজনবর্গের চিন্তার কারণস্বরূপ অথচ রমণীয় নূতন অনুরাগ হইতে উদ্ভূত, (এমন যে) দেহ ও মনের আকুলতা তাহা তোমাকে অধিক শোভা দিতেছে (৫৩)। যে সৌভাগ্যবান্ নববঞ্চনায় পটুবুদ্ধিশালিনী ও কপট চাটুরচনায় সিদ্ধহস্তা তোমার এই অবস্থা করিয়াছে, পঞ্চবাণের সহিত স্পর্ধা করিতে পারে এ জগতে সেই কেবল একমাত্র ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সে চন্দ্রবিম্বফলকে নিজ নাম লিখিয়া দিয়াছে (৫৪), যাহারা আপনাকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করে তাহাদের মস্তকে হেলায় পদার্পণ করিয়াছে এবং কুবেরতনয়ের সৌভাগ্যযশঃকুসুম ম্লান করিয়া

কুসুমবাণ নিক্ষেপ করে, তাহা তো কোমল, তবে তোমার বিরহ সন্তাপরূপ বিপত্তি কোথা হইতে আসিল ?' ইহাই বক্তব্য।

৫২ অর্থাৎ 'আমরা নটী সুতরাং কোনটী অভিনয় আর কোনটী প্রকৃত মদনচেষ্টিত তাহা আমরা বুঝি সুতরাং গোপন করিবার চেষ্টা করিও না।

৫৩ অর্থাৎ যখন কোন তরুণীর মনে মদনদাহ বেদনা উপস্থিত হয় তখন তাহার দেহ ও মন আকুল হইলেও শান্তি বর্ধিত হয়। এই সম্বন্ধে সংস্কৃতকাব্যে বহু শ্লোক আছে যথা—"শোচ্যা চ প্রিয়দর্শনা চ মদনক্লিষ্টেয়মালক্ষ্যতে। পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা মাধবী॥" (অভিজ্ঞানশাকুন্তলম্ ৩।১০)। পুনশ্চ "নবকিসলয়তল্পে বক্রিতাঙ্গং শয়ানা নিভৃতকৃশশরীরা দুর্নিরীক্ষ্যাঽতিপাণ্ডুঃ। নববিকসিতসন্ধ্যারঞ্জিতাঙ্গী দ্বিতীয়াশিশিরকরকলেব প্রেক্ষণীয়া বভূব॥" (তারাশশাংকম্ ১২২)।

৫৪ অর্থাৎ শুভ্র চন্দ্রমণ্ডলে যে কলংক রেখা তাহা যেন সেই পঞ্চবাণস্পর্ধী মঞ্জরীর দয়িতের নাম—জগৎবাসীর নিকট নিজকীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

তদ্বদ তস্য স্থানং, যতামহে কার্যসাধনায়ালম্[13]।
কুর্বন্ত্যেব[14] হি যত্নং ভিষগ্‌জনাঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যরোগেঽপি ॥'১০২৯॥
ইতি গদিতে সখ্যা সা তদভিমুখং চক্ষুষী সমুন্মীল্য।
বিতরতি কৃচ্ছ্রেণ চিরাদ্ভাবিতমক্লিষ্টহুংকারম্ ॥১০৩০॥
কা পুরুষার্থসমীহা দ্যোতয়তঃ শর্বরীং শশাংকস্য।
তর্পয়তাং ভুবমখিলাং সলিলমুচাং কোঽভিকাংক্ষিতো লাভঃ ॥১০৩১॥
মণ্ডয়িতুং বিয়দুদযতি পুরুহূতধনুর্বিনৈব ফলবাঞ্ছাম্।
অনপেক্ষিতাত্মকার্যঃ পরহিতকরণগ্রহঃ সতাং সহজঃ ॥১০৩২॥
প্রায়েণ যন্নিদানং তৎসেবনমুপশমায় রোগাণাম্।
স্মরমান্দ্যং তু যদুত্থং তদেব খলু ভেষজং যতস্তস্য ॥১০৩৩॥
তেন স্পৃহয়তি সুতনুস্ত্বৎপাদসরোজ[15]রেণুসংগতয়ে।
আশীর্বিষয়োপেতে সম্ভোগসুখোদয়ে তু নাকাংক্ষা ॥১০৩৪॥
(সন্দানিতকম্)

১৩ সাধনায়াত (গ)। ১৪ কুর্বন্ত এব (গ)। ১৫ পাদযুগাক্ত (গ)।

দিয়াছে (৫৫)। সুতরাং বল, কোথায় সে থাকে আমরা নিশ্চয়ই কার্যসাধনের জন্য চেষ্টা করিব, যেহেতু ভিষক্‌গণ কৃচ্ছ্রসাধ্য রোগেও যত্ন করিয়া থাকেন (রোগকে উপেক্ষা করেন না)।'

—সখীগণ এইরূপ বলিলে তাহাদিগের দিকে (চিন্তানিমীলিত) চক্ষু উন্মীলিত করিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কষ্টের সহিত 'হুঁ' বলিয়া উত্তর দিল" ॥ ১০২২—১০৩০ ॥

"(অন্ধকার) রজনীকে (জ্যোৎস্নাদ্বারা) উদ্ভাসিত করিয়া শশাংকের কি পুরুষার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে, অথবা অখিল ভুবনকে (জলবর্ষণে) তৃপ্ত করিয়া মেঘ কি লাভ ইচ্ছা করিয়া থাকে? ফলবাঞ্ছা ব্যতীতই ইন্দ্রধনু আকাশের শোভা সম্পাদনার্থ উদিত হইয়া থাকে, আত্মকার্যের অপেক্ষা না করিয়া পরের হিতসাধনের প্রবৃত্তি সাধুব্যক্তিদিগের সহজাত। রোগের যাহা নিদান তাহার সেবনেই উহার উপশম হইয়া থাকে, যাহা হইতে এই স্মরমান্দ্য উপস্থিত হইয়াছে তাহাই তাহার ঔষধ, সেইজন্য সেই সুতনু আপনার চরণকমলরেণুর সঙ্গ প্রার্থনা করিতেছে—(৫৬)

৫৫ কুবেরের পুত্র নলকূবর অতি রূপবান্ বলিয়া খ্যাত কিন্তু এই রাজপুত্র তাহা অপেক্ষাও রূপবান্ সুতরাং তাহার খ্যাতিকে ম্লান করিয়া দিয়াছে।

৫৬ 'বিষস্য বিষমৌষধম্'। আপনাকে দেখিয়া মঞ্জরীর এই 'স্মরমান্দ্য' রোগ হইয়াছে

প্রমদমুপৈতি ময়ূরী পরমং শব্দেন বারিবাহস্য।
অনিমিষবিলোকিতেন প্রাপ্নোতি ঝষী কৃতার্থতামেব ॥১০৩৫॥
ন বৃথাস্তুতিমুখরতয়া ন চ যুষ্মল্লোভনাভিযোগেন।
বিদধামি তদ্গুণাখ্যাং স্বরূপমাত্রপ্রসংগেন ॥১০৩৬॥
সদ্ভাববদ্ধমূলে স্মিতদৃষ্টিভ্রূবিলাস[১৬]পল্লবিতে।
সেবন্তে হৃদ্যরসাং রাগতরোর্মঞ্জরীং[১৭] ধন্যাঃ ॥১০৩৭॥
তিষ্ঠতু তদংগসংগো বিলোকিতা যেন ঝটিতি[১৮] বরগাত্রী।
তস্যান্যো যুবতিজনঃ প্রতিভাতি মনুষ্যরূপেণ ॥১০৩৮॥

১৬ বিকাব (গ)। ১৭ তরোমঞ্জরীং (গ)। ১৮ ঝগিতি (গ)।

আশীর্বাদের বিষয়ভূত সম্ভোগসুখোদয়ে তাহার আকাংক্ষা নাই (৫৭)। ময়ূরী জলধরের শব্দে পরম আনন্দ লাভ করে, মৎস্যী (প্রিয়ের প্রতি) অনিমেষনয়নে চাহিয়া কৃতার্থতা প্রাপ্ত হয়। আমি (সেবকাদির ন্যায়) বৃথাস্তুতিমুখরতাদ্বারা অথবা (দূতীর ন্যায়) আপনার অনুরাগ উৎপাদনের জন্য তাহার (মিথ্যা) গুণবর্ণনা করি নাই তাহার স্বরূপমাত্র বুঝাইবার জন্য করিয়াছি (৫৮)। ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণই সদ্ভাব (অর্থাৎ রতি) রূপ সুদৃঢ় মূলের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত স্মিতদৃষ্টি, ভ্রূবিলাসাদিরূপ পল্লবসমন্বিত অনুরাগ তরুর হৃদ্যরসশালিনী মঞ্জরীকে উপভোগ করিতে পায় (৫৯)। তাহার অঙ্গসঙ্গের কথা দূরে থাক্ যে ব্যক্তি সেই বরগাত্রীকে মুহূর্তমাত্র দেখিতে পায় তাহার নিকট অন্য যুবতীগণ পুরুষরূপে প্রতিভাত হয়।

সুতরাং আপনার সঙ্গ পাইলেই তাহার সেই রোগ সারিয়া যাইবে। এখানে 'স্মরমান্দ্য' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ স্মরের মান্দ্য অর্থাৎ নাশক। কিন্তু মঞ্জরীর স্মরের প্রকোপে দেহ ক্ষিন্ন হইয়াছে সুতরাং বিরূপকার্যোৎপত্তি কথনহেতু বিষমালংকার। অন্যান্য কাব্যে তুল্য উপমা দৃষ্ট হয় যথা—"স্মর এব তাপহেতুর্নির্বাপয়িতা স এব মে জাতঃ। দিবস ইবাভ্রশ্যামস্তপাত্যয়ে জীবলোকস্য॥" (অভিজ্ঞানশাকুন্তলম্ ৩।১২)। পুনশ্চ "লাবণ্যজিতমারো রাজকুমার এব অগদংকারো মন্মথজ্বরাপহরণে।" (দশকুমারচরিতম্ পূর্বাপীঠিকা উঃ ৫)

৫৭। অর্থাৎ তার সুরতসুখে আকাংক্ষা নাই কেবল আপনার সঙ্গমাত্র পাইলেই সে ধন্য হইবে। পূর্বে এইরূপ উক্তি মালতীর মুখ দিয়া বলান হইয়াছে—"স্থাস্যামি সংনিযুক্তা ভবদগৃহে প্রেষ্যভাবেন।" (৭৩১)। অর্থাৎ একবার 'সূচ' হইয়া প্রবেশ করিতে পারিলে পরে আপনিই 'ফাল' হইবে।

৫৮ সেবকগণ তাহাদের প্রভুর মিথ্যা স্তুতি করিয়া থাকে এবং দূতীগণ নায়কের নিকট নায়িকার মিথ্যাগুণ বর্ণনা করিয়া তাহাকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করে। এইস্থলে এই প্রমদাবতী নাম্নী দূতী রাজপুত্রকে বলিতে চাহে যে সে যে সকল উক্তি করিয়াছে তাহা মঞ্জরীর মিথ্যা গুণবর্ণনা নহে মঞ্জরী যথার্থই এই সকল গুণের অধিকারিণী।

৫৯ এই শ্লোকে সুরস ফলবান্ বৃক্ষের সহিত অনুরাগকে তুলনা করা হইয়াছে।

সকৃদপি যৈরনুভূতস্তত্তনুপরিরম্ভসুখরসাস্বাদঃ।
বিদ্ধি নরাধিপ তেষাং দূরীভূতং প্রজাকার্যম্ ॥১০৩৯॥
আস্থা কা খলু তস্যা বিষয়গ্রহদুর্বলেষু পুরুষেষু।
যস্যা বিলাসজালকপতিতঃ শকুনায়তে কপিলঃ ॥১০৪০॥
দগ্ধ্বা পুনরপিদগ্ধো[১১] নূনমনংগো হরেণ, তাং তন্বীম্।
দৃষ্ট্বাপি যেন তিষ্ঠসি নিরাকুলঃ স্বস্থবৃত্তেন ॥"১০৪১॥
অথ বিরতোক্তৌ তস্যামুল্লাসিতমানসে চ নৃপতৌ চ।
কশ্চিদগায়দ্‌গীতিং স্মৃতিসংগতিমাগতাং প্রসংগেন ॥১০৪২॥
'অন্যোন্যগাঢ়রাগপ্রবলীকৃতচিত্তজন্মনোর্যূনোঃ।
কালাত্যয়ো মনাগপি সমাগমানন্দবিঘ্নকরঃ ॥'১০৪৩॥

১১ দগ্ধোঽপি পুনর্দগ্ধো (খ)।

হে নরাধিপ, যাহারা একবার মাত্র তাহার দেহালিঙ্গনের সুখরসাস্বাদ অনুভব করিতে পায়, জানিবেন তাহারা (উন্মত্তের ন্যায়) লোকব্যবহার ত্যাগ করিয়া থাকে (৬০)। যাহার বিলাসজালে পতিত হইয়া কপিলও পক্ষীর মত অবস্থা প্রাপ্ত হন বিষয়াসক্ত দুর্বল পুরুষের প্রতি তাহার কি আস্থা থাকিতে পারে? সেই তন্বীকে দেখিয়াও আপনি যে আকুল না হইয়া স্বস্থবৃত্তে রহিয়াছেন তাহাতে মনে হইতেছে অনঙ্গ নিশ্চয়ই মহাদেব কর্তৃক দগ্ধ হইয়া পুনবার (আপনাকর্তৃক) দগ্ধ হইয়াছে।" ॥ ১০৩৯—১০৪১ ॥

অনন্তর তাহার উক্তি শেষ হইলে কোন ব্যক্তি এই সম্পর্কে স্মরণপথাগত এই গীতিকাটী আবৃত্তি করিল—

"দুজনার প্রতি দুজনের রতি
গাঢ় হ'লে পরে যবে,
প্রবল হইয়া উঠে কামাবেগ,
যুবকযুবতী তবে,
না পারে সহিতে কভু কোন মতে
ঈষৎ বিলম্বটুক
যা' হ'তে তাদের বাধা পেয়ে যায়
মিলনের মহাসুখ ॥"

রতি হইতেছে মূল, স্মিতদৃষ্টি ও ভ্রূবিলাসাদি পল্লব, অনুরাগ হইতেছে কাণ্ড ও শাখা এবং মঞ্জরী তাহার সুরস ফল।

৬০ এই শ্লোকে যুবরাজ সমরভটকে ভবিষ্যৎ নৃপতি বলিয়া নরাধিপ বলা হইয়াছে। যে ব্যক্তি মঞ্জরীর অঙ্গসঙ্গ লাভ করে সে তাহার লৌকিক ব্যবহার ভুলিয়া গিয়া উন্মত্তবৎ

শ্রুত্বা সমরভটস্তাং[২০], প্রিযাপ্রিয়াং প্রীতিমান্ স্মিতপ্রথমম্।
নিজগাদ 'চারুভাষিণি, গীতিকয়া সময়সম্মতং কথিতম্ ॥'১০৪৪॥
অভিনন্দ্য সা তথেতি প্রযযৌ প্রমদাবতী নিজং ভবনম্।
অকরোচ্চ বিদিতকার্যাং যুক্তেঽবসরে মনোরমাং গণিকাম্ ॥১০৪৫॥
অথ সা কৃতসংকল্পা সত্বরমাদায় রুচিরবিচ্ছিত্তিম্।
আসাদ্য নৃপনিশান্তং বিবেশ সঞ্চারিকাসহিতা ॥১০৪৬॥
বিহিতনমস্কৃতিরাসনমধিতস্থৌ নাযকেন নির্দিষ্টম্।
পৃষ্টে চ দেহকুশলে বিনযান্বিতমভ্যধাদ্দূতী ॥১০৪৭॥
"শ্রীমন্নদ্য শ্রেয়ঃসম্পন্না গুরুজনাশিষোঽশেষাঃ।
অদ্য মদনঃ প্রসন্নো, ভাগ্যচয়ৈরদ্য পরিণতং ফলতঃ ॥১০৪৮॥
অদ্য জননী প্রসূতা, সৌভাগ্যগুণোদযোঽদ্য নিষ্পন্নঃ।
ত্বয়ি বিতবতি সস্নেহং নিরাময়প্রশ্নভারতীং তস্যাঃ ॥১০৪৯॥
(সন্দানিতকম্)

২০ সিংহভটস্তস্তঃ (গ)।

সমরভট ইহা শুনিয়া প্রীতিযুক্ত সহাস্য বাক্যে প্রিয়ার সখীকে এইরূপ বলিলেন—"চারুভাষিণি, এই গীতিকাটি সময়সম্মত উক্তিই করিয়াছে" (৬১))

সেই প্রমদাবতী (নাম্নী সখী) অনন্তর তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া নিজগৃহে প্রস্থান করিল এবং যোগ্য অবসরে সেই মনোরমা গণিকাকে কার্যসিদ্ধির কথা জানাইল ॥ ১০৪২—১০৫৫ ॥

তাহার পর সেই (মঞ্জরী) সংকল্প স্থির করিয়া লইয়া সত্বর অল্প অথচ মনোরম বেশ-ভূষাদি করিয়া (৬২) দূতীর সহিত নৃপতির আবাসে প্রবেশ করিল। নমস্কার করিয়া উভয়ে নায়ক কর্তৃক নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিল। শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলে দূতী বিনয়সহকারে উত্তর দিল—

"হে শ্রীমন্, আপনি সস্নেহে ইহাকে ইহার নিরাময় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় আজ গুরুজনদিগের সমস্ত আশীর্বাদ মঙ্গলসম্পন্ন হইয়াছে, আজ মদন প্রসন্ন, শুভকর্মসকল সফল হইয়াছে, জননী আপনাকে সুপ্রসূতা বলিয়া মনে করিতেছেন, আজ

হইয়া পড়ে ইহাই ভাবার্থ। বরাহ সংহিতায় লিখিত আছে—"কামিনীং প্রথমযৌবনান্বিতাং মন্দ বল্গমৃদুপীডিতস্বনাম্। উৎস্তনীং সমবসথ্য যা রতিঃ সা ন ধাতৃভবনেঽস্তিমে মতিঃ।" (১৩।১৮)

৬১ অর্থাৎ 'আর আমার বিলম্ব সহিতেছে না তুমি মিলন সংঘটন কর।' ইহাই ভাবার্থ।

৬২ 'বিচ্ছিত্তি' শব্দের অর্থ অল্পপ্রসাধন ও বেশ রচনা। "স্তোকাঽপ্যাকল্পরচনা বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃৎ।" 'নিশান্ত' শব্দের অর্থ গৃহ।

উৎকলিকাকুলমনসামুদ্রিক্তরিরংসয়াঽভিভূতানাম্।
ঔদাসীন্যং ভজতাং সমাগতা[21] ভবতি নালিকা যূনাম্ ॥১০৫০॥
ধৃতসুমনঃশরধনুষা সহায়বাংস্তিষ্ঠ দয়িতয়া সার্ধম্।
যামো বয়ং ন রাজতি বিজনস্থিত[22]মিথুনসন্নিধাবপরঃ ॥১০৫১॥
এষা নৃত্যশ্রান্তা মদনেনায়াসিতাঽতিসুকুমারা।
ত্বমপি রতিসমরশূরঃ, স্বর্গভুবঃ সন্তু কুশলায় ॥'১০৫২॥
যাবদ্‌যাবদশক্তিং প্রথয়তি ললনা হি মোহনাক্রান্তা।
তাবত্তাবৎপুংসামুৎসাহঃ পল্লবান্ সমুৎসৃজতি ॥১০৫৩॥
ইতি শূন্যীকৃতবেশ্মনি হরতি শনৈঃ সহজমংশুকং তস্মিন্।
দর্শিতসাধ্বসলজ্জা জগাদ 'মে কিং করোষীতি' ॥১০৫৪॥

২১ সমা যতো। ২২ স্থিতি (গ)।

সৌভাগ্যগুণসমূহের উদয় সম্পন্ন হইয়াছে। উৎকণ্ঠায় আকুলহৃদয়, উদ্রিক্ত রিরংসায় অভিভূত যুবকযুবতীর নিকটে উপস্থিত থাকিয়া যে নারী তাহাদিগের ঔদাসীন্যের কারণ হয় সে মূর্খ (৬৩)। পুষ্পধনুর্ধারীকে সহায় করিয়া দয়িতার সহিত অবস্থান করুন আমরা যাইতেছি, নির্জনে অবস্থিত প্রণয়িযুগলের নিকট অপরের অবস্থান শোভা পায় না। এ নৃত্যশ্রান্তা, মদনখিন্না এবং অতি সুকুমারা আপনিও রতিসমরশূর দেবগণ আপনাদের কল্যাণ করুন (৬৪)।" ॥ ১০৪৬—১০৫২ ॥

সুরতরসে অভিভূতা (সেই) ললনা যেমন যেমন (সুরতে) অসহনত্ব প্রকাশ করিতে লাগিল (৬৫) তেমন তেমন পুরুষের উৎসাহ তরু পল্লবিত হইতে লাগিল। সুতরাং গৃহ নির্জন হইলে নায়ক তাহার সহজাত লজ্জারূপ আবরণ ধীরে ধীরে হরণ

৬৩ অর্থাৎ উদ্রিক্তকাম তরুণমিথুনের সন্নিহিত থাকিয়া তাহাদের মিলনে বাধা সৃষ্টিকরা মূর্খেরই কার্য। যথা—"ন প্রেম নব্যং সহতেঽন্তরায়ম্।" (বিদ্ধশালভঞ্জিকা ১০।৬)। পুনশ্চ "রহঃস্থলনিযুক্তশ্চ ন দৃশ্যঃ স্ত্রীযুতঃ পুমান্॥ স্ত্রীসংসক্তং চ পুরুষং যঃ পশ্যতি নরাধমঃ। করোতি রসভঙ্গং বা কালসূত্রং ব্রজেদ্ধ্রুবং।" (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্, গণপতি খণ্ডঃ ৬।৫) 'কালসূত্র'—নরকবিশেষ। "আমার এখানে অবস্থান রসভঙ্গের কারণ সুতরাং আমি যাইতেছি" ইহাই ভাবার্থ।

৬৪ অর্থাৎ আমার সখী সুকুমারা তাহার উপর নৃত্যশ্রান্তা আপনি রতি সমরশূর সুতরাং আমার সখী যাহাতে আপনার রমণ সহ্য করিতে পারে তাহার জন্য দেবতাগণ তাহাকে সাহায্য করুন।" ইহাই তাৎপর্য। (টিপ্পনীপূর্তি দ্রঃ) রতি সমরসম্বন্ধে লিখিত আছে—"শ্রোণীচারুরথং পয়োধরহয়ং ভ্রূকার্মুকং দৃক্শরং পীনোরুদ্বয়মঙ্গহারকবচং তাম্রাধরোষ্ঠধ্বজম্। কাঞ্চীনূপুর-শংখদুন্দুভিরবং হক্কাপ্রণাদাকুলং কামিন্যা নখদন্তশস্ত্রমতুলং প্রাপ্নোতু যুদ্ধং ভবান্।" (হোলামহোৎসব ভাণম্)। (১৫২ আর্যার টীকা দ্রঃ)।

৬৫ অর্থাৎ রমণী রমণকালে যে সকল নিষেধার্থ বিকৃত করিয়া থাকে তাহা কামীকে

'অয়ি মুগ্ধে তৎ ক্রিয়তে পুরুষার্থচতুষ্টয়স্য যৎ সারম্ ।'
ইতি নিগদিতসস্মেরঃ স্মরবিধুরিত আততান রতিকলহম্ ॥১০৫৫॥
নানা সুরতবিশেষৈরারাধ্য চকার ভুক্তসর্বস্বম্ ।
গণিকাঽসৌ রাজসুতং ত্বগস্থিশেষং মুমোচ নাতিচিরাৎ ॥"১০৫৬॥

করিলে সে লজ্জা ও সাধ্বস প্রদর্শন করিয়া বলিল—"আমার সঙ্গে এ কি করিতেছ ?" সেই স্মরাকুল (নায়ক) ঈষৎ হাস্যের সহিত, "অয়ি মুগ্ধে পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের যাহা সার তাহাই করিতেছি (৬৬)" এই কথা বলিয়া সবিস্তারে মদনযুদ্ধে (৬৭) প্রবৃত্ত হইল।

বিবিধ সুরত বিশেষ সমূহে (৬৮) সুপ্রসন্ন করিয়া সেই গণিকা অল্প দিনের মধ্যেই ঐ রাজপুত্রের সর্বস্ব আত্মসাৎ পূর্বক তাহাকে চর্মাস্থিসার করিয়া পরিত্যাগ করিল ॥ ১০৫৩—১০৫৬ ॥

নিবৃত্ত করা দূরে থাক তাহার উৎসাহ বর্ধিত হয়। যথা—"গাঢ়ালিঙ্গনবামনীকৃতকুচপ্রোদ্ভিন্ন-রোমোদ্গমা সান্দ্রস্নেহরসাতিরেক বিগলৎ-শ্রীমন্নিতম্বাম্বরা। মা মা মানদ, মাঽতি মামলমিতি ক্ষামাক্ষরোল্লাপিনী সুপ্তা কিন্নু মৃতা নু কিং মনসি মে লীনা বিলীনা নু কিম্।" (অমরুশতকম্ ৩৬) পুনশ্চ "রতকলাংকলয়ত্যসুবল্লভে কিমপি কুঞ্চিমুখী সুমুখী নবা। হহননেতি মমেতি বচোমিষনূমদনদীপনমন্ত্রমিবাস্মরৎ॥ (হম্মীর মহাকাব্যম্ ৭।১১১)। সুরত তরু পল্লবিত হওয়া সম্বন্ধে কামসূত্রে লিখিত আছে "স্বপ্নেষ্বপি ন দৃশ্যন্তে তে ভাবাস্তে চ বিভ্রমাঃ। সুরত ব্যবহারেষু যে স্যুস্তৎক্ষণকল্পিতাঃ॥ (২।৭।৩১) পুনশ্চ "কবিতা বনিতা গীতিঃ প্রায়ো নাদৌ রসপ্রদাঃ। উদ্গিরন্তি রসোদ্রেকং গ্রাহ্যমানাঃ পুনঃপুনঃ॥" (হম্মীরমহাকাব্যম্ ১৪।৩৭)। এই সম্বন্ধে বিকট নিতম্বা নামক স্ত্রী-কবির সথ্যুপদেশ দ্রষ্টব্য—"বালা তন্বী মৃদুতনুরিয়ংত্যজ্যতামত্র শংকা দৃষ্টাকাপি ভ্রমরভরতো মঞ্জরী ভজ্যমানা। তস্মাদেষা রহসি ভবতা নির্দয়ং পীড়নীয়া মন্দাক্রান্তা বিসৃজতি রসং নেক্ষুযষ্টিঃ সমগ্রম্॥"

৬৬ এ সম্বন্ধে কামসূত্রটীকাকার ভাস্করনৃসিংহশাস্ত্রী বলিয়াছেন "ধর্মার্থোপরি বিলসন্-মোক্ষাদভ্যর্হিতঃ পূর্বঃ। সকলজগজ্জনিহেতুঃ পুরুষার্থশ্রেষ্ঠ আত্মভূর্জয়তি।" পুনশ্চ "অবিদিত সুখদুঃখং নির্গুণং বস্তুকিঞ্চিজ্জড়মতিরিহ কশ্চিন্মোক্ষ ইত্যাচচক্ষে। মম তু মতমনঙ্গ-স্মেরতারুণ্যঘূর্ণন্মদকলমদিরাক্ষী নীবিমোক্ষো হি মোক্ষঃ।" পুনশ্চ "সংসারে পটলান্ততোয়-তরলে সারং যদেকং পরং যন্মায়ং চ সমগ্র এব বিষয়গ্রামপ্রপন্নো জনঃ। তৎসৌখ্যং পরতত্ত্ব বেদনমহানন্দোপমং মন্দধীঃ কো বা নিন্দতি সূক্ষ্মমন্মথকলাবৈচিত্র্যমূঢ়ো জনঃ।"

৬৭ বাৎস্যায়ন সুরতকলহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন "কলহরূপং সুরতমাচক্ষতে বিবাদাত্মকত্বাদ্বামশীলত্বাচ্চ কামস্য।" (১৫২ ও ১০৫২ আর্যার টীকা দ্রঃ)।

৬৮ বিবিধ সুরত শব্দে বাহ্য ও আভ্যন্তর সুরতের বিবিধ প্রয়োগ বুঝাইতেছে। শৃঙ্গারদীপিকায় গণিকা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "শয্যাবৎসমস্তরতে তুরগারোহেষু পৌরুষে ভাবে। বল্লীব বন্ধসুরতে যা স্যাৎ সৈব বিটজনপূজ্যা।"

উপসংহারঃ

"তদ্‌যন্ময়োপদিষ্টং কামিজনার্থাপ্তিকারণং তেন।
মহতীং সমৃদ্ধিমেষ্যসি কামুকলোকাহৃতেন বিত্তেন ॥"১০৫৭॥
ইত্যুপদেশশ্রবণপ্রবোধতুষ্টা জগাম ধাম স্বম্।
মালত্যপগতমোহা বিকরালাপাদবন্দনাং কৃত্বা ॥১০৫৮॥

কাব্যমিদং যঃ শৃণুতে সম্যক্ কাব্যার্থপালনেনাসৌ।
নো বঞ্চ্যতে কদাচিদ্বিটবেশ্যাধূর্ত কুট্টনীভিরিতি ॥১০৫৯॥

ইতি শ্রীকাশ্মীরমহামণ্ডলমহীমণ্ডনরাজজয়াপীড়মন্ত্রিপ্রবরদামোদরগুপ্ত-
কবিবিরচিতং কুট্টনীমতং সমাপ্তম ॥

সুতরাং কামিজনের নিকট হইতে অর্থপ্রাপ্তির কারণ স্বরূপ আমি যে সকল উপদেশ দিলাম তাহাদ্বারা কামুক লোকের নিকট হইতে অপহৃত অর্থে প্রচুর সমৃদ্ধিলাভ করিবে।"

অনন্তর এই উপদেশ শ্রবণে মোহ অপগত হইলে প্রবোধ লাভে তুষ্টা হইয়া মালতী বিকরালার পাদবন্দনা করিয়া নিজ আবাসে প্রস্থান করিল।

যে এই কাব্য শ্রবণ করে ও এই কাব্যার্থ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করে সে কখনও বিট, বেশ্যা, ধূর্ত ও কুট্টনীগণদ্বারা বঞ্চিত হয় না ॥ ১০৫৭—১০৫৯ ॥

ইতি কাশ্মীর মহামণ্ডলের পৃথিবীভূষণ নৃপতি জয়াপীড়ের মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ
দামোদর কবি বিরচিত 'কুট্টনীমত' সমাপ্ত হইল।

পরিশিষ্ট

টিপ্পনী পূর্তি

১১ পৃষ্ঠা ৬২ আর্যা—'দন্তপংক্তি' শব্দের অর্থ 'কংকতিকা' বা 'চিরুণী'।

১৮ পৃষ্ঠা ১০২ আর্যা—'শশধরকান্তং' ইহা সম্ভবতঃ 'ঘনসারম্' শব্দের বিশেষণ তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে শশধরের ন্যায় কান্তিযুক্ত যে শ্বেত চন্দন। ইহাতে দাহশান্তি করিবার ক্ষমতা ও অভিলষনীয়ত্ব উভয়ই বুঝাইতেছে। 'শশধর কান্তঃ' হইলে 'চন্দ্রকান্তমণি' এই অর্থ হইত।

২৫ পৃষ্ঠা ১৪৯ আর্যা—"ধূপবর্তিঃ"। ইহার প্রস্তুত প্রণালী যথা—কর্পূরাগুরু-চন্দনমুস্তকপূতিপ্রিয়ংগু বালং চ। মাংসী চেতি নৃপাণাং যোগ্যা রতিনাথধূপবর্তিরিয়ম্॥ নখাগুরুশিহ্লকবালককুন্দুরুশৈলেয়চন্দনশ্যামাঃ। ক্রমবৃদ্ধি ভাগরচিতা বর্তীরতিনাথকান্তেয়ম্॥ (নাগরসর্বস্বম্ ৪।১৬-১৭) এই সকল দ্রব্যদ্বারা বিড়ির ন্যায় একপ্রকার "বর্তী" তৈয়ার করা হইত এবং তাহার ধূমপান করিয়া মুখ সুরভিত করা হইত।

২৬ পৃষ্ঠা ১৫৫ আর্যা—'সীৎকৃতিম্'। বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন "প্রহণন হইতে 'সীৎকৃতে'র উদ্ভব হয় সুতরাং 'সীৎকৃত' তাহার ফলস্বরূপ। ইহা অনেক প্রকার।" ইহার সহিত ১৫৭ আর্যার 'কৃত' বা 'বিকৃতে'র সম্বন্ধ নাই। 'বিকৃত' ধ্বনি রতির জন্য হয় তাহা প্রহণনের ফল হইতেও পারে নাও পারে। অত্যন্ত মনোহর বলিয়া তাহা প্রযোজ্য। বাৎস্যায়ন 'বিরুতে'র আট প্রকার ভেদ করিয়াছেন—'হিংকার', 'স্তনিত', 'কূজিত', 'রুদিত', 'সূৎকৃত', 'দূৎকৃত', ও 'ফূৎকৃত'। 'নাগরসর্বস্ব'কার এই প্রকার শব্দকে 'সশব্দ চুম্বন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাৎস্যায়ন প্রথম পাঁচটীর বর্ণনা করেন নাই। পদ্মশ্রী তাঁহার 'নাগরসর্বস্বে' 'হিংকার' বা 'হিঙ্কারে'র এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন—"হিক্কাশব্দবচ্ছ্বাসনিরোধপূর্বং যচ্চুম্বনং হিক্কৃতি প্রসিদ্ধম্॥" 'স্তনিত' যথা—"সুশক্তিবহ্নিপ্রবিদার্যমানসদ্বংশ স্ফূর্জ্জি-মিতাভিরামম্। যত্তালুজিহ্বাজনিতং প্রশস্তং শৃঙ্গারবিদ্ভিঃ স্তনিতাভিধানম্॥" 'কূজিত' যথা "ধ্বন্যাৎ কপোতাদিবিহঙ্গমানাং যথা কৃতং কূজিতমামনন্তি॥" 'রুদিত' রোদনের ন্যায় শব্দ। 'সূৎকৃত'কে পদ্মশ্রী 'শ্বসিত' বলিয়াছেন (বাৎস্যায়নও অন্যত্র তাহাই বলিয়াছেন) "শ্বাস নিঃশ্বাস নিরোধহেতং মনীষিণস্তচ্ছ্বসিতং বদন্তি॥" 'দূৎকৃত' সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন বলিতেছেন "বেণোরিব স্ফুটতঃ শব্দানুকরণং দূৎকৃতম" অর্থাৎ বাঁশ ফুটিয়া যে শব্দ হয়। জিহ্বাদ্বারা টক্কর দেওয়া ; যেমন, টক খাইলে লোকে করে। পদ্মশ্রী লিখিয়াছেন "সন্নিপাতন্ মৌক্তিকশব্দরম্যং তদ্দূৎকৃতং সর্বজনা বদেয়ুঃ" অর্থাৎ গৃহ কুট্টিমে মুক্তা পড়িলে যে শব্দ হয়। ইহাও টক্কর দেওয়ার ন্যায় শব্দ। 'ফূৎকৃত' সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন বলিতেছেন "অপ্সু বদরস্যেব নিপততঃ ফূৎকৃতম্" অর্থাৎ জলে কুলপড়ার ন্যায় শব্দ। পদ্মশ্রী বলিতেছেন "শ্লিষ্টাধরোৎ-পাদিত পূৎবিদানং পূৎকারমন্বর্থকনামধেয়ম্॥"

৬১ পৃষ্ঠা ৩৩৯ আর্যা—কয়েকটী মাত্রাছন্দের বিশেষ সংজ্ঞা না থাকায় শাস্ত্রকারগণ ছন্দোগ্রন্থে তাহার উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে সেগুলি দেখা যায়। সেই সমস্ত 'গাথা' এই সাধারণ নামে ব্যবহৃত হয়। পিঙ্গল বলিয়াছেন "অত্রানুক্তং গাথা।" এইগুলিই হইতেছে 'মাত্রাগাথা'। জয়দেবের গীতগোবিন্দে সমস্ত গীতই প্রায়

মাত্রাছন্দ বদ্ধ বলিয়া তাহা 'মাত্রাগাথা'। 'প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্' ইহার প্রথমার্ধে বিংশতিমাত্রা, দশমে ও অন্তে যতি এবং শেষার্ধে ষোড়শমাত্রা। (শ্রীচন্দ্রমোহন ঘোষ 'ছন্দঃসার সংগ্রহ' ৬ষ্ঠ অধ্যায়)।

৬৮ পৃষ্ঠা ৩৭৭ আর্যা—'তাড়নং' বাৎস্যায়ন 'তাড়ন' বা 'প্রহণনে'র সাধারণতঃ চার প্রকার ভেদ করিয়াছেন—'অপহস্তক', 'প্রসৃতক', 'মুষ্টি' এবং 'সমতলক'। 'অপহস্তক' সম্বন্ধে যশোধর বলিতেছেন 'হস্তপৃষ্ঠং প্রসৃতাঙ্গুলি' অর্থাৎ অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া হস্তের পৃষ্ঠদেশ দ্বারা আঘাত। বাৎস্যায়ন তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে বলিতেছেন—"যুক্তযন্ত্রায়াঃ স্তনান্তরেঽপহস্তকেন প্রহরেৎ। মন্দোপক্রমং বর্ধমানরাগমাপরিসমাপ্তেঃ।" অর্থাৎ উত্তানশায়িনী নায়িকার সম্বাধে সাধন যোগানন্তর স্তনযুগলের মধ্যে 'অপহস্তক' দ্বারা প্রহার করিবে। প্রথমে ধীরে ধীরে আরম্ভ করিয়া রাগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতরভাবে এবং তৃপ্তিকাল (Orgasm) পর্যন্ত চালাইবে। যশোধর বলিতেছেন "যোষিতো হি ত্রীণি রাগস্থানানি—শিরো জঘনং হৃদয়ং চেতি—তেষু হন্যমানেষু চিরচণ্ডবেগাপি রাগং মুঞ্চতি।" বাৎস্যায়ন বলিতেছেন যতক্ষণ 'অপহস্তক' দ্বারা প্রহার করিবে ততক্ষণ নায়িকা অনিয়মে বারংবার এবং বিকল্পে হিংকারাদি শব্দ করিবে।

'প্রসৃতক' সম্বন্ধে বাৎস্যায়ন বলিতেছেন—"শিরসি কিঞ্চিদাকুঞ্চিতাঙ্গুলিনা করেণ বিবদন্ত্যাঃ ফূৎকৃত্য প্রহণনং তৎ প্রসৃতকম্।" অর্থাৎ যদি অপহস্তকে নায়িকা অসুখী বোধ করে তাহা হইলে হস্ত ফণাকারে আকুঞ্চিত করিয়া মস্তকে প্রহার করিবে তাহাও অপহস্তকের ন্যায় ধীরে ধীরে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বেগ বর্ধন করিয়া পরিসমাপ্তিকাল পর্যন্ত চালাইবে এই সময়ে নায়িকা অন্তর্মুখ দ্বারা কূজিত ও ফূৎকৃত করিবে।

বাৎস্যায়ন বলিতেছেন ক্রোড়ে উপবিষ্টা নায়িকার পৃষ্ঠে 'মুষ্টি' অর্থাৎ 'ঘুষি' দ্বারা প্রহার করিবে। নায়িকা তাহা যেন সহিতে পারিতেছে না, এই ভাণ করিয়া স্তনিত রুদিত কূজিত শব্দ এবং নায়কের পৃষ্ঠে প্রতীঘাত করিবে।

'সমতল' অর্থাৎ চপেটাঘাত। যশোধর বলিতেছেন নায়ক 'সমতল' কর তাড়ন করিলে নায়িকা লাবক হংসাদির ন্যায় কূজিত করিবে।

মধ্যে মধ্যে স্ত্রীও পুংধর্ম আচরণ করিয়া বিশেষতঃ বিপরীত রতে প্রহণনাদি করে তখন নায়ক অল্পকালের জন্য স্ত্রীধর্ম আচরণ করিয়া সীৎকৃত বিরুতাদি করিবে পরে পুনরায় পুংধর্ম গ্রহণ করিয়া নায়িকাকে তাড়ন করিবে। অনঙ্গ রঙ্গে এই জন্য নায়িকা কর্তৃক প্রযোজ্য কয়েকটা কর তাড়নের উল্লেখ আছে যথা—"বিপরীত রতে যদাঙ্গনা হৃদি মুষ্ট্যা পতিং তাড়য়েৎপতিম্। করঘাতনকং তদা বুধৈরিতি সন্তানিত সংজ্ঞমুচ্যতে। বিস্তীর্ণহস্তেন রতৌ যদা স্ত্রী হস্তাৎ পতিং স্যাৎ সপতাক সংজ্ঞকম্। অঙ্গুষ্ঠকেনৈব কৃত প্রহারো বিজ্ঞেঃ স উক্তঃ খলু বিন্দুমালঃ। সাঙ্গুষ্ঠমধ্যাঙ্গুলিকা প্রহারঃ শনৈঃ পুরন্ধ্রী কুরুতেঽতিরাগাৎ। ইত্যেব উক্তঃ কবিভিঃ পুরাণৈরানন্দকৃৎ কুণ্ডল নামধেয়ঃ।"

বাৎস্যায়ন বলেন দাক্ষিণাত্যাদি কোন কোন দেশে আরো চারি প্রকার প্রহনন প্রথা চলিত আছে যথা "কীলামুরসি কর্তরী শিরসি, বিদ্ধা কপোলয়োঃ সন্দংশিকা স্তনয়োঃ পার্শ্বয়োশ্চেতি।" 'কীলা' অর্থাৎ কিল। বক্ষে মুষ্টির ন্যায় কিল মারিতে হয় অবশ্য ধীরে ধীরে। 'কর্তরী' প্রথমতঃ দুইপ্রকার: (১) 'প্রসৃতাঙ্গুলি' ও (২) 'কুঞ্চিতাঙ্গুলি'। 'কর্তরী' শব্দের অর্থ 'কাটারি' (chopper) সুতরাং সেইভাবে হস্তের প্রান্তদেশ দ্বারা আঘাত করাকে 'কর্তরী' বলা হয়। (১) অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া কনিষ্ঠার অগ্রভাগের

প্রান্তদ্বারা আঘাত করাকে বলে 'প্রসৃতাঙ্গুলি' তাহা আবার দ্বিবিধ (ক) ভগ্নকর্তরী ও (খ) যমল কর্তরী এক হস্তে হয় 'ভগ্ন কর্তরী' এবং সংশ্লিষ্ট উভয় হস্তে হয় 'যমল কর্তরী'।

(২) অঙ্গুষ্ঠের উপর তর্জনী কুঞ্চিত করিয়া বিন্যাস করিয়া ও অপর অঙ্গুলিগুলি ঈষৎ কুঞ্চিত ও শ্লথভাবে রাখিয়া কনিষ্ঠাগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করিলে শ্লথাঙ্গুলি বশতঃ যথেষ্ট শব্দ হয় সেইজন্য কুঞ্চিতাঙ্গুলি কর্তরীকে 'শব্দকর্তরী'ও বলা হয়। কেহ কেহ পদ্মপত্রের ন্যায় হস্তের বিন্যাসের জন্য ইহাকে 'উৎপলপত্রিকা' ও বলিয়া থাকেন। এই উভয় দ্বারাই কনিষ্ঠাগ্রভাগের সাহায্যে মস্তকে সীমন্তমুখে প্রহার করিতে হয়।

তর্জনী ও মধ্যমার অথবা মধ্যমা ও অনামিকার মধ্য দিয়া অঙ্গুষ্ঠকে বাহির করিলে যে বদ্ধ মুষ্টি হয়, তাহাকে বলে 'বিদ্ধা'। ঐভাবে অঙ্গুষ্ঠাগ্র ভাগ দ্বারা কপোলে বিদ্ধ করার ন্যায় করিতে হয়। 'সন্দংশিকা' অর্থে 'সাঁড়াশী' বা 'চিমটা'। হস্তমুষ্টি বদ্ধ করিয়া তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ অথবা তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা স্তনদ্বয় বা পার্শ্বদ্বয় মলন পূর্বক মাংস আকর্ষণ করিয়া যে তাড়ন তাহাকে বলে 'সন্দশিকা' বা চিমটি কাটা।

৬৯ পৃষ্ঠা ৩৭৮ আর্যা—'বিগল্লোল চুম্বনং'—বিগলৎ অধরামৃতেন আর্দ্রং, লোলং উপর্যুপরিকৃতং চ। "ধারাবাহিক সঞ্চারো যস্য তল্লোলমুচ্যতে"। অর্থাৎ অধরামৃতের দ্বারা আর্দ্র অনবরত ধারাবাহিক ভাবে যে চুম্বন।

১০৬ পৃষ্ঠা ৫৩৩ আর্যা—'ত্রিদশলয় জীবিকা'। 'ত্রিদশালয়' অর্থাৎ দেবমন্দির, সেখানের যে জীবিকা অর্থাৎ 'দেবদাসীত্ব'। দেবতার সম্মুখে গীতনৃত্যাদি কর্ম দ্বারা যে বৃত্তি লাভ হয়, তাহা 'ক্রমোপগতা' অর্থাৎ কুলপরম্পরায় প্রাপ্ত। সুতরাং এই আর্যার প্রকৃত অর্থ—কদম্বকা কুলপরম্পরায় প্রাপ্ত দেবদাসীর জীবিকা ত্যাগ করিয়া প্রেমের জন্য ভট্টবিষ্ণুকে মরণকাল পর্যন্ত বরণ করিয়াছিল।

১১০ পৃষ্ঠা ৫৮১ আর্যা—বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে আলিঙ্গনকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন—(ক) সমাগমরহিত নায়ক নায়িকার প্রীতির চিহ্ন প্রকাশক এবং (খ) সম্প্রয়োগকালে। প্রথম শ্রেণীর আলিঙ্গনকে চারিভাগে ভাগ করিয়াছেন (১) স্পৃষ্টক, (২) বিদ্ধক, (৩) উদ্ঘৃষ্টক এবং (৪) পীড়িতক। (১) স্পৃষ্টক—৮৬১ আর্যার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। (২) বিদ্ধক নায়ককে কোন বিজন প্রদেশে স্থিত বা উপবিষ্ট দেখিলে কিছু গ্রহণ করিবার ছলে নায়িকা পয়োধর দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিবে। নায়কও বাহুপাশ দ্বারা তাহাকে অবপীড়িত করিয়া ধরিবে। ইহাকেই বিদ্ধক বলে। যে অপ্রাপ্তসমাগম নায়ক-নায়িকার সম্ভাষণ অতিপ্রবৃত্ত না হইয়াছে, এ দুইটি তাহাদের পক্ষে প্রযোজ্য। (৩) উদ্ঘৃষ্টক—অন্ধকারে জনসম্বাধে অথবা বিজনপ্রদেশে ধীরে ধীরে বহুক্ষণ ধরিয়া নায়িকার গাত্র ও নায়কের গাত্রে যে ঘর্ষণ তাহাকে উদ্ঘৃষ্টক বলে। পরস্পরের ঘর্ষণকে 'উদ্ঘৃষ্টক' বলে আর একের ঘর্ষণকে 'ঘৃষ্টক' বলা হয়। (৪) পীড়িতক—কোন ভিত্তি বা স্তম্ভগাত্রে নায়ক নায়িকাকে বা নায়িকা নায়ককে চাপিয়া ধরিয়া দুইহস্তে ভিত্তি বা স্তম্ভ ধরিয়া পীড়ন করিলে পীড়িতক হয়। 'উদ্ঘৃষ্টক' ও 'পীড়িতক' যদি নায়ক ও নায়িকা পরস্পরের আকার ভাবাদি জানিতে পারে তবেই প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আলিঙ্গনকে বাৎস্যায়ন চারভাগে ভাগ করিয়াছেন—(৫) লতাবেষ্টিতক, (৬) বৃক্ষাধিরূঢ়ক, (৭) তিলতণ্ডুলক ও (৮) ক্ষীর-নীরক।

লতাবেষ্টিতক—লতা যেরূপ বৃক্ষকে আবেষ্টিত করিয়া থাকে নায়িকা সেইরূপ স্থিত নায়ককে বাহুপাশ দ্বারা আবেষ্টিত করিয়া ধীরে ধীরে সীৎকার করিতে করিতে চুম্বনার্থ ধ

উঠাইয়া নায়কের মুখ অবনমিত করিলে অথবা সেইরূপে আবেষ্টিত করিয়াই আবার নিজাঙ্গ কিঞ্চিৎ উঠাইয়া কিছু রমণীয় দর্শন বস্তু দেখিলে ইহাকে 'লতাবেষ্টিত' আলিঙ্গন বলে।

বৃক্ষাধিরূঢ়ক—নায়িকা একপদ দ্বারা দণ্ডায়মান নায়কের একপদ আক্রান্ত করিয়া দ্বিতীয় পদদ্বারা উরুদেশকে আক্রান্ত করিয়া কিংবা নায়কের পৃষ্ঠে একখানি হস্তদ্বারা বেষ্টিত করিয়া দ্বিতীয় হস্তদ্বারা তাহার অংসদেশ অবনামিত করিয়া মৃদু সীৎকার ও কূজন করে এবং চুম্বনের জন্যই আরোহণের চেষ্টা করে ইহাকে 'বৃক্ষাধিরূঢ়ক' বলা হয়।

তিলতণ্ডুলক :—শয্যায় শায়িত নায়ক নায়িকার বামকক্ষ দিয়া দক্ষিণবাহু ও দক্ষিণ কক্ষ দিয়া বাম বাহু এবং দক্ষিণপদের উরুর উপরে বাম উরু ও বাম উরুর উপরে দক্ষিণ উরু ন্যস্ত করিয়া অত্যন্ত গাঢ় সংঘর্ষ করিবার জন্যই যেন সুন্দররূপে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গিত করিয়া ধরিবে ইহাকে 'তিলতণ্ডুলক' বলে।

ক্ষীরনীরক—উপবিষ্ট নায়কের ক্রোড়ে অভিমুখোপবিষ্ট নায়িকার অথবা পার্শ্বসুপ্ত নায়কের ক্রোড়ে শয়নগত নায়িকার শরীর দৃঢ়ভাবে বেষ্টন করিয়া অর্থাৎ কক্ষে কক্ষ, বক্ষে বক্ষ, হস্তদ্বারা হস্ত, জঘনের দ্বারা জঘন দৃঢ় আলিঙ্গিত করিয়া রাগান্ধতা বশতঃ পরস্পর পরস্পরের অস্থি ভঙ্গাদির অপেক্ষা না করিয়াই যেন পরস্পর পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করিবে এইরূপভাবে আলিঙ্গন করাকে 'ক্ষীরনীরক' বলে।

এই দুইটী আলিঙ্গন রাগকালে অর্থাৎ সম্প্রয়োগকালে যন্ত্রযোগের পূর্বে প্রযোজ্য।

এইগুলি বভ্রব্যোক্ত আলিঙ্গন। এতদ্ ব্যতীত বাৎস্যায়ন সুবর্ণনাভোক্ত চারিটী একাঙ্গোপগূহনের উল্লেখ করিয়াছেন—(৯) উরূপগূহন (১০) জঘনোপগূহন (১১) স্তনালিঙ্গন ও (১২) ললাটিকা।

(৯) উরুদ্বয়ের সন্দংশ অর্থাৎ জোড়ির দ্বারা অপরের একটী বা দুইটী উরুকে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া অবপীড়িত করাকে 'উরূপগূহন' বলে।

(১০) নখাঘাত, দশনাঘাত, প্রহণন ও চুম্বনের প্রয়োগ করিবার জন্য নায়িকা কেশপাশ এলাইয়া দিয়া অবস্থান করতঃ জঘন দ্বারা জঘন অবপীড়িত করিয়া যে আলিঙ্গন করে, তাহাকে 'জঘনোপগূহন' বলে।

(১১) নায়িকা স্তনদ্বয় দ্বারা নায়কের বক্ষস্থলে যেন প্রবেশ করিয়া তাহার বক্ষে সমস্ত ভার অর্পণ করিলে তাহাকে 'স্তনালিঙ্গন' বলে।

(১২) উত্তানসম্পুট বা পার্শ্বসম্পুটাবস্থায় মুখে মুখ, চক্ষুতে চক্ষু দিয়া ললাটে ললাট দ্বারা আঘাত করিলে তাহাকে 'ললাটিকা' বলে। ইহাতে নায়কের ললাট নায়িকার ললাটস্থ রঞ্জন দ্রব্য দ্বারা রঞ্জিত হইয়া যায়।

দামোদরগুপ্ত এতদ্ব্যতীত চক্রাহ্ব, হংস, পারাবত, নকুল ইত্যাদি আলিঙ্গনের উল্লেখ করিয়াছেন। কামশাস্ত্রাদিতে আরও বহুবিধ আলিঙ্গনের নাম পাওয়া যায় যথা, আমোদ, মুদিত, প্রেম, আনন্দ, রুচি, মদন, বিনোদ, কণ্ঠসূত্র ইত্যাদি।

১১২ পৃষ্ঠা ৫৮৭ আর্যা—'প্রগ্রীবক' অর্থাৎ 'বাতায়ন' তাহার নিকট স্থিত যে শয্যা তাহাতে শায়িতা 'প্রগ্রীবকশয়নগতা'।

১২৬ পৃষ্ঠা ৬৫১ আর্যা—ইহার অনুরূপ শ্লোক যথা "পুংসি ক্ষীণধনে ন বান্ধবজনঃ পূর্বং যথা বর্ত্ততে, স্থিতা কেবলয়া স্থিতঃ পরিজনঃ স্বচ্ছন্দতাং গচ্ছতি। লোলদ্বংসুহৃদশ যান্তি বহুশঃ, কিংবা পরৈর্ভাষণৈঃ, ভাষায়া অপি ভূতলে স্ফুটমহো নৈবাদরস্তাদৃশঃ।"

১২৯ পৃষ্ঠা। ৬৫২ আর্যা—'সমরত'—কামশাস্ত্রে স্ত্রীপুরুষের গুহ্যভেদে ব্যা করা হইয়াছে। এসম্বন্ধে ১১১ আর্যার টীকায় আলোচনা করা হইয়াছে, তথাপি বক্ষ্যমান বিষয়টী আলোচনার সুবিধার জন্য তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি। বাৎস্যায়ন নারীর 'মৃগী', 'বড়বা' ও 'হস্তিনী' এই তিনটী ভাগ এবং পুরুষের 'শশ', 'বৃষ' ও 'অশ্ব' এই তিনভাগ করিয়াছেন। 'মৃগী' ও 'শশে'র গুহ্য পরিমাণ ছয় অঙ্গুলি পর্যন্ত, 'বড়বা' ও 'বৃষে'র ছয় হইতে নয় অঙ্গুলি পর্যন্ত, এবং 'হস্তিনী' ও 'অশ্বে'র নয় হইতে বারো অঙ্গুলি পর্যন্ত। নারীর গুহ্য পরিমাণের অর্থ তাহার যোনিবন্ধের গভীরত্ব এবং পুরুষের গুহ্য পরিমাণের অর্থ তাহার উচ্ছ্রিত লিঙ্গের দৈর্ঘ্য। যশোধর তাঁহার কামসূত্রের টীকায় একটী প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন "যন্নবদ্বাদশেভ্যোব আয়ামেন যথাক্রমম্। শশাদি ভেদভিন্নানাং ত্রিধা সাধনসংস্থিতিঃ॥ পরিণাহেন তুল্যং স্যাদায়ামস্য প্রমাণতঃ। নিয়তং নেতি কেচিত্তু পরিণাহং প্রচক্ষতে॥ স্ত্রীণাং সংসারমার্গোঽপি তদ্বদেব প্রভিদ্যতে। আয়াম-পরিণাহাভ্যাং মৃগ্যাদীনাং শশাদিবৎ॥" ইহাতে বলা হইয়াছে যে, দৈর্ঘ্যের অনুপাতে স্থূলত্বের এবং গভীরত্বের অনুপাতে বিস্তৃতির পরিমাণ হইয়া থাকে।

সমপ্রমাণ গুহ্যশালী স্ত্রীপুরুষের রতিকে বলে 'সমরত'; যেমন 'শশ' ও 'মৃগী', 'বৃষ' ও 'বড়বা' এবং 'অশ্ব' ও 'হস্তিনী'র রতি এবং অসমপ্রমাণ গুহ্যশালী স্ত্রীপুরুষের রতিকে বলে 'বিষমরত'। এই 'বিষমরত' চার প্রকার (১) 'শশ' ও 'বড়বা'র এবং 'বৃষ' ও 'হস্তিনী'র রতিকে বলে 'নীচরত'। (২) 'শশ' ও 'হস্তিনী'র রতি 'অতিনীচরত'। (৩) 'বৃষ' ও 'মৃগী'র এবং 'অশ্ব' ও 'বড়বা'র রতিকে বলে 'উচ্চরত' এবং (৪) 'অশ্ব' ও 'মৃগী'র রতি 'অত্যুচ্চরত'।

গুহ্য প্রমাণ ব্যতীত 'বেগ' বা 'রতাবেগ' (sexual impulse), কাল (duration of coitus) এবং 'উদয়' (time required for excitement) ইহারও তারতম্য আছে। কোন কোন পুরুষ বা স্ত্রীর 'বেগ' অতি প্রচণ্ড হয়, তাহাদিগকে বলে 'চণ্ডবেগ' বা 'চণ্ডবেগা', 'মধ্যম' বেগশালী পুরুষ বা স্ত্রীকে বলে 'মধ্যবেগ' বা 'মধ্যবেগা' এবং 'মন্দ' বেগশালী পুরুষ বা স্ত্রীকে বলে 'মন্দবেগ' বা 'মন্দবেগা'। এসম্বন্ধে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন "যস্য সম্প্রয়োগকালে প্রীতিরুদাসীনা বীর্যমল্পং ক্ষতানি চ ন সহতে স মন্দবেগঃ। তদ্বিপর্যয়ৌ মধ্যমচণ্ডবেগৌ ভবতস্তথা নায়িকাপি।" (২।১।১৩-১৪) সেইরূপ 'কালে'রও তারতম্য দেখা যায়। কোন ব্যক্তির 'বিসৃষ্টি' (emission) বা 'ভাবপ্রাপ্তি' (Orgasm) শীঘ্রই ঘটিয়া থাকে কাহারও বিলম্বে ঘটে সুতরাং সেক্ষেত্রেও 'চিরকাল' বা 'চিরসম্ভব' ও 'চিরকালা' বা 'চিরসম্ভবা', 'মধ্যসম্ভব' ও 'মধ্যসম্ভবা' এবং 'শীঘ্রসম্ভব' ও 'শীঘ্রসম্ভবা' স্ত্রী-পুরুষ দৃষ্ট হয়। সকল স্ত্রী বা পুরুষের উত্তেজনা সমান সময়ে হয় না কেহ বা অল্পেই উত্তেজিত হয় কাহারওবা উত্তেজনা হইতে বিলম্ব হয়। যাহাদিগের উত্তেজনা হইতে বিশেষ বিলম্ব হয় তাহাদিগকে বর্তমান ইংরাজী কামশাস্ত্রকারগণ (frigid) নাম দিয়াছেন। এই সকল frigid স্ত্রী বা পুরুষকে উত্তেজিত করিতে 'উপচার' (manipulation) বা 'বাহ্যসম্ভোগ' (prelude to love play) করিতে হয়।

যখন এই চারি বিষয়ের সমতা হয় অর্থাৎ 'প্রমাণ (size), বেগ (impulse), কাল (duration) ও 'ক্রিয়া' (amount of stimulation for excitement) তখনই প্রকৃত 'সমরত' হয়। শৃঙ্গারদীপিকায় লিখিত আছে—"সম্ভোগে তু সমে কান্তা মরণান্তং বশং যযুঃ।" (৬।১২) পুনশ্চ হরিহর লিখিতেছেন "রেতঃ প্রাবকসম্ভবা প্রতিদিনং

সম্ভোগসম্বর্ধিনী মোহোৎপাদনাতিবিমলা সুলোচনানন্দিনী। অন্যোন্য প্রণয়ান্ মিথো নববধূ যুগ্মেষ্বনষ্টপ্রিয়া, বধ্বা সর্বসুখপ্রদা সমরতিঃ সংপ্রার্থিতা নির্জরৈঃ ॥" (৩।৪১) ইহার কারণ শেফমণি জরায়ুমুখকে (Os uteris) ধীরে স্পর্শ করিলে স্ত্রীলোকদিগের অত্যন্ত আনন্দ হয় কিন্তু তাহার পীড়নে আনন্দ হয় না, বেদনা বোধ হয় এবং স্পর্শ করিতে না পারিলেও সেরূপ আনন্দানুভব হয় না। এ সম্বন্ধে হরিহর বলিতেছেন "কণ্ডূতেরপ্রতিকারাদস্তলিঙ্গাবিমর্দনাৎ। ন দ্রবন্তি ন তৃপ্যন্তি যোষিতো নীচমেহনে॥ উচ্চেঽপি মৃদুগুহ্যান্তঃ সম্পীড়া সব্যথে হৃদি। ন দ্রবন্তি ন তৃপ্যন্তি মনস্তন্ত্রো হি মন্মথঃ॥"

যন্ত্রযোগ সম্বন্ধে হরিহর বলিতেছেন—প্রকৃতি যোনিপথ পিচ্ছিল করিয়া দিয়া যন্ত্রযোগ সহজ করিয়া দেয়, "যথা পুষ্পং লিঙ্গং কমলবদনং মন্মথ গৃহে প্রসন্নাগ্রং মন্দং বিশতি যদি রেতো বিবহিতং। ততস্তস্য প্রান্তে স্থিতবিবরযুগ্মং চ শনকৈঃ প্রবদ্রতঃ সান্দ্রং মদনসদনং তত্র কুরুতে।" (৩।২৮) এখন এই 'বিবরযুগ্ম' অর্থে Bertholin's gland দ্বয়ের মুখকে বুঝাইতেছে, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে-প্রাচীন ভারতীয় কামশাস্ত্রকারগণ এই gland বা নাড়ী সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। ইহাদের নাম ছিল 'পূর্ণচন্দ্রা'।

অতি অল্পক্ষেত্রেই সর্বাঙ্গসুন্দর 'সমরত' ঘটে, তবে, লিঙ্গ প্রমাণে সমরত প্রায়ই ঘটে; যখন সেরূপ না হয়, তাহারই সমতা সম্পাদনের জন্য হরিহর লিখিতেছেন "এতানি চতুরশীতি বন্ধানি মদনস্মৃতৌ। প্রথিতান্যথ কান্তানাং সমসম্ভোগ সিদ্ধয়ে।" অর্থাৎ যাহাতে রমণীগণ সমসম্ভোগ লাভ করিয়া তৃপ্তি পাইতে পারে, সেইজন্য গুহ্যের সমতা সম্পাদন হেতু কামশাস্ত্রে চতুরশীতি বন্ধের বর্ণনা করা হইয়াছে। 'বন্ধেন যেন রমণী বিনিমীলিতাক্ষী প্রস্তাংগকাংর্ধগদিতান্যমেয়রাবা। বিস্মৃত্যদেহমভিতো নামপীড়িতানি দীর্ঘদ্রবা ভবতি তেন রতেন ভোগ্যা॥" (৩।৩০)। বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন "রাগকালে বিশালয়ন্ত্যেব জঘনং মৃগী সংবিশেদুচ্চরতে। অবহ্রাসয়ন্তীব হস্তিনী নীচরতে। ন্যায্যোযত্র যোগস্তত্র সমপৃষ্ঠম্।" (২।৬।১-৩) অর্থাৎ উচ্চরতে নারীর জঘনদেশ প্রসারিত করিতে হয় অর্থাৎ পূর্বদেহার্ধ শয্যায় রাখিয়া নিম্নদেহার্ধ শয্যা হইতে নামাইয়া দিলে জঘন সর্বাপেক্ষা প্রসারিত হয় ইহাকে ইউরোপীয় কামশাস্ত্রকারগণ attitudes of extension বা extended attitudes বলিয়াছেন এবং নীচরতে জঘনদেশ সংকুচিত করিতে হয়, যাহাকে বর্তমান কামশাস্ত্রে attitudes of flexation বলে এবং সমরত স্ত্রী ও পুরুষের জঘন সমান পৃষ্ঠ অর্থাৎ levelএ থাকা উচিত, যেমন 'নাগরক' ও 'গ্রাম্য' বন্ধে। যাহাকে Prof Van de Velde 'Habitual' বা "Medial attitude" বলিয়াছেন। উরু বিবৃত বা সম্বৃত করিয়া নীচ ও উচ্চরতের সমতা করা যায়, এ সম্বন্ধে লিখিত আছে "বিবৃতোরুকমুচ্চৈস্তু নীচৈঃ স্যাৎ সম্বৃতোরুকম্। যথাস্থিতোরুকং চৈব সমপৃষ্ঠং সমেরতে॥"

বাৎস্যায়ন স্ত্রীপুরুষের ভাবপ্রাপ্তি (orgasm) সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন—"জাতেরভেদাদ্দম্পত্যোঃ সদৃশং সুখমিষ্যতে। তস্মাত্তথোপচর্যা স্ত্রী যথাগ্রে প্রাপ্নুয়াদ্রতিম্॥" (২।১।৬২) জাতির সমতা থাকিলে একই সময়ে উভয়ের রতিপ্রাপ্তি হইবে, তাহাই স্বাভাবিক কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ পুরুষের যদি অগ্রে ভাবপ্রাপ্তি হয় তাহা হইলে চুম্বনালিঙ্গনাদি উপচার করা আবশ্যক যাহাতে স্ত্রী অগ্রে রতিপ্রাপ্ত হয়। স্ত্রীর অগ্রে ভাবপ্রাপ্তির উপক্রম হইলে যুক্তযন্ত্রের বেগ বর্ধিত করিয়া আপন ভাব নিবর্তিত করিয়া লইবে। অন্যথা প্রীতিহানির সম্ভাবনা। প্রথমবার রতিতে পুরুষের বেগ (impulse) অধিক থাকে এবং তাহার কাল (duration) শীঘ্র হয় নারীর ঠিক তাহার বিপরীত

সুতরাং রতির পূর্বে নারীকে যথেষ্ট উত্তেজিত করিয়া লইতে হয়, যাহাতে সমকালে বিসৃষ্টি হয়।

কোমলাঙ্গী নারী স্বভাবতঃ 'শীঘ্রসম্ভবা' হয় কিন্তু স্বভাবতঃ 'শীঘ্রসম্ভব' পুরুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে রতিতে দুর্বল হয়। বিসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষের 'ভাবপ্রাপ্তি' হয়, তাহার পর পুরুষের ধ্বজভঙ্গতা হেতু রতির ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু নারী বিসৃষ্টির পর অক্ষমা হয় না কারণ তাহার তো ধ্বজভঙ্গতা নাই, কাযেই নারীর অগ্রে ভাবপ্রাপ্তি হইলেও পুরুষ অসমাপ্তিকাল পর্যন্ত রমণ করিলে নারীর তাহাতে সুখের তীব্রতা বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হয় না। এবং তাহার ফলে সে দ্বিতীয় মদনযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া পড়ে। যেমন চিরসম্ভবা নারীর প্রাকৃতি উপচার আবশ্যক তেমনি চিরসম্ভব পুরুষের যাহাতে সমকালে রতিপ্রাপ্তি হয় সেইজন্য ঔপদিষ্টিকাদি উপচারের প্রয়োজন হয়। 'মন্দবেগ' পুরুষ ও 'মন্দবেগা' নারীকে বাজীকরণ প্রয়োগ, ও উত্তেজক পানীয়াদি দ্বারা সমভাবাপন্ন করিতে হয়। সুতরাং স্বভাবতঃ সর্ববিষয়ে সমরতি দুর্লভ ও স্ত্রীপুরুষের অত্যন্ত আনন্দদায়ক। হস্তিনী ও অশ্বের সমরত সম্বন্ধে একটী শ্লোক আছে—"শুকস্তনী, দীর্ঘলিঙ্গী, বহুধাতী তথাবলী, চিত্তে রমতি বামায়াঃ ন শূরো ন চ পণ্ডিতঃ ॥"

১৭৫ পৃষ্ঠা ৮২৯ আর্যা—'ভর্তৃকর্তৃকতাড়ন' অর্থে কুপতি কর্তৃক স্তনে 'অপহস্তক' নামক তাড়ন ও মর্দনাদি। [উপরে ৬ সংখ্যক টিপ্পনী দ্রষ্টব্য]।

১৮৩ পৃষ্ঠা ৮৪১ আর্যা—'ভয়শৃংগারব্রীড়ামিশ্রীভূতানুভাবসন্দোহম্'—'ভয়' অর্থাৎ অনুচিতকর্মপ্রকাশের সন্দেহ হইতে উৎপন্ন চিত্তবৈকল্য। 'শৃংগার'—"পুংসঃ স্ত্রিয়াং স্ত্রিয়াঃ পুংসি সংযোগং প্রতি যা স্পৃহা। স শৃংগার ইতি খ্যাতো রতিক্রীড়াদি কারণম্ ॥" অর্থাৎ পুরুষের নারীর প্রতি এবং নারীর পুরুষের প্রতি সংযোগের জন্য যে স্পৃহা তাহাকে শৃংগার বলে ইহাই রতিক্রীড়াদির কারণ। 'ব্রীড়া'—'অন্তর্ভিন্নমান্মথবিকারজুগোপায়িষারূপা' অর্থাৎ মনের মধ্যে উৎপন্ন কামজবিকারকে গোপন করিবার যে অভিব্যক্তি। 'অনুভাব'—"উদ্বুদ্ধং কারণৈঃ স্বৈঃ স্বৈর্বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্। লোকে যঃ কার্যরূপঃ সোঽনুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ ॥" অর্থাৎ আলম্বন উদ্দীপনরূপ নিজ নিজ কারণ সমূহদ্বারা উদ্বুদ্ধ রত্যাদি ভাবকে যে সমস্ত ক্রিয়া বাহিরে প্রকাশ করিয়া দেয় কাব্য ও নাট্যে তাহাকে অনুভাব বলে। [৬৩৮ আর্যার টিপ্পনী দ্রঃ]। সুতরাং সম্পূর্ণ বাক্যাংশের অর্থ হইতেছে,—লোকাদি হইতে ত্রাস, কামুকবিষয়ে যে রতি, নূতন সংগমে উদ্ভূত যে লজ্জা, এই সকল মিশ্রীভূত ভাব হইতে বিকসিত অনুভাবের সমষ্টি।

২০৩ পৃষ্ঠা ৯৪৪ আর্যা—'নিযমিত দীপনশমনং'—গীতের স্বর বর্দ্ধিত করা ও হ্রাসকরা। 'শমন' স্বরের অবহ্রাসন।

২৩০ পৃষ্ঠা ১০৫২ আর্যা—'নৃত্যশ্রান্তা'—অনঙ্গরঙ্গে 'অল্পসাধ্যা' রমণী সম্বন্ধে লিখিত আছে—"রঙ্গাদিশ্রান্তদেহা চিরবিরহবতী মাসমাত্রপ্রসূতা গর্ভালস্যা চ নবজ্বরযুক্ততনুকা ত্যক্তমানপ্রসন্না। স্নাতা পুষ্পাবসানে নবরতি সময়ে মেঘকালে বসন্তে প্রায়ঃ সম্পন্নরাগা মৃগশিশুনয়না স্বল্পসাধ্যা রতে স্যাৎ ॥" (৪।৩৬)

গ

প্রধানশব্দানাং বর্ণানুক্রমণী

টিপ্পন্যান্তর্গতানাং শ্লোকপ্রতীকানাং বর্ণানুক্রমণী

গ্রন্থপঞ্জী

অনঙ্গরঙ্গ:
অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্
অভিনয়-দর্পণম্
অভিধান-চিন্তামণিঃ
অমরকোষঃ
অমরুশতকম্
অলংকারসর্বস্বম
অষ্টাধ্যায়ী
আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূঃ
আয়ুর্বেদপ্রকাশ.
আর্যা সপ্তশতী
উজ্জ্বল নীলমণিঃ
উত্তর রামচরিতম্
উন্মত্ত রাঘবম্
ঊনবিংশ সংহিতা
একাবলী
কথাসরিৎসাগরঃ
কর্ণভূষণম্
কর্ণসুন্দরী নাটিকা
কর্পূরমঞ্জরী
কলাবিলাসঃ
কবি কল্পদ্রুমঃ
কাদম্বরী
কামন্দকীয় নীতিসারঃ
কামপ্রদীপঃ
কামসমূহ
কামসূত্রম্
কালিকা পুরাণম্
কাব্যদর্পণঃ
কাব্যপ্রকাশঃ
কাব্য মীমাংসা
কাব্যাদর্শ
কাব্যানুশাসন[illegible]
কাব্যালংকার সূত্রম্
কাশী[illegible]ম্
কিরাতার্জুনীয়[illegible]
কুট্টনীমতম্ (তনসুখরা[illegible]
" (R.A.S.[illegible]
" ([illegible]মালা)
কুমারস[illegible]

কুবলয়ানন্দঃ
কৌতুকসর্বস্বপ্রহসনম্
গাথা সপ্তশতী
গীত গোবিন্দম্
গীতা
চতুর্বর্গসংগ্রহ
চম্পূ-রামায়ণম্
চরক-সংহিতা
চাণক্য রাজনীতিশাস্ত্রম্
চাণক্য রাজনীতিসারঃ
ছন্দঃ সারসংগ্রহ
ছন্দোমঞ্জরী
জানকীপরিণয়ম্
তন্ত্রাখ্যায়িকা
তারাশশাংকম্
ত্রিকাণ্ডশেষঃ
দর্পদলনম্
দশকুমারচরিতম্
দশরূপকম্
দানকেলিকৌমুদী
ভাণিকা
দুর্ঘট বৃত্তিঃ
দ্রৌপদী পরিণয়চম্পূঃ
নলচম্পূঃ
নাগরসর্বস্বম্
নাগানন্দম্
নারদস্মৃতিঃ
নারদীয় শিক্ষা
নীতিশতক
নৈষধচরিতম্
পঞ্চদশী
প্রজ্ঞায়ুধপ্রপঞ্চ ভাণঃ
[illegible]নীয় শিক্ষা
[illegible] প্রবৃত্তি:
[illegible]টীকা
[illegible]কাব্যম্
[illegible]
[illegible]কাব্যম্
[illegible]সংহিতা
[illegible]ধিসত্ত্বাবদান-
কল্পলতা

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্
ভট্টিকাব্যম্
ভরতকারিকা
ভরত নাট্যশাস্ত্রম্
ভরতশাস্ত্রসার সংগ্রহঃ
ভাগবত
ভামহালংকারঃ
ভামিনীবিলাসঃ
ভাবপ্রকাশঃ
মংখকোশঃ
মদালসা চম্পূঃ
মনুসংহিতা
মন্দারমরন্দ চম্পূঃ
মহাভারতম্
মালতী-মাধবম্
মালবিকাগ্নিমিত্রম্
মুকুন্দানন্দভাণঃ
মুগ্ধোপদেশঃ
মুদ্রারাক্ষস
মৃচ্ছকটিকম্
মেঘদূতম্
মেদিনী
যশস্তিলকচম্পূঃ
যোগবাশিষ্ঠঃ
রঘুবংশম্
রতিরহস্যম্
রত্নাবলী
রম্ভামঞ্জরী নাটিকা
রসদীপিকা
(কুট্টনীমত টীকা)
রসতরঙ্গিণী
রসরত্নহারঃ
রসরত্নাকরঃ
রসসদনভাণঃ
রসার্ণবসুধাকরঃ
রসিকজনমনোল্লাসিনী
রাজতরঙ্গিণী
রামায়ণম্
রাষ্ট্রৌঢ়বংশকাব্যম্
বসন্ততিলকভাণঃ
বাগ্ভটালংকারঃ

বাচস্পতি কোশঃ
বায়ু পুরাণম্
বাসবদত্তা
বিক্রমোর্বশীয়ম্
বিদ্ধশালভঞ্জিকা
বিশ্বপ্রকাশঃ
বিশ্বলোচনঃ
শিশুপালবধম্
শুক্রনীতিঃ
শৃঙ্গারতিলকভাণঃ
শৃঙ্গার তিলকম্
শৃঙ্গার দীপিকা
শৃঙ্গার ভূষণ ভাণঃ
শৃঙ্গারশতকম্
(ভর্তৃহরি)
" (জনার্দন)
শৃঙ্গারামৃতলহরী
সঙ্গীতদামোদরঃ
সঙ্গীত রত্নাকরঃ
সঙ্গীত সারোদ্ধারঃ
সত্য হরিশচন্দ্র নাটকম
সদুক্তিকর্ণামৃতম্
সময়মাতৃকা
সরস্বতী-কণ্ঠাভরণম্
সাংখ্যতত্ত্ব বিবেচনম্
সাহিত্য দর্পণম্
সাহিত্য মীমাংসা
সুভাষিতাবলী
সুবৃত্ততিলকম্
সৌন্দরানন্দকাব্যম্
স্মরদীপিকা
স্বপ্ন বাসবদত্তম্
হম্মীর মহাকাব্যম্
হরবিজয়ম্
হর্ষচরিতম্
হলায়ুধঃ
হারাবলী
হীর সৌভাগ্যম্
হেমচন্দ্রঃ
হৈমঃ
হোলা মহোৎসবভাণঃ

সম্পূর্ণ